মুসলমানকে যা জানতেই হবে

ড. আবদুল্লাহ আল-মুসলিহ
ড. সালাহ আস্‌সাবী

সম্পাদনা
অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী

মুসলমানকে

যা জানতেই হবে

রচয়িতা

ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুসলিহ

ড. সালাহ্ আস্‌সাবী

ভাষান্তর

আবদুল মান্নান তালিব

রুহুল আমীন রোকন

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবা: ০১৭[illegible]১ ০১০৭৪০, ০১৯১৮ ৮০০৮৪৯

মুসলমানকে
যা জানতেই
হবে

প্রকাশক	আমজাদ হোসেন খাঁন
প্রকাশনায়	কাশফুল প্রকাশনী ২২৯, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫ মোবা: ০১৭৩১ ০১০৭৪০, ০১৯১৮ ৮০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokashoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.sijdah.com www.wafilife.com www.rokomari.com
প্রাপ্তিস্থান	নলেজ বুক কর্ণার কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেট, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৬৫ ৮২২১১৪ কাঁটাবন বুক কর্ণার কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেট, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮ ৮০০৮৪৯ সিজদাহ.কম ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), দোকান নং-৪২ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১৪ ৭১১৮১১
গ্রন্থস্বত্ব	প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ	মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ	মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
তৃতীয় প্রকাশ	জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
চতুর্থ প্রকাশ	জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
মূল্য	৪৮০/- (চারশত আশি টাকা মাত্র)
প্রচ্ছদ ডিজাইন মুদ্রণ ও বাঁধাই	মিডিয়া প্লাস ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড়, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ মোবাইল: ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَمَنْ وَالَاهُ وَبَعْدُ-

জীবন সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ পড়াশুনার অভাবের কারণে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ, আকীদা-বিশ্বাস এবং সর্বোপরি জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের পূর্ণতা ও সময়োপযোগিতার বিষয়ে নব্য শিক্ষিতদের আধুনিক মানস ক্রমেই বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। সন্দেহ নেই যে, দ্বীনের প্রবক্তা ও আহ্বায়কদের অনেকেই যথার্থ দলিল-প্রমাণ, বিজ্ঞানসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। উপরন্তু ইসলামী জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যায় কুরআন-সুন্নাহ্ বহির্ভূত মনগড়া লেখা ও আলোচনা ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে। পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্ট এবং এ দেশীয় নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের অপকৌশল এ জন্য অনেকাংশে দায়ী। ফলে জ্ঞান চর্চার সর্বোচ্চ পাদপীঠ বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহের কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আজ নাস্তিকতার বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে। এহেন অবস্থায় মানবজাতির জন্য কুল মাখলুকাতের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ মনোনীত দ্বীন ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

সৌদী আরবের ইমাম মোহাম্মদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ফেকাল্টির ভূতপূর্ব ডীন, রাবেতা আল-আলম আল ইসলামীর গবেষণা বিভাগের সাবেক পরিচালক এবং আই, আই, আর ও জেদ্দার দাওয়াহ্ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান বিশিষ্ট ফকীহ্ ও ইসলামী চিন্তাবিদ, ড. আবদুল্লাহ আল-মুসলিহ এবং মিসরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ড. সালাহ্ আস্সাবী এ দু'জন বিজ্ঞ আলেম বক্ষমান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করি এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে। এটি রচিত হয়েছে প্রাঞ্জল ও সাবলীল আরবী ভাষায়। এতে ঈমান ও আকীদাহ্, তাহারত ও ইবাদত, মোয়ামালাত ও সিয়াসত তথা ব্যক্তি,

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সকল প্রয়োজনীয় প্রসংগসহ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার তাবৎ মৌলিক বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে কুরআন সুন্নাহর দলিল এবং অনাবিল বুদ্ধি ভিত্তিক যুক্তির কষ্টিপাথরে। একজন মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে ও পরিচিতি লাভ করতে হলে যে বিধানগুলো তাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং যেগুলো মেনে না চললে তাকে একজন মুসলিম বলা যায় না, বরং সে একজন নামমাত্র মুসলমানে পরিণত হয়। প্রকারান্তরে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার কোন অধিকারই তার থাকেনা, কেবলমাত্র সেই বিধানগুলোই আল-কোরআন ও নির্ভরযোগ্য সহী হাদীসের ভিত্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এক কথায় যে বিষয়গুলো না জানলেই নয়, সেই বিষয়সমূহই স্থান পেয়েছে এ মূল্যবান গ্রন্থে। মূলতঃ এ কারণেই বক্ষমান গ্রন্থটির নাম করা হয়েছে আরবীতে ما لا يسع المسلم جهله যার বাংলা তরজমা হচ্ছে ঃ 'মুসলমানকে যা জানতেই হবে'।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়াশুনা করলে যেমন তার পূর্ণতার ও সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়, উপরন্তু এতে কোথাও অসমন্বয় ও ক্রটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না, তেমনি দ্বীন সম্পর্কে দলিল নির্ভর ও বুদ্ধি ভিত্তিক অধ্যয়ন করলে ইসলামের সামগ্রিকতা, পূর্ণতা ও সময়োপযোগিতা বুঝতে পারা মোটেও কষ্টকর হয় না। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ○

'তুমি করুনাময়ের সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন ক্রটি দেখতে পাচ্ছ কি? অতঃপর তুমি পূনরায় দৃষ্টি ঘুরাও তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।'[১]

এত গেল সৃষ্টি সম্পর্কে, এবার দ্বীন সম্পর্কে শুনুন,

---

১. সূরা আলমুলক ৩-৪

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۭ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।[২]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলোর বাইরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শাখাগত বিষয়সমূহে ফেকাহ্ ও শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের মাঝে অনেক মতানৈক্য রয়েছে যা কিনা ইসলামের সুমহান জীবন ব্যবস্থার প্রশস্ততা ও গতিশীলতার পরিচায়ক। সে কারণে মাযহাবী দৃষ্টিকোণ থেকে মহান লেখকদ্বয়ের সাথে কারো কারোর ইখতেলাফ বা মতভেদ হতে পারে, এ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে; কোরআন সুন্নাহ্র তথা সহীহ্ দলীলের অনুসরণ করতে হবে, কোন ইমাম বা ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ নয়। ইমাম আজম আবু হানীফা (র) এর মহান উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ۔

'আমার মতের মোকাবিলায় কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া গেলে সেটিই আমার মাযহাব।' তিনি আরো বলেছেন ঃ আমার কোন মতামতের উপর আমল করা কারো জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না তিনি জেনে নেন যে, আমার মতের উৎস কি?

অনুরূপভাবে ইমাম মালেক রহ. বলেন ঃ

كُلُّ اِنْسَانٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ اِلَّا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ۔

'প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণও করা যায় প্রত্যাক্ষানও করা যায়, তবে এই কবরবাসীর তথা নবী করীম ﷺ এর কথা ভিন্ন, তিনি কোন বিষয়ে বলেছেন প্রমাণিত হলে তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরধার্য্য।'

আমাদের বিশ্বাস ইসলাম সম্পর্কে যারা সন্দেহের আবর্তে নিক্ষিপ্ত, এ বই তাদের ভ্রমের ঘোর কাটিয়ে দিতে ও সন্দেহের অপনোদন করতে

---

২. সূরা আল-মায়িদা ৩

সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। উলামায়ে কেরাম বিশেষ করে যারা দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে রত. তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, বিজ্ঞান চর্চার এ যুগে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি একটি অনন্য কার্যকর হাতিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এবং অন্যান্য বিভাগসমূহের 'ইন্টার ডিসিপ্লিনারী কোর্স' হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সিলেবাসের জন্য একটি অনন্য গ্রন্থ। এ অসাধারণ কিতাবটির ভাষান্তর ও সম্পাদনা করতে সক্ষম হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন ও সুসাহিত্যিক মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ও আমার স্নেহের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুহুল আমীন রোকনের প্রতি। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পূর্ণ আন্তরিকতার ফলেই এত বড় একটি গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রকাশক জনাব আমজাদ হোসেন খান সংক্ষিপ্ত সময়ে বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে মুদ্রণে যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমরা থাকলাম শুকর গুজার।

ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ এবং ইসলামের বিধানের আনুগত্য করার ব্যাপারে যদি আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা কিছুটা সহায়তা লাভ করেন, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সবধরনের সাবধানতা গ্রহণ সত্ত্বেও বইটিতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে আসলে, আমাদের অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সেটা সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি রইল। সম্মানিত গ্রন্থকারদ্বয় এবং আমাদের এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত সকলের পরিশ্রম আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে হাসানাহ দান করুন। আমীন।

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর গুণগান করি। তাঁর কাছে সাহায্য চাই। জীবনে চলার পথ নির্দেশনাও চাই তাঁর কাছে। সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্য তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমাদের নফসের প্ররোচনা এবং অসৎ কর্ম থেকে আশ্রয় চাই তাঁর কাছে। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায়। আর তিনি যাদেরকে ভুল পথে চালান তারা পাবে না কোনো অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল।

হে আল্লাহ! তুমি জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দাদের যাবতীয় বিরোধ তুমি নিরসন করো! বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সঠিক পথ নির্দেশনা দাও। তুমি যাকে চাও তাকে সোজা-সরল পথ দেখাও।

আজ একথা কারোর অজানা নেই যে, পাশ্চাত্য চিন্তা দর্শন মুসলমানদের মন মস্তিষ্কে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে তাদের চিন্তা, বিশ্বাস ও মননে নানান বিভ্রাট ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে আজ এমন লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা ইসলাম ও কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে না এবং এই জাতীয়তাবাদী চেতনার মতো জাহেলী গোষ্ঠীপ্রীতির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদেও দ্বিধান্বিত নয়। এই সংগে তারা ইসলামের বিশ্বজনীন আবেদনকে অর্থহীন ও গোঁড়ামি মনে করে।

যেমন আমরা পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি অংশকে দেখি তারা সে দেশীয় সমাজের যাবতীয় অশ্লীল ও অসৎ কাজে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করছে। এসব তারা প্রকাশ্যে করে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে কোনো লজ্জাও অনুভব করছে না । বরং এগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করতে গেলে তারা উল্টো ক্রোধ প্রকাশ করে। এমন কি অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, সাম্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে একদল মুসলিম মেয়ে অমুসলিম পুরুষদের সাথে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফলে তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি পাপ পংকিলতায় ডুবে যাচ্ছে।

মোটকথা, আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফলে যেসব ঘটনাবলী আমাদের সামনে আসছে, তা ইসলামী বিশ্বাস ও বিধানের মর্মমূলেই আঘাত হানছে। এর ফলে নিত্যদিন তা ইসলামী বিধানের সাথে জীবন ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নবতর কৌশলে শরীয়তের কর্তৃত্ব খর্ব করে চলেছে। এ অবস্থায় দ্বীনের যেসব অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়ে একজন মুসলমানের অজ্ঞ থাকার কোনো অবকাশ নেই এবং যেসব বিষয় তাকে পথভ্রষ্টদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আকিদা বিশ্বাস ও হালাল হারামের মতো বড় বড় বিষয়গুলো যেগুলোর ওপর শরীয়তের পুরো কাঠামোটিই নির্মিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি জানা এবং সেগুলোর ওপর অবিচল থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কারণ দুনিয়ার জীবনে ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলা এবং আখেরাতে তার নাজাত লাভের নিশ্চয়তা এরই ওপর নির্ভর করছে। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে যে বিভ্রান্ত চিন্তার প্রসার ঘটেছে, তার সংস্কার সাধনও এর মাধ্যমে সহজ হবে। তাছাড়া পাশ্চাত্যবাদিতার ধ্বজাধারীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে অধুনা ইসলামের মূলে আঘাত হানার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এটি হবে তার একটি চূড়ান্ত জবাব।

ইবনে আবদুল বার মুসলমানদের সামষ্টিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে যা কিছু জানা দরকার এবং যে বিষয় তাদের কারোর অজানা থাকা উচিত নয়, সে সম্পর্কে বলেছেন, মুসলমানদের যেসব ফরয বিষয় জানা একান্ত অপরিহার্য সেগুলোর মধ্য থেকে ব্যক্তি মুসলিমকে একান্তভাবে যা জানতেই হবে তা হচ্ছে যেমন-আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর কোনো সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত নেই, তিনি কারোর পিতা নন, কেউ তাঁর পুত্রও নয়, কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়, সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি, তাঁর দিকেই সবকিছু ফিরে যাবে, তিনিই জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা এবং তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই-এ বিষয়গুলোর সাক্ষ্য দান করতে হবে কণ্ঠে উচ্চারণ করে এবং মনে মনে এগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত স্বীকৃত বিষয়গুলো হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর নাম ও গুণাবলী থেকে কখনো আলাদা হন না, তিনি সবকিছুর শুরু, তাঁর কোনো শেষ নেই মানে

তিনি অনাদি, তিনি সব কিছুর শেষ তার কোন শেষ নেই, মানে তিনি অনন্ত। তার কোনো আদি ও অন্ত নেই এবং তিনি আরশে আজিমের উপরে সমাসীন। একইসঙ্গে এ বিষয়েরও সাক্ষ্য দান করতে হবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর নবীগণের শেষ নবী। আরো সাক্ষ্য দান করতে হবে যে, মৃত্যুর পরে কর্মফল দানের জন্য পুনরুত্থান হবে। সৌভাগ্যবানরা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের ফলে চিরন্তন জান্নাতের অধিবাসী হবে এবং দুর্ভাগ্যরা তাদের কুফরীর পরিণামস্বরূপ জাহান্নামবাসী হবে। আর এই সঙ্গে এ বিষয়েরও সাক্ষ্য দান করতে হবে যে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এতে যা লেখা আছে সবই আল্লাহর কাছ থেকে আগত সত্য। এর প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং এর বিধানসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। তাকে জানতে হবে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। তাহারাত তথা পাক-পরিচ্ছন্নতা ও নামাযের সমস্ত নিয়ম কানুন তাকে জানতে হবে। কারণ এগুলো ছাড়া নামায পূর্ণ হবে না। রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। রোযা নষ্ট হওয়ার কারণ এবং রোযাকে পূর্ণতা দান করার জন্য তার সমস্ত বিধান তাকে জানতে হবে। সে যদি সম্পদশালী হয়, তাহলে তাকে জানতে হবে, কোন্ কোন্ সম্পদে তাকে যাকাত দিতে হবে, কখন দিতে হবে এবং তার পরিমাণ কত। আর তার যদি হজ্জ সম্পাদন করার মতো সম্পদ থাকে, তাহলে তাকে জানতে হবে যে, সারা জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা তার জন্য ফরয।

এছাড়াও যেসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা তার জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলো না জানার কোনো অজুহাত গ্রহণীয় হবে না, সেগুলো হচ্ছে, যিনা করা, সূদ, মদ, শূকরের গোশ্ত, মৃত প্রাণী এবং সমস্ত অপবিত্র বস্তু খাওয়া হারাম। ঘুষ আদান প্রদান করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হারাম। সকল প্রকার জুলুম হারাম। মাতৃকুল ও ভগ্নিকুল সহ আর যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করা হয়েছে তাদেরকে বিয়ে করা, বৈধ কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা এবং যে সব বিষয়ে কুরআন বিধান পেশ করেছে এবং যে সব বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেছে সে সব বিষয়ে অন্য বিধান প্রণয়ন করা হারাম।'

শরীয়ত সম্মত এ বিষয়গুলোকে দুটি পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে,

প্রথম পর্যায়, এ পর্যায়ে একজন ব্যক্তি মুসলিমকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়ত সম্পর্কিত যে সব জ্ঞান লাভ করতে হবে, যে সব বিষয় সম্পর্কে তার কোনোক্রমেই অজ্ঞ থাকা চলবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়, এ পর্যায়ে দলগত ও পেশাগতভাবে জনগোষ্ঠিকে সেসব জ্ঞান লাভ করতে হবে। যেমন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও এই ধরনের আরো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের এবং সৈনিক, সীমান্তরক্ষী, ইসলাম প্রচারক ও এই ধরনের আরো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ইসলামের মর্মবাণী, তার তাৎপর্য এবং ইসলামী আইন ও তার নিজস্ব পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা একান্ত অপরিহার্য।

আমরা মনে করি রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা যাবতীয় প্রচার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এ কিতাবে আমরা বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করেছি। অবশ্য ফিকহী আলোচনার ক্ষেত্রে একদল আলেম দুর্বল হাদীসের সাহায্য নেয়ার অবকাশও রেখেছেন। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সহী হাদীস থাকার কারণে আমরা সে দিকে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য। তিনিই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শক।

শুরুর কথা

প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে সে উম্মতে মুসলিমার একটি অংশ। আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন তথা জীবন বিধান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রসূল হিসেবে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে এই উম্মতের জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠেছে। ইসলামী জীবন বিধানের বিরোধী সকল বিধান থেকে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। চৌদ্দ'শ বছর ধরে ইতিহাসের বিস্তৃত অঙ্গনে এই উম্মত তার মূল বিস্তার করে চলেছে। এ কাজের সূচনা করেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই। পরবর্তীকালে তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেন যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

মুসলমান দুনিয়ার পূর্বে পশ্চিমে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, মুসলিম দেশসমূহের কোথাও সে উদ্বাস্তু অথবা মজলুমের জীবন-যাপন করুক, অথবা সে হোক মুসলিম দেশের অধিবাসী কিংবা প্রবাসী, যে কোনো জাতীয়তাই সে অবলম্বন করুক না কেন, অথবা সে হোক কোনো বিশেষ দল বা সংস্থার লোক, সকল অবস্থায়ই সে নিজেকে সেই সৌভাগ্যবান উম্মতের অংশ বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যে উম্মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল এবং তিনি যে বিধান এনেছিলেন তা মেনে নিয়েছিল। এই উম্মত মানব জাতির ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি রাখবে অবিচল বিশ্বাস।

এই উম্মত দোষ ত্রুটি মুক্ত ওহীর সাহায্যে নিজেদের বিষয়াবলীর বিচার ফয়সালা করে। এর অগ্রে-পশ্চাতে বাতিলের অনুপ্রবেশের কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ নিজেই যুগ-যুগান্তর ধরে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই উম্মত নিজেদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ। এটি দেশ-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে এই সমগ্র উম্মতকে একটি দেহ কাঠামোয় রূপান্তরিত করেছে, যার একটি অংগে আঘাত লাগলে সমস্ত শরীরে তার ব্যথা অনুভূত হয়।

এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী উম্মত। সংকীর্ণতা ও বাড়াবাড়ির প্রান্তিকতার কোনো অবকাশ এখানে নেই। এই উম্মত সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা বহন করে এনেছে এবং এ পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছে।

আজ মুসলিম উম্মাহর উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তা থেকে উদ্ধারের উপায় হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত করবে এবং মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে গর্ববোধ করবে। ফলে সে অনুভব করবে যে, এই বিপর্যয় নিতান্তই সাময়িক। যার কারণ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা। সে অনুভব করবে যে, তার জাতি সেই জাতি যারা একহাজার বছরের অধিককাল পৃথিবীর বুকে পাইওনিয়ার এর আসনে সমাসীন ছিল। ওহীর মর্মবাণী বলে দিচ্ছে বাতিলপন্থীরা না চাইলেও এবং তারা বিদ্রূপের হাসি হাসলেও ইসলাম আবার বিজয়ীর বেশে ফিরে আসছে, একথা সুনিশ্চিত। দেশে দেশে ইসলামের নব জাগরণেই একথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

'তিনিই তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন তথা জীবন বিধান সহকারে অন্যান্য সকল জীবন বিধানের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য এবং সত্যের সাক্ষ্য দাতা হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।'[৩]

---

৩. আল ফাতহ ২৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ.

'দিন-রাতের শেষ সীমা পর্যন্ত এ দ্বীনের বিস্তৃতি ঘটবে। শেষ পর্যন্ত কোনো পশমের ঘর, মাটির ঘর ও পাথরের ঘরও বাকি থাকবে না। সর্বত্রই এই দ্বীন পৌঁছে যাবে। মর্যাদাবানদের ঘরে মর্যাদার সাথে এবং মর্যাদাহীনদের ঘরে মর্যাদাহীনতার সাথে। এমন মর্যাদা সহকারে যে মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন আল্লাহ্ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এবং এমন হীনতার সাথে যে হীনতায় জর্জরিত করবেন কুফর ও কাফের সমাজকে।'[৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

'আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীটাকে আমার দু'চোখের সামনে এনে দেখিয়েছেন। আমি তার পূর্ব-পশ্চিমের সব কিছুই দেখেছি। আমাকে যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে আমার উম্মত শীঘ্রই সেখানে পৌঁছে যাবে।'[৫]

আধুনিককালে মুসলমানদের শত্রুরা বা তাদের মধ্যকার কিছু ইসলামদ্রোহী সমগ্র ইসলামী বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করার যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার ফলে সাম্রাজ্যবাদের পথ সুগম হওয়া এবং মুসলমানরা তাদের নির্মম শিকারে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি; বরং এর ফলে তাদের জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। কাজেই কোনো ন্যায়বাদী সচেতন মুসলমানের পক্ষে জাহেলী জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ করা তো দূরের কথা, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও চিন্তাদর্শনই গ্রহণ করা কোনোক্রমে উচিত হবে না।

---

৪. মুসনাদে আহমদ ও হাকিম

৫. সহীহ মুসলিম, বাবু হালাকা হাযিহিল উম্মাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১৫, হাদীস নং ৩৪৪৯

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ঈমানের মৌলিক উপাদান

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের ভিত্তি

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামে পরিবার গঠন

প্রথম অধ্যায়
ঈমানের মৌলিক উপাদান

ঈমানের মৌলিক উপাদান

ঈমানের নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি ঃ

১. আল্লাহর উপর

২. তাঁর ফেরেশতাগণের উপর

৩. তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর

৪. তাঁর রসূলগণের উপর

৫. পরকাল দিবসের উপর

৬. আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের ভাল মন্দের উপর।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ ○

'রসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও। সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আমার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর রসূলগণের একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করিনা।'[৬]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا○

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্,

---

৬. সূরা আল বাকারা ২৮৫

তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে, সে চরম পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।'[৭]

রসূল ﷺ বলেন :

اَلْإِيمَانِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهٖ، وَكُتُبِهٖ، وَرُسُلِهٖ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ۔

'ঈমান হলো তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকূলের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে।'[৮]

মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهٖ، وَكِتَابِهٖ، وَلِقَائِهٖ، وَرُسُلِهٖ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهٖ۔

'ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব, তাঁর সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং পুনরুত্থান দিবস ও তাকদীরের সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস রাখবে।'[৯]

---

৭. সূরা আন নিসা ১৩৬

৮. সহীহ মুসলিম, বাবু মা'রিফাতুল ইমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ৮

৯. সহীহ মুসলিম, বাবুল ইসলামি মা হুওয়া ওয়া বয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০, হাদীস নং ১০

আল্লাহর প্রতি ঈমান

নির্ভেজাল তাওহীদ সকল আসমানী রিসালাতের মূল ভিত্তি

আমরা বিশ্বাস করি, বিশুদ্ধ তাওহীদ হচ্ছে সেই প্রকৃতি যার উপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এটিই সকল আসমানী রেসালাতের মূলভিত্তি, পরবর্তীতে এর ভেতর হঠাৎ করে গায়রুল্লাহর ইবাদত অথবা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা অথবা আল্লাহ্ তায়ালার তাঁর কোন সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হওয়ার বিশ্বাস এসব কিছুই হচ্ছে শিরক এবং মানুষের মনগড়া মতবাদ যার থেকে নবী-রসূলগণ সকলেই সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝

'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের বংশধরদেরকে এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতরে দিন বলতে শুরু না কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। অথবা তোমরা যেন না বল যে, আমাদের পুর্বপুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?'[১০]

---

১০. সূরা আল আরাফ ১৭২,১৭৩

এখানে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বনী আদমের বংশধরকে তিনি তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে এ মর্মে সাক্ষাৎদানরত অবস্থায় নির্গত করেছেন যে, আল্লাহ তাদের প্রতিপালক ও মালিক এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং এই সত্যের ওপরই আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ؕ لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ ۙۗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۟ۙ

'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই । এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'[১১]

অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আলেমগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, এখানে 'ফিতরাত' বলতে 'ইসলামকে' বুঝানো হয়েছে। রসূল ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ۔

'প্রত্যেক নবজাত সন্তান ইসলাম নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার বাবা-মা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক করে। যেমন জীবজন্তু নিখুঁত শাবক প্রসব করে, তুমি কি সেখানে কোন ক্রুটিযুক্ত শাবক দেখতে পাও?'[১২]

এ হাদিসটি বর্ণনার পর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ؕ لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ

---

১১. সূরা আবরুম ৩০

১২. সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬, হাদীস নং ১৩৫০; সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৪৭, হাদীস নং ২৬৫৮; এখানে বর্ণিত হাদিসের শব্দ মুসলিম থেকে গৃহীত

এখানে উদ্ধৃত হাদিসটির মর্মার্থ হলো, মানব সন্তান ইসলামসহ জন্ম লাভের পর তার বাবা-মা তাকে ইহুদীবাদ, খ্রিস্টবাদ অথবা অগ্নিপূজা প্রভৃতি ধর্মের অনুসারী হিসেবে বড় করে তোলে। যেমন জীবজন্তুর শাবক সম্পূর্ণ নিখুঁত অবস্থায় জন্ম লাভ করলেও পরবর্তী সময়ে তার অনেক সময় কান-কাটা হয়।

রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি আমার বান্দাহদেরকে একনিষ্ঠ একত্ববাদ ও ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে সেই দীন ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করেছেন। এভাবে আমি যা তাদের জন্য বৈধ করে ছিলাম তা তাদের জন্য হারাম করেছে।'[১৩]

একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ও দাসত্বই যে সকল নবী রসূলের দাওয়াতী মিশনের লক্ষ্য ছিল এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۝

'আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ নির্দেশই প্রদান করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।'[১৪] আল্লাহ্ আরো বলেছেন,

وَ اذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۝

'আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ কর, তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এমর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।'[১৫]

---

১৩. সহীহ মুসলিম

১৪. সূরা আল আম্বিয়া ২৫

১৫. আল আহকাফ ২১

এ আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হুদ আলাইহিস সালাম এর পূর্বে ও পরে সকল সতর্ককারীগণ একমাত্র এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের বাণী নিয়েই আগমন করেছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো।'[১৬]

এ আয়াত থেকেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সকল নবী রাসূলগণ একত্ববাদ ও এক আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহ্বান করেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা ও আনুগত্য করা হতে বিরত থাকেন।

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

'বল হে আহ্লে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও, সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।'[১৭]

এ আয়াতে 'আহ্লে কিতাব' বলে যে সম্বোধন করা হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে ইহুদী, খৃষ্টান এবং তাদের অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর যে বিষয়ে কোন রকম মতপার্থক্য ছাড়াই তাদের সকলের মধ্যে সমান তাহলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের দিকে আহ্বান জানানো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে আর কাউকে প্রভু সাব্যস্ত না করা।

---

১৬. সূরা আননাহ্ল ৩৬

১৭. সূরা আলে ইমরান ৬৪

রসূল ﷺ বলেছেন,

وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ۔

'নবীগণ একই পিতার ঔরসজাত ভ্রাতৃসদৃশ, তাদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু দ্বীন এক ও অভিন্ন।'[১৮]

এ হাদীসের মর্মবাণী হলো, শরীয়তের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলে তাওহীদের ক্ষেত্রে নবীগণের মধ্যে কোন রকম বিরোধ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা তাই বলেন,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝ وَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

'এটা সম্ভব নয় যে, কোন মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করার পর সে বলবে, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমার বান্দাহ হয়ে যাও। বরং তারা বলবে, হয় তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। তাছাড়া এটাও সম্ভব নয় যে, সে আদেশ করবে তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। এটা কি কখনো হয় যে, তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর তারা তোমাদেরকে কুফরী শিখাবে?'[১৯]

এখানে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজের আনুগত্য ও দাসত্বের আহ্বান জানানো কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। আর নবী রসূলগণের পক্ষে যখন এটা বৈধ নয়, তখন অন্য মানুষের জন্য তো এটা কখনো শোভনীয় হতে পারে না।

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মায়ের আনুগত্য ও উপাসনার দিকে ঈসা আলাইহিস সালাম আহ্বান করেছেন, এমন একটি খ্রিস্টীয় ধারণা রদ করে আল্লাহ্ বলেন,

---

১৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বাবু ফাদাইলি ঈসা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩৭, হাদীস নং ২৩৬৫

১৯. সূরা আলে ইমরান ৭৯,৮০

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَ اُمِّیَ اِلٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِیْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝

'যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা ইবনে মারয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি পবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন অথচ আমি আপনার মনের কথা জানি না। নিশ্চয়ই আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা! আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।'[২০]

আল্লাহ্ স্বয়ং কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণের ধারণা খণ্ডন করে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আসমান জমিনে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁর অধীন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ۝

২০. সূরা আল মায়েদা ১১৬, ১১৭

'তারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসবকিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, 'হয়ে যাও' এবং তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।'[২১]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

'তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পূত পবিত্র এবং তিনি এসব কিছুর মুখাপেক্ষী নন। আসমান জমিনের সবকিছুই তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন। তোমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে তোমাদের কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। তাহলে কেন তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ কর। যার কোন প্রমাণই তোমাদের হাতে নেই।'[২২]

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ○ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ○ وَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ○

'তারা বলল, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্য কখনো এটা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের

---

২১. সূরা আল বাকারা ১১৬, ১১৭

২২. সূরা আল ইউনুস ৬৮

জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। তাদের মধ্যে যে একথা বলে, 'আল্লাহ্ নয় আমিই উপাস্য' তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।'[২৩]

আল্লাহ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এ সমস্ত আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার প্রকৃতি ও ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। এ জাতীয় প্রত্যাখ্যাত ও ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার প্রতি চরম অপবাদ এবং এই অপবাদের ভয়াবহতা এত ব্যাপক যে, এর কারণে আসমান বিদীর্ণ হতে, জমিন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে এবং পাহাড় পর্বত ধ্বসে যেতে পারে। আল্লাহর বাণী তাই এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَ كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

'তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' নিশ্চয়ই তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। এর কারণেই এখনি নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকেও গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।'[২৪]

---

২৩. সূরা আল আম্বিয়া ২৬-২৯

২৪. সূরা আল মরিয়ম ৮৮-৯৫

ইবাদতের শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য ঈমানের শর্ত

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইবাদাত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। এটা নিশ্চিত যে, শিরক ও কুফর সকল প্রকার আনুগত্য ও সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়। অযু ছাড়া সালাত যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, ঈমান ছাড়া ইবাদাত ও তেমনি গ্রহণযোগ্য হয় না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

'যে নর-নারী মুমিন হওয়া অবস্থায় সৎ কাজ করে, আমি তাদের পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের সম্পাদিত কাজের উত্তম পুরস্কার দিব।'[২৫]

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, পবিত্র জীবন এবং উত্তম পুরষ্কারের জন্য ঈমান শর্ত। আল্লাহ আরো বলেন,

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

'ঈমান থাকা অবস্থায় যে নর-নারী সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট এবং তাদেরকে বিন্দুমাত্র ঠকানো হবে না।'[২৬]

এ আয়াতটিতে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সৎকর্মের সাথে ঈমান কে শর্ত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا ○

'মুমিন হওয়া অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার জুলুম ও ক্ষতির কোনো আশংকা নেই।'[২৭]

এ আয়াতে কিয়ামত দিবসে নিরাপত্তার জন্যে সৎ কর্মের সাথে ঈমানকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ আরো বলেন,

---

২৫. সূরা আন নাহল ৯৭

২৬. সূরা আন নিসা ১২৪

২৭. সূরা আত তাহা ১১২

وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا○

'যারা আখিরাতে প্রাপ্তির আশায় মুমিন অবস্থায় যথাযথ প্রচেষ্টা চালায়, তাদের সে প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।'[২৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আখেরাতের লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টায় স্বীকৃতির জন্যে আখেরাতের কামনা বাসনা এবং চেষ্টা সাধনের সাথে ঈমানকে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَ اِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ○

'ঈমান সহকারে যে সৎ কর্ম করবে, তার কোনো প্রচেষ্টা অস্বীকার করা হবে না এবং আমি তা সম্পূর্ণ লিখে রাখব।'[২৯]

এখানেও একজন মুমিনের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি ও আখেরাতে তার যোগ্য পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে সৎকর্মের সাথে ঈমানের সর্তারোপ করা হয়েছে।

এটাই স্পষ্ট বিধান যে, শিরক সকল সৎকর্মকে বিনাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সম্মোধন করে বলেন,

وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ○

'তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের কাছে এই মর্মে ওহি পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক করো, তাহলে তোমার সকল কর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অন্তর্ভূক্ত হবে। বরং একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য ও দাসত্ব কর এবং কৃতজ্ঞ মানুষকুলের অন্তর্ভুক্ত হও।'[৩০]

---

২৮. সূরা আল ইসরা ১৯

২৯. সূরা 'আল আম্বিয়া ৯৪

৩০. সূরা আয জুমার ৬৫,৬৬

আল্লাহ তাঁর নবী রাসূলগণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

'তারা যদি শিরক করত, তাহলে তাদের সকল কর্মই বরবাদ হয়ে যেত।'[৩১]

আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বলেন,

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'[৩২]

আল্লাহ কাফিরদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আরো বলেন,

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۚ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۚ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

'যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত পানি মনে করে। এমনকি সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তাদের হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা তাদের কর্ম অতল সমুদ্রের বুকের গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপর ঘন কালো মেঘের সমারোহ। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতি নেই।'[৩৩]

---

৩১. সূরা আল আনআম ৮৮

৩২. সূরা আল ফুরকান ২৩

৩৩. সূরা আন নূর ৩৯,৪০

আল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন যে, মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু ইহকাল ও পরকালের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দেয় এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ হবে। তিনি বলেন,

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।"[৩৪]

ইসলামী শরিয়তের দিকে আহ্বান সংক্রান্ত যে দায়িত্ব রাসূল ﷺ হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর অর্পণ করেন, সেখানে তাওহীদের স্বীকৃতি দানের বিষয়টির স্থান দিয়েছেন দাওয়াতের পরে।

ইয়েমেনে পাঠানোর পূর্বে তিনি তাকে দাওয়াতী কাজের দিক নির্দেশনা দান কালে বলেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔

'তুমি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত একটি সম্প্রদায়ের মাঝে যাচ্ছ। কাজেই তাদেরকে যে আহ্বান জানাতে হবে তাহলো এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তারা যদি তোমার এ কথায় আনুগত্য প্রদর্শন করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন রাত পাঁচ বার সালাত ফরজ করে দিয়েছেন।'[৩৫]

---

৩৪. সূরা আল বাকারা ২১৭

৩৫. সহীহ মুসলিম, বাবুল আমরু বিল মা'রুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০, হাদীস নং ১৯

তাওহীদ ও রবুবিয়্যাৎ

আমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি, তিনি এক ও একক এবং তিনি একাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর সকল কিছুর মালিকানা তাঁরই এবং তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

'তারা কি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছে; বরং তারা বিশ্বাস করে না।'[৩৬]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, তারা কি কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করেছে? নাকি তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? না এর কোনটাই নয়। আসল ব্যাপার হলো আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আরো বলেন,

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'লক্ষ্য কর। সৃষ্টি ও পরিচালনা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তিনি পরম পবিত্র ও বরকতময়। আর তিনিই সারা জাহানের প্রতিপালক।'[৩৭]

এ আয়াতের অর্থ হলো মালিকানা ও পরিচালনা একমাত্র আল্লাহর অধীন। তাঁর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য কারো নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশ লংঘন করার ক্ষমতাও কেউ রাখে না। সকল কিছুতে তাঁর মালিকানা, কেউ তাঁর অংশীদার নেই এবং তিনি এমন কোনো দুর্দশাগ্রস্তও হন না যেখানে সাহায্যকারীর প্রয়োজন থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

---

৩৬. সূরা আত তূর : ৩৫,৩৬

৩৭. সূরা আল আরাফ : ৫৪

'মূসা বললেন, আমার প্রভু এমন এক সত্তা, যিনি সবকিছুর প্রকৃতি আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথ নির্দেশ দিয়েছেন।'[৩৮]

অর্থাৎ তিনি পরিমাপমত সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছুর আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। তিনি এমন সত্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে যথার্থ ও উপযোগী আকৃতিতে সজ্জিত করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল বস্তুকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণা থেকে শুরু করে নভোমণ্ডলের বিশাল নক্ষত্র পর্যন্ত আসমান জমিনে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার সবই তাঁর অস্তিত্ব, মালিকানা ও একক পরিচালনার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

প্রাকৃতিক প্রমাণ

এ ব্যাপারে প্রথম প্রমাণ হলো প্রকৃতিগত। কেননা আল্লাহর রবুবিয়্যাতের (প্রভুত্ব) স্বীকৃতি এমন একটি স্বভাবজাত অপরিহার্য বিষয় যে পুণ্যাত্মা ও পাপী নির্বিশেষে সকল মানুষই তার হৃদয়ের গহীন কোণে এর স্পর্শ অনুভব করে। এটি এমন একটি গভীর অনুভূতি, যা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর আনুগত্যের সকল উপাদানে জড়িয়ে মানব দেহের সর্বাংশকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রাখে, যা অস্বীকার বা নিশ্চিহ্ন করার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

বিপুল সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে, এই প্রাকৃতিক অনুভূতি হলো সেই প্রতিশ্রুতি, যা সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা তার রবুবিয়্যাতের ব্যাপারে আদমসন্তানের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এই অঙ্গীকারটিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা বিস্মৃত অথবা বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের বাহানা দেখিয়ে কোনটাই সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا

---

৩৮. সূরা আত তাহা ৫০

كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

'যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, 'এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।' অথবা একথা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বের প্রথাতো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিলেন আমাদের পূর্বেই। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তাহলে কি পথভ্রষ্টদের কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? বস্তুত এভাবে আমি বিষয়সূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।'[৩৯]

কিন্তু এই স্বাভাবিক অনুভূতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভোগের প্রাচুর্য কিংবা গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে কখনো প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে যদি কখনো কঠিনতম বিপদ সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে নাস্তিক ও কাফিরও অশ্রুসিক্ত নয়নে ভক্তি বিনীত চিত্তে প্রভুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ্ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

'স্থলে ও সাগরে তিনিই তোমাদেরকে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলে এবং তাতে তারা আনন্দিত হয়, আর যখন নৌকাগুলোর উপর

৩৯. সূরা আল আরাফ ১৭২-১৭৪

তীব্র বাতাস, আর সবদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা জানতে পারে যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে থাকে আল্লাহকে তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে, যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।'[৪০]

আল্লাহ্ আরো জানান,

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

'যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয় তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে, কেবল মিথ্যাচারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই নির্দেশাবলী অস্বীকার করে।'[৪১]

চরম নাস্তিক ও নিকৃষ্ট কাফেররাও নিজেদের বেলায় এই বাস্তবতা থেকে সরে আসতে পারেনি। যদিও হটকারিতা ও অহংকার বশত মুখে মুখে তারা তা অস্বীকার করবে কিন্তু হৃদয় থেকে মূলত তারা তা অস্বীকার করতে পারে নি। আল্লাহ্ তায়ালা বিতাড়িত ফেরাউনের সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ؕ

'তারা অন্যায় ও অহংকার করে নির্দেশনাবলী প্রত্যাখ্যান করলো যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।'[৪২]

আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

---

৪০. সূরা আল ইউনুস ২২

৪১. সূরা লোকমান ৩২

৪২. সূরা আন্ নামল ১৪

'তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই উত্তরে বলবে মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ এগুলো সৃষ্টি করেছেন।'[৪৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে, কিংবা কে তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির মালিক? তাছাড়া কে মৃতের ভেতর থেকে জীবিতকে বের করেন? আর সে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা এসব প্রশ্নের জবাবে বলবে 'আল্লাহ'। তাদেরকে বল, এরপরও কি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে না?'[৪৪]

সৃষ্টিগত প্রমাণ

আল্লাহ্র অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ সকল সৃষ্টির অভ্যন্তরে বিদ্যমান। এ নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটিই মহান ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার এক একটি প্রমাণ। এভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মধ্যে এমন সুস্পষ্ট নির্দশন রয়েছে যা অস্বীকারকারীকে হতবাক করে দেয় এবং অহংকারী ও হটকারীর দর্প চূর্ণ করে। কারণ সৃষ্টিজগতের এ সমুদয় বস্তু আল্লাহ্র সৃষ্টি প্রতিপালন ও কর্তৃত্ব ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে।

কাজেই এই সুবিশাল ও সুবিন্যস্ত সৃষ্টি যে এমনিতে আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে একথা বলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এরা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি। একথা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত যে, এগুলো মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়ের সুনিপুণ হাতের সৃষ্টি, যাঁর সৃষ্টির ফলে এগুলো প্রকৃতিগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম

৪৩. সূরা আয যুখরুফ ৯

৪৪. সূরা আল ইউনুস ৩১

করেন এবং তিনি পরিমিত বিকাশ সাধন ও পথ নির্দেশ করেন। এভাবে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কুরআনের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়, যেমন সূর্যকিরণ সম্পর্কে জানা থাকলে সূর্য সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জিত হয় এবং এজন্য কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ বলেন,

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

'তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?'[৪৫]

সমগ্র উম্মতের ইজমা

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস 'ইজমা' এর মাধ্যমেও মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রশ্নে সমগ্র উম্মত একমত হয়েছে। মানব ইতিহাসের কোন প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় এ ধারণার বিপরীত কোন বক্তব্য পেশ করেনি। তবে কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভিন্নমত বিদ্যমান থাকলেও যথার্থ অর্থে তা ভিন্নমত বলে বিবেচিত হয় না এবং এ কারণে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে ইজমা দ্বারা যে প্রমাণ উপস্থাপিত হয় তা যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। তাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র, মতবাদ ও ধর্মের যে বক্তব্য লেখকগণ উদ্ধৃত করেছেন তাতে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কারো অংশিদারিত্বের সমর্থনে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না এবং তাঁর সিদ্ধান্ত কিংবা গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কেউ তাঁর সমকক্ষ আছেন এমন প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় না। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর রবুবিয়্যাত অস্বীকার করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ্ বলেন,

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'তাদের রসূলগণ বলেন, আল্লাহর ব্যাপারেই কি সংশয় ও সন্দেহ আছে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?'[৪৬]

---

৪৫. সূরা আততুর ৩৫

৪৬. সূরা ইব্রাহীম ১০

এখানে রসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সংশয়মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় সম্বোধন করেছেন। আসলে এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয়-সন্দেহ্ শোভনও নয়। কেননা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সন্দেহ্ পোষণ করার জন্য তার কাছে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী কোন প্রমাণ নেই।

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ নিহিত রয়েছে এবং এ জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপনা মূলত তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা মানবিক বিবেক বুদ্ধি ও কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের আলোকে উদ্ভাসিত এবং ধর্ম, জাতি ও মতবাদ নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। নিম্নে এ ভিত্তির বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রথম ভিত্তি ঃ প্রত্যেক কর্মের একজন কর্তা

অস্তিত্বহীন বস্তু কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও বিধিসম্মত বাস্তবতা। মানুষের সহজাত জ্ঞান-বুদ্ধি ও কুরআনের আয়াত দ্বারা এ বক্তব্য সমর্থিত। আল্লাহ্ বলেন,

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

'তারা কি এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে নাকি তারাই তাদের স্রষ্টা? তবে কি তারা আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা? বরং বাস্তব সত্য হলো তারা বিশ্বাস করে না।'[৪৭]

একজন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে? অথচ তার পায়ের জুতা, পরনের কাপড়, তাকে বহনকারী গাড়ী, সূর্যতাপ থেকে রক্ষাকারী ছাতা, খাদ্য, পানীয়, এমনকি তার চারপাশের সবকিছুই এ সুস্পষ্ট সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য বহন করছে। তার বিবেক কখনো এটা মানতে পারে না যে, একজন কারিগর ও কর্তা ছাড়া এ সব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তিনি এগুলো সৃষ্টি করার পর এদের প্রয়োজনীয়তাও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই ভিত্তিটি বিশ্লেষণের পর এ

৪৭. সূরা আততুর ৩৫,৩৬

নিখিল বিশ্বের অসংখ্য ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে আছে একজন কর্তার সুনিপুণ হাতের কারসাজি।

দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ কাজ কর্তার ক্ষমতা ও গুণাবলির দর্পণ

কর্তা ও ক্রিয়ার মাঝে সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় কোন কাজ সম্পাদিত হলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তা সম্পন্ন হওয়ার পেছনে কর্তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এ ভাবে বৈদ্যুতিক বাল্ব দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, এর নির্মাতার নিকট নিশ্চয় এ বাল্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঁচ ও তার রয়েছে এবং কাঁচ ও তারের সমন্বয় ঘটিয়ে বৈদ্যুতিক বাল্ব-এর আকৃতি প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে বাল্ব নির্মাতার আয়ত্তে এবং এ ব্যাপারে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাই আমাদের চারপাশে সম্পাদিত সকল কর্ম দর্শনে আমরা এর কর্মকর্তার কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এ ভিত্তির সমর্থনে মহাগ্রন্থ আল কুরআনেও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের বিশাল সাম্রাজ্যসহ তাঁর সকল সৃষ্টিজগত সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেছেন, যাতে আমরা এ চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে মহান প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَ یَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ ۝ فَانْظُرْ اِلٰۤی اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰی ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

"তিনি আল্লাহ্ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছাড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে

পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাহদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌছান, তখন তারা আনন্দিত হয়। তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৪৮]

আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, বৃষ্টিকে জমিনে বর্ষণ এবং তাতে জীবন সঞ্চারণ-এসবের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর আরেক যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিশেষত মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। সুতরাং কর্তার সঠিক কর্ম পরিচালনা ও তার নির্দশনাবলী অবলোকন করার পর তার গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের বিষয়টি একদিকে যেমন মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সহজেই বুঝা যায়, অন্যদিকে তেমনি শরিয়তের অকাট্য যুক্তি সহকারেও তা অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া এ থেকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি চয়ন করা যায়, যার উপর প্রতিষ্ঠিত ঈমানের অনেক অন্তর্নিহিত বিষয়।

এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সামনে একটি সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই বিশাল সৃষ্টি জগত তার অস্তিত্বের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিয়ে যায়, এর স্রষ্টা চির শাশ্বত ও চিরন্তন সৃষ্টির বিশালতা প্রমাণ করে সৃষ্টিকর্তা মহান ও সর্বশক্তিমান। সৃষ্টিজগতের বিচরণশীল প্রাণ একথাই বুঝায় স্রষ্টা চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান। সৃষ্টির কলা-কুশলতার নৈপুণ্য এবং সমন্বয় ও সুষ্ঠু বিন্যাস স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে এবং সর্বোপরি এ বিশাল সৃষ্টির একক পরিচালনা ও সুদৃঢ় নিয়ম-নীতি স্রষ্টার একত্ব ও অসাধারণ মহিমা ঘোষণা করে।

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গোটা সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব। প্রজ্ঞা, মহাত্ম, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং অবিনশ্বরতা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে।

এমনিভাবে গোটা সৃষ্টি আমাদের সামনে এই মর্মে নিশ্চিত প্রমাণ পেশ করে যে, সৃষ্টিকর্তা চির বিদ্যমান, প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, সুমহান, শক্তিশালী, চিরঞ্জীব ও সদা বিরাজমান। কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

---

৪৮. সূরা আররুম ৪৮-৫০

এই বিশ্বাসের বন্ধনে একজন নাস্তিককেও বাঁধা যায় যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সুমহান, চিরঞ্জীব এবং এমনই একক অধিপতি যাকে কোন কিছুই অক্ষম করতে পারে না।

তৃতীয় ভিত্তি ঃ অক্ষম ব্যক্তির কর্তা না হওয়া

কোন বিশেষ কাজে যদি কোন ব্যক্তির যোগ্যতা না থাকে, তাহলে তাকে সে কাজের কর্তা বলা যায় না। মানুষের বুদ্ধি বিবেক যেমন এই অতি প্রয়োজনীয় কথাটি অনুধাবনে সক্ষম, তেমনি এক্ষেত্রে শরয়ী দলিল প্রমাণও বিদ্যমান। একজন বোবা ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলা চলে না যে, সে প্রাঞ্জল্য বর্ণনা ও সুমিষ্ট ভাষার অধিকারী। এমনিভাবে কোন জীব-জন্তু বা গণ্ডমূর্খ ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নয় যে, সে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছে এবং মহাশূন্যের অনেক তথ্য অবগত হয়েছে। একই ভাবে প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের উষ্ট্রী ও মেষ পালক বেদুঈনের ব্যাপারেও এমন উক্তি খুবই অজ্ঞতা প্রসূত যে, সে মারাত্মক ধরনের টিউমার অপসারণের জন্য মস্তিকে সফল অস্ত্রোপচার ঘটিয়েছে অথবা সে পরমাণু সম্পর্কিত একটা মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছে। অনুরূপভাবে নির্জীব প্রস্তরখণ্ড সম্পর্কে একথা বলা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে, এটা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে বা কাউকে রিজিক সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে অথবা তা কাউকে জীবন ও মৃত্যু দিতে পারে বা তার ইচ্ছানুযায়ী কারো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ○ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ

لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۚ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ○

'তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি; বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, না নিজের সহায়তার কাজে আসে। আর তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান কর সুপথের দিকে তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নিরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক, তারা সবাই তোমাদের মত বান্দা। অতএব তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদেরকে। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।'[৪৯]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا○

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করেছে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃজিত, আর না তারা নিজেদের কোন কল্যাণ করতে পারে, না কোন ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখে। এসব উপাস্যের জীবন মরণ ও পুনরুজ্জীবনের কোন ক্ষমতাই নেই।'[৫০]

---

৪৯. সূরা আল আরাফ ১৯১-১৯৫

৫০. সূরা আল ফুরকান ৩

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰي بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○

'বল তোমরা কি তোমাদের সেই সব শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছুই সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলিলের উপর নির্ভর করে; বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে।'[৫১]

এই ভিত্তি পর্যবেক্ষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গোটা সৃষ্টিকুলে এমন কেউ নেই, যাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে। কারণ কোন সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহর ন্যায় প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, সুমহান, একক নিয়ন্ত্রক, পথ প্রদর্শক এবং সর্বোপরি চিরজীবি ও চিরন্তন হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন সম্ভব নয়। যেহেতু সৃষ্টি জগতে কারো পক্ষে সৃষ্টিকর্তা হওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়, তাই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নিখিল বিশ্ব কিংবা বিশ্ব প্রকৃতির বাইরের কোন সত্তা এ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা।

---

৫১. সূরা আল ফাতির ৪০

আল্লাহর একক সত্তা

উপাসনা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ

আমরা বিশ্বাস করি, একমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত ও দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা মুক্ত থাকতে হবে। আর ইবাদত একটি ব্যাপক বিষয় যার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি জড়িত এবং তার পছন্দনীয় কথা ও প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত তাওহীদের ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তা ঈমান অস্বীকার করারই নামান্তর। আল্লাহ বলেন, 'বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।'[৫২]

এই আয়াতে আল্লাহ রসূল ﷺ কে এই মর্মে আহবান করে বলেন, তিনি যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনাকারী ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে পশু জবেহকারী মুশরিকদেরকে এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থভাবে জানিয়ে দেন যে, রসূল তাদের ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শের বিরোধী এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই তার সকল কাজ নিবেদিত।

আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

'তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং তার জন্যই কুরবানী কর।'[৫৩]

অর্থাৎ নিষ্ঠা ও ইখলাস সহকারে আল্লাহ্র জন্যে তোমরা সালাত ও কুরবানী সম্পাদনা কর। কেননা মুশরিকরা মূর্তিপূজা করতো এবং মূর্তির নামেই জবেহ করতো। আল্লাহ্ তাই রসূল ﷺ কে মুশরিকদের বিরোধিতা করতে বলেন এবং একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকলে যে কোন লাভ হয় না এবং তাদের এই উপাস্যরা নিজেদের ও তাদের অনুসারীদের যে কোন কল্যাণ উপহার দিতে পারে না এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

---

৫২. সূরা আল আনআম ১৬২-১৬৩

৫৩. সূরা আল কাওসার ২

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

'ইনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।'[৫৪]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর উপসনার কারণে মুশরিকদের ভৎর্সনা এবং এই উপাস্যদের অক্ষমতা বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন,

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝ وَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝ وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَاۤ ۫ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَاۤ ۫ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَاۤ ۫ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝

'তারা কি এমন কাউকে শরীক করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি; বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। আর তোমরা যদি তাদেরকে

৫৪. সূরা ফাতির ১৩-১৪

আহ্বান কর সুপথের দিকে তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মত বান্দা। অতএব তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদার দিগকে, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।'[৫৫]

এ আয়াতগুলোর মর্মার্থ হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক মনে করে প্রতিমা ও অন্যান্য দেব-দেবীর ইবাদত করে থাকে। অথচ এগুলো মহান আল্লাহরই সৃষ্টি। কোন কিছু করার ক্ষমতা এদের নেই। এরা না কোন ক্ষতি করতে পারে, না কোন কল্যাণ করার যোগ্যতা রাখে। অধিকন্তু তারা দেখেও না, তারা শুনতেও পারে না এবং তাদের ভক্ত ও পূজারীদের এতটুকু সাহায্যও করতে পারে না। মূল তাদের পূজারীরাই তাদের তুলনায় শ্রবণ, দর্শন ও ধারণ করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। কাজেই তাদের পক্ষে এহেন বস্তুকে পূজা করা কিভাবে শোভা পায়?

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا ○

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব ইলাহ্ বানিয়েছে যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা নিজেদের কোন উপকার করতে পারে না আর কোন ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। আর তারা মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের ব্যাপারেও কোন ক্ষমতা রাখেনা।'[৫৬]

---

৫৫. সূরা আল আরাফ ১৯১-১৯৫

৫৬. সূরা আল ফুরকান ৩

কাজেই যখন দেখা গেল এসব উপাস্যরা নিজেদের জন্য কোন কিছুই করতে পারে না, তাহলে তারা তাদের পূজারীদের জন্যে কি করতে পারবে? আর যখন তাদের অক্ষমতাই প্রমাণিত হলো, তখন তাদের উপাসনা করারই বা যুক্তি কোথায়?

মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا○

'বল, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর। অথচ তারা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না। এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।'[৫৭]

এসমস্ত দেবতারা যখন তাদের পূজারীদেরকে কোন অনিষ্ট হতে বাঁচাতে পারে না, তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে এদের উপাসনা করার যৌক্তিকতা কোথায়? অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল দেবতাদের কেউ কেউ আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। অথচ মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে এদেরই উপাসনা করতে থাকে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, 'একদল জ্বীনকে অন্যরা উপাস্য হিসেবে মানতো। এরপর ঐ জ্বীন দল ইসলাম গ্রহণ করলেও যারা তাদের উপাসনা করতো তারা ঠিক একই পথে চলতে থাকল অথচ যাদেরকে তারা উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল তারা আল্লাহ্র একত্ববাদের কাছে মাথা নত করে রইল। মুসলিম শরীফের

৫৭. সূরা আল ইসরা ৫৬-৫৭

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদল মানুষ একদল জ্বীনের ইবাদত করতো। এরপর জ্বীনদল ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু মানুষের দলটি পূর্বের মত ঐ জ্বীনের দলের উপাসনা করতে থাকে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ -

'ওরা তারাই যারা তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম তালাশ করে।'[৫৮]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ۝

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কাউকে উপাসনার উদ্দেশ্যে ডাকবে না। মূলত তারা না তোমাদের কোন কল্যাণ করতে পারে, না কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। এরপর যদি তুমি এমন গর্হিত কাজ কর, তাহলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৫৯]

ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরকের উপস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ

'আর কতক লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।'[৬০]

সুতরাং কেউ যদি কাউকে এমনভাবে ভালবাসে, যেমন সে আল্লাহকে ভালবাসে, তাহলে সে ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহকে বাদ

---

৫৮. সূরা আল ইসরা ৫৭

৫৯. সূরা আল ইউনুস ১০৬

৬০. সূরা আল বাকারা ১৬৫

দিয়ে অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে যদিও তা ভালোবাসার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ও সমকক্ষতা কিছু সৃষ্টি ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে শিরক নয়। মুমিনদের ন্যায় একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহ্র প্রতি একই ধরনের ভালোবাসা পোষণ করার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ভৎসনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

'অনেক মানুষ অনেক জ্বীনের আশ্রয় নিতো, ফলে তারা জ্বীনদের আত্মগম্ভিরতা বাড়িয়ে দিতো।'[৬১]

আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করাও একশ্রেণীর ইবাদত এবং এ ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার জন্য অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে বিন্দুমাত্র আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্র ইবাদতের ক্ষেত্রে অংশীদারীত্বের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। জাহেলী যুগে আরবরা কোন শ্বাপদসংকুল উপত্যকায় অবতরণ করলে সেখানকার শ্রেষ্ঠ জ্বীনের কাছে সম্ভাব্য অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এ সুযোগে দুরাচারী জ্বীনেরাও তাদের মাঝে আরো ভয়ংকর ভীতি ও অধিকতর আশংকা ছড়িয়ে দিতো এবং আরবরা তখন বিপদের অশনিসংকেত শুনতে পেয়ে অধিক মাত্রায় আশ্রয় প্রার্থনায় রত হতো।

রসূল ﷺ বলেন,

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ۔

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন নামে জবেহকারীর উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।'[৬২]

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি ও ভালোবাসা থেকেই মানব ইতিহাসে শিরকের উৎপত্তি হয়েছে এবং এভাবেই আরবে নূহ নবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে। এ প্রতিমাগুলো মূলত তাদের সৎ ও যোগ্যলোকদের আকৃতিরই প্রতিরূপ। শয়তান ও তার

---

৬১. সূরা আল জীন ৬

৬২. সহীহ মুসলিম

দোসররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই প্রতিমাগুলোর উপাসনা করার বিষয়টিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ্ বলেন,

وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا ۚ

'তারা বলছে ঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে।'[৬৩]

'ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আরবের নূহের গোত্রে কালক্রমে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটে। তারা দুমাতুল জন্দাল প্রতিমার উপাসনা করতো। ইয়াগুছের উপাসনা করতো। প্রথমে মুরাদ গোত্রীয় লোকেরা এবং পরে সাবার সন্নিকটে জারফ নামক স্থানে বসবাসরত অধিবাসীরা একে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, একইভাবে হামজান গোত্রীয় লোকেরা 'ইয়াউকের' এবং হুমাইর গোত্রের জিল কালার বংশধররা 'নাছর' এর উপাসনা করতো। এসব প্রতিমার নাম মূলত নূহের সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর তাদের বসার জায়গায় মূর্তি স্থাপন করে তাদের নামানুসারে মূর্তিগুলোর নামকরণ করতে শয়তান ঐ গোত্রের লোকদেরকে প্ররোচিত করে। শয়তানের একথা অনুসরণ করলেও গোত্রের লোকেরা কখনো এ প্রতিমাগুলোর উপাসনা করেনি। এরপর এ বংশধরদের ইতি ঘটার সাথে সাথেই লোকেরা প্রতিমাগুলোর পূজা করা শুরু করে। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাতিরিক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।' তিনি বলেন,

لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ

'মরিয়ম তনয় ঈসার প্রতি খ্রিস্টান সম্প্রদায় যেভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভক্তি-সম্মান দেখিয়েছে তোমরা সেভাবে আমার প্রতি বলগাহীন ভক্তি ও মিথ্যা সম্মান দেখাবে না। আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দা। কাজেই আমাকে তোমরা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বান্দা বলবে।'[৬৪]

---

৬৩. সূরা আন নুহ ২৩

৬৪. বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ৩৪৪৫

অন্যত্র রসূল ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

'তোমরা দীনের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত ও মিথ্যা বাড়াবাড়ি পরিহার কর। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।'[৬৫]

একদা নবী করীম ﷺ যখন শুনলেন যে, একজন দাসী খবর ছড়াচ্ছে যে রসূল ﷺ অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন। তখন তিনি ভদ্রমহিলাকে এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে নিষেধ করলেন। কেননা, এভাবে তথ্য পরিবেশনে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন হতো। এই ঘটনাকে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বরী বিনতে মুয়াওয়্যাজ বিন আফরার জবানীতে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ

'আমার বাসরের সময় রসূল ﷺ আমার ঘরে এসে আপনার মত আমার বিছানায় বসলেন। তখন কতিপয় কিশোরী দফ বাজিয়ে বদর দিবসে আমার পূর্ব পুরুষদের শাহাদাতের কীর্তিগাথা পরিবেশন করতে থাকে। এক কিশোরী একটি পংক্তি এভাবে আবৃত্তি করে, আমাদের আছেন এমন নবী যার কাছে পাবো খবর আগামীর! এ ছত্রটি শুনেই রসূল ﷺ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি এ চরণটি আর মুখে এনো না, বরং আমাকে বদরের কীর্তিগাঁথা শুনাও।' (বুখারী)

---

৬৫. সুনানে নাসাঈ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮, ইবনে মাজাহ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৮, আহমদ

আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তওহীদ

আমরা বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ্ একক স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক। কেননা যিনি এককভাবে এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই এককভাবে তার বান্দাদের সত্যিকার পথ প্রদর্শন করেছেন, কেবলমাত্র তাকেই হালাল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে আর তিনি যা হারাম ঘোষণা করেছেন কেবল তাকেই হারাম হিসেবে মেনে নিতে হবে। আর দ্বীন প্রবর্তনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।

আল্লাহ্ যে একক স্রষ্টা এ কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

'আল্লাহ্ সবকিছুরই সৃষ্টি কর্তা এবং সবকিছুর দায়িত্বও তাঁর।'[৬৬]

নির্দেশদানের নিরংকুশ ক্ষমতা যে আল্লাহর হাতে, একথা বর্ণনা করে তিনি বলেন,

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۭ

'তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, না, সবকিছুই আল্লাহর হাতে।'[৬৭]

সৃষ্টি ও নির্দেশদান এ উভয় বিষয়কে একীভূত করে আল্লাহ্ বলেন,

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۭ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

'শুনে রাখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।'[৬৮]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ○ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

---

৬৬. সূরা আযযুমার ৬২

৬৭. সূরা আলে ইমরান ১৫৪

৬৮. সূরা আল আরাফ ৫৪

'সে বলল, হে মুসা! তোমাদের প্রভু কে? মূসা বলল, আমাদের প্রভু হলেন সেই সত্তা, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।'[৬৯]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম খলিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন,

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝

'যে সত্তা আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।'[৭০]

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করে তাঁর নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝

'তোমরা মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর, যিনি তোমাকে সুষ্ঠু বিন্যাস সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন।'[৭১]

ইসলামী জীবন বিধানের একক উৎস

আমরা বিশ্বাস করি, অকাট্য প্রমাণ ও সর্বোচ্চ বিধান হলো একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ, অন্য কিছু নয়। আর যে সব বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তার সমাধানও একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হাতে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা করে দেন তখন কারো জন্য অন্য কোন বিকল্প অন্বেষণের সুযোগ নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নিষ্পাপ নয়। তবে কারো নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত হলে ভিন্ন কথা। কেননা কোন পথভ্রষ্টতায় একমত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহর হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং এ সংক্রান্ত ইজমার জন্যে শরয়ী দলিল, প্রমাণ থাকা আবশ্যক ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের ন্যায় জীবন বিধানের ওহীর উৎসকে বাদ দিয়ে মনগড়া আইন-কানুন গ্রহণ করলে তা আল্লাহর প্রতি শিরক ও তাঁর একত্ববাদকে অস্বীকার বলে গণ্য হবে।

---

৬৯. সূরা আত তাহা ৪৯-৫০

৭০. সূরা আশ শুয়ারা ৭৮

৭১. সূরা আল আ'লা ১-৩

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।'[৭২]

এখানে নিষেধ করা হয়েছে যাতে মুসলমানরা কোন বিষয়ে রসূল ﷺ এর কথার উপর কথা না বলে অযথা তাঁর সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ না করে, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা রসূলের ﷺ মুখ দিয়েই সিদ্ধান্তের ঘোষণা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

'যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর তার ফয়সালার ভার ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হও।'[৭৩]

এ আয়াতে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে সোপর্দ করাকে আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে একথাটি প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালার ভার আল্লাহ ও রসূলের কাছে সমর্পণ না করে তাহলে সে আল্লাহ ও কিয়ামতের বিশ্বাস করে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

---

৭২. সূরা আল হুজরাত ১

৭৩. সূরা আন নিসা ৫৯

'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবেনা, কেউ আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।'[৭৪]

সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করার পর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অধিকার কারো নেই, এমনকি সেই ফয়সালা বাদ দিয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বা নিজস্ব মতামত প্রদান কিংবা অন্য কোন বক্তব্য দানের সুযোগও কারো নেই। বরং এমন ক্ষেত্রে সকল মুমিনদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যে, তারা রসূল ﷺ এর মতামত ও ফয়সালাকেই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করবে। আল্লাহ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

'যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।'[৭৫]

এখানে রসূলের ﷺ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ বলতে তাঁর পথ, মতাদর্শ, দর্শন ও শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মানুষের যাবতীয় কথা ও কাজ রসূল ﷺ এর কথা ও কাজের মাপকাঠিতেই মূল্যায়ন করা হবে, এতে যতটুকু সেই মাপকাঠিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ততটুকু আল্লাহ্ ও তার রসূলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর বিরোধী সবটুকু প্রত্যাখ্যাত হবে। আর রসূল ﷺ এর সাথে বিরোধকারীদের হৃদয়ে যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয় তা কখনো কুফর, কখনো নিফাক আবার কখনো বিদআত হিসেবে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

---

৭৪. সূরা আল আহযাব ৩৬

৭৫. সূরা আন্ নূর ৬৩

'তাদের কি এমন শরিক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়েই যেত।'[৭৬]

এখানে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ এর মারফত যে সরল দ্বীন প্রেরণ করেছেন, তার অনুসরণ না করে যারা শয়তান ও তাগুতের অনুসরণ করে তাদের নিন্দা করেছেন। এই শয়তান ও তাগুতী শক্তি জাহেলী যুগে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং অন্যান্য ভ্রান্ত ইবাদত বন্দেগীর প্রচলন ঘটায়। আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এসব হঠকারী ও বিরোধীদেরকে পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলে তাদেরকে অচিরেই এ বিরোধীতার শাস্তি প্রদান করা হতো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে আর কোন কিছুর ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।'[৭৭]

এখানে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই এবং তিনি একথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাকে একক হুকুমতদাতা হিসেবে মেনে নেওয়ার বিষয়টি তাঁকে একক উপাস্য হিসেবে মেনে নেওয়ার বিষয়ের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। আর এটাই সত্য সরল দ্বীন, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোকেরই কোন ধারণা নেই।

সুন্নাহর প্রমাণিকতা

আমরা পবিত্র সুন্নাহর প্রমাণিকতায় বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকা দ্বীনি প্রয়োজনে অপরিহার্য। সুন্নাহর স্বীকৃতি ছাড়া ইসলামের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয় না। তাই এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক সৃষ্টি বা নিরবতা অবলম্বন না করে তা মেনে নেয়াই শ্রেয়।

---

৭৬. সূরা আশ্‌শুরা ২১

৭৭. সূরা আল ইউসুফ ৪০

মুসলিম মিল্লাত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, রসূল ﷺ দ্বীনি দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে মিথ্যা বলা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কাজেই এটাও অনুধাবনযোগ্য বিষয় যে, আল্লাহ কর্তৃক রসূল ﷺ-এর সত্যবাদী সাব্যস্ত হওয়ার পর দ্বীনের প্রচারের ব্যাপারে সকল বক্তব্য আল্লাহর ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এ কারণেই এ বিষয়টি দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

'তিনি নিজের খেয়াল খুশী মত কোন কথা বলেন না। এই কুরআন তো ওহী, যা রসূলের কাছে পাঠানো হয়।'[৭৮]

একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

'সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতো, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম। অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না।'[৭৯]

নবী করীম ﷺ তাঁর সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য উম্মতকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন এবং সুন্নাহর বিরোধিতার ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালন করতেন এবং তাঁর সকল কথা, কাজ, ভাষণ ও অনুমোদন অনুযায়ী কাজ করতেন। তাঁদের এ কাজে যদি তাঁরা ভুল করতেন, তাহলে কখনো আল্লাহ তা মেনে নিতেন না। কেননা ওহী নাযিলের যুগে কোন কিছুর অনুমোদন ও সমর্থন ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত যা শরীয়তের দলিল হিসেবেই বিবেচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۝

---

৭৮. সূরা আন নাজম ৩, ৪

৭৯. সূরা আলহাক্কা ৪৪-৪৭

'বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসায় অভিষিক্ত করবেন এবং তোমাদের সকল পাপ মার্জনা করবেন।'[৮০]

রসূল ﷺ বলেছেন, 'কেউ যদি আমার সুন্নাহর অনুসরণ থেকে বিরত থাকে। তাহলে সে আমার কেউ নয়।'[৮১]

আল্লাহ রসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য আদেশ করেছেন এবং সমগ্র মানবজাতির উপর তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, রসূল ﷺ নিষ্পাপ এবং তাঁর সকল কথা ও কাজ শরীয়তের দলিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ النُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۝

'তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং নাযিলকৃত আলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয়ই তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।'[৮২]

আল্লাহ আরো বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ۝ۚۖ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ কর এবং শ্রবণের পর তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। তোমরা ঠিক তাদের মত আচরণ করো না, যারা দাবী করে যে তারা শুনেছে, অথচ তারা মোটেও শোনে না।'[৮৩]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ۝

---

৮০. সূরা আলে ইমরান ৩১
৮১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৮২. সূরা আত তাগাবুন ৮
৮৩. সূরা আল আনফাল ২০-২১

'বলুন তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তো আল্লাহ্ কাফেরদেকে ভালবাসতে পারেন না।'[৮৪]

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

'রসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা তিনি নিষেধ করেন, তা বর্জন কর।'[৮৫]

এমনিভাবে মিথ্যা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র নবী ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন ও আনুসঙ্গিক প্রত্যাদেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তার কাছে পাঠানো হয়েছে।

আর যে সমস্ত হুকুম আহকামকে তিনি শরীয়তের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাও তার নিজের বানানো কথা নয়, বরং তা' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রসূলের আনুগত্য প্রকাশের মধ্যে যেমন আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ পায়, তেমনি তাঁর আদেশ নিষেধ অস্বীকার করলে আল্লাহ্‌রই আদেশ নিষেধ অস্বীকার করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মিকদাদ বিন কাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। রসূল ﷺ বলেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ ـ

'লক্ষ্য কর আমাকে কিতাব এবং এর সাথে এমনি আরো প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। গভীর মনোযোগের সাথে শুন, অনতিবিলম্বে এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলবে ঃ তোমরা এই কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এখানে বর্ণিত হালালগুলোকেই তোমরা

---

৮৪. সূরা আল ইমরান ৩২

৮৫. সূরা আল হাশর ৭

হালাল হিসেবে এবং হারামগুলোকে হারাম, হিসেবে গ্রহণ করবে। অথচ রসূল ﷺ যে বিষয়কে হারাম করেন তা আল্লাহ্ ঘোষিত হারামের মতই।'[৮৬]

ঈরবাদ বিন সারীয়া رضي الله عنه বলেন ঃ রসূল ﷺ একবার আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন,

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ، وَأَمَرْتُ، وَنَهَيْتُ، عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ، أَوْ أَكْثَرُ۔

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে কি, যে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে এমন ধারণা করতে থাকবে যে, কুরআন শরীফে উল্লেখ নেই এমন কোন বিষয়কে আল্লাহ হারাম করেননি? অথচ এ ধারণা ভুল। মূলত আমিও অনেক বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছি এবং আমার নিষেধকৃত বিষয়গুলো কোন কোনটি কুরআনের মতো অথবা তার চেয়েও বেশী।'[৮৭]

রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ۔

'কেউ আমার কথা মেনে চললে সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং কেউ আমার কথা অমান্য করলে সে আল্লাহকেই অমান্য করলো।'[৮৮]

সুন্নাহ্র প্রমাণিকতার ক্ষেত্রে আর একটি বড় প্রমাণ হলো, শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আমল সম্ভব নয়। কেননা কুরআনে অসংখ্য 'মুজমাল' বা অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, যার ওপর আমল করতে হলে সুন্নাহ্র উপরই নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ۔

'তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।'

---

৮৬. তিরমিযী, আবু দাউদ, হাকেম

৮৭. সুনানে আবি আবু দাউদ, বাবু ফি তা'শিরি আহলুল যিম্মাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০

৮৮. সহীহ বুখারী, বাবু ইউক্বাতিল মিন ওয়ারাই, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০, ও সহীহ মুসলিম, বাবু উজুবু তা'আতি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬৬

এ আয়াত হতে একথা বুঝা যায় যে, নামাজ ও যাকাত আদায় অবশ্যই জরুরী ফরজ। কিন্তু নামাজ কিভাবে পড়তে হবে, কোন কোন সময়ে পড়তে হবে, কতবার বা কত রাকাত নামাজ পড়তে হবে এবং কার উপর নামাজের এ আদেশ পালন করা অপরিহার্য। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন শরীফে বর্ণিত নেই। এমনিভাবে যাকাতের তাৎপর্য কি? কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরজ হয় তার হিসাবই বা কি, কখন ও কোন অবস্থায় এবং কোন কোন শর্ত সাপেক্ষে যাকাতের বিধান অবশ্যম্ভাবী হয়-এ বিষয়গুলোও কুরআন শরীফে উল্লেখ নেই। আর এ সমস্ত বিষয়গুলো সুন্নাহ্ বা রসূলের হাদীসে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সর্বোত্তম আদর্শ

আমরা বিশ্বাস করি মুসলিম উম্মাহর অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ হলো রসূল ﷺ আর নবীর জীবনাদর্শ অন্য সকল বিধানের উপর কর্তৃত্বশালী। তাই কোন দ্বন্দ্ব বা বিতর্ক ছাড়াই যে সুন্নাহ সঠিক বলে বিবেচিত হয়, তা অন্য কোন মানুষের বক্তব্যের কারণে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রসূল ﷺ এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।'[৮৯]

রসূল ﷺ এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা হিসেবে প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

'বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন।'[৯০]

---

৮৯. সূরা আল আহযাব ২১

অন্যদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে কুরআনে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।'[৯১]

আর বিজ্ঞ ফকীহ্‌গণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই ফিক্‌হ শাস্ত্রকে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, যাতে তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী সময়কার ওহী বলে বিবেচিত হবে, তাঁদের গবেষণালব্ধ বিষয়কে নির্ভুল বলে প্রতিপন্ন করেননি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ বিরোধী কোন বক্তব্যকেও তারা সঠিক হিসেবে আকড়ে ধরেননি। এ ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণের বিভিন্ন উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো, যাতে যুগে যুগে বিভিন্ন জায়গায় বসবাসরত মুসলিম উম্মাহ্ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমার আশংকা হয় যে, আকাশ হতে তোমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে। কারণ আমি তোমাদের বলছি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও ওমর বলেছেন।'

আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন 'আমার বক্তব্যতো আমার অভিমত মাত্র। যথাসম্ভব সঠিক যুক্তি প্রমাণের আলোকে এ অভিমত তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি আমার বক্তব্যের চেয়ে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন, তাহলে আমার বক্তব্যের তুলনায় তাঁর বক্তব্যকেই অধিকতর সঠিক বলে বিবেচনা করা উচিত।' একদা ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কে বলা হলো বিভিন্ন সমস্যায় আপনি যে সমাধান দিয়ে থাকেন, তা নিঃসন্দেহে সঠিক। তখন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আল্লাহর কসম এমন তো হতে পারে যে, আমার অভিমত নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত! ইমাম যুফার রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ঘটনা বিবৃত করে বলেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ বিন হাসান

---

৯০. সূরা আল ইমরান ৩১

৯১. সূরা আন নূর ৬৩

রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আমরা কয়েকজন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতাম। তখন আমরা আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য ও মতামত লিখে রাখতাম। একদিন তিনি আবু ইউসুফকে বললেন, 'কি ব্যাপার ইয়াকুব, এটা এভাবে কেন লিখে রাখছ? তোমরা আমার সকল কথাকে এভাবে লিখে রেখ না, কেননা আমি আজ যে রায়টিকে সঠিক মনে করে করি, কাল তা ভুল বলে পরিত্যাগ করি, কাল যে রায়টিকে সঠিক মনে করি পরশু আবার তা বর্জন করি।'

ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য সকলের কথা গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, হালাল হারাম সম্পর্কিত প্রশ্নই হলো আমার কাছে সবচেয়ে জটিল। কেননা এটা আল্লাহর বিধানের অকাট্য বিষয়। আমাদের দেশের জ্ঞানী ও ফিক্‌হবিদদের অবস্থা এমন যে তাদের কাউকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে মনে হয় যেন মৃত্যু তাঁর দুয়ারেই দাঁড়িয়ে আছে। আর এ যুগের লোকদেরকে দেখছি বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতেই বেশি উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব করছে। অথচ তারা কোথায় চলেছে এ ব্যাপারে তাদের যদি কোন ধারণা থাকতো তাহলে তারা এমন রসাত্মক আলাপ অবশ্যই কমিয়ে দিত।

রবী ইবনে সুলায়মান হতে বর্ণিত আছে, 'একদা হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কে জনৈক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরূপ এরূপ। তখন সেই ব্যক্তি বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি এমন কথা বলতে পারলেন! তার এ কথা শুনে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেঁপে উঠলেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি হতবিহবলের ন্যায় বলতে লাগলেন, মাটি কি আমাকে আশ্রয় দেবে? আকাশ কি আমাকে ছায়া দেবে? আমি যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা উদ্ধৃত করছি।

বরী আরো বলেন, শাফেয়ীকে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, প্রতিটি মানুষের জীবনেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ও সুন্নাত বিস্মৃত হতে পারে। সুতরাং যখনি আমি কোন কথা বলি বা কোন মূলনীতি আমার কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়, যেখানে আমার কথার সাথে রসূলের বক্তব্য পরিপন্থি হয়, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যই সঠিক বিবেচিত হবে এবং আমার বক্তব্যেও তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে হবে। একথাটিই তিনি কয়েকবার বললেন।

হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, 'শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন যে, সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব। অন্য এক বর্ণনায় তাঁর বক্তব্য এভাবে বিবৃত হয়েছে 'যখন আমার বক্তব্য হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থি হয়, তখন তোমরা হাদীসের বক্তব্য অনুসরণ করো এবং আমার বক্তব্য ছুঁড়ে ফেলে দাও।' একদা তিনি মাযানীকে বললেন, আবু ইব্রাহিম শোন, আমার সকল কথাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করো না। নিজেও তোমার দৃষ্টিভংগী দিয়ে সেটি বিচার করবে। কেননা এটাই হলো প্রকৃত দ্বীন।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, 'কারো বক্তব্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বক্তব্যের সমপর্যায়ের নয়।' তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, আমার অন্ধ অনুসরণ করবে না। এমনকি মালেক, আওযায়ী, নাখয়ী এদেরও অনুসরণ করবে না। তাঁরা সকলেই কুরআন ও হাদীসের উৎস থেকে সকল বক্তব্য চয়ন করেছেন, এভাবে তুমিও চিন্তা ভাবনা করে এ উৎস থেকেই দ্বীনি বিষয়সমূহের সমাধান খুঁজতে চেষ্টা কর।'

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একক উৎসের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে একক উৎস অনুসরণের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আমাদেরকে এ ব্যাপারেও আস্থা রাখতে হয় যে, আল্লাহ যে ব্যাপারে কোন বিধান অবতীর্ণ করেননি তা মান্য করা মুনাফিক হওয়ারই নামান্তর, যা প্রকৃত ঈমানের সাথে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। যারা শরীয়তের সুদৃঢ় অবস্থান থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে বৈধ মনে করে, তাদের সাথে মুসলিম মিল্লাতের কোন সম্পর্ক থাকে না। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়। তবে এ ছাড়া শাসক, জ্ঞানী, গুণী, ওলী, স্বামী, পিতা, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্যাদির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের শর্ত হলো আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতা হতে সম্পূর্ণ দূরে থেকে এ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য সকলের কথা গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। জ্ঞানী-গুণীদের আনুগত্য তখনি শুদ্ধ হবে, যখন তা আল্লাহর পরিচিতি ও উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে। নিতান্ত মামুলী ব্যাপার, মুবাহ অথবা ইজতিহাদী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে শুরা বা পরামর্শের গুরুত্ব রয়েছে। আর যে সমস্ত বিষয় সরাসরি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক, তা কখনো শুদ্ধ বিবেচিত হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا○

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ে উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতিও আমরা ঈমান এনেছি। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।'[৯২]

তাগুত বা শয়তানের অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ্ তাদের ঈমানকে 'কল্পনাপ্রসূত ঈমান বলে অভিমত করেছেন। এ সমস্ত লোকদের যে ঈমান নেই, এ ব্যাপারে শপথ করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

'তোমার পালনকর্তার শপথ, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেবে।'[৯৩]

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

'তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তুমি তাদের কথা

---

৯২. সূরা আন নিসা ৬০

৯৩. সূরা আন নিসা ৬৫

মানবে না। দুনিয়াতে তাদের সাথে সুন্দরভাবে বসবাস করবে। যে আমার প্রতি নত হয়, তুমি তার অনুসরণ করবে।'[৯৪]

এখানে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য হয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্ সাথে শিরক যত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হোক না কেন, সে ব্যাপারে আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۝

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও বিচারকদের নির্দেশ মেনে চল। তারপর যদি তোমরা কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে তার মীমাংসার বিষয়টি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক।'[৯৫]

এ আয়াতে আল্লাহ্ রসূলের ﷺ আনুগত্যের আদেশ দিতে গিয়ে اَطِيْعُوا শব্দের পুনরুল্লেখ করেছেন। এতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রসূলের আনুগত্যের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা বিচারকদের আনুগত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে اَطِيْعُوا শব্দের উল্লেখ করেনি। এতে বুঝা গেল যে, তারা স্বতন্ত্রভাবে আনুগত্যের অধিকারী নন; বরং তাদের আনুগত্য ততক্ষণ হবে যতক্ষণ তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসারী থাকবেন।

রসূল ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'একজন মুসলিমের পক্ষে শ্রবণ ও আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরী, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ও তার রসূলের নাফরমানীর কোন আদেশ দেয়া না হয়। আল্লাহ্র নাফরমানীর আদেশের সাথে সাথে শ্রবণ ও আনুগত্য অবৈধ হয়ে যাবে।'[৯৬] রসূল ﷺ আরো

---

৯৪. সূরা লোকমান ১৫

৯৫. সূরা আন নিসা ৫৯

৯৬. বুখারী ও মুসলিম

বলেন, আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে কোন আনুগত্য নেই। কেবল সৎ কাজের বেলায় আনুগত্য জরুরী।'[৯৭]

ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রসূল ﷺ এর পরবর্তী যুগের ইমামগণ মুবাহ্ বিষয়সমূহে সহজতর ও শুদ্ধতম পন্থাটি বের করার জন্য বিশ্বস্ত আলেমদের সাথে পরামর্শ করতেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য দলিল পাবার পর তারা অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দিতেন না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর পরামর্শ সভায় নবীন-প্রবীণ সকল প্রকার কুরআন বিশারদ থাকতেন। তাঁরা সকল বিষয়ে কুরআন বর্ণিত বিধানের উপর অবিচল ও অটল থাকতেন।

আল্লাহ্ এ কথা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, একমাত্র মানব প্রবৃত্তিই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়ের বিরোধিতা করে এবং জাহেলী চিন্তা-চেতনাই আল্লাহর হুকুম আহকামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ

'অতপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?'[৯৮]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

'এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। কাজেই আপনি এর অনুসরণ করুণ এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।'[৯৯]

---

৯৭. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৯৮. সূরা আল কাসাস ৫০

৯৯. সূরা আল জাসিয়া ১৮

একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ۝

'তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?'[১০০]

আল্লাহ অজ্ঞানীদের আদেশ করেছেন যাতে তারা শরিয়তের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি বর্গের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۝

'কাজেই জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রেরণ করেছি নির্দেশনাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থ।'[১০১]

এখানে আল্লাহ জ্ঞানীদের কাছ থেকে জ্ঞান অন্বেষণের আদেশ করেছেন এ কারণে যে, তাদের কাছ থেকে নির্দেশনাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের জ্ঞান রয়েছে। সাথে সাথে তাদের অনুসরণ করা এ কারণে শুদ্ধ যে, তাঁরা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অধিকারী এবং ইলম ও আমলের দিক থেকে তারা কুরআন-হাদীসের উপর অটল ও অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান।

কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানাবলীর ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইসলামী মনীষীবৃন্দের গবেষণার প্রামাণিকতা

আমাদের পূর্ববর্তী মুসলিম বিদ্বানগণ ওহীর নস বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বাসযোগ্য তেমনি তাঁরা এ নস্‌সমূহের মধ্যে অকাট্য ও স্পষ্ট বিধানাবলী গবেষণার ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য। কাজেই যেসব বিষয়ে তাঁদের 'ইজমা' পাওয়া যায়, সেগুলো অপ্রত্যাখ্যানযোগ্য সত্য এবং এর বাইরে গিয়ে ওহীর নস্‌সমূহ অনুধাবন করাও বৈধ নয়।

---

১০০. সূরা আল মায়েদা ৫০

১০১. সূরা নাহল ৪৩

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۟

'হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সেই দিকে চালিত করবো যে দিকে সে ধাবিত হয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এটা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল।'[১০২]

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার আদর্শ গ্রহণ কর এবং আমার পর হেদায়াত প্রাপ্ত সুপথে প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণের অনুসরণ কর এবং দাঁত দিয়ে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।[১০৩]

অন্যত্র রসূল ﷺ বলেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের একটি দল ছাড়া প্রত্যেকেই জাহান্নামে নিপতিত হবে। আর সেই দলটি হলো আমার ও আমার সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের অনুসারী গোষ্ঠী।'

এ আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনদের পথ অনুসরণ এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহবায়ে কেরামের জীবন পদ্ধতি অনুকরণের মধ্য দিয়েই কেবল বিদআত ও পথভ্রষ্টতা হতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব।

বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদ (মিত্রতা ও বৈরিতা)

আমরা বিশ্বাস করি, বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার ভিত্তি হলো ইসলাম, অন্য কিছু নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে সে যেখানে থাকুক, তার সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে সে যেখানেই থাকুক না কেন, তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। আর যে বিশ্বাসী অথচ পাপের পংকিলতাও যাকে স্পর্শ করে তার সাথে আচরণের

---

১০২. সূরা আন নিসা ১১৫৯

১০৩. আবু দাউদ, তিরমিযি

ক্ষেত্রে তার ঈমান ও পাপকর্মের মাত্রা ও ধরনের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। এমনিভাবে আমরা বিশ্বাস করি, কেউ যদি মুসলিম ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে তার তাওহীদ ও প্রকৃত ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, সে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না।'[১০৪]

সাধারণভাবে বন্ধুত্ব স্থাপনের অর্থ হলো ভালোবাসা ও সাহায্য সহযোগিতা। তাহলে উপরি উক্ত আয়াতের অর্থ হলো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ পরিহার কর। তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। সুযোগ পেলেই তারা মুমিনদের অনিষ্ট সাধনের লক্ষ্যে একত্র হতে এবং মুমিনদের মধ্যে ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে দিতে পারে। কাজেই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিছুতেই হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ۝ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ۝

'তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ, যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র আচরণ করে। আর যারা আল্লাহ,

---

১০৪. সূরা আল মায়েদা ৫১

তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।'[১০৫]

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারীর সময় মুমিনদের প্রকৃত বন্ধু কে, সে ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হলো, তোমরা বিধর্মীদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। কেননা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব বিরাজমান। মুমিনদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব স্থাপনের কল্পনাও করা যায় না। তোমাদের প্রকৃত বন্ধু হলো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং অন্যান্য সকল মুমিন। কাজেই বিশেষভাবে তাদের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হও। মূলত বন্ধুত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথে, আর এ সম্পর্কের অনুসরণের কারণে তাঁর রসূল ও মুমিনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি বিবেচিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡا عَدُوِّىۡ وَ عَدُوَّكُمۡ اَوۡلِيَآءَ تُلۡقُوۡنَ اِلَيۡهِمۡ بِالۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُوۡا بِمَا جَآءَكُمۡ مِّنَ الۡحَقِّ ۚ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের কাছে বন্ধুত্ব সমর্পণ কর, অথচ তারা ঐ সত্য অস্বীকার করছে, যা তোমাদের কাছে সমাগত।'[১০৬]

এ আয়াতেও আল্লাহ্ তায়ালা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধরত মুশরিক ও কাফের সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الۡكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۚ وَ مَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ اللّٰهِ فِىۡ شَىۡءٍ -

'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।'[১০৭]

---

১০৫. সূরা আল মায়েদা ৫৫-৫৬

১০৬. সূরা আল মুমতাহিনা ১

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে যদি কেউ কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র সাথে নির্মিত তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবেন। এভাবে উদ্ধৃত আয়াতে প্রচণ্ড ধমক ও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ ও কঠোরতা আরোপের ব্যাপারে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী মুমিনদের আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ ○

'তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সংগীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যার উপাসনা কর তার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা বিরাজ করবে।'[১০৮]

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○٢٣ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ○

১০৭. সূরা আলে ইমরান ২৮

১০৮. সূরা আল মুমতাহিনা ৪

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। যারা এমতাবস্থায় তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা সীমা লংঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, পত্নী, গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য-যা বন্ধ হওয়ার ভয় তোমাদের সর্বক্ষণ এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান-এ সকল কিছু আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।'[১০৯]

এখানে লক্ষণীয় নিজের পিতা বা সন্তান হলেও যদি তারা কুফরীতে লিপ্ত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ঈমানকে বাদ দিয়ে কুফরকে অগ্রাধিকার দিলে তাঁদের সাথে কেনো রকম মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছেন। অতঃপর তিনি রসূল ﷺ কে ঐ সব লোকদেরকে সতর্ক করতে বলেছেন, যারা নিজ পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অপেক্ষা শ্রেয় মনে করে এবং এজাতীয় লোকদেরকে তাদের শাস্তি ও প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ

'যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও রসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেখবেন না, যদিও আল্লাহ্ বিরোধী ব্যক্তিরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতী-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তিনি তাদেরকে দৃঢ়তা দান করেছেন।'[১১০]

---

১০৯. সূরা আত তওবা ২৩-২৪

১১০. সূরা আল মুজাদালাহ ২২

বদরের দিন আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পিতাকে হত্যা করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়। এখানে একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীর সাথে মুমিনের কোন বন্ধুত্ব হতে পারে না। যে আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান দৃঢ় সংঘবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে অনাবিল সৌন্দর্য দান করেছেন। হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি ঃ শোনো আমার পিতৃ বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয়, আমার প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ্ ও পুণ্যবান মুমিনরা।’[১১১]

এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে কাযী ইআয বলেন, আলোচ্য হাদীসে নির্দেশিত ব্যক্তি সম্ভবত হাকাম ইবনে আবুল আস। ইমাম নববী এ হাদীসের জন্য একটি পৃথক শিরোনাম রচনা করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

---

১১১. সহীহ মুসলিম

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তওহীদ

সাদৃশ্য ও উপমা ছাড়াই নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রমাণ করা

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে আমাদের তার উপর পূর্ণ ঈমান রাখা আবশ্যক। এক্ষেত্রে কোন রকম সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারে যে বক্তব্য, তা তাঁর মৌলিক সত্তা সংক্রান্ত বক্তব্যেরই অংশ, কাজেই কোন বিশেষ আকৃতি বা সাদৃশ্য ছাড়া যেমন আমরা তাঁর সত্তা অনুধাবন করি, তেমনি তাঁর গুণাবলীও স্বীকার করি। এ এমন এক সত্য ও বাস্তবতা, যা পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ ও ইমামগণ স্বীকার করেছেন। এটাই নিম্নোক্ত দুটি অবস্থার মধ্যপন্থা, একটি হলো- যারা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী প্রমাণ করার লক্ষ্যে পার্থিব উপমা ও সাদৃশ্য স্থাপন করে সীমালংঘন করেছে এবং অন্যটি হলো-যারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বাড়াবাড়ির চরম পন্থা অবলম্বন করেছে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।'[১১২]

এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহর সমতুল্য বা সাদৃশ্য সাব্যস্ত করার প্রতি নিষেধ বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে সকল প্রকার পরিবর্তন- পরিবর্ধনকে নাকচ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সুন্দর নামসমূহের ব্যবহার করে তাঁকে আহ্বান করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা এক্ষেত্রে পরিবর্তন বা বিকৃতি করে থাকে, তাদেরকে বর্জন করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

---

১১২. সূরা আশ শুরা ১১

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

'আল্লাহর রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। শীঘ্রই তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফলভোগ করবে।'[১১৩]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ○

'আল্লাহর কোন সদৃশ্য সাব্যস্ত করো না। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, তোমরা কিছুই জাননা।'[১১৪]

তিনি আরো বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى○

'দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা আরশের উপর উঠেছেন।'[১১৫]

ইমাম মালেক এবং অন্যান্য মনীষীবৃন্দ আল্লাহ্র আরশে ওঠার প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন যে, আল্লাহ্ যে আরশের উপর উঠেছেন এটা বোধগম্য, তবে কিভাবে তিনি উঠেছেন তা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তবে এ সামগ্রিক বিষয়ের উপর পূর্ণ আস্থা পোষণ করা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদআত। আল্লাহ্ তায়ালা যে সৃষ্টি জগতের ঊর্ধলোকে আসীন এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ○

'তিনি তাঁর বান্দাহ্দের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ববান।'[১১৬]

একই বিষয়ে তাঁর অন্য বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ -

---

১১৩. সূরা আল আরাফ ১৮০

১১৪. সূরা আন নাহল ৭৪

১১৫. সূরা আত তাহা ৫

১১৬. সূরা আল আনআম ১৮

'তাঁরা তাদের উপরস্থ প্রতিপালককে ভয় করে চলে'।[১১৭]

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন, 'সৃষ্টিজগত তৈরি করার পর আল্লাহ্ একটি কিতাবে এ কথাটি লিপিবদ্ধ করেন, আমার ক্রোধ অপেক্ষা দয়া অধিক দ্রুত গতি সম্পন্ন। এ লিপিবদ্ধ কথাটি আল্লাহ্র নিকট আরশের উপর সংরক্ষিত আছে।'[১১৮]

আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী হতে চয়ন করে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর নামকরণ করা হলে তা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর সাথে সৃষ্টির সমকক্ষতা প্রমাণ করে না

আমরা বিশ্বাস করি, কোন নাম বা তার গুণাবলী হতে যদি অন্য কারো নাম গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা মূল বস্তুর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে নতুন জিনিসটির সাদৃশ্য প্রমাণ করে না। সুতরাং সবকিছুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তার সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ, মাছি ও হাতী এদের উভয়ের শরীর ও শক্তি থাকলেও শরীর ও শক্তির দিক দিয়ে এদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টিজগতের কোন কিছুর নাম ও গুণাবলীর সাথে অন্য কিছুর নাম ও গুণাবলীর মিল দেখে যেমন আমরা বলতে পারি না যে, তাদের মধ্যে বাস্তবে সাদৃশ্য থাকতে হবে, তেমনিভাবে সৃষ্টিকর্তার নাম ও সিফাতের সাথে কোন সৃষ্টির নাম ও বৈশিষ্ট্যের মিল দেখলে তা অবশ্যই সৃষ্টি ও স্রষ্টার সমক্ষকতা বা সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করে না।

উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্ ও মানুষ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট 'শ্রবণ', ও 'দর্শনের' বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ্র বাণী,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

' আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'[১১৯]

এর মাধ্যমে তার স্বীয় সত্তার সাথে 'শ্রবণ' ও 'দর্শন' এ দুয়ের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

---

১১৭. সূরা আন নাহল ৫০
১১৮. বুখারী ও মুসলিম
১১৯. সূরা আন নিসা ৫৮

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শক্রুবিন্দু থেকে, এভাবে যে তাকে পরীক্ষা করব। এরপর তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি।'[১২০]

এর মাধ্যমে এতদুভয় গুণের সমাবেশ যে মানুষের মাঝেও রয়েছে, একথাই বুঝিয়েছেন। তাই বলে আল্লাহ ও মানুষের শোনা ও দেখা এক নয়, এর মধ্যে রয়েছে বিস্তর তফাত। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

'কোন কিছুই তার তুল্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'[১২১]

এমনিভাবে 'ইলম' বা জ্ঞানের বিষয়টি আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁর বাণী,

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ

'আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে, তোমরা সেই নারীদের কথা উল্লেখ করবে।'[১২২]

এর দ্বারা আল্লাহর সত্তার সাথে যে 'ইলম' জড়িত তা বুঝা যায়। তদ্রূপ অপর একটি আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানুষের সাথেও 'ইলম' সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ বলেন,

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ

'যদি তোমরা তাদেরকে মু'মিনা বলে জানতে পার, তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না।'[১২৩] কিন্তু তাই বলে মানুষের জ্ঞান বা 'ইলম' এবং আল্লাহর 'ইলম' একই প্রকৃতির নয়। আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন,

---

১২০. সূরা আল ইনসান ২
১২১. সূরা আশ্ শুরা ১১
১২২. সূরা আল বাকারা ২৩৫
১২৩. সূরা মুমতাহিনা ১০

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔

'সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।'[১২৪] অথচ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ) এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন,

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

'তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।'[১২৫]

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষের বাড়াবাড়ি

উপরিউক্ত বিষয়ে তিন ধরনের চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়, দুই প্রান্তিকতাবাদী (চরম উগ্রপন্থী ও চরম নরমপন্থী) ও মধ্যপন্থী। চরম উগ্রপন্থী চিন্তাধারার যারা ধারক ও বাহক, তারা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে, ফলে অযথা মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা বিস্তার লাভ করেছে। এ ব্যাপারে তাঁরা এমন সব ব্যাপক বিশ্লেষণ ও দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে অনুধাবনযোগ্য নয় এবং সাধারণ অনুভূতিকেও যা নাড়া দিতে পারে না। এর ফলে চারদিকে এমন শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, যার পরিণতি আল্লাহই জানেন। এর ফলে বন্ধুত্বস্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদ অহরহ ঘটে চলেছে।

দ্বিতীয় চিন্তাধারার অনুসারীগণ অত্যন্ত ধীরগতিতে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। ফলে মূল বিষয়টি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাঁরা বিষয়টির ব্যাপারে এতই কম গুরুত্ব দেন যে, এ ব্যাপারে কোনরূপ আলাপ আলোচনা করতে নিষেধ করেন এবং এতদসংক্রান্ত যে কোন আলোচনাকে তারা ফিতনা ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন। এ ধরনের দুর্বল ও নিম্নগামী ব্যাখ্যা খুবই অন্যায় এবং ইসলামী বিধানের প্রতি চরম অবিচার ও জুলুমের নামান্তর। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বুঝতে হলে দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা ইখলাসের উল্লেখ করা যায়। এ সূরাটিকে আল কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর

---

১২৪. সূরা তাহা ৯৮

১২৫. সূরা আল ইসরা ৮৫

গুরুত্ব ও তাৎপর্য এত বেশী হওয়ার কারণে এভাবে সূরাটিকে বিশেষত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ এতে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

'বল, আল্লাহ এক ও একক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতূল্য কেউ নয়।'[১২৬]

একইভাবে আয়াতুল কুরসী এখানে প্রণিধানযোগ্য। এটা কুরআনের সর্ববৃহত আয়াত। এখানে কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর নাম ও সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। নিদ্রা ও তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে, তার সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন আসমান ও জমিন বেষ্টন করে আছে। সেগুলো ধরে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।'[১২৭]

---

১২৬. সূরা ইখলাস

১২৭. সূরা আল বাকারা ২৫৫

এভাবে আল্লাহর নাম ও সিফাত বর্ণিত হওয়ার কারণে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্যও বেড়ে গেছে বহুগুণে। সুতরাং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষীণভাবে আলোচনা করার পক্ষে মতামত দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তা ধারার অনুসারীরা খুবই অন্যায় করেছেন।

তৃতীয় চিন্তাধারাটি উপরিউক্ত দুটি চিন্তা ধারার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নিরপেক্ষ ও যথার্থ পথ নির্দেশ করে। প্রথম দলের মতামতে এখানে কোন বাড়াবাড়ি নেই। আবার দ্বিতীয় দলের মত আলোচ্য ব্যাপারে চরম শৈথিল্য ও অবহেলারও কোন অবকাশ নেই। বরং সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য এমন একটি চিন্তাধারার খোরাক এখানে রয়েছে, যাতে অস্পষ্টতা এবং জটিলতার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহও বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এমন বিষয়সমূহের ব্যাপারে আলোচনা বিশিষ্ট জ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞান এ বিষয়সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করার মত যোগ্যতাও রাখে না।

এ শ্রেণীর চিন্তাশীলরা বর্তমান সময়ে যে ফেতনা ফাসাদ মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করেছে, সে সম্পর্কে সচেতন। তাই প্রতিপক্ষের সাথে তাঁরা এমন বিতর্কে অবতীর্ণ হন না যা ভীষণ বিবাদের দিকে ঠেলে দেয় , আবার এমনভাবে নীরবতাও অবলম্বন করেন না, যাতে তাঁরা স্বপ্নে বিভোর হয়ে যান এবং সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথার্থ ও সত্য জ্ঞানের অন্বেষণ করে তা সকলের সামনে প্রকাশ করার জন্য তাঁদের সকল অধ্যবসায় ও সাধনা নিয়োগ করেন। আর তাঁরা বিষয়গুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে প্রত্যেকে তার জ্ঞানের দ্বারা সেই ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারে। মানুষ যাতে ন্যায় বিচার ও সততার উপর থাকতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে 'কিতাব' ও 'মিযান'-এর মধ্যকার সম্পর্ক ও যোগসূত্রের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیْزَانَ ؕ

'তিনি আল্লাহ যিনি সত্যভাবে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছেন।'[১২৮]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

---

১২৮. সূরা আশ শূরা ১৭

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

'আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে পাঠিয়েছি। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মিযান, যাতে মানুষ ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।'[১২৯]

শির্কের শ্রেণী বিভাগ

আমরা বিশ্বাস করি যে, শিরক দুভাগে বিভক্ত ঃ

১. বড় শিরক ২. ছোট শিরক। বড় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম ও সবচেয়ে বড় গুনাহ্, যা তওবা ছাড়া আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। এ জাতীয় শিরক মানুষের সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে দেয়। এ ধরনের বড় শিরক কখনো কখনো ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকোন উপাস্য আহ্বান করা, তার কাছে সাহায্য কামনা করা এবং তার কাছে মান্নত পেশ করা ইত্যাদি।

এ জাতীয় বড় শিরক কখনো বা আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা ইসলামী শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে এমন দাবী করা এবং এমন আকীদার প্রতি আনুগত্য পোষণ করা।

পক্ষান্তরে 'ছোট শিরক' বলতে এমন সমস্ত গর্হিত কাজ নির্দেশ করা যা সরাসরি বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না। তবে এগুলো বড় 'কবীরা গুনাহ' এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তা মানুষের পুণ্যকর্ম বরবাদ করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন বা রিয়া, কোন কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কোন নামে শপথ বা হলফ করা, গলায় বেষ্টনী জড়ানো এবং তাবিজ ঝুলানো প্রভৃতি কার্যাবলী উল্লেখ করা যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ۝

---

১২৯. সূরা আল হাদীদ ২৫

'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনা তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথ প্রাপ্ত।'[১৩০] নবী করীম ﷺ এ আয়াতে উল্লিখিত 'জুলুম' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে 'জুল্‌ম' বলতে 'শিরক' বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের নফসের সাথে জুলুম করে না?" তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা জুলুম বলতে যা ভাবছ, ঠিক তা নয়, এখানে 'জুল্‌ম' বলতে 'শিরক' বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি নিজের পুত্রকে উপদেশদানকালে হযরত লুকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শোননি, তিনি বলেছিলেন 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করো না। শিরক একটি বিশাল জুলুম।'[১৩১]

ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে শিরকের বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

'তিনি আল্লাহ্‌, তোমাদের পালনকর্তা। সমস্ত সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তোমাদের আহবান শুনার যোগ্যতাটুকুও তাদের নেই। আর যদি তোমাদের আহবান কদাচিত শুনতেও পায়, তবুও তোমাদের আহবানে সাড়া দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের কৃত শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।'[১৩২]

আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরকের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ۖ

'অর্থাৎ তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সেই 'দ্বীন' প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ তাদেরকে দেন নি?'[১৩৩]

---

১৩০. সূরা আল আনআম ৮২
১৩১. হাদীসটি বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে
১৩২. সূরা আল ফাতির ১৩,১৪
১৩৩. সূরা আশ শূরা ২১

একই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

'যে সব জন্তু জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নি, তাদের গোশত তোমরা খেও না। এটা খুবই বড় দুষ্কর্ম বা ফিস্ক। নিশ্চয়ই শয়তান তাদের বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।'[১৩৪] উপরিউক্ত আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। মৃত জন্তুর গোশত হারাম হওয়া সম্পর্কে কতিপয় মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক হয়। ইহুদীরা তাদের যুক্তি দেখিয়ে বলল যে, তোমরা নিজের হাতে যে সব জন্তুকে হত্যা বা জবাই কর, তার গোশত তোমরা খাও, অথচ আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী হাতে যে জন্তুগুলোকে হত্যা করেন অর্থাৎ যে সব জন্তু স্বাভাবিক হাতে মারা যায়, তার গোশত তোমরা খাওয়া হারাম মনে কর। এটা নিছক অন্যায় ও ভুল। ইহুদীদের এ তুখোড় যুক্তি প্রদর্শনের পর মুসলমানদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শুধুমাত্র মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা শিরক নয়, বরং ইহুদীদের বক্তব্যের পর সৃষ্ট সংশয়ের কারণে মৃত জন্তুর গোশত হালাল মনে করলে তা নিশ্চয়ই শিরক হবে।

বড় শিরক যে মানুষের সকল সৎকর্ম বিনষ্ট করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٦٥ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

'আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী রসূলদের প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন, তাহলে আপনার সকল কর্ম বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। বরং একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন।'[১৩৫]

---

১৩৪. সূরা আল আনআম ১২১

১৩৫. সূরা আয যুমার ৬৫-৬৬

ছোট শিরকের বর্ণনা করতে গিয়ে রসূল ﷺ স্বয়ং তাঁর রব থেকে উদ্ধৃত করে বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ. يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

'আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী এই আশংকা করি যে, তোমরা যত্রতত্র ছোট শিরক এ জড়িয়ে পড়বে। তখন উপস্থিত লোকজন প্রশ্ন করলো 'ছোট শিরক বলতে কি বুঝাবো হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'প্রর্দশনেচ্ছা বা রিয়া হলো ছোট শিরক। মানুষকে হিসাব-নিকাশের সময় আল্লাহ্ আল্লাহর প্রদর্শন প্রিয় মানুষদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, দুনিয়াতে তোমরা যাদেরকে তোমাদের আমল প্রদর্শন করতে, তোমরা তাদের কাছে যাও, দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা।[১৩৬]

অন্যত্র রসূল ﷺ আল্লাহ্‌র উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'আমি সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র, যদি কেউ কোন সৎকর্ম করে এবং আমার সাথে সেই কাজে অন্য কোন শরীক সাব্যস্ত করে, তাহলে আমি সেই আমল এবং শিরক উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।'[১৩৭]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন নামে হলফ করার ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেন, 'যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে হলফ করে সে কুফরী করে অথবা এ কাজ শিরক এর অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৩৮]

তাবিজ ব্যবহারের ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেছেন, 'যে তাবীজ ব্যবহার করে, সে শিরক এর পথই অবলম্বন করে।'[১৩৯]

---

১৩৬. আহমদ ও বায়হাকী
১৩৭. সহীহ মুসলিম
১৩৮. তিরমিযী, আহমাদ, হাকিম
১৩৯. আহমাদ ও হাকিম

ফেরেশতার প্রতি ঈমান

আমরা আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস পোষণ করি। তাঁরা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ, যাদেরকে তিনি নূর বা আলো হতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের আনুগত্যের জন্য তাঁদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। ফেরেশতাকূল আল্লাহর দেখানো সীমার বাইরে কখনো অগ্রসর হবে না অথবা কোন বিধি-নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত হবে না। আল্লাহর কোন নির্দেশকে তাঁরা অস্বীকার করেন না এবং তাঁর নির্দেশ মত তাঁরা সকল কার্য সম্পাদন করেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟

'রসূল এবং মুসলিমগণ ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে রসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে। এঁরা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন।'[১৪০]

রসূল ﷺ বলেন,

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

'ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্বীনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রজ্বলিত আগুন হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটির উপাদান থেকে, যা দিয়ে তোমাদেরকে গুণান্বিত করা হয়েছে।'[১৪১]

---

১৪০. সূরা আল বাকারা ২৮৫

১৪১. সহীহ্ মুসলিম, বাবু ফি আহাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৯৪

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

'আল্লাহকে সিজদা করে, যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেস্তাগণ; তারা অহংকার করে না। তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যে আদেশপ্রাপ্ত হয়, তা তারা পালন করে।'[১৪২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○

'তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তাঁরা তাঁর আদেশেই কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তাঁরা জানেন না। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।'[১৪৩]

ফেরেশতাকূলের সম্পর্কে বর্ণিত গুণাগুণ ও শ্রেণীবিভাগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

ফেরেশতাগণের যাবতীয় গুণাবলী ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিষয় বিবরণীর প্রতি আমরা পূর্ণ আস্থা পোষণ করি। আমরা বিশ্বাস করি, ফেরেশতাদের ডানা আছে- কারো দুটি, কারো তিনটি আবার কারো চারটি। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা সংযোজন করেন। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁদের মধ্যে কাউকে ওহীর দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর কাউকে বৃষ্টির দায়িত্ব দেওয়া হায়েছে,

---

১৪২. সূরা নাহল ৪৯-৫০

১৪৩. সূরা আল আম্বিয়া ২৭-২৮

তিনি হলেন হযরত মিকাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদের মধ্যে একজনকে শিংগায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত ইস্রাফিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তাঁর সহযোগীরা রয়েছেন। তাঁদের কাজ হলো জীবের প্রাণ হরণ করা। ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। আর তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সম্মানিত লেখকগণ। তাঁদের মধ্যে আছেন মুনকার-নাকির, যাঁরা কবরের আযাব সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখা-শুনা করেন। কেউ কেউ আছেন জান্নাতের কুঞ্জিকা রক্ষক, আর কেউ আছেন জাহান্নামের অতন্দ্র প্রহরী। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রহরীবৃন্দের সামনে থাকবেন মালেক ফেরেশতা। একদল ফেরেশতার দায়িত্ব হলো আরশ বহন করা। এমনিভাবে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকূলের কোন কোন গুণাবলী বর্ণনায় এরশাদ করেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ফেরেশতাদেরকে বানিয়েছেন বার্তাবাহক, যাদের দু'টি বা তিন তিনটি বা চার চারটি করে পাখা রয়েছে। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।'[১৪৪]

হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ○ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

'আর এটা নিয়ে বিশ্বস্ত ফেরেশতা আপনার অন্তরে অবতরণ করেছেন, যাতে আপনি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন ভীতি প্রদর্শনকারীদের।'[১৪৫] মৃত্যুর ফেরেশতার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

১৪৪. সূরা আল ফাতির ১১

১৪৫. সূরা আশ শুআরা ১৯৩-১৯৪

قُلۡ يَتَوَفّٰىكُمۡ مَّلَكُ الۡمَوۡتِ الَّذِيۡ وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُوۡنَ ۝

'বলে দিন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের জান কবজ করবেন এবং এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।'[১৪৬]

মৃত্যুর ফেরেশতার সহযোগিদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ هُوَ الۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهٖ وَ يُرۡسِلُ عَلَيۡكُمۡ حَفَظَةً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا وَ هُمۡ لَا يُفَرِّطُوۡنَ ۝

'তিনি নিজের বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাদের। এমনকি যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসে. তখন প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়।'[১৪৭]

মানুষের সকল কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদ্বয়ের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِذۡ يَتَلَقَّى الۡمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيۡدٌ ۝ مَا يَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيۡبٌ عَتِيۡدٌ ۝

'যখন দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।'[১৪৮]

দোজখের প্রহরী ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ سِيۡقَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا فُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ رُسُلٌ مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡنَ عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِ

---

১৪৬. সূরা আসসাজদা ১১
১৪৭. সূরা আল আনআম ৬১
১৪৮. সূরা আল কাফ ১৭-১৮

رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○

'কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং সতর্ক করতো এদিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে।'[১৪৯]

তাদের অগ্রবর্তী ফেরেশতা মালিকের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ○

'তারা ডেকে বলবে হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন। সে বলবে, নিশ্চয়ই তোমারা তো এভাবেই থাকবে।'[১৫০]

জান্নাতে প্রহরীরত ফিরিশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ○

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।'[১৫১]

---

১৪৯. আয আয যুমার ৭১
১৫০. সূরা আয যুখরুফ ৭৭
১৫১. সূরা আয যুমার ৭৩

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَّ الْمَلَكُ عَلٰۤى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝

'এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং আটজন ফেরেশতা তোমার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে।'[১৫২]

ফেরেশতাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং তাদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহর সকল ফেরেশতাকে ভালোবাসা ও সম্মান করা। এ ব্যাপারে তাদের একে-অন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করা সমীচীন নয়। কেননা আল্লাহর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আল্লাহর সমস্ত ফেরেশতা সম্মানিত। তাঁরা আল্লাহর আদেশের নাফরমানী করেন না এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয় তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকেন। এদিক দিয়ে তাঁরা এক ও অভিন্ন, তাঁরা কোন প্রকার মতপার্থক্য ও বাদানুবাদের লিপ্ত নন। মুসলমানের অবশ্যই ফেরেশতাদের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী যে কোন প্রকার মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে যেসব কারণে ফেরেশতাগণ অভিশাপ দিয়ে থাকেন, যেমন কুফর, শিরক, পাপ, জঘন্যতম কর্ম ইত্যাদি গর্হিত কার্যাবলীও একজন মুসলমানের পক্ষে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

'আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়- যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্ত কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু।'[১৫৩]

---

১৫২. সূরা আল হাক্কাহ ১৭

১৫৩. সূরা আল বাকারা ৯৭-৯৮

ইহুদীদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের শত্রু ও মিত্র-দু'ই রয়েছে। এ ধারণা মতে, জিবরাঈল তাদের শত্রু এবং মিকাঈল তাদের মিত্র। তাদের এ ধারণা অপনোদন করে আল্লাহ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার সাথে সকল ফেরেশতাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

রসূল ﷺ বলেন,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ

'যে গৃহে কুকুর ও ছবি আছে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[১৫৪]

এ হাদীস হতে প্রতীয়মান যে, নিষিদ্ধ কুকুর ও ছবির কারণে রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করে না।

রসূল ﷺ আরো বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ۔

'যে পেয়াজ-রসুন খায়, সে যেন আমাদের মসজিদে না ঢোকে। কেননা, মানুষ যাতে কষ্ট না পায়, ফেরেশতারাও তাতে ব্যথিত হয়ে ওঠে।'[১৫৫] সুতরাং বুঝা গেল যে, যেসব খাদ্য থেকে ফেরেশতারা কষ্ট পায় সেগুলো পরিহার করা উচিত। রসূল ﷺ আরো বলেছেন, 'কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলে যদি স্ত্রী অস্বীকৃতি জানায় এবং স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাতযাপন করে, তাহলে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ নারীকে অভিশাপ দিতে থাকে।'[১৫৬] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে রাত্রিযাপন না করলে ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। রসূল ﷺ আরো বলেন, 'যদি কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি লোহা দ্বারা ইশারা করে, তাহলে ফেরেশতারা তার উপর অভিশম্পাত বর্ষণ করে যদিও সে তার আপন ভাই হয়।'[১৫৭] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কোন মুসলিম যদি ভায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠায় তাহলে ফেরেশতারা অবশ্যই তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে।

---

১৫৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

১৫৫. সহীহ মুসলিম, باب نهر من الاكل, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫

১৫৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

১৫৭. সহীহ মুসলিম

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ্ তাঁর রসূলগণের প্রতি যে আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, আমরা তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। সমষ্টিগতভাবে এ কিতাবসমূহ এবং অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়সমূহ আমাদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। এ গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে যেগুলোর নাম আল্লাহ্ বিশেষভাবে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন, যেমন- তাওরাত, ইনজিল, যবুর এবং ইব্রাহীম ও মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিলকৃত সহীফাসমূহ। আমরা এভাবে বিশ্বাস করি যে, মূলত এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আসমানী গ্রন্থের সবগুলোতেই তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে জীবনযাত্রার বিভিন্ন নীতমালার শাখা প্রশাখা বিভিন্নমুখী হওয়ার কারণে শরীয়তের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার আইন কানুনের ব্যাপারে এ গ্রন্থসমূহের মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস রাখ তাঁর রসূল ও কিতাবের উপর, যা তিনি রসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং ইতিপূর্বে যে সমস্ত কিতাবসমূহ নাজিল করা হয়েছিল, সে গুলোর উপরও বিশ্বাস স্থাপন কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূলগণের উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে।’[১৫৮]

---

১৫৮. সূরা আন নিসা ১৩৬

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

'তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরদের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তারই আনুগত্যকারী।'[১৫৯]

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা অপর এক আয়াতে বর্ণনা করেন ঃ

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ○ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ○ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তিনি সত্যতা সহকারে আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে। এ কিতাব অবতীর্ণ করার পূর্বে তিনি তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য। আর তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করেছেন। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী।'[১৬০]

আল্লাহ তায়ালা যাবূর সম্পর্কে বলেন, وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

'আমি দাউদের কাছে যাবুর অবতীর্ণ করেছি।'[১৬১]

---

১৫৯. সূরা আল আল বাকারা ১৩৬
১৬০. সূরা আলে ইমরান ২-৪
১৬১. সূরা আন নিসা ১৬৩

হযরত ইব্রাহীম ও মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অবতীর্ণ সহীফা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ۝ صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

'এটা লিখিত রয়েছে ইব্রাহীম ও মূসার কাছে প্রেরিত পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে।'[১৬২]

সকল আসমানী কিতাবের মূল বিষয় যে তাওহীদের আহ্বান জানানো, সেই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ

'তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।'[১৬৩]

রসূলগণের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি আইন ও পথ প্রদর্শন করেছি।'[১৬৪] এই প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ ـ

'নবীগণ পরস্পর সৎভাই সদৃশ। তাদের মা ভিন্ন কিন্তু দ্বীন অভিন্ন।'[১৬৫]

---

১৬২. সূরা আল আলা ১৮-১৯

১৬৩. সূরা আশ শুরা ১৩

১৬৪. সূরা আল মায়েদা ৪৮

১৬৫. সহীহ বুখারী, বাবু ক্বাওলুল্লাহি ওয়াযকুর ফি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৭

কুরআন পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকে রহিত করেছে

আমরা বিশ্বাস করি, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের দ্বারা বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও মনগড়া সংস্কার সাধনের পর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রহিত হয়ে গেছে এবং সেই কিতাবের নীতি অনুযায়ী মানুষের কর্ম সম্পাদনের অপরিহার্যতাও আর এখন নেই। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে সমুদয় নীতিমালা ও আইনকানুন বর্ণিত হয়েছে তা মূলত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

১. এমন সব বিষয়, যেগুলোর শুদ্ধতা ও সত্যতার ব্যাপারে কুরআন সাক্ষ্য প্রদান করে। কাজেই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান রাখি।

২. কুরআন যার বাতিল হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। আমরা সে সকল বিষয় প্রত্যাখ্যান করি। এ ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষ এ সংক্রান্ত আল্লাহ্র বিধি-বিধানে পরিবর্তন সাধন করেছে।

৩. যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কুরআন সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছে আমরাও এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করি। কাজেই আমরা এর সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এর বাতিল বিষয়কে সত্য বলার চেষ্টা করি না।

কুরআন তার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সত্যায়ন করে এবং কুরআন যে এগুলোর উপর প্রাধান্য পায় তার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔

'আমি আপনার প্রতি সত্যসহকারে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী।'[১৬৬]

এ আয়াত থেকে এটাই বুঝা গেল যে, পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যতা কুরআন নাযিলের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এহেন

১৬৬. সূরা আল মায়েদা ৪৮

কুরআন মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ হবে শুনে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের ধারক ও বাহক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসকে আরো শাণিত করতে পেরেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহ্র এ নতুন আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন এবং এ নতুন দ্বীনকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন তার পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সংরক্ষণকারী এবং সেগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। কাজেই এই কুরআন সাক্ষ্যদাতা, ফয়সালাকারী ও বিশ্বাস উৎপাদনকারী। সুতরাং এই কুরআন পূর্বের যা কিছু স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যা প্রত্যাখ্যান করেছে তা ভ্রান্ত ও বাতিল বলে পরিগণিত।

পূর্ববর্তী জাতিদের অন্তর্গত ইহুদীরা তাদের কিতাব পরিবর্তন করেছে এবং এই কুরআন অস্বীকার করছে। তাদের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

'তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং বলে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। কাজেই তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তি তাদের।'[১৬৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

'আর তাদের মধ্যে এমন একদল রয়েছে, যারা মুখ বাঁকিয়ে বিকৃত উচ্চারণে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব

---

১৬৭. সূরা আল বাকারা ৭৯

থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে, তা আদৌ কিতাব নয়। তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এসেছে, অথচ এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসেনি, তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র কথা, অথচ এসব আল্লাহ্‌র কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনেই আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে।'[১৬৮]

আল্লাহ্ যে উম্মতে মুহাম্মাদীকে নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন এবং এর জন্য যে তিনি দ্বিগুণ পুরস্কার নির্ধারিত রেখেছেন, এ বিষয়টি বর্ণনা করে রসূল ﷺ বলেন,

إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ العَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابِ: هَؤُلاَءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، قَالَ اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

'পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে তোমাদের অবস্থান হলো আসর থেকে মাগরিবের সময় পর্যন্ত অবস্থান করার মত। হযরত মূসার সম্প্রদায়কে তাওরাত দেয়া হলো এবং অর্ধদিবস পর্যন্ত তারা তওরাত অনুযায়ী আমল করলো। অতপর তারা দুর্বল হয়ে পড়লো, ফলে তাদেরকে এক কিরাত এক কিরাত করে পুরস্কার দেয়া হলো। ইঞ্জিলের গোত্রকে ইঞ্জিল দেওয়ার পর তারা সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকলো। অতঃপর আসরের নামাজ পর্যন্ত তারা তা করলো এবং এরপর তারা দুর্বল হয়ে পড়লো। প্রতিদিন হিসেবে তাদেরকে এক কিরাত এক কিরাত করে পুরস্কার প্রদান করা

---

১৬৮. সূরা আলে ইমরান ৭৮

হলো। অবশেষে তোমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। এরপর তোমরা এ অনুযায়ী আমল করতে থাকলে আসর থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং তোমাদেরকে দু'কিরাত দু'কিরাত করে পুরস্কার দেওয়া হলো। তখন আহলে কিতাব সম্প্রদায় বললো, 'আমাদের থেকে এরা আমল করলো কম, আর সওয়াব পেল বেশী?' তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলেন, 'আমি কি তোমাদের মূল প্রাপ্য থেকে অন্যায় করে কোন কম দিয়েছি?' আহলে কিতাব এর লোকেরা বললো, 'না'। তখন আল্লাহ্ বললেন, 'এটা আমার দান, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তা প্রদান করে থাকি।'[১৬৯]

পূর্ববর্তী কিতাবের যে যে বিষয়ে কুরআন নীরবতা অবলম্বন করেছে, সে ব্যাপারে তাওয়াক্কুল বা নীরব থাকা প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন,

لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُكُمْ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

'আহলে কিতাবের কোন বিষয়কে তোমরা সত্যও বলোনা আবার তাকে মিথ্যা বলে নিন্দাও করো না। তোমরা শুধু এতটুকু বল যে, আমাদের কাছে এবং তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তার সবগুলোকে বিশ্বাস করি। তোমাদের এবং আমাদের ইলাহ্ তো কেবল এক ও একক। এবং আমরা সকলেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।'[১৭০]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, তোমরা, আহলে কিতাবকে কোন ব্যাপারে কিভাবে প্রশ্ন কর, অথচ তোমাদের যে কিতাব রসূল ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা এক ও অভিন্ন। তোমরা এ কিতাবটি শুধুমাত্র অধ্যয়ন কর? অথচ কুরআনই তোমাদেরকে অবহিত করেছে যে, আহলে কিতাব সম্প্রদায় আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনয়ন করেছে। তারা নিজেদের হাতে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছে এবং তারা এই বলে প্রচার চালায় যে, এই গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে ঐশী জ্ঞান এসেছে, তা কি

১৬৯. সহীহ বুখারী, বাবু ক্বাওলুল্লাহি তা'আলা কুল, ৯ম খণ্ড পৃ. ১৫৬

১৭০. সহীহ বুখারী

তোমাদেরকে আহ্‌লে কিতাবদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা প্রদান করে না? আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি যে, সে তোমাদের উপর নাযিলকৃত বিষয়ে তোমাদেরকে প্রশ্ন করে।'[১৭১]

কিতাবের উপর ঈমানের দাবী

আমরা বিশ্বাস করি, কিতাবের উপর বিশ্বাস করার দাবি হলো আমাদের তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কিতবের উপর ঈমান আনার দাবী হলো, কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও দৃষ্টান্তসমূহ হতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এর 'মুহকাম' আয়াতগুলোর উপর আমল করতে এবং 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহও মেনে চলতে হবে। সাথে সাথে কুরআনে বর্ণিত সীমানা মেনে চলতে হবে। কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবী এটাও যে, আমাদের যথাযথভাবে তা অধ্যয়ন করে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তার নসিহত গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি, রসূল ﷺ যা আদেশ করেছেন, তা পালন করতে এবং যা নিষেধ করেছেন এবং সে বিষয়ে ধমক দিয়েছেন তা পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ۝

'আমি সত্য সহকারে তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি আল্লাহর প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফয়সালা করতে পার। তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।'[১৭২]

আল্লাহ তাঁর নবীকে তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে ফিতনা সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

---

১৭১. সহীহ বুখারী
১৭২. সূরা আন নিসা ১০৫

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ

'আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করুন। আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, যে বিষয়ে আল্লাহ আপনাকে প্রত্যাদেশ দান করেছেন।'[১৭৩]

এ প্রসংঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা মেনে চল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তার অনুসরণ করো না। বস্তুত তোমরা তো খুব কমই স্মরণ করে থাক।'[১৭৪]

সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর নিরক্ষর নবীর পদাংক অনুসরণ করতে বলেছেন, যিনি কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন। অপর দিকে রসূলের আনীত আদর্শের বহির্ভূত কোন বিধান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তাতে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কারো বিধান গ্রহণ করা হয়।

এ প্রসংঙ্গে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৭৩. সূরা আল মায়েদা ৪৯

১৭৪. সূরা আল আরাফ ৩

'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে। তারা এর উপর পূর্ণ ঈমান রাখে। আর যারা তা অস্বীকার করে তারাই খুবই ক্ষতিগ্রস্ত।'[১৭৫]

এখানে যথাযথভাবে অধ্যয়নের অর্থ হলো কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ যেভাবে নাযিল করেছেন, ঠিক সেইভাবে তা পাঠ করা। কোন শব্দকে তারা তার স্থান থেকে বিকৃত করে পাঠ করে না এবং তারা মনগড়া কোন ব্যাখ্যাও তৈরি করে না।

আল্লাহ 'মুহকাম' ও মুতাশাবিহ' আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং মুতাশাবিহ' আয়াতের ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবস্থান ও বক্তব্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছেন,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ○

'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, বিশৃংখলা সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রূপক আয়াতগুলোর পেছনে ছুটে চলে। অথচ সে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশ্য যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলেন, আমরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'[১৭৬]

---

১৭৫. সূরা আল বাকারা ১২১

১৭৬. সূরা আলে ইমরান ৭

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

'তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়। এটা কোন মনগড়া কথা নয়। কিন্তু যারা বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এটা পূর্বেকার কালামের সমর্থন, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ।'[১৭৭]

কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবী হলো রসূল ﷺ আনীত আদেশ নিষেধ মেনে চলা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

'রসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।'[১৭৮]

একই প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন,

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ص:]

'আমি তোমাদেরকে যা বলি তা শোন। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ নবীদের সাথে মতবিরোধ এবং তাদেরকে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি যখন তোমাদের কোন কিছু নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ কর এবং আমি যখন কোন কিছুর আদেশ করি তখন যতটুকু সম্ভব তোমরা তা পালন কর।'[১৭৯]

---

১৭৭. সূরা আল ইউসুফ ১১১

১৭৮. সূরা আল হাশর ৭

১৭৯. সহীহ বুখারী, বাবুল ইকতিদা বিসুনানি রাসূল, ৯ম খণ্ড পৃ. ৯৪

রসূলগণের প্রতি ঈমান

রসূলগণের প্রতি ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ

আমাদের জানা অজানা সকল নবী রসূলগণের প্রতি আমরা পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করি। যাঁদের নাম আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে বিশ্বাস রাখি। নবী ও রসূলের মাঝে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য পার্থক্য হলো এই যে, রসূল বলতে ঐ পয়গম্বরকে বুঝায় যাঁর কাছে আল্লাহ্ নতুন শরিয়ত অবতীর্ণ করেন। আর নবী হলেন ঐ সমস্ত পয়গম্বর, যাঁরা পূর্ববর্তী নবী-রসূলের শরিয়ত প্রচার করার জন্য আগমন করেন।

সকল জাতির মধ্যে রসূল প্রেরণের বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ○

• 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তা'গুতকে পরিহার কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন এবং কারো কারো জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।'[১৮০]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত নিয়ে মানব মণ্ডলীর কাছে রসূলগণের আগমনের পর পরই আদম সন্তানের মধ্যে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এ ধারা সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে, যাঁর দাওয়াতী মিশন জ্বীন ও ইনসানের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১৮০. সূরা আন নাহল ৩৬

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا ۚ وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

'আমি আপনাকে সুসংবাদ বাহক ও সতর্ককারী হিসেবে সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছি। আর ইতিপূর্বে সকল জাতির কাছেই ভীতি প্রদর্শনকারী নবী-রসূলকে পাঠানো হয়েছে।'[১৮১]

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

'নিশ্চয়ই আপনি ভীতি প্রদর্শনকারী। আর প্রত্যেক জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছে পথ প্রদর্শনকারী।'[১৮২]

নিম্নের আয়াতে আল্লাহ একথা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, তিনি তাঁর নবী ﷺ এর কাছে কোন কোন রসূল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অনেক রসূল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে তাঁকে তিনি কোন তথ্যই দেননি। আয়াতটি হলো,

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَ إِسْمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ عِيسٰى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هٰرُونَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا ۝ وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

'আমি আপনার প্রতি ওহি পাঠিয়েছি, যেভাবে ওহি পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি, যারা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহি পাঠিয়েছি ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও

---

১৮১. সূরা আল ফাতির ২৪

১৮২. সূরা আর রা'দ ৭

তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবূর গ্রন্থ। এ ছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি, যাঁদের ব্যাপারে ইতোপূর্বে আমি আপনাকে বলেছি এবং এমন অনেক রসূল পাঠিয়েছি, যাঁদের বৃত্তান্ত আমি আপনাকে শোনাইনি। আল্লাহ্ তো মূসার সাথে সরাসরি আলাপ করেছেন। আমি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রসূলগণ প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি মানুষের অভিযোগ আরোপ করার কোন অবকাশ না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১৮৩]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ

'আপনার পূর্বে আমি এমন রসূলগণকে পাঠিয়েছি, যাদের কথা আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন আরো রসূল পাঠিয়েছি, যাঁদের ব্যাপারে আপনাকে কিছুই বলিনি।'[১৮৪]

এরপর আল্লাহ্ কতিপয় রসূলের নাম উল্লেখ করেন। ফলে এ সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি আমাদের ঈমান আনা অবধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○ وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ۙ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ۙ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ۙ

১৮৩. সূরা আন নিসা ১৬৩-১৬৫

১৮৪. সূরা মুমিন আল গাফের ৭৮

'এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুনকেও পথ দেখিয়েছি। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আমি পথ দেখিয়েছি যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি পথ দেখিয়েছি ইসমাঈল, ইসা, ইউনুস ও লুতকে। এদের প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত করেছি।'[১৮৫]

আল্লাহ্ বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝

'এই কিতাবে ইদ্রিসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী।'[১৮৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۝

'আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি। তিনি জাতিকে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।'[১৮৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

'আমি ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি। তিনি জাতিকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'[১৮৮]

---

১৮৫. সূরা আল আনআম ৮৩-৮৬
১৮৬. সূরা আল মারইয়াম ৫৬
১৮৭. সূরা আল আরাফ ৬৫, হূদ ৫০
১৮৮. সূরা আরাফ ৭৩, হূদ ৬১

একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ

'আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে প্রেরণ করেছি। তিনি তাদেরকে বললেন, হে সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'[১৮৯]

আল্লাহ তায়ালা আরো বললেন,

وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۝

'স্মরণ করুন ইসামাঈল, ঈসা ও যুলকিফলের কথা। তাঁরা সকলেই পুণ্যবান।'[১৯০]

রসূলের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য

রসূলদের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য হলো তাঁদের নবুয়ত, রিসালাত এবং আল্লাহ যে তাঁদেরকে নিষ্পাপ করেছেন এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করা। তাঁরা সকলে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন ও নিজেরাও সত্যপথপ্রাপ্ত। তাঁদের প্রতি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা সবই তাঁরা উম্মতের মধ্যে প্রচার করেছেন, নিজের সম্প্রদায়কে তা মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করেছেন। এ সমস্ত রসূলগণ যে বাণী ও হেদায়াত গ্রহণ করেছেন, তা একনিষ্ঠভাবে মেনে চলার জন্য আল্লাহও তাঁদের জাতিকে আদেশ করেছেন। কাজেই যারা অন্তর দিয়ে তা অনুধাবন করতে চায় না এবং তা মেনে চলেও না, তারা কখনো মুমিন হতে পারে না।

রসূলদেরকে যে আল্লাহ মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন, এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন,

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ۝

---

১৮৯. সূরা আরাফ ৮৫, হূদ ৮৪

১৯০. সূরা সোয়াদ ৪৮

'আল্লাহ্ ফেরেশতাকুল ও মানবকূলের মধ্য থেকে রসূলগণকে মনোনীত করেন।'[১৯১]

আল্লাহ আরো বলেন,

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ

'আল্লাহই ভালো জানেন, কোথায় তাঁর রিসালাত ও পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।'[১৯২]

আর এ পয়গাম প্রেরণে কি ধরনের মানুষকে মনোনীত করতে হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আর তিনি কেবল পুণ্যবান মানুষদেরকেই একাজে নির্বাচিত করেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ۝ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

'স্মরণ করুন, শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। আমি তাঁদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম। আর তাঁরা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তাঁরা প্রত্যেকেই গুণীজন ও পুণ্যাত্মার অধিকারী।'[১৯৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তাদের কতিপয় গুণের উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তাঁরা খুবই সুদৃঢ়, দ্বীনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী, সত্যের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি শাণিত এবং আখেরাতের জন্য তাঁরা সদা কর্ম তৎপর। সর্বোপরি তাঁরা পুণ্যবান ও আল্লাহ্ মনোনিত বিশিষ্ট জন।

---

১৯১. সূরা আলহজ্জ্ব ৭৫

১৯২. সূরা আল আনআম ১২৪

১৯৩. সূরা সোয়াদ ৪৫-৪৮

দ্বীন প্রচারের সাধনায় নবী-রসূলগণেল যাবতীয় মিথ্যার উর্ধ্বে থাকা এবং সকল বক্তব্যের ব্যাপারে তাঁদের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

'তিনি তাঁর মনগড়া কোন কথা বলেন না। বরং তিনি ওহীর মাধ্যমে যা পান কেবল তাই-ই বলেন।'[১৯৪]

এ আয়াত হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশি বশত কোন কথা বলেন না। তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যা অবতীর্ণ হয় কেবল তাই- তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রচার করেন। তাতে তিনি বিন্দুমাত্র কম বা বেশি করেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝٤٤ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝٤٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝٤٦ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

'সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না।'[১৯৫]

উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমাদের ধারণামতে যদি এই নবী নিজের থেকে বানিয়ে কোন কথা বলতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁকে শাস্তি দিতাম। আমি তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে দিতাম। তখন তোমাদের কারো তাঁকে আমার হাত থেকে রক্ষা করার মত ক্ষমতা থাকতো না। অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, তোমাদের মাঝে প্রেরিত রসূল পুণ্যবান, সত্যবাদী ও সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাঁর বাণী প্রচারের জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্বলন্ত মোজেজা ও অকাট্য দলিল- প্রমাণাদি দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির অনুগত ও উপাসনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ۔

---

১৯৪. সূরা আন নাজম ৩-৪

১৯৫. সূরা আল হাক্কাহ ৪৪-৪৭

'আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর' এ আয়াতটি হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লুত এবং শোয়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমুখ নবী রসূলগণের কাহিনী বর্ণনায় একমাত্র সূরা শুআরার আয়াত সমূহে (১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯) আটবার বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে এটি মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে সূরা আল ইমরানের ৫০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

'যে রসূলের আনুগত্য করে, সেতো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে পশ্চাদপসরণ করে তাকে ছেড়ে দাও। আমি তাদের উপর আপনাকে দারোয়ান করে পাঠাইনি।'[১৯৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

'রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা আঁকড়ে ধর এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক'।[১৯৭]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আলকামা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ,

لَعَنَ عَبْدُ اللهِ، الوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ، وَفِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا

---

১৯৬. সূরা আন নিসা ৮০

১৯৭. সূরা আল হাশর ৭

بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: " وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ:
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কতিপয় নারীকে অভিশাপ দিলেন। তারা হলো ঃ ক. মুখমণ্ডল বা শরীরে কালি দিয়ে বা অন্যকোন উপায়ে চিত্র এঁকে সৌন্দর্য চর্চাকারিণী, খ. ভুরুর কিছু চুল কেটে বা ছেঁটে ভুরুকে সু-উচ্চ ও সমান করে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারিণী, গ. সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিণী, ঘ) আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট সৌন্দর্যে পরিবর্তনকারিণী। উম্মে ইয়াকুব তখন ইবনে মাসউদকে বললেন, 'এটা তুমি কোথায় পেলে?' তখন ইবনে মাসউদ উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবে যে বিষয়ে অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং রসূল যাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, আমি কি তাদেরকে অভিশাপ দিতে পারি না?' তখন উম্মে ইয়াকুব বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি পুরো কুরআনই পড়েছি, কিন্তু এমন কথা কোথাও পাইনি? ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আপনি ভালোভাবে পড়লে অবশ্যই একথা বুঝতেন।' এরপর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ আয়াত পাঠ করলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

'রসুল তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা আঁকড়ে ধর এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।'[১৯৮]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।'[১৯৯]

এ আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসার দাবী করে, অথচ মুহাম্মদের প্রদর্শিত পথে তার পদচারণা

১৯৮. সহীহ বুখারী, باب المتنمصات, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬
১৯৯. সূরা আলে ইমরান ৩১

নয়, সে ব্যক্তির দাবী মিথ্যা হিসেবে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না তার সকল কথা ও কাজ একনিষ্ঠ মুহাম্মদী শরীয়তের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। একদল লোক আল্লাহর ভালোবাসার দাবী করতো, এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে যাচাই বাছাই করেছেন। রসূল ﷺ এর অনুসরণ এবং তাঁর প্রদর্শিত হেদায়াতকে জান্নাতে প্রবেশের পাথেয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবীজি বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ [ص:]، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা আমাকে অস্বীকার করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। উপস্থিত লোকজন অস্বীকারকারীদের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার নাফরমানী করবে সেই অস্বীকারকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।'[২০০]

রসূল ﷺ তাঁর অুনসরণকে আল্লাহর অনুসরণ হিসেবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণকে আল্লাহর বিরুদ্ধচারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ-

'যে আমার অনুসরণ করলো সে আল্লাহরই অনুসরণ করল, আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করল সে আল্লাহরই বিরুদ্ধাচরণ করল।'[২০১]

রসূলগণের প্রতি ঈমানের দাবী

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না এবং তাঁদের কাউকে আংশিকভাবে খণ্ডিত করা যাবে না। তাঁদের যে কোন একজনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আল্লাহ এবং সমস্ত রসূলগণের সাথে কুফরী করা হবে। এখান থেকেই দুটি দলের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য তৈরী হয়ে যায়। এর একটি দল হলো সমগ্র নবী ও

২০০. সহীহ বুখারী, বাবুল ইকতিদাউ বিসুনানি রাসূল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৯২
২০১. সহীহ বুখারী, বাবু ইউক্বাতিলু মিন ওয়ারাই, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০

রসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী মুসলিম উম্মাহ এবং অপরটি হলো মুহাম্মদ ﷺ কে অস্বীকারকারী ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। কেননা মুহাম্মদ ﷺ কে অস্বীকার করলে সমস্ত নবী রসূলকেই অস্বীকার করা হয়, কারণ পূর্ববর্তী নবী রসূলের প্রত্যেকেই মুহাম্মদের ﷺ আগমনের সুসংবাদ দান করেছেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে রসূল ﷺ এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

সূরা শুআরার ১০৫, ১২৩, ১৪১ এবং ১৬০ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন কিভাবে নূহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্প্রদায়, আদ ও ছামুদ জাতি এবং লুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোত্র আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝

'নুহ এর কওম রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।'[২০২]

এ আয়াতগুলো হতে বুঝা যায়, উল্লেখিত সকল সম্প্রদায় তাদের রসূলদেরকে অস্বীকার করেছে এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। উল্লেখ্য, যে কোন একজন রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মানে সকল রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। কেননা তাঁরা প্রত্যেকে একই দ্বীন এবং একই বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ও সকল বিশ্বাসীগণ আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী ও রসূলগণের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟

'রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। সকলেই আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশ্তা তাঁর কিতাব, এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা বলে আমরা

---

২০২. সূরা আশ শুআরা ১০৫

তার রসূলগণের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।'[২০৩] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ لَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং রসূলগণের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি, অচিরেই আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল দয়াময়।'[২০৪]

আল্লাহ স্পষ্টভাবে প্রকৃত কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, তারা আল্লাহ ও রসুলগণের মাঝে পার্থক্য রচনা করে। ফলে তারা কোন কোন রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং কোন কোন রসূলকে অস্বীকার করে। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায়, আর বলে যে, আমরা কাউকে বিশ্বাস করি এবং কাউকে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য আমি তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি।'[২০৫]

---

২০৩. সূরা আল বাকারা ২৮৫
২০৪. সূরা আন নিসা ১৫২
২০৫. সূরা আন নিসা ১৫০-১৫১

আল্লাহ্ এমন ইহুদীদেরকে নিন্দা করেছেন, যারা তাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা যথেষ্ট মনে করে এবং মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি নাযিলকৃত সত্য অস্বীকার করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান আন তখন তারা জবাবে বলে, আমাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ে আমরা বিশ্বাস পোষণ করি। তাদের উপর নাযিলকৃত বিষয় ছাড়া অন্য সকল কিছুকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এটাও সত্য এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করুন, যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে ইতিপূর্বে তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে কেন হত্যা করেছিলে?'[২০৬]

কুরআনে আল্লাহ এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এ সকল কাফেরদের অস্বীকৃতি কেবল শত্রুতা ও অহংকার বশত নতুবা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মতোই রসূল ﷺ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও ধারণা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ○

'আমি যাদেরকে কিতাব পাঠিয়েছি তারা এ সম্পর্কে জানে, যেভাবে তারা আপন সন্তান-সন্ততিকে জানে, তাদের একটি সম্প্রদায়তো জেনে শুনেই সত্য গোপন করেছে।'[২০৭]

---

২০৬. সূরা আল বাকারা ৯১
২০৭. সূরা আল বাকারা ১৪৬

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

কিয়ামতের জ্ঞান অদৃশ্য বিষয়ের চাবিস্বরূপ

কুরআন ও সহীহ হাদীস সমূহে কিয়ামতের যে সমস্ত লক্ষণ ও নিদর্শনাবলী বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করি। আর কিয়ামতের জ্ঞান অদৃশ্য বিষয়াবলীর অন্যতম, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

অদৃশ্যের সমস্ত কিছুই যে তাঁরই হাতে, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ط

তাঁর হাতেই গায়েবের চাবিকাঠি, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।'[২০৮] আর এই চাবিকাঠির বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে সে সম্পর্কে জ্ঞানও কেবল তাঁরই রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[২০৯]

আল্লাহ তায়ালাই যে কিয়ামতের জ্ঞানের অধিকারী এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط

---

২০৮. সূরা আল আনআম ৫৯

২০৯. সূরা আল লুকমান ৩৪

يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

'আপনাকে তারা জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তিনিই তা পরিষ্কারভাবে দেখাবেন। আসমান ও জমিনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আপতিত হবে, তোমাদের অজ্ঞাতেই তা হঠাৎ করে এসে পড়বে। আপনাকে তারা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা উপলব্ধি করতে পারে না।'[২১০] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۝ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۝ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ۝ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ۝ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ۝

'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার পালনকর্তার কাছে। যে এ দিবসকে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। যেদিন তারা এর সাক্ষাত পাবে, সেদিন তাদের কাছে মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।'[২১১]

কিয়ামতের আগমন হঠাৎ ঘটলেও তার পূর্বে কিছু আলামত ও নিদর্শন প্রকাশিত হবে। এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

২১০. সূরা আল আরাফ ১৮৭

২১১. সূরা আন নাযিয়াত ৪২-৪৬

'তারা কি শুধু এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, কিয়ামত তাদের কাছে হঠাৎ এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কিভাবে?'[২১২]

কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রসূল ﷺ মন্তব্য করেন,

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔

'এ ব্যাপারে যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি প্রশ্ন কর্তার চেয়ে বেশী কিছু জানেন না।'[২১৩]

কিয়ামতের লক্ষণ

কিয়ামতের ছোট-বড় দুধরনের লক্ষণ রয়েছে। কিয়ামতের ছোট ছোট লক্ষণ বা নির্দশনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. ইলম বা জ্ঞানের ঘাটতি।

২. ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলার বিস্তার লাভ।

৩. অন্যায় ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি।

৪. হত্যাকাণ্ড ও ভূমিকম্পের আধিক্য।

৫. সময় কিয়ামতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া।

৬. নগ্নপদ, উলংগ রাখাল শ্রেণী এবং এ জাতীয় নিঃস্ব লোকদের অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা।

৭. মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য জাতিসমূহের একতা।

৯. অবশেষে ইহুদীদের উপর মুসলমানদের জয়লাভ এবং এ প্রতিযোগিতায় পাথর ও নির্বাক বৃক্ষের বাকশক্তি অর্জন, মুসলমানদের কাছে ইহুদীদের পলায়ন ও আত্মগোপনের সংবাদ সরবরাহ।

এ ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ۔

---

২১২. সূরা আল মুহাম্মদ ১৮

২১৩. সহীহ বুখারী, باب سوال جبريل النبى, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯ ও সহীহ মুসলিম, বাবু আল ঈমানু মা হুওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯

'কিয়ামতের আলামত হলো, ইলম উঠে যাবে ও অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হবে, মদ্যপান, পুরুষ প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস এবং স্ত্রীলোকের প্রজননের আধিক্য, এমনকি এক সময় নারী পুরুষের জন্মের হার হবে ৫ ঃ ১ ভাগ।'[২১৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে একটি দীর্ঘ হাদীস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি এভাবে বিবৃত হয়েছে,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ: وَهُوَ القَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا ـ

---

২১৪. সহীহ বুখারী, باب يقل الرجال ويكثر, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৮ ও সহীহ মুসলিম, باب رفع العلم وقبضه, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৫৬

'কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু আলামত ও নিদর্শন প্রকাশিত হবে এবং এগুলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। সেই লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. দুটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা দল একই দাবীতে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হবে,

২. প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল এসে প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করবে,

৩. জ্ঞান ও ইলম হ্রাস পাবে,

৪. ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে,

৫. সময় কিয়ামতের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে,

৬. ফিতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে,

৭. হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে,

৮. ধন-সম্পদ এতই বেড়ে যাবে যে, ধনী ব্যক্তি তার সদকা করার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কেননা সদকা করার জন্য কাউকে দান করতে গেলেই সেই ব্যক্তি বলবে যে, তার কোন প্রয়োজন নেই,

৯. মানুষ অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে,

১০. জীবনের প্রতি মায়াছেরে মানুষ মৃত্যুকে অধিক পছন্দ করবে এবং কোন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আপসোস করে বলবে, হায়! আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম!

১১. সূর্য তার অস্তাচল থেকে উদিত হবে এবং এভাবে সূর্যোদয় দেখার সাথে সাথেই লোকেরা দলে দলে ঈমান আনতে থাকবে। অথচ সে সময় কারো ঈমান কোন কাজে আসবে না, যদি ইতোপূর্বে সে ঈমান এনে না থাকে অথবা তার ঈমানের সাথে সৎ কাজের সংমিশ্রণ না থাকে।

১২. এমন অবস্থায় হঠাৎ কিয়ামত এসে যাবে। দুজন লোক কাপড়ের কেনা-বেচা শুরু করবে অথচ তাদের কেনা-বেচা শেষ হওয়ার আগেই এবং কাপড় ভাজ করার আগেই কিয়ামত উপস্থিত হবে। এমন সময় কিয়ামত উপস্থিত হবে যে, কোন ব্যক্তি উটের দুধ নিয়ে বের হয়েও তা পান করার সময়টুকুও পাবে না। কিয়ামত এমন দ্রুত আগমন করবে যে, কোন ব্যক্তি তার কূপ সংস্কার করবে অথচ, তা থেকে পানি পান করতে সক্ষম হবে না। এমন হঠাৎ করে কিয়ামত এসে যাবে যে, মানুষ তার মুখের কাছে খাদ্য নিয়েও তা আহার করার সময় পাবে না।'[২১৫]

---

২১৫. সহীহ বুখারী, বাবু খুরুজুন নারি, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৯

আবু দাউদ, আহমদ এবং অন্য হাদীসবিদগণ সওবান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ . فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔

'এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর সকল জাতি একজোট হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমনভাবে দস্তরখানায় খাদ্যগ্রহণকারীরা জড়ো হয়। একজন সাহাবী তখন প্রশ্ন করলেন, তবে কি আমরা তখন সংখ্যায় কম থাকব? উত্তরে নবীজী বললেন, না তোমরা বরং সংখ্যায় বেশী থাকবে। তবুও তোমরা বন্যায় ভেসে যাওয়া খড়-কুটোর ন্যায় দুর্বল হয়ে যাবে এবং আল্লাহর শত্রুদের অন্তরে তোমাদের ব্যাপারে লালিত ভয়-ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করবেন। অপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, কি সেই দুর্বলতা? তখন নবীজী বললেন, তোমাদের সেই দুর্বলতা হলো, দুনিয়াকে ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'[২১৬]

বুখারী ও মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন,

تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ

'ইহুদীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অতঃপর তোমরাই তাদের উপর বিজয়ী হবে, এমনকি নির্বাক পাথরও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসে তোমাদের কাউকে বলবে, হে মুসলমান! দেখ, আমার পেছনে এক ইহুদী লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা কর।'[২১৭]

---

২১৬. সুনানে আবু দাউদ, باب فى تدعى الامم على, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১১, আহমদ ও এবং অন্যান্য

২১৭. সহীহ বুখারী, باب علامات النبوة فى, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৭ ও সহীহ মুসলিম, বাবু লা তাকুমুস সাআতা, ৪র্থ খণ্ড, ২২৩৩

দাজ্জালের আবির্ভাব

কিয়ামতের বড় ধরনের লক্ষণ হলো দাজ্জাল নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যাকে আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবেন। সে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবী করবে এবং ইহুদীরা তাকে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করবে। বরং ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদীরা তার প্রতীক্ষায় থাকবে। আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতার ভাণ্ডার থেকে তাকে নিম্নোক্ত কিছু কিছু ক্ষমতা দান করবেন ঃ

১. যারা দাজ্জালের মিথ্যা মতবাদ বিশ্বাস করবে, তাদের সামনে সে দুনিয়া হাজির করবে এবং যারা তার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করবে তাদের পেছন থেকে দুনিয়াকে সরিয়ে নেবে।

২. পৃথিবীর ধন সম্পদ তার অধিনস্ত হবে।

৩. তার আদেশে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং জমিন থেকে শস্যরাজি উৎপন্ন হবে।

৪. সে কাউকে মেরে ফেলে পুনরায় তাকে জীবিত করবে।

দাজ্জালের এ সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তাকে অক্ষম করে দেবেন। ফলে যে ব্যক্তিকে সে হত্যার পর জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তাকে ও অন্যদেরকে সে আর হত্যা করতে পারবে না। সাথে সাথে তার সকল ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে এবং এক পর্যায়ে হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করবে।

আল্লাহ্ দাজ্জালের মুখমণ্ডলে দুটি চিহ্ন অংকিত করবেন, যা তার মিথ্যা ও কুফরীর স্বাক্ষর বহন করবে। একটি হলো, তার এক চোখ হবে কানা; আর অন্যটি হলো তার দু'চোখের মাঝখানে 'কাফের' শব্দটি লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিন তা পড়তে পারবে।

ইমাম মুসলিম হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীসটি বাণীবদ্ধ করেছেন,

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ. أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر.

'প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতকে কানা মহামিথ্যুকের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন 'সাবধান, সে হলো কানা, আর তোমাদের প্রতিপালক কখনো কানা নন। তার দু'চোখের মাঝখানে তিনটি বর্ণ খোদিত থাকবে কাফ, ফা, র, ।[২১৮]

ইমাম মুসলিম নুয়াস বিন সামআন থেকে রসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত দীর্ঘ বাণীটি সংকলন করেছেন,

إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ

২১৮. সহীহ মুসলিম, باب ذكر الدجال, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৪৮

جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ.

'সে হবে যুবক ঘনচুলের অধিকারী। তার চোখ আবদুল উজ্জা ইবনে কাতানের মত ভাসা-ভাসা এবং ফোলা ফোলা। তোমাদের যে কেউ তার সাথে সাক্ষাত করবে, সে যেন তার সমানে সূরা কাহফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী বিরান এলাকা হতে বের হবে এবং তার ডান-বাম চতুর্দিকে সে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর ভক্ত বান্দারা! তোমরা তখন সত্যের উপর অটল থেকো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে কতদিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি উত্তরে বললেন, চল্লিশ দিন। তবে এর একদিন হবে এক বছরের ন্যায়, একদিন হবে এক মাসের ন্যায়, একদিন হবে এক সপ্তাহের ন্যায় এবং বাকী সব দিনগুলো হবে তোমাদের দিনের ন্যায়। আমরা বললাম, যেদিন এক বছরের ন্যায় হবে, সেদিন কি আমাদের একদিনের নামায যথেষ্ট হবে? রসূল ﷺ বললেন, না, বরং সময় হিসেব করে করেই তোমরা সমস্ত নামায আদায় করবে।

আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! জমিনে তার গতি কেমন হবে? তিনি উত্তরে বললেন, মেঘমালাকে যেমন বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেরূপ হবে। সে কোন কওমের সামনে এসে নিজস্ব মতবাদের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করার সাথে সাথেই তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার আহ্বানে সাড়া দেবে। সে নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই আকাশ হতে পানি বর্ষিত হবে এবং জমিন থেকে শস্য বেরিয়ে আসবে। ঐ কওমের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জোয়ার বয়ে যাবে। পূর্বে যে পশুগুলো ছোট ছোট ছিল, সেগুলো বড় বড় হবে, পশুর স্তন বড় হয়ে সেগুলো বেশী

দুগ্ধবতী হবে, এবং তাদের পিঠ চওড়া হয়ে সেগুলো অধিক শক্তিশালী হবে।

এরপর সেই ব্যক্তি অন্য এক কওমের কাছে গিয়ে তার দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবে। ফলে সে সেখান থেকে চলে যাবে এবং কওমের সকলে নিঃস্ব ও সহায়হীন হয়ে পড়বে। অতঃপর সে পতিত ভূমির উপর দিয়ে বিচরণ করবে এবং ভূমিকে আদেশ করবে, তোমার সকল পুঞ্জীভূত সম্পদ বের করে দাও। তখন মৌমাছির ঝাঁকের ন্যায় জমিন তার সকল পুঞ্জীভূত সম্পদ বের করে দেবে। তখন সে এক টগবটে যুবককে ডেকে তরবারির আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে তীরের ন্যায় নিক্ষিপ্ত করবে। অতঃপর পুনরায় তাকে ডাকলে সে হাস্যোজ্জ্বল বদনে তাকবীর দিতে দিতে এগিয়ে আসবে এবং সে পূর্বের ন্যায় নওজোয়ানে পরিণত হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ মরিয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম কে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সাদা চূড়ার কাছে দুখণ্ড রংঙীন জাফরান মিশ্রিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে অবতরণ করবেন এবং দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে তিনি জমিনে পদার্পণ করবেন। তাঁর মাথা নাড়ার সাথে সাথে পানির ফোটা ঝরে পড়বে। এবং সেই পানির ফোটা হাতে নিলে মুক্তোর দানার ন্যায় তা ঝলমল করে উঠবে। সেই বারি বিন্দুর ঘ্রাণ সহ্য করা কাফেরদের জন্য দুষ্কর হবে এবং ঘ্রাণ নেয়ার সাথে সাথে তাদের মৃত্যু ঘটবে। এদিকে দাজ্জাল যেখানেই গিয়ে থাকুক না কেন, অনুসন্ধানের পর তাকে 'লূদ' নামক স্থানের প্রবেশদ্বারে আটক করা হবে এবং সেখানেই ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবেন।'[২১৯]

ইমাম মুসলিম হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ، سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে এবং তাদের মাথায় বড় টুপ থাকবে।'[২২০] ইমাম মুসলিম উক্ত সাহাবী থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো,

---

২১৯. সহীহ মুসলিম, باب ذكر الدجال, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৫০

২২০. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি বাকিয়াতি মিন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং ২৯৪৪

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا

'মক্কা-মদীনা ছাড়া পৃথিবীর সকল ভূমিতেই দাজ্জাল অবতরণ করবে এবং এর সমস্ত গিরিপথে আল্লাহর ফেরেশতাগণ পাহারারত থাকবেন।'[২২১]

মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অবতরণ

কিয়ামতের একটি অন্যতম নিদর্শন হলো মারয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী হিসেবে অবতরণ করবেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি, আদর্শ ও শরীয়ত অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করবেন এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সব ভক্তরা অন্য কোন সত্তার ইবাদত করে এবং তাদের পুরোহিত ও ধর্মগুরুদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

'নিশ্চয়ই এটা কিয়ামতের আলামত কাজেই তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না। কেবল আমারই অনুসরণ কর। এটাই সরল সঠিক পথ।'[২২২] এ আয়াতের সার কথা হলো এই যে, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন। এ আয়াতের অপর একটি পঠন বা কিরাআতের দ্বারা এই বক্তব্য প্রমাণিত হয়। সেই কিরাআতটি হলো وَ اِنَّهٗ لَعَلَمَ لِلسَّاعَةَ কেননা তিনি দাজ্জালের পরে অবতরণ করবেন এবং আল্লাহ তাঁরই হাত দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করাবেন। প্রসিদ্ধ মনীষীবৃন্দ বিশেষত আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবুল আলিয়া, আবু মালেক, ইকরামা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, যাহহাক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ উক্ত আয়াতের এমনি ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন।

---

২২১. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি খুরুজিদ দাজ্জাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৬৫, হাদীস নং ২৯৪৩

২২২. সূরা আয যুখরুফ ৬১

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۟

'আর আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রত্যেকেই হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে তার উপর ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে।'[২২৩] উল্লিখিত আয়াতে بِهٖ এবং مَوْتِهٖ শব্দদ্বয়ে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, তা দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হলো, আহলে কিতাবের সকলেই হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবতরণের পর তাঁর উপর তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে, যার সম্পর্কে ইহুদী ও তাদের অনুসারী খ্রিস্টানরা এই ধারণা পোষণ করে যে, তাঁকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণের বিষয়টিও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। কেননা সকল আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনয়নের পূর্বেই তাঁকে উর্ধ্বলোকে তুলে নেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন,

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا -

'অচিরেই তোমাদের মাঝে মারয়াম তনয় অবতীর্ণ হবে, যিনি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। কাজেই তিনি ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া কর ধার্য করবেন, এবং তখন

২২৩. সূরা আন নিসা ১৫৯

ধনসম্পদের এত ছড়াছড়ি হবে যে, দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সকল কিছুর চেয়ে তা উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে। এতটুকু বলার পর হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতে পার আয়াতটি হলো, "আহলে কিতাবদের সকলেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন।"[২২৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'মারয়াম তনয় যখন তোমাদের মধ্যে আসবেন এবং তোমাদেরই একজন ঐ সময় নেতৃত্বে আসীন হবেন তখন কেমন হবে।'[২২৫] হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ

'আমার উম্মতের এক দল কিয়ামতের পূর্বে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে এবং সে সংগ্রামে তারা বিজয় ছিনিয়ে নিবে। এরপর মারয়াম তনয় ঈসা অবতরণ করবেন এবং সেই সংগ্রামী মুমিনদের নেতা তাঁকে নামাজে ইমামতি করার আহ্বান জানাবেন। তখন তিনি বলবেন, না, তোমরা পরস্পর পরস্পরের নেতা। এটা এই উম্মতের জন্য আল্লাহর দেওয়া বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান।[২২৬] বহু হাদীস হতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের পূর্বে ন্যায় বিচারক, ইমাম ও ফয়সালাকারী হিসেবে অবতরণ করবেন।

---

২২৪. সহীহ বুখারী, باب نزول عيسى ابن مريم, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৩৪৪৮, সহীহ মুসলিম, باب نزول عيسى ابن مريم, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং ১৫৫

২২৫. সহীহ মুসলিম

২২৬. সহীহ মুসলিম, باب نزول عيسى ابن مريم, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭, হাদীস নং ১৫৬

কিয়ামতের আগে কিছু বড় বড় লক্ষণ

কিয়ামতের আরো কিছু বড় বড় নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. ইয়াজুজ ও মাজুজের আগমন,

২. অস্ত যাওয়ার দিক হতে সূর্যোদয়,

৩. ইয়েমেন থেকে নির্গত আগুন মানুষকে তাড়িয়ে সিরিয়ায় নিয়ে যাবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ আগমনের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○

'যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।'[২২৭]

অস্তমিত হওয়ার দিক থেকে সূর্যের উদয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

'তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। সেদিন কোন ব্যক্তি ঈমান আনলেও তার জন্য ফলপ্রসু হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা সে কথা অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।'[২২৮]

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন,

---

২২৭. সূরা আল আম্বিয়া -৯৬

২২৮. সূরা আল আনআম ১৫৮

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ، فَذَاكَ حِينَ: لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا.

'সূর্য তার অস্ত যাওয়ার দিক হতে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত আসবেনা। যখন এভাবে সূর্য উদিত হবে, তখন সকলেই তা দেখবে এবং সমবেতভাবে তারা ঈমান আনবে। কিন্তু তখন তাদের ঐ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।[২২৯]

ঈমাম বুখারী হযরত হুযাইফা বিন উসাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে রসূল ﷺ কিয়ামতের পূর্বে ১০টি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন যে, তাঁদের আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে রসূল ﷺ তাঁদের মধ্যে এসে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন,

مَا تَذَاكَرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

'তোমরা কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছ? রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন। সমবেত সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন, আমরা কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করছি। তখন নবীজী ﷺ বললেন, দশটি লক্ষণ বা আলামত যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দেখতে না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না। সেই দশটি বিষয় হলো ঃ

১. ধোঁয়া

২. দাজ্জাল

৩. দাব্বাহ (বিশেষ ধরনের প্রানী)

---

২২৯. সহীহ বুখারী, বাবু লা ইয়ানফাউ নাফসান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ৪৬৩৫

৪. অস্ত যাওয়ার দিক থেকে সূর্যের উদয়
৫. ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবতরণ
৬. ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন
৭. তিনটি ভূমি ধ্বস : পূর্ব দিকের
৮. পশ্চিমদিকের
৯. আরব-উপদ্বীপের
১০. ইয়ামেন হতে উত্থিত আগুন, যা মানুষকে তাড়িয়ে সমাবেশের স্থানে নিয়ে যাবে।'[২৩০]

মুআবিয়া ইবনে হিদা থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেছেন,

إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ-

'নিশ্চয়ই তোমরা পায়ে হেটে হেটে ও আরোহী বেশে সমবেত হবে। আর এ জায়গায় সামনের দিকে ছুটতে থাকবে। এ কথা বলে তিনি সিরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন।'[২৩১]

কবরের পরীক্ষা

কবরের জিজ্ঞাসাবাদ, সেখানকার সুখ-শান্তি এবং শাস্তিভোগ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য ওহী নিঃসৃত বাণী এবং রসূলের হাদীসের মাধ্যমে কবরের জিজ্ঞাসাবাদ, সেখানকার সুখ-শান্তি ও আযাবের ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতকালের মনীষীবৃন্দ ও জ্ঞানী-গুণী জন যুগ যুগ ধরে কবরের এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

---

২৩০. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি আয়াতিল্লাতি, ৪র্থ খণ্ড, ২২২৫, হাদীস নং ২৯০১
২৩১. আহমদ, তিরমিযী, হাকিম

'আল্লাহ মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা শক্তিশালী করেন, অপরদিকে আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তা-ই করেন।'[২৩২]

এ আয়াতের লক্ষ্য হলো এটাই প্রতিপন্ন করা যে, কবরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মুমিনদেরকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী রাখা হবে। কাজেই কবরে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে এ আয়াত প্রমাণ বহন করে, এমনিভাবে মুসলিম মনীষীগণ এ ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য পোষণ করেছেন। একই প্রসঙ্গে নিম্নের একটি হাদীসে ইমাম বুখারী হযরত বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন,

الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ـ

'কবরে একজন মুসলিমকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহরই রসূল। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে এরশাদ করেন,

فَوَقٰىهُ اللهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ۚ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

'অতঃপর আল্লাহ তাঁকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউনের গোত্র শোচনীয় আযাবে নিপতিত হলো। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের উত্তাপের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন বলা হবে, ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত কর।'[২৩৩]

---

২৩২. সূরা আল ইব্রাহীম ২৭

২৩৩. সূরা মুমিন আল গাফির ৪৫-৪৬

এ আয়াতেও কবরের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, সকাল সন্ধ্যায় আগুনের সামনে আনার অর্থই হলো কিয়ামতের পূর্বেই এটা করা।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জবানীতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন। বাণীটি হলো,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ ـ

'কোন ব্যক্তিকে কবরে রেখে তার স্বজনরা যখন চলে যায়, সে তখন তাদের চলার শব্দ শুনতে পায়। ইতোমধ্যে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মতামত ছিল? তখন মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয়ে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাত সে উচ্চারণ করে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থানটি লক্ষ্য কর এবং যন্ত্রণাময় স্থানের পরিবর্তে আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতের সুখময় জায়গা উপহার দিয়েছিলেন। তখন সে দু'টি স্থানই অবলোকন করবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের বা মুনাফিক হয়, তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? উত্তরে সে বলবে, আমি তো মনে করতে পারছি না। তবে লোকে যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, ঠিক আছে, তুমি জাননি এবং তুমি কুরআনও পাঠ করনি। এরপর তাকে লোহার হাতুড়ি

দিয়ে প্রহার করা হবে, তখন সে এত উচ্চ স্বরে চিৎকার করতে থাকবে যে, জ্বীন ও মানুষ ছাড়া সকলেই সে চিৎকার শুনতে পাবে।'[২৩৪]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন,

فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ.

'আমি যদি এ আংশকা না করতাম যে, তোমাদের দাফন করবে না, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনান, যা আমি শুনতে পাই।'[২৩৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় বললেন, এ কবরে যে দু'জনকে রাখা হয়েছে, তারা শাস্তি ভোগ করছে। তবে তাদেরকে কোন কবীরা গুনাহের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। বরং তাদের একজন পেশাবের সময় গোপনীয়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখুরী করতো।'[২৩৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস অন্য একটি বর্ণনায় বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার মতই এ দোয়াটি শিখিয়েছিলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা ফাসাদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সাথে সাথে জন্ম ও মৃত্যুর ফেতনা থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।'[২৩৭] এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অনেক দোয়া করতেন, যাতে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় লাভের বিষয়টি উল্লেখ থাকতো।

---

২৩৪. সহীহ বুখারী, বাবু মা জাআ ফি আযাবিল কাবরি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮, হাদীস নং ১৩৭৪, সহীহ মুসলিম

২৩৫. সহীহ মুসলিম, বাবু আরদু মাকআদু মায়্যিতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯৯

২৩৬. সহীহ বুখারী

২৩৭. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, باب ما يستعاذ منه, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩, হাদীস নং ৫৯০

কিয়ামত দিবস

আমরা কিয়ামত দিবসের প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করি। সাথে সাথে এ দিনের সাথে যুক্ত সমস্ত বিষয় যেমন, পুনরুত্থান, শেষ বিচারের দিনের সমাবেশ, আমলনামা পেশ, হিসাব-নিকাশ পুরস্কার ও শাস্তি এ সবগুলোর উপর পূর্ণ ঈমান রাখি।

এক. পুনরুত্থান

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমান ও নাস্তিকতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী অন্যতম মৌলিক বিষয়। কুরআন এবং হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং এর উপর মুসলমানদের 'ইজমা'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসমানী রিসালাতে বিশ্বাসী সকল জাতিও এ ব্যাপারে একমত। তবুও অসংখ্য মানুষ এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। তাদের কেউ কেউ মানব বংশধারার উৎস এবং পরকাল উভয়কে অস্বীকার করেছে। তাদের মতে জীবনতো কেবল মাতৃগর্ভ থেকে উৎসারিত হয়ে কবরে প্রোথিত হয় এবং এটাই মানব বংশধারার রহস্য। আর কেউ কেউ পার্থিব জীবনের প্রতি আস্থাবান হলেও পরকাল অস্বীকার করে। তাদের ধারণা পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই এবং আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না। তাদের একদল আবার দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং আত্মার পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। এদের সকলের বক্তব্য ও বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি কুফরী ও রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর।

পুনরুত্থানের সত্যতা সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের সন্দেহ সংশয় দূর করার জন্য পুনরুত্থান সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۟

'আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছেন?'[২৩৮]

---

২৩৮. সূরা আন নিসা ৮৭

আল্লাহ্ আরো বলেন,

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ۙ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

'বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একটি নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবে।'[২৩৯]

পুনরুত্থানের বাস্তবতা ও সত্যতা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করেছেন তার একটি হলো শুষ্ক ও মৃত জমিনে বৃষ্টিবর্ষিত করে সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামল প্রকৃতিতে পরিবর্তিত করা। কেননা যিনি এটা করতে সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবিত করতেও পারদর্শী। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

'তাঁর অন্যতম নিদর্শন হলো এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এরপর যখন আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা শস্য-শ্যামল ও সজীব হয়ে ওঠে। যিনি এ উষর অনুর্বর ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'[২৪০]

একই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

'তুমি ভূমিকে দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আসে এবং সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন

---

২৩৯. সূরা আলওয়াকিয়াহ ৪৯-৫০

২৪০. সূরা ফুসসিলাত ৩৯

করি। এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য; তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কিয়ামত অবধারিত, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।'[২৪১]

আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতা বলে কোন কিছু সৃষ্টি করতে যেমন সক্ষম তেমনি তাঁর ক্ষমতাবলে এটাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। বরং কোন কিছু পুনরায় সৃষ্টি করা তার পক্ষে অধিকতর সহজ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

'তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনরায় তিনি সৃষ্টি করেন। এটা তাঁর জন্য অধিক সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[২৪২]

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ۝ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْیِۦَ الْمَوْتٰى ۝

'মানুষ কি মনে করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, এরপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?'[২৪৩]

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِىَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَ هِىَ رَمِيْمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۝

---

২৪১. সূরা আলহাজ্জ ৫-৭

২৪২. সূরা রুম ২৭

২৪৩. সূরা আল কিয়ামাহ ৩৬-৪০

'মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনি সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাক বিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, পঁচে গলে যাবার পর অস্থিসমূহকে কে জীবিত করবে? বলে দিন, যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সকল প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সাম্যক অবগত।'[২৪৪]

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদা সে পঁচা হাড় নিয়ে রসূল ﷺ এর কাছে আসে এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। এরপর রসূল ﷺ কে বলে, হে মুহাম্মদ, তুমি কি মনে কর আল্লাহ একে পুনরুজ্জীবিত করবেন? তার কথার জবাবে এ আয়াতটি নাযিল করা হয়। একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَهۡدَ اَیۡمَانِهِمۡ ۙ لَا یَبۡعَثُ اللّٰهُ مَنۡ یَّمُوۡتُ ؕ بَلٰی وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۙ لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِیۡ یَخۡتَلِفُوۡنَ فِیۡهِ وَ لِیَعۡلَمَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّهُمۡ کَانُوۡا کٰذِبِیۡنَ ○

'তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয়, আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এ ব্যাপারে পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে তাদের মতবিরোধের বিষয়টি প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেরদের মিথ্যাবাদীতা তারা জানতে পারে।'[২৪৫]

রসূল ﷺ আল্লাহর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي، كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ.

---

২৪৪. সূরা আল ইয়াসীন ৭৭-৭৯

২৪৫. সূরা আন নাহল ৩৮-৩৯

'আল্লাহ বললেন, 'আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অথচ তার তা করা উচিত হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তা তার পক্ষে সমীচীন হয়নি। আমাকে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, আমি প্রথমবার তাকে যেমন সৃষ্টি করেছি দ্বিতীয়বার তেমনি করতে পারবো না'? বস্তুত প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি আমার জন্য বেশি সহজ নয়? অপরদিকে মানুষের বক্তব্য, 'আল্লাহর সন্তান রয়েছে'-এর মাধ্যমে মানুষ আমাকে গালি দেয়। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী। কারো সাথে আমার পিতা পুত্রের সম্পর্ক নেই। আর কেউ আমার সমতুল্যও নয়।'[২৪৬]

দুই. হাশর

কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ, বিবস্ত্র এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। কুরআন, হাদীস এবং ইজমা-শরীয়তের এ তিনটি উৎস অনুসন্ধান করলে 'হাশর' বা মহাসমাবেশের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাশরের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝ وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

'সেদিন দয়াময়ের কাছে পূণ্যবান মানুষদেরকে অতিথিরূপে মিলিত করবো। এবং পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।'[২৪৭]

কিয়ামতের দিন কাফেরদের সমবেত করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝

---

২৪৬. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুহু : ওয়া হুয়াল্লাযী..., ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮০
২৪৭. সূরা মারিয়াম ৮৫-৮৬

'আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই তো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পাবে না। আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। আর তাদের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম। যখনি নিভে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখনি আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দেব।'[২৪৮]

সমগ্র মানবমণ্ডলীকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔

'কিয়ামতের দিবসে মানুষকে খালি পায়ে, নগ্ন শরীরে এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে আনা হবে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করলেন, নারী পুরুষ সকলে তখন একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকবে? তখন রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, 'সেদিন পরিস্থিতি এত কঠিন ও জটিল হবে যে, কেউ কারো দিকে তাকানোর অবসরই পাবে না।'[২৪৯]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন যে, একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে উপদেশমূলক বক্তৃতায় বলেন, হে মানবজাতি, তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট নগ্ন পদ, বিবস্ত্র এবং খতনা বিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন) ঃ

অর্থাৎ "প্রথম সৃষ্টির মতই আমি তাকে পুনর্জীবিত করবো। এটা আমার অংগীকার। আর আমি এ অনুযায়ীই কাজ করবো।"

---

২৪৮. সূরা বনী ইসরাইল ৯৭

২৪৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু ফানাউদ দুনিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯৪, হাদীস নং ২৮৫৯

তিন. হিসাব-নিকাশ

আল্লাহর সামনে কিয়ামতের দিন দু'ধরনের হিসাব পেশ করা হবে। প্রতমত, সাধারণ হিসাব, যা সকল সৃষ্টিকুল তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ করবে। তাদের হিসাবের খাতা তখন উন্মুক্ত রাখা হবে এবং তারা বিন্দুমাত্র গোপন করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, বিশেষ হিসাব, যেখানে মুমিনরা তাদের পাপ সম্পর্কিত তথ্য আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করবে এবং তারা তাদের কৃত অপরাধ স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তা গোপন করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কিয়ামতের দিবসের 'হিসাব' বলতে মানুষের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ বুঝানো হয়েছে। আর যার কাজ-কর্মের হিসাব নিকাশ করা হবে, তাকেই শাস্তির উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। সাধারণ হিসাব প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○

'সেদিন তোমাদের হিসাব নিকাশ পেশ করা হবে এবং তোমাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না।'[২৫০] একই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ○ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

'সেদিন মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে, যাতে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে এবং কেউ বিন্দু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[২৫১]

রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

---

২৫০. সূরা আল হাক্কাহ ১৮

২৫১. সূরা যিলযাল ৬-৮

'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কোন দোভাষী ছাড়াই কথা বলবেন, ভাগ্যবান ব্যক্তিরা তখন তাদের কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং হতভাগ্যরাও তাদের পূর্বে কৃত কাজগুলো দেখবে। আর তাদের সামনে জাহান্নামও তারা দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর এবং এজন্য সম্ভব হলে অন্তত এক টুকরো খেজুরও দান কর।'[২৫২]

রাসূল ﷺ বিশেষ হিসাব প্রসঙ্গে বলেন ঃ

يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ.

'কিয়ামত দিবসে মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সন্নিকটে বসে তাঁর সামনে হাত রাখবে। এরপর তিনি তাকে তার পাপ দেখিয়ে বলবেন, এ ব্যাপারে তোমার কিছু জানা আছে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলবেন, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি এ পাপ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার এ পাপ গোপন রেখেছি এবং আজকের দিনেও তা ক্ষমা করছি। এরপর তার কাছে তার সৎ কাজের খতিয়ান দেয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে বলা হবে, এ সমস্ত হতভাগ্য তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।'[২৫৩]

হিসাব পেশ এবং হিসাব গ্রহণের পার্থক্য সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ

---

২৫২. সহীহ বুখারী, باب من نوقش الحساب عذب, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১২ ও মুসলিম, باب الحث على, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৩

২৫৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু কুবুলুত তাওবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১২০, হাদীস নং ২৭৬৮

حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ.

কিয়ামতের দিন কারো হিসাব গ্রহণ করা হলে সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। সাহাবী বলেন আমি তখন আল্লাহর উক্তি তাঁকে পড়ে শুনালাম, 'যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজতর হবে।' তখন রাসূল ﷺ বলেন, এটা তো হলো হিসাব পেশ আর কিয়ামতের দিন যারা হিসাব নিকাশ করা হবে, তার শাস্তি ছাড়া নিস্তার নেই।[২৫৪]

আমলনামা ও সাক্ষীর উপস্থিতি এবং মানুষের কার্যকলাপের হিসাব বই

আমলনামা বলতে এখানে সেই বই বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের ছোট বড় সকল ধরনের কাজ-কর্ম লিপিবদ্ধ আছে। আর সাক্ষী বলতে এখানে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ও লেখক ফেরেশতা নির্দেশ করা হয়েছে। মানুষের কান, চোখ এবং ত্বকসহ তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দান করবে। কিয়ামতের দিনে মানুষকে বলা হবে, তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট এবং সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ তো সাক্ষ্য দেবেনই।

আমলনামা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

'আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা লেখা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এখানে সংরক্ষণ করা আছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনেই দেখতে পাবে। আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি অবিচার করবেন না।'[২৫৫]

---

২৫৪. সহীহ বুখারী, باب من نوقش الحساب عذب, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১২

২৫৫. সূরা আল কাহ্ফ ৪৯

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیْ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخْرِجُ لَهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ كِتٰبًا یَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ○ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا ○ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন তাকে একটি 'কিতাব' বের করে দেখাবো, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখবে। এরপর তাকে বলা হবে, এবার তুমি নিজেই তোমার এ কিতাব পড়। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। যে সৎপথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সে পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল প্রেরণ না করে আমি কাউকে শাস্তি দিই না।'[২৫৬]

আমলনামা ও সাক্ষী প্রসঙ্গে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ وَ جِایْٓءَ بِالنَّبِیّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ○

'পৃথিবী তার রবের নূরের ঝলকানিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা তুলে ধরা হবে, পয়গম্বর ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের প্রতি সুবিচার করা হবে। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[২৫৭] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ جَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِیْدٌ ○

'প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে এবং তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী।'[২৫৮]

ইমাম মুসলিম আনাস ইবনে মালেকের একটি হাদীস বর্ণনা করছেন,

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَ تَدْرُونَ مِمَّ

---

২৫৬. সূরা আল ইসরা, ১৩-১৫

২৫৭. সূরা আয যুমার ৬৯

২৫৮. সূরা আল ক্বাফ ২১

أَضْحَكُ؟ قَالَ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ.

'একদা আমরা নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত বের হয়ে গেল। রসূল ﷺ সমবেত সবাইকে বললেন, তোমরা জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন একজনের সাথে আল্লাহর একটি কথোপকথনের বিষয় মনে পড়ায় আমি হাসছি। লোকটি আল্লাহকে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জুলুম থেকে রক্ষা করবে না? আল্লাহ বলবেন, নিশ্চয়ই। তখন লোকটি বলবে, তবে আমি আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করছি। আল্লাহ বলবেন, আজ তোমার সাক্ষ্যের ব্যাপারে তুমি ও লেখক ফেরেশতাগণই যথেষ্ট। নবীজী বললেন, এরপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার ব্যাপারে কথা বলার জন্য আদেশ করা হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার পার্থিব কাজকর্মের কথা বলে দেয়ার পর ঐ

ব্যক্তি এবং এ বক্তব্যের মাঝে একটি দেওয়াল সৃষ্টি হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলবে, সর্বনাশ! তোমাদের জন্যই আমি বিতর্কে নিমজ্জিত ছিলাম।'[২৫৯]

সহজ হিসাব অর্থাৎ শুধুমাত্র হিসাব পেশ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ○ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ○ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ○ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ○ وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ○

'হে মানুষ, তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে, এরপর তুমি তার সাক্ষাত পাবে। যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজ হয়ে যাবে। সে তার পরিবার পরিজনের কাছে উৎফুল্ল হয়ে ফিরে যাবে। আর যার আমলনামা তার পিঠের পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[২৬০]

আল মীযান

কিয়ামত দিবসে মীযান বা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। যার পুণ্যের পাল্লা সেদিন ভারী হবে, সে কৃতকার্য হবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○

'আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। তখন কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরমাণও হয়, আমি তা হাজির করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।'[২৬১]

---

২৫৯. সহীহ মুসলিম, باب الكتاب الزهد والرقائق, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৮০
২৬০. সূরা আল ইনশিকাক ৬-১২
২৬১. সূরা আল আম্বিয়া ৪৭

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَ الْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝

'আর সেদিন ওজন হবে যথার্থ। এতে যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা তো শুধু নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করবে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।'[২৬২]

একই প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেন,

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ -

'দুটি বাক্য দয়াময় আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয়, অথচ সেগুলোর উচ্চারণ খুব সোজা এবং পাল্লায় তার ওজন হবে খুব বেশি, তা আসমান জমিনের মাঝের সকল শূন্যতা পূরণ করে দিবে। বাক্য দুটি হলো, সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবাহানাল্লাহিল আযীম।'[২৬৩]

সিরাত

সিরাত বলতে দোযখের বুক চিরে বয়ে যাওয়া রাস্তাকে বুঝায়। এটা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার সংযোগসেতুর ন্যায়। কিয়ামত দিবসে সকল মানুষকে এ সেতু পার হতে হবে। তখন মুমিন ব্যক্তি সফলভাবে তা পার হয়ে যাবে। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল এ সেতু পার হতে পারবে। আর যে এ কাজে ব্যর্থ হবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

---

২৬২. সূরা আল আরাফ ৮, ৯
২৬৩. সহীহ বুখারী, বাবু ক্বওলুল্লাহি তা'আলা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬২ ও মুসলিম

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

'তোমাদের মধ্যে সকলেই তা পার হবে। এটা আপনার রবের অনিবার্য ফয়সালা। এরপর আমি খোদাভীরুদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।'[২৬৪]

এ আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। প্রথমত, প্রত্যেককেই সেই সেতু পার হতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেককেই জাহান্নামের ওপর দিয়ে যেতে হবে। তবে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর জন্য আগুন যেমন শীতল ও শান্তির পরশ ছিল, তেমনি মুমিনদের জন্য জাহান্নামও কোন কষ্টের কারণ হবে না।

এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.

'জাহান্নামের উপর দিয়ে কিয়ামতের দিন সেতু স্থাপন করা হবে। সেদিন আমি এবং আমার উম্মতই প্রথমে সেই সেতু পার হবো। নবী রসূল ছাড়া কেউ সেদিন কোন কথা বলতে পারবে না। রসূলগণ সেদিন বারবার এ দোয়া পড়তে থাকবে। اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ শান্তি দাও, শান্তি দাও।'[২৬৫]

---

২৬৪. সূরা মারয়াম ৭১, ৭২

২৬৫. সহীহ বুখারী বাবু ক্বাওলুল্লাহি তা'আলা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৮ ও সহীহ মুসলিম, বাবু মা'রেফতু ত্বারিকি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩

আল কাওছার

শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী সকলেই 'কাওছার' এর প্রতি বিশ্বাস রাখে। কাওছার হলো সেই বিশেষ কূপ, যা আল্লাহ্ নবী মুহাম্মদ ﷺ কে উপহার দিয়েছেন। এ কূপের পানীয় বরফের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মিশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধিযুক্ত। এ পানীয় গ্রহণ করার জন্য এখানে রয়েছে আকাশঘেরা তারার ন্যায় অসংখ্য পানপাত্র। একবার এ পানীয়ের স্বাদ নিলে আর কখনো তৃষ্ণা পাবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝

'আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। এখন আপনি সালাত এবং কুরবানীর হুকুম পালন করুন।"[২৬৬]

নবী ﷺ কাওছারের গুণগান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ۔

'আমার হাউজ আইলা থেকে ইডেন পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার চেয়ে দীর্ঘতর। এর রং বরফের চেয়ে সাদা এবং দুধমিশ্রিত মধুর চেয়েও মিষ্টি। তারকারাজির চেয়েও অসংখ্য পানপাত্র রয়েছে তার সুধা নেওয়ার জন্য।'[২৬৭]

এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ আরো বলেন,

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا۔

---

২৬৬. সূরা আল কাওছার ১,২

২৬৭. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب استحباب اطالة, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৪৭

'এক মাসের পথের ন্যায় আমার হাউজ দীর্ঘতর হবে। এর চার কোণ সমান হবে। এর পানীয় রোপ্য অপেক্ষা সাদা ও মিশকের চেয়ে সুগন্ধিময় হবে। আকাশের তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য পানপাত্র থাকবে। কেউ একবার এ পানীয় গ্রহণ করলে জীবনে কখনো আর সে তৃষ্ণার্ত হবে না।'[২৬৮]

রসূল ﷺ আরো বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

'যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ বাঁধা রয়েছে, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, হাউজে কাওছারের পানি পান করার জন্য অন্ধকার আকাশে দৃশ্যমান অসংখ্য নয়নাভিরাম তারকারাজির ন্যায় বেহেশতী পানপাত্র থাকবে। এখান থেকে পানীয় গ্রহণ করলে কেউ আর দ্বিতীয় বার তৃষ্ণার্ত হবে না। বেহেশত থেকে দুটি প্রস্রবণী এসে এ কূপের সাথে মিলিত হবে। এখান থেকে একবার পান করার পর আর কখনো তৃষ্ণা অনুভূত হবে না। আম্মান থেকে আইলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমির ন্যায় এটা প্রশস্ত। এর পানীয় দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি।'[২৬৯]

এ হাদীসে অন্ধকার রাতে দৃশ্যমান তারকার কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, আঁধারের বুক চিরে তারকার দর্শন বেশি স্পষ্ট। অন্ধকার রাত বলতে এমন রাত বুঝানো হয়েছে, যেখানে চন্দ্রের উদয় নেই, অথচ অসংখ্য ঝলমলে তারকা দিপ্তমান। আর চন্দ্র উদয়ের বাস্তবতা হলো তা অনেক তারকার উজ্জ্বল হাসি ম্লান করে দেয়।

---

২৬৮. সহীহ বুখারী বাবু ফিল হাউজি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১৯, হাদীস নং ৬৫৭৯ ও সহীহ মুসলিম, باب اثبات حوض نبينا, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৯৩, হাদীস নং ২২৯২

২৬৯. সহীহ মুসলিম, باب اثبات حوض نبينا, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৯৮, হাদীস নং ২৩০০

শাফায়াত

শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই সুপারিশ বা শাফায়াতের বিষয়ে ঈমান রাখে। দুটি শর্তের ভিত্তিতে সাফায়াত অর্জন সম্ভব ঃ ১. সুপারিশকারীর সুপারিশের জন্য আল্লাহ্র অনুমতি। ২. শাফায়াতকৃত ব্যক্তির প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি। সুতরাং শাফায়াতের কার্যকারিতা কেবল আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত।

প্রথম শর্তের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

'এমন কে আছে, যে অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?'[২৭০] দ্বিতীয় শর্তের প্রতি নির্দেশ করে আল্লাহ্ বলেন,

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝

'তিনি যার প্রতি সন্তুষ্ট, তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারবে। বস্তুত সেদিন তারা তাঁর ভয়েই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।'[২৭১]

নিম্নের আয়াতে তিনি দুটি শর্তের সমাহার ঘটিয়েছেন,

وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْضٰى ۝

'আকাশের অসংখ্য ফেরেশতার সুপারিশ আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। আর আল্লাহর এ অনুমতি দুটি অবস্থায় পাওয়া যায় ঃ ১. তিনি যদি ইচ্ছা করেন, ২. তিনি যদি কারো প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।'[২৭২]

নিম্নবর্ণিত আয়াতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শাফাতের কার্যকারিতার উৎস আল্লাহর পক্ষ থেকে সূচিত হয় এবং তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্য

---

২৭০. সূরা আল বাকারা ২৫৫

২৭১. সূরা আল আম্বিয়া ২৮

২৭২. সূরা আন নাজম ২৬

থেকে কোন রকম দলিল প্রমাণ ছাড়া শাফায়াতকারী সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে এখানে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। আয়াত হলো,

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

'তারা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কোন সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন ক্ষমতা দেয়া ছাড়া এবং বিষয় সংক্রান্ত তাদের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা এটা করলো? স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন যে, সমস্ত সুপারিশ কেবল আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারাধীন। আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য বিস্তৃত। অতঃপর তার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।'[২৭৩]

শাফায়াতের শ্রেণীবিভাগ

শাফায়াত অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত, শ্রেষ্ঠ সাফায়াত যা আমাদের নবী করীম ﷺ এর জন্য খাস। এর তাৎপর্য হলো, হাশরের ময়দানে বিচারের প্রতীক্ষায় অবস্থানরত মানুষের জন্য নবীজী আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবেন। এটা হলো সেই প্রশংসিত মর্যাদা, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেই উল্লেখ করেছেন এবং যে ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জান্নাতের দরোজা খোলার সময় নবী করীম ﷺ এর শাফায়াত। তৃতীয়ত, পাপী মুমিনদের জন্য তাঁর শাফায়াত। তবে এ শেষোক্ত শাফায়াত ফেরেশতা, নবী, রসূল এবং পুণ্যবানদের জন্যও অর্জিত হবে। যার হৃদয় হতে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শীর্ষক একত্ববাদের বাণী উচ্চারিত হবে, সেই ব্যক্তিই তাঁর সাফায়াত পেয়ে ধন্য হবে। আল্লাহ্ বলেন,

وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

---

২৭৩. সূরা আয যুমার ৪৩, ৪৪

'রাতের কিছু সময় কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাক অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায পড়। এটা তোমার জন্য নফল ইবাদত। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌছাবেন'।[২৭৪]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, এ বিশেষ মর্যাদার কারণে গোটা সৃষ্টি ও তাদের সৃষ্টিকর্তা মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ শাফায়াত, যা আমাদের নবীজীর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 'কিয়ামত দিবসে সকল নবীর উম্মত তাঁদের নবীগণের পেছনে পংগপালের মত ছুটতে থাকবে। তারা বলতে থাকবে, কে আছ, আমার জন্য শাফায়াত কর। এভাবে শাফায়াতের ক্রমধারা নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হবে। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁকে 'সম্মানিত স্থানে' উপনীত করবেন।'[২৭৫]

শাফায়াত সংক্রান্ত আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামত দিবসে শাফায়াতপ্রাপ্তির জন্য লোকজন নবী রসূলদেরকে পীড়াপীড়ি করবে। অবশেষে শাফাতের এ ধারা আমাদের নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হবে। রসূল ﷺ এর বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ " قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

---

২৭৪. সূরা আল ইসরা ৭৯

২৭৫. সহীহ্ বুখারী

'সেদিন দলে দলে লোক আমার কাছে আসবে। তখন আমি সুপারিশের জন্য আমার রবের কাছে অনুমতি চাইবো এবং আমাকে অনুমতি দেয়াও হবে। আমি যখন তাঁকে দেখবো, তখনি সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। তিনিও যতক্ষণ ইচ্ছা, আমাকে এ সিজদারত অবস্থায় রেখে দিবেন। এক পর্যায়ে আমাকে আহ্বান করে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও, তোমার সকল কথা শ্রবণ করা হবে, তুমি যা চাইবে, তাই দেওয়া হবে এবং তোমার সুপারিশও গ্রহণ করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলে আমার রবের শিখানো ভাষায় তাঁর প্রশংসা প্রকাশ করবো। অতঃপর সুপারিশ করবো এবং আমার জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তখন আমি জাহান্নাম থেকে বের করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

অতঃপর আবারো প্রত্যাবর্তন করবো এবং সিজদায় নিমজ্জিত হবো। এ অবস্থায় খুশিমত যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ আমাকে রেখে দিবেন। ইত্যবসরে আমার উদ্দেশ্যে বলা হবে, 'হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের শিখিয়ে দেয়া ভাষা ব্যবহার করে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি সুপারিশ কার্যে প্রবৃত্ত হবো। আমার জন্য একটা সীমা বেঁধে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবো।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী তাঁর একটি বিস্মৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, রসূলের উপর বর্ণিত কথাগুলো শ্রবণ করার পর আমি মনে করতে পারছি না যে, তিনি তৃতীয়বার নাকি চতুর্থ বারের মত এ কথা বললেন, অতঃপর আমি বলবো, হে রব! কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে, তারা ব্যতীত দোযখে কেউ নেই। অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত যারা দোযখে আছে অনন্ত কাল ধরে অনিবার্যভাবে দোযখেই তাদের আবাস রচিত হবে।'[২৭৬]

অপর এক বর্ণনায় রসূল ﷺ এর উক্তি এভাবে বর্ণিত আছে, 'চতুর্থ বার আমি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবো এবং ঐ সকল ভাষায় তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর তাঁর সামনে সিজদায় নত হয়ে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। তোমার সকল

---

২৭৬. সহীহ মুসলিম, বাবু আদনা আহলুল জান্নাহ, ১ম খণ্ড, ১৮০, হাদীস নং ১৯৩

কথা শোনা হবে, তুমি যা চাও, তা দেওয়া হবে এবং তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরূপ আমি বলবো, হে রব! যে, 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' শীর্ষক তাওহীদবাণী স্বীকার করেছে, তার ব্যাপারে সুপারিশ করতে আমাকে অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, এটা তোমার কাজ নয়। এটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এবং মর্যাদার শপথ করে বলছি, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বর্ণিত বাণী ঘোষণা করেছে, তাকে আমি অবশ্যই জাহান্নাম থেকে বের করে আনবো।'[২৭৭]

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন,

أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ۔

'আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের সুপারিশকারী।'[২৭৮]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রসূলের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য,

آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ۔

'কিয়ামতের দিবসে আমি জান্নাতের দরোজায় এসে পাহারাদারকে দরোজা খুলতে বলবো। তখন সে বলবে, আপনার পরিচয়পত্র পেশ করুন। আমি তখন বলবো, 'আমার নাম মুহাম্মদ'। তখন সে বলবে, আপনার ব্যাপারে আমার উপর বিশেষ নির্দেশ আছে। আপনার পূর্বে কারো জন্য দরোজা খুলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।'[২৭৯]

জাবির বিন আবদুল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

---

২৭৭. সহীহ মুসলিম

২৭৮. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি ক্বাওলিন নাবিয়্যি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং ১৯৬

২৭৯. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি ক্বাওলিন নাবিয়্যি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং ১৯৭

'আযানের সময় যে ব্যক্তি নিম্নের দুয়া পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে। দুয়াটি হলো, হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। তুমি মুহাম্মদকে দান কর ওছীলা এবং মর্যাদা এবং মাকামে মাহমুদে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।'[২৮০]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করা হলো, কিয়ামত দিবসে আপনার শাফায়াত পেয়ে কে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'শোন আবু হুরায়রা, আমার জানাই ছিল আমাকে এ ব্যাপারে তোমার পূর্বে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারন, এ ব্যাপারে আমি তোমার মাঝে এক অনন্ত তৃষ্ণা দেখেছি। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি আমার শাফায়াত পেয়ে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে, যে হৃদয় থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণীটি অকপটভাবে উচ্চারিত হবে।'[২৮১] সুতরাং মুশরিক ও মুনাফিকরা কখনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত লাভ করবে না।

জান্নাত ও জাহান্নাম

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা জরুরী হয়ে পড়ে। এগুলো প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে এবং বাস্তবেই এদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। এগুলো যে চিরস্থায়ী হবে এ ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জান্নাত ও জাহান্নামের অবিনশ্বরতা যেমন সত্য, তেমনি এর অধিবাসীরাও কখনো নিঃশেষ হবে না।

জান্নাত ও জাহান্নাম যে বাস্তবে প্রস্তুত করা হয়েছে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

২৮০. সহীহ বুখারী, বাবুদ দুআউ ইনদান নিদাই, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬, হাদীস নং ৬১৪ ও সহীহ মুসলিম
২৮১. সহীহ বুখারী

'তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার সীমানা আসমান জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। মুত্তাকীদের জন্য এ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।'[২৮২]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

'তোমরা জাহান্নামের ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন। আর এ জাহান্নাম কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'[২৮৩]

জান্নাত ও জাহান্নাম যে চিরস্থায়ী এবং এর অধিবাসীরাও যে অনন্তকাল সেখানে থাকবে, এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۝

'আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। পক্ষান্তরে যাদের ঈমান আছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারা সৃষ্টির সেরা, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এমন সৌভাগ্য তাদেরই হবে, যারা তার রবের ভয় করে চলে।'[২৮৪]

---

২৮২. সূরা আলে ইমরান ১৩৩

২৮৩. সূরা আল বাকারা ২৪

২৮৪. সূরা আল বায়্যিনাহ ৬-৮

জান্নাতের বাসিন্দাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ○

'সেখানে তাদের কোন কষ্ট হবে না এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃত হবে না।'[২৮৫]

একইভাবে অন্যত্র আল্লাহ, তায়ালা বলেন,

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَ وَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ○

'প্রথমবার মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।'[২৮৬]

জাহান্নামবাসীর বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ○

'কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের জন্য মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে এবং তাদের শাস্তিও বিন্দুমাত্র লাঘব করা হবে না। এমনিভাবে আমি সকল কাফিরকে শাস্তি প্রদান করি।'[২৮৭]

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى○ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى○ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى○.

'আর যে হতভাগ্য, সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বেঁচেও থাকবে না।'[২৮৮]

---

২৮৫. সূরা আল হিজর ৪৮
২৮৬. সূরা আদ দুখান ৫৬
২৮৭. সূরা আল ফাতির ৩৬
২৮৮. সূরা আল আলা ১১-১৩

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নে বর্ণিত বাণী বর্ণনা করেছেন,

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهَؤُلاَءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

'কিয়ামতের দিনে মৃত্যুকে হৃষ্টপুষ্ট ছাগলের ন্যায় উপস্থিত করা হবে। এরপর এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। এরপর ঘোষণাকারী বলবে, তোমরা কি এ বস্তু সম্পর্কে কোন ধারণা রাখ? লোকজন বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। তখন সবাই তা দিব্যচোখে অবলোকন করবে। এক পর্যায়ে ছাগলটিকে জবেহ করা হবে। এরপর ঘোষণাকারী পুনরায় বলতে থাকবে, জান্নাতবাসী! অনন্ত কাল ধরে তোমরা এখানে থাক, মৃত্যু তোমাদেরকে কখনো বিরক্ত করবে না। হে জাহান্নামবাসী! এখানেই বহু কষ্টে তোমাদেরকে থাকতে হবে, মৃত্যু এসে তোমাদের আর বাঁচাতে পারবে না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, আপনি তাদের আপসোস করার দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। সেদিন তাদের সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে। অথচ এখনো তারা অলসতার মধ্যে নিমজ্জমান। আর এ দুনিয়ালোভী লোকেরা অলসতায় জড়িয়ে পড়ে। আর তারা কখনো ঈমান আনে না।'[২৮৯]

পুণ্যবান বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে যে সকল উপহার সংরক্ষিত রেখেছেন, সে সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা দিয়ে বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

---

২৮৯. সহীহ বুখারী, বাবু ক্বাওলুহু ওয়ানযিরহুম ইয়াওমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৩, হাদীস নং ৪৭৩০ ও মুসলিম

'আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছেন যা চোখ কখনো দেখেনি, আর সে সম্পর্কে কান কখনো শোনেনি। এমন কি মানুষের অন্তরেও সে সম্পর্কে কোন ধারণাও জাগেনি। এতটুকু বলার পর রসূল ﷺ নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি পাঠ করতে উপদেশ দিলেন। আয়াতটি হলো, তাদের জন্য মন মাতানো চোখ জুড়ানো যেসব উপহার গুছিয়ে রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না।'[২৯০]

রসূল ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জন্য নির্ধারিত নিয়ামতের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন,

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ لَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْزُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ.

'আমার উম্মতের যে দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা পূর্ণিমা রাতের উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় দিপ্তমান হবে। এর পরের দল দেখতে আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজির ন্যায় হবে এবং এর পরের দল এভাবে ক্রমানুসারে বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। সেখানে তাদের পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন হবে না এবং থুথু কফ ত্যাগ করারও দরকার হবে না। তাদের জন্য থাকবে স্বর্ণের চিরুনি, ব্যবহারের জিনিস হবে মুক্তা দিয়ে মোড়া এবং তা হবে মিশকের সুগন্ধি জড়ানো। তারা প্রত্যেকে তাদের আদি পিতা আদমের মত দীর্ঘকায় হবে।'[২৯১]

রসূল ﷺ আরো বলেন, 'কিয়ামতের দিনে একজন ঘোষণাকারী বলবে, তোমরা চির যৌবনা, বার্ধক্য তোমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। তোমরা সর্বক্ষণ ঐশ্বর্যশালী থাকবে। হতাশা তোমাদের কাছেও

২৯০. সহীহ বুখারী, বাবু ক্বাওলুহু ফালা তা'লামু নাফসু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ৪৭৮০ ও সহীহ মুসলিম, باب كتاب الجنة وصفة, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭৪, হাদীস নং ২৮২৪

২৯১. সহীহ মুসলিম, باب اول مزرة تدخل, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭৯, হাদীস নং ২৮৩৪

ঘেঁষতে পারবে না। এ কথাটি ধ্বনিত হয়েছে আল্লাহর এ বাণীতে ঃ তাদেরকে ডেকে বলা হবে, এ সেই জান্নাত, যা তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান হিসেবে পেয়েছ। একে তোমাদের নেক আমলের উত্তরসূরী করা হয়েছে।'[২৯২]

রসূল ﷺ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে বলেন,

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا۔

'জাহান্নামের আগুন তোমাদের পৃথিবীর আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি দাহ সম্পন্ন। তখন রসূল ﷺ কে বলা হলো, হে রসূল! এটাই যথেষ্ট! রসূল ﷺ বললেন, এ আগুনকে উনসত্তর ভাগের একভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের উত্তাপ দুনিয়ার আগুনের অনুরূপ।'[২৯৩]

এমনিভাবে জাহান্নামের আগুনের প্রখরতার ব্যাপারেও অন্যত্র আবু হুরায়রার বর্ণনায় রসূলের ﷺ বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, 'একবার তারা রসূলের সাথে ছিলেন, ইত্যবসরে এক বিকট আওয়াজ শোনা গেল। রসূল ﷺ তখন বললেন, তোমরা জান এটা কিসের আওয়াজ! সমবেত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই এর উত্তর সবচেয়ে বেশি জানেন। তখন নবীজী বললেন, এ হচ্ছে সত্তর বছর আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা পাথরের শব্দ। এখন সে জাহান্নামের আগুনের গহীন কন্দরে গিয়ে পৌছলো।'

---

২৯২. সহীহ মুসলিম

২৯৩. সহীহ বুখারী, باب صفة النار وانها, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২১, হাদীস নং ৩২৬৫ ও সহীহ মুসলিম, باب فى شدر حر نار, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮৪, হাদীস নং ২৮৪৩

তাকদীরের প্রতি ঈমান

ভাগ্যের ভাল মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এ ব্যাপারে আমাদের ঈমান আনতে হবে। আল্লাহর জ্ঞান যে সর্ববিষয়ে বিস্তৃত, এ বিশ্বাস থেকেই তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। লওহে মাহফুজে তিনি সবকিছু লিখে রেখেছেন। তিনি সবকিছুকে স্বীয় ইচ্ছাধীন করে রেখেছেন। আর সবকিছুর একক স্রষ্টাও তিনি।

সর্ববিষয়ে তাঁর জ্ঞান যে বিস্তৃত, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَ مَا نُعْلِنُ ؕ وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ۝

'হে আল্লাহ! আমরা যা প্রকাশ করি আর যা গোপন রাখি তার সবই তুমি জান। আসমান জমিন কোন কিছুই আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকে না।'[২৯৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

'আল্লাহ্ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই পরিমাণ পৃথিবীও তৈরি করেছেন। এ সবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।'[২৯৫]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ لَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ۙ

---

২৯৪. সূরা আল ইবরাহীম ৩৮

২৯৫. সূরা আত তালাক ১২

'তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অণু পরিমাণ কিছু বা তার চেয়ে ছোট-বড় কোন কিছুই তাঁর অগোচর নয়। সবকিছুই বর্ণিত আছে স্পষ্ট কিতাবে।'[২৯৬]

সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۚ

'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদসমূহ অবতীর্ণ হয়, তা জগত সৃষ্টির বহুপূর্বেই আমি কিতাবে লিখে রেখেছি। একাজ আল্লাহর জন্য খুবই সোজা।'[২৯৭]

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

'বল আল্লাহর লেখন ছাড়া আমাদের উপর কোন বিপদই আসে না। তিনি আমাদের প্রভু, আর মুমিনরা আল্লাহর উপরই বিশ্বাস রাখে।'[২৯৮]

একই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহর বাণী ঘোষিত হয়েছে,

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

'তুমি কি জান না যে, আসমান জমিনে যা কিছু আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহর জানা রয়েছে? এ সবকিছু একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। একাজ তো আল্লাহর জন্য খুবই সোজা।'[২৯৯]

ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে রাসূলের একটি বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ বলেন যে, তিনি রসূলকে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছেন,

---

২৯৬. সূরা আস সাবা ৩
২৯৭. সূরা আল হাদীদ ২২
২৯৮. সূরা আত তওবা ৫১
২৯৯. সূরা আল হজ্জ ৭০

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

'আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ্ সমস্ত মাখলুকাতের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।'[৩০০]

উবাদাহ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের বর্ণিত কথা বলতে শুনেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اُكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟
قَالَ: اُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔

'আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। তিনি কলমকে নির্দেশ দেন, লেখ! তখন কলম জানায়, প্রভু কি লিখবো? আল্লাহ্ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল কিছুর ভাগ্য লিখে রাখ।'[৩০১]

একই প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন,

مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ،
وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً۔

'আল্লাহ্ প্রত্যেকের আবাসস্থল লিখে রেখেছেন, হয় সে জাহান্নামে থাকবে অথবা জান্নাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে। এমনকি সে সৌভাগ্যবান হবে, নাকি হতভাগ্য হবে, সে কথাও লিখে রাখা হয়েছে।'[৩০২]

একই কথার প্রতিধ্বনি শুনা যায় রসূলের অন্য এক বক্তব্যে,

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا
بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ

৩০০. সহীহ মুসলিম, باب حجاج ادم و موسى, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৪৪, হাদীস নং ২৬৫৩
৩০১. আবু দাউদ, বাবু ফিল কাদরি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ৪৭০০ আহমদ
৩০২. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি কাইফিয়্যাতি খালক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩৯, হাদীস নং ২৬৪৭

يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ۔

'জেনে রাখ সমগ্র জাতিও যদি সম্মিলিতভাবে তোমার কল্যাণ সাধন করতে চায়, তবু আল্লাহ নির্ধারিত ফয়সালার চেয়ে তারা বিন্দুমাত্র বেশি কিছু করতে পারবে না। আর যদি সবাই মিলে তোমার অনিষ্ট সাধন করতে এগিয়ে আসে, তখনো শুধু এতটুকু তোমার ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।'[৩০৩]

সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'তোমার ইচ্ছা করবে না যদি জগতসমূহের প্রভু ইচ্ছা না করেন।'[৩০৪]

আল্লাহ্র উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝

'তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।'[৩০৫]

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

'আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।'[৩০৬]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

---

৩০৩. আহমদ ও তিরমিযী, বাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৭, হাদীস নং ২৫৬১

৩০৪. সূরা আত তাকবীর ২৯

৩০৫. সূরা আল বুরুজ ১৬

৩০৬. সূরা আল হজ্জ ১৮

'তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের কোন হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং এরা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।'[৩০৭]

আল্লাহ্ একাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এ মর্মে তিনি বলেন,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ○

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কার্যাবলীকে সৃষ্টি করেছেন।'[৩০৮] আল্লাহ্ আরো বলেন,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ○

'আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর দায়িত্ব নির্বাহী।'[৩০৯]

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى○

'আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।'[৩১০]

আল্লাহ্ ব্যাপকভাবে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ○

'আমি প্রতিটি বস্তুকেই পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি।'[৩১১]

ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস সংকলন করেছেন। হাদীসটির বিষয়বস্তু হলো, একদা কুরাইশ মুশরিকরা রসূলের সাথে তাকদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিল। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়।

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ۭ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ○ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ○

---

৩০৭. সূরা আল কাসাস ৬৮
৩০৮. সূরা আস সাফফাত ৯৬
৩০৯. সূরা আয যুমার ৬২
৩১০. সূরা তাহা ৫০
৩১১. সূরা আল কামার ৪৯

'যেদিন এদের উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।'[৩১২]

রসূল ﷺ বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ.

'ছোট-বড় সব জিনিসই তাকদীরসহ সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৩১৩]

তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্ত দলের বাড়াবাড়ি

তাকদীরের আলোচনায় দুটি দল পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে ঃ

প্রথম দলটি তাকদীরকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। এমনকি পূর্ববর্তী বিষয়াবলী সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান ও ইলমকেও তারা মানতে চায় না। তাদের যুক্তি হলো, তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানবীয় ইচ্ছা ও স্বাধীনতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই দ্বিধাহীনভাবে তারা বলে দেয় যে, তাকদীর বলতে কিছুই নেই। ফয়সালা যা হবার তা ভবিষ্যতেই হবে। এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে তারা আল্লাহর প্রতি অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বিশেষণ আরোপ করে। অথচ আল্লাহর অগোচরে ও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি তাঁর সাম্রাজ্যের কিছু ঘটতে পারে? এমন বিভ্রান্তিমূলক ধ্যান ধারণার বহু উর্ধ্বে তিনি, তিনি মহান ও মর্যাদাবান।

সবকিছু সম্পর্কে যে আল্লাহ ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী এ বিষয়ে তিনি বলেন,

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

'হে আল্লাহ! তুমি তো জান, যা আমরা গোপন করি, আর যা আমরা প্রকাশ করি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।'[৩১৪]

---

৩১২. সূরা আল কামার ৪৮, ৪৯

৩১৩. সহীহ মুসলিম, বাবু কুল্লু শাইয়্যিন বিক্বাদরি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৪৫, হাদীস নং ২৬৫৫

৩১৪. সূরা আল ইবরাহীম ৩৮

আল্লাহ্ আরো বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ۬ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا۠

'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্তম আকাশ এবং এদের অনুরূপ পৃথিবীও। এদের মধ্যেই নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।'[৩১৫]

তিনি অন্যত্র বলেন,

عٰلِمِ الْغَیْبِ ۚ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الْاَرْضِ وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۙ

'আল্লাহ অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। অণু পরিমাণু কিছু কিংবা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, এর প্রত্যেকটা আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।'[৩১৬]

আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় ইচ্ছার অসীমতা সম্পর্কে বলেন,

فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ؕ

'তিনি যা চান তাই করেন।'[৩১৭]

অপরদিকে কোন মানুষই তার ইচ্ছার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে না, এমনকি কখনো বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে অনেক কাজ করতে হয়। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি আলোচনা করা যায়।

وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۠

৩১৫. সূরা আত তালাক ১২
৩১৬. সূরা আস সাবা ৩
৩১৭. সূরা আল বুরুজ ১৬

'তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের মালিক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।'[৩১৮] তিনি আরো বলেন,

وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

'তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৩১৯]

এ আয়াতদ্বয় হতে এ কথা দিবালোকের ন্যায় উদ্‌ভাসিত যে, মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছারই অনুগামী। যাকে তিনি হেদায়েতপ্রাপ্তির যোগ্য মনে করেন, তার হেদায়েতের পথ সহজ করে দেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর যাকে পথভ্রষ্টতার উপযুক্ত মনে করেন, তাকে হেদায়েতের পথ থেকে দূরে রাখেন।

এ ধরনের বৈচিত্রময় কাজের মাঝেই সেই বিশাল সত্তার সুনিপুণ প্রজ্ঞাময়তা ও সুতীক্ষ্ণ যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

'বল, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে পথ দেখান, যারা তাঁর অভিমুখী।'[৩২০]

ইমাম মুসলিম হযরত ইয়াহ্‌হিয়া ইবনে ইয়ামার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে নিম্নে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস সংকলন করেছেন,

كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ

---

৩১৮. সূরা আত তাকবীর ২৯

৩১৯. সূরা আল ইনসান ৩০

৩২০. সূরা আর রা'দ ২৭

شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ.

'বসরা অঞ্চলে তাকদীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম মাবাদ যুহানী বিতর্কের সূত্রপাত করে। সে সময় আমি এবং হুমায়িদ বিন আব্দুর রহমান আল হুমায়রী হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। তখন আমরা চাচ্ছিলাম যে, রসূলের কোন সাথীর সাথে দেখা হলে আমরা তাকদীর সম্পর্কে এ সমস্ত লোকের বক্তব্য কি, তা জিজ্ঞেস করবো। সৌভাগ্যবশত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বিন খাত্তাবের সাথে মসজিদে নববীর ভেতরেই আমাদের সাক্ষাত হলো। আমি ও আমার সফর সঙ্গী তখন তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানে ও একজন তাঁর বামে বসলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে, আমার বন্ধু আমার কাছ থেকেই বক্তব্য শুরু করার ইচ্ছা করছে। তাই আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান আমাদের অঞ্চলে কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা কুরআন পাঠ করে এবং খুঁটে খুঁটে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। তখন আমার সাথী তাদের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, তারা নিশ্চয়ই এ ধারণা পোষণ করে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং যা হবার তা ভবিষ্যতেই হবে। এসব কথা শুনে তিনি বললেন, তাদের সাথে আপনার দেখা হলে বলে দিবেন যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তাদেরও আমার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর আল্লাহর শপথ করে বললেন যে, তাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণের মালিক হয় এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তখনো তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না।'[৩২১]

---

৩২১. সহী মুসলিম, বাবু মা'রেফাতুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ৮

দ্বিতীয় দলটি হলো যারা মানবীয় ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের কাছে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত বা ইচ্ছার বাইরে সকল কাজই সমান। তাদের মতে, মানুষ বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত ভেসে বেড়ানো পাখির পালকের ন্যায়, বাতাস তাকে ইচ্ছামত উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ গোষ্ঠীর বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি জুলুম ও অবিচার আরোপ করা হয়। অথচ কোন কাজের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই এবং তাদের কোন শক্তিও নেই। এ ধরনের অযৌক্তিক চিন্তাধারা থেকে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۭ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ۭ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۭ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ۝

'যারা শিরক করেছে, তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা শিরক করতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করতাম না। এভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার কাছে তা পেশ কর। তোমরা শুধু কল্পনা অনুসরণ কর ও মনগড়া কথা বল।'[৩২২]

তারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের শিরক সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের এটা পরিবর্তন করে দিতে পারেন এবং আমাদেরকে মুমিন বানিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এটা করেননি, তাতে বুঝা যায়, তিনি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট আছেন। এটা অত্যন্ত ভোতা যুক্তি। কেননা, আল্লাহ তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসীবতে নিক্ষেপ করেছেন এবং সেই রসূলগণও তাদের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সুতরাং তাদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে আল্লাহর অসন্তুষ্টিই প্রমাণিত হয়।

---

৩২২. সূরা আল আনয়াম ১৪৮

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ○

'মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষ ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর আদেশ ছাড়া কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না। এদের পূর্বপুরুষেরা এরকমই করতো। রসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌছিয়ে দেয়া।'[৩২৩]

তাদের দাবীর সারমর্ম হলো, যদি আল্লাহ তাদের কাজ কর্ম অপছন্দ করতেন, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দিতেন এবং এসব কাজ তারা কখনো করতে পারতো না। উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাদের এ মনোভাব খণ্ডন করে বলেছেন, তিনি তাদের এসব কাজ-কর্ম ও ধ্যান ধারণা অস্বীকার করেন বলেই যুগে যুগে রসূল পাঠিয়েছেন, যাঁরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার আদেশ দেন এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করতে নিষেধ করেন।

এমনিভাবে বর্তমান যুগে অসংখ্য অপরাধী ও গোনাহগার ব্যক্তিরা এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তারা যে অবহেলা, বাড়াবাড়ি আর অপরাধ প্রবণতায় ডুবে আছে, সেজন্য তারা তাকদীরকেই দায়ী করে। তাদের এ ধরনের আকীদা বিশ্বাস তাদেরকে পরাজয়, জড়তা এবং ধিক্কার উপহার দিয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সেই সম্বলই তারা গুছিয়েছে। এবং ক্ষতির আশংকার কারণে তারা পৃথিবীতে নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে বিচরণ করছে। তারা অনেক কষ্ট করে দ্বীনী ব্যাপারে ফিসক ও পাপাচরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বরং তাকদীরের যুক্তির উপর ভিত্তি করেই তারা ফাসেকি ও সীমালংঘনে লিপ্ত আছে। প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, দোষ-ত্রুটির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করার জন্য তাকদীর নয়; বরং বিপদ আপদে নিষ্ঠা ও আস্থা অর্জনই তাকদীরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

---

৩২৩. সূরা আন নাহল ৩৫

তাকদীর প্রসঙ্গে আহ্লে সুন্নাহ্র অনুসারী দলের ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা অবলম্বন

আল্লাহ্ তায়ালা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীদেরকে পবিত্র কথা ও সত্য জিনিসের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথটি অধিক বাড়াবাড়ি এবং অতিশয় শৈথিল্যের মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ। এঁদের মতে, তাকদীরের চারটি স্তর রয়েছে, ক. জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, খ. লিখন ও সংরক্ষণ, গ. মর্জি ও ইচ্ছা এবং ঘ. সৃষ্টি ও উদ্ঘাটন। তাঁরা মানবীয় স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং শরয়ী ইচ্ছা বা তাকলীফের মাঝে বিভাজনী রেখা অংকন করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে যা আল্লাহ্র কাম্য নয় অথবা যে বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন, যেমন কুফর, শিরক তথা সার্বিক পাপকর্ম-এ সবকিছুই আল্লাহ্র সাম্রাজ্যে কদাচিৎ সংঘটিত হতে পারে। তবে তিনি যা করতে চান না, তা কখনো সংঘটিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۭ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

'আল্লাহ যাকে চান, পথভ্রষ্টতায় তাকে নিক্ষিপ্ত করেন। আর যাকে চান, তাকে সরল ও সঠিক পথে অবিচল রাখেন।'[৩২৪] আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاۗءِ ۝

'যাকে আল্লাহ সৎ পথ দেখাতে চান, তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেন। আর যাকে গোমরাহ করতে চান, তার হৃদয়ে সংকীর্ণতা ঢেলে দেন। তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।'[৩২৫]

এ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কাউকে সৎ পথ প্রদর্শন করা বা তাকে বিপথগামিতায় নিক্ষিপ্ত করা এ সব কিছুই আল্লাহর

---

৩২৪. সূরা আল আনয়াম ৩৯

৩২৫. সূরা আল আনয়াম ১২৫

হাতে। তাই বলে তিনি কাউকে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে তার অর্থ এটা নয় যে, তিনি পথভ্রষ্টতার উপর সন্তুষ্ট আছেন এবং ভ্রষ্টতাকে পছন্দ করেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ○

'তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন ন। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন।'[৩২৬]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ চান না তার বান্দারা কুফরী অবলম্বন করুক। যদিও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কুফরীও সংঘটিত হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ○

'তোমরা এদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো সত্য ত্যাগীদের প্রতি তুষ্ট হবেন না।'[৩২৭]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ কাফিরদের প্রতি খুশি নন। আবার এ সমস্ত থেকে যে ফিসকের পথ অবলম্বন করে, তা কখনো আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরেও নয়। একই প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেন,

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ○

'তারা মানুষ হতে গোপন করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ হতে গোপন করে না। অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন, রাতে যখন তারা আল্লাহ্র অপছন্দনীয় বিষয়ে পরামর্শ করে।'[৩২৮]

উদ্ধৃত আয়াতে তাদের নৈশ সলা পরামর্শের ব্যাপারে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তবুও এ কাজ তাঁর ইচ্ছার বাইরে সংঘটিত হয়নি।

---

৩২৬. সূরা আয যুমার ৭

৩২৭. সূরা আত তওবা ৯৬

৩২৮. সূরা আন নিসা ১০৮

আহলে সুন্নাহর অনুসারী সম্প্রদায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের স্বাধীনতার স্বীকার করেন। তাই বলে সর্বোতভাবে ও শর্তহীনভাবে যে মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে বিষয়টি এমন নয়, বরং তা আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছার ফলেই মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম বাস্তবায়িত হয়। আর সকল কর্মের ভিত্তি জ্ঞান, শক্তি ও যুক্তির মাঝেই নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

'এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।'[৩২৯] তিনি আরো বলেন,

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

'তোমাদের খারাপ কাজের জন্য তোমরা অনন্তকাল ধরে এর শাস্তি ভোগ কর।'[৩৩০]

এ আয়াত দুটো হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষের কাজ-কর্ম কেবল তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তার কাজ-কর্মের দায়িত্ব কেবল তারই। স্বীয় কাজ-কর্মের ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছাশক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। আর সে তার নিজের ইচ্ছায় পুরস্কার বা শাস্তি -দুটিই পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর এ উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ۝

'তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ ইচ্ছা করেন।'[৩৩১]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী নয়; বরং তার ইচ্ছা কেবল আল্লাহর ইচ্ছারই অধীনস্থ এবং তা আল্লাহর কর্তৃত্ব, শক্তি ও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

---

৩২৯. সূরা আয যুখরুফ ৭২

৩৩০. সূরা আস সিজদাহ ১৪

৩৩১. সূরা আত তাকবীর ২৯

'জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন।'[৩৩২]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া ঈমান গ্রহণ বা কুফরীতে লিপ্ত থাকা কোনটাই নয়। এ কারণেই রসূল এভাবে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ, তুমি সমস্ত হৃদয়ের বাঁক পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তুমি তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।'[৩৩৩] আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব চাপান না।'[৩৩৪]

এ আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করলে আমরা বুঝি, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির প্রতি কতটুকু সহানুভূতিপ্রবণ। কাজেই শরীয়তের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি, পাগল এবং প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তির প্রতি শরীয়তের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কোন নির্দেশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

'আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।'[৩৩৫]

এ আয়াতে আল্লাহর সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তিনি রসূলদেরকে প্রেরণ করার পূর্বে কখনো কাউকে বিপথগামিতার জন্য শাস্তি দেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর এ বাণীটি উল্লেখ করা যায়,

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ○

'এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছবে, তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি।'[৩৩৬]

সুতরাং কুরআন যাদের কাছে আছে, তাদের জন্য এটা ভীতি প্রদর্শনকারী এবং তার কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছেছে, সে যেন নবী কেই প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ বলেন,

---

৩৩২. সূরা আল আনফাল ২৪

৩৩৩. সহীহ মুসলিম

৩৩৪. সূরা আল বাকারা ২৮৬

৩৩৫. সূরা আল ইসরা ১৫

৩৩৬. সূরা আল আনয়াম ১৯

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[৩৩৭]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, আল্লাহ্ মানুষকে শ্রবণ, দর্শন এবং অনুধাবনের উপকরণ ও শক্তি দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেছেন যে, মানুষকে এ সকল উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর যতক্ষণ সে সুষ্ঠুভাবে এ উপকরণগুলো কাজে লাগাতে পারবে, ততক্ষণ তার উপর শরীয়তের দায়িত্ব অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে অর্পিত হবে। আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ○

'কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়-এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।'[৩৩৮]

কাজেই অনতিবিলম্বেই আল্লাহ্ এসকল ইন্দ্রিয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তার পুরোপুরি হিসেব নিবেন। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

'তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, ক. অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা, খ. ঘুমন্ত ব্যক্তি, গ. পাগল। শিশু যখন বয়সের পূর্ণতায় পৌছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন জাগরিত হয় এবং পাগল যদি দৈবাৎ সম্বিত ফিরে পায় তাহলে কলমও তাদের হিসেবে লিখনে নিয়োজিত হবে।'[৩৩৯]

---

৩৩৭. সূরা আন নাহল ৭৮

৩৩৮. সূরা আল ইসরা ৩৬

৩৩৯. আবু দাউদ, তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিমান লা ইয়াজিবু, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২, হাদীস নং ১৪২৩, হাকিম

ঈমানের মর্মার্থ ও মর্যাদা

আমরা মনে করি ঈমান হলো কথা, কাজ ও অন্তকরণের বিশ্বাস। আল্লাহর আনুগত্যের ফলে তা বৃদ্ধি পায় আবার পাপাচারের কারণে তা কমে যায়। ঈমানের মূলভিত্তি হলো ইসলাম, নবী, রসূল ইত্যাদি বিষয়কে সত্য মনে করা এবং শরীয়তের মাথায় তুলে নিতে পারেনি, সে কখনো মুসলিম হতে পারে না। ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয় ফরয ও ওয়াজিব বিষয়সমূহ পালন এবং হারাম বিষয়সমূহ বর্জনের মাঝ দিয়ে। এ ব্যাপারে মুস্তাহাব হলো, নফল বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে মেনে চলা, মাকরূহ বিষয় পরিত্যাগ করা এবং সংশয় মিশ্রিত বা মুতাশাবেহ বিষয়গুলো পরিহার করা।

কাজেই যারা ঈমান থেকে আমলকে বাদ দিয়ে ঈমানের বিশ্লেষণ করে এবং কেবলমাত্র হৃদয়ের বিশ্বাসকেই ঈমান হিসেবে সাব্যস্ত করে, তারা মস্ত বড় ভুলের মাঝে নিমজ্জিত আছে। কেননা, রসূল ﷺ যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন তাকে সত্য মনে করলেই কেবল ঈমান প্রমাণিত হয় না। কারণ অনেক মানুষই এমন করেছে, তাই বলে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়নি। ঈমানের পূর্ণতার জন্য তাই দুটি জিনিসের সমন্বয় প্রয়োজন, একটি হলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং অপরটি হলো হৃদয়ের মমতা ও ভালোবাসা সহকারে তা মেনে চলা।

এমনিভাবে যারা ঈমানের মৌলিক ধারণা বিশ্লেষণে সকল আমলকে টেনে এনেছে, তাদের বক্তব্য ও সঠিক নয়। কেননা, শরীয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর আমলের পার্থক্যের স্বীকৃতি দেয় এবং ঈমানের মূল বিশ্বাস ও তার পূর্ণতা যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধারণা, সে ব্যাপারেও শরীয়তের পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে। কাজেই যে সমস্ত বিষয় ঈমানের মৌলিকতার সাথে অবিভাজ্যরূপে জড়িত, সেগুলো দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে ঈমান বিলুপ্ত হয়। আবার যে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমানের পূর্ণতা নির্ভরশীল, সেগুলোর অভাবে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা নিয়ে যাও আল্লাহ্ ও রসূলের কাছে যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর।'[৩৪০]

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের কাছে বিতর্কিত বিষয় সমর্পণ করে না, তার আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি কোন ঈমান নেই। এ থেকে আরো জানা গেল যে, ঈমান বলতে শুধুমাত্র অন্তরের স্বীকৃতি বা মুখের স্বীকারোক্তিকে বুঝায় না, বরং ঈমানের মর্মার্থ হলো হৃদয়ের ভালোবাসা ও মুখের স্বীকৃতির সাথে সাথে শরীয়তকে অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেয়া, রসূলের অনুসরণ করা এবং শরীয়তের হুকুমের সামনে সবকিছু নিবেদিত করা।

এ বিষয়ে আল্লাহর অন্য একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

'কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে এবং এরপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কারো মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'[৩৪১]

উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র সত্তার শপথ পূর্বক বলেন যে, রসূলকে সমস্ত ব্যাপারে ফয়সালাকারী হিসেবে না মানা পর্যন্ত কেউ মুমিন হিসেবে পরিচিতিই পাবে না। অধিকন্তু রসূল যে ফয়সালা করবেন, তাকে সত্য মনে করে প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে তা মেনে চলতে হবে। এখানে স্পষ্টভাবে এ কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, শুধুমাত্র হৃদয়ের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঈমান আসতে পারে না; বরং রসূলকে সকল বিবাদ - বিতর্কের বিচারক সাব্যস্ত করা এবং তার ফয়সালা দ্বিধাহীনভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই কেবল ঈমানের বীজ অংকুরিত হয়।

---

৩৪০. সূরা আন নিসা ৫৯

৩৪১. সূরা আন নিসা ৬৫

বিষয়টি একটু অন্য আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে আল্লাহ্ বলেন,

وَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُوْلِ وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'এরা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম। কিন্তু এরপর এদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, বস্তুত তারা মুমিন হতে চায়নি।'[৩৪২]

এ আয়াতে ঐ সমস্ত মুনাফিকের ঈমান নাকচ করে দেয়া হয়েছে, যারা মনে করে ঈমান কেবল মুখের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেও বিকশিত হয় এবং এ কারণে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়ার পরও তারা তাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ঈমান বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এভাবেই তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাওরাতের বিধান প্রত্যাখ্যানকারী ইহুদী জাতির স্বরূপ উন্মোচন করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'তারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, যাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এরা মুমিন নয়।'[৩৪৩]

এ আয়াতে ইহুদীদের ঈমানের দাবী নাকচ করে দিয়ে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তারা তাওরাতের হুকুম মেনে নেয় না এবং তোমার কাছে যে সত্য এসেছে তাকেও স্বীকার করে না। সুতরাং তাদের যে তাওরাতের উপর ঈমান আছে, একথাও বলা চলে না।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

---

৩৪২. সূরা আন নূর ৪৭

৩৪৩. সূরা আল মায়েদা ৪৩

'এবং এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করবেন।'[৩৪৪]

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, জ্ঞান, স্বীকৃতি, প্রবৃত্তিমান এবং দ্বিধাহীন আনুগত্যের নির্মল পরিবেশেই কেবল হিদায়াতের সার্বজনীন ধারা বিকশিত হয়। আল্লাহ্ একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসই ঈমান হতে পারে না। তাঁর উক্তি হলো-

وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ۝

'এরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ভয়াবহ।'[৩৪৫]

এ আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য যদিও ফেরাউনের বংশধর সম্পর্কে বিবৃত, তবুও তার মূল আলোচনা মুহাম্মদ ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ব্যাপারেও ধমক হিসেবে প্রযোজ্য। কেননা, ফেরাউনের বংশধরকে প্রত্যাখ্যানের জন্য যেহেতু শাস্তি দেয়া হয়েছিলো, মুহাম্মদের অস্বীকারকারীদেরকে তো তাহলে অবশ্যই অধিকতর শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা, পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের চেয়ে মুহাম্মদের দলিল প্রমাণ বেশি শক্তিশালী এবং পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে মুহাম্মদের উম্মতের শাস্তি দেয়ার পক্ষে দলীল প্রমাণও বেশি। আল্লাহ্ বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۝

---

৩৪৪. সূরা আল হাজ্জ ৫৪

৩৪৫. সূরা আন নাম্‌ল ১৪

'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা সে সম্পর্কে তেমন অবগত, যেমন তাদের সন্তানদের সম্পর্কে তারা অবগত। তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে।'[৩৪৬]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে যে, হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করাই কেবল ঈমান হতে পারে না; বরং হৃদয়ের বিশ্বাসকে মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মের বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করতে হয়। এ আয়াতে বর্ণিত ইহুদীরা রসূলের আনীত বিষয়সমূহের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল এবং তাদের সন্তানদের সম্পর্কে তাদের যেমন পরিষ্কার ধারণা ছিল এবং সত্যতা সম্পর্কেও তাদের তেমন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা হঠকারিতা বশত সত্য গোপন করেছিল এবং এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। ফলে তাদের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি ও শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়।

ফলে এ আয়াতের মাধ্যমেও একথা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, সত্য দ্বীন সম্পর্কে কেবল জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকলেই ঈমান সাব্যস্ত হয় না; বরং ঈমানের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচর্যার জন্য মুখের স্বীকৃতি ও কার্যে বাস্তবায়নের পরিবেশ আবশ্যক।

যদি অন্তরের বিশ্বাসকেই ঈমান আখ্যায়িত করা হতো, তাহলে ইবলীস সম্পর্কে, ফিরাউন ও তার বংশ এবং রসূল ﷺ এর দ্বীনের সত্যতা সাম্যক অবগত ইহুদী জাতিকেও মুমিন ও সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত বলে সম্মানিত করা হতো। কিন্তু যাদের ভেতর বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে, তারা কখনো এ জাতীয় লোকদেরকে মুমিন হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না। যদি এ ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে মুমিন বলা হতো, তাহলে ঐ ব্যক্তিকেও পূর্ণ মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতো, যে রসূল ﷺ এর কাছে এসে বললো, আমি জানি যে, আপনি সত্য নবী। কিন্তু আমি আপনার অনুসরণ করব না; বরং আপনার বিরুদ্ধে আমার শত্রুতা, ঘৃণা এবং বিরোধিতার ধারা অব্যাহত থাকবে। কেবল বিকৃত মস্তিষ্কের লোকেরাই এমন ব্যক্তিকে মুমিন মনে করতে পারে। রসূল ﷺ বলেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى -

---

৩৪৬. সূরা আল বাকারা ১৪৬

'আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে, শুধুমাত্র যে আমাকে অস্বীকার করেছে, সে কখনো জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনাকে অস্বীকার করে, হে আল্লাহর রসূল? তখন তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করে, সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার নাফরমানী করবে, সেই অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে।'[৩৪৭]

কাজেই যে রসূলের অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে এবং তাঁর আনীত সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট হবে, যদিও সে হৃদয়ের সকল ভালোবাসা দিয়ে রসূলের সত্যতা বিশ্বাস করে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এটি নিম্নরূপ ঃ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ-

'একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্‌টি সর্বোত্তম কাজ। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান। এরপর আবারো তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোন্‌টি সর্বোত্তম কাজ। তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। তৃতীয়বারও তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি সর্বোত্তম কাজ? তিনি বললেন, গ্রহণকৃত হজ্জ।'[৩৪৮]

ইমাম বুখারী উদ্ধৃত হাদীসটি 'কর্মের মাঝেই ঈমানের বিকাশ' অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানের মর্মার্থ কর্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং ঈমানই সর্বোত্তম কর্ম। এমনিভাবে এ অধ্যায়ে হাদীসটি সংকলনের মধ্য দিয়ে এটাও বুঝা যায় যে, যারা ঈমানের মর্মার্থ হতে কর্মকে বের করে দেয়, তারা ভুল ধারণায় নিপতিত।

ইমাম মুসলিম এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীসটি হলো এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আব্দুল কায়স গোত্রের

---

৩৪৭. সহীহ বুখারী, বাবুল ইকতিদায়ি বিসুনানি রাসূল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৯২, হাদীস নং ৭২৮০
৩৪৮. সহীহ বুখারী, باب قال ان الايمان, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪, হাদীস নং ২৬

প্রতিনিধিদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনতে আদেশ করে বললেন, তোমরা জান আল্লাহর উপর ঈমানের অর্থ কি? তখন প্রতিনিধি দল বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো, ক. এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, খ. নামায যথাযথভবে আদায় করা, গ. যাকাত দেওয়া, ঘ. রমযানের রোযা রাখা, ঙ. যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করা।'

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঈমানের উত্থান-পতন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ

'তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয়।'[৩৪৯]

আল্লাহ আরো বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ

'মুমিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।'[৩৫০]

একই প্রসঙ্গে আর একটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা যায়। সেটি হলো ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

৩৪৯. সূরা আল ফাতহ ৪

৩৫০. সূরা আল আনফাল ২

'যখনি কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? যারা মু'মিন, এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়।'[৩৫১]

এ প্রসঙ্গে শাফায়াত বা সুপারিশের হাদীসে রসূল ﷺ বলেন,

فَأَخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى ى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ.

'যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, তাকে সেখান থেকে বের করে নিন, যার অন্তরে অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও বের করে নিন, যার অন্তরে সরিষা বীজের চেয়েও ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও বের করে নিন।'[৩৫২]

অন্যত্র আল্লাহ এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সরাসরি কুফর এবং ঈমান বিধ্বংসী কার্য। আল্লাহর বাণী হলো ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ○

'যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব।'[৩৫৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ○

---

৩৫১. সূরা আত তওবা ১২৪

৩৫২. সহীহ বুখারী, باب كلام الرب عز و جل, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬ ও মুসলিম

৩৫৩. সূরা আল আরাফ ৪০

'উপরন্তু কাফিরগণ একে অস্বীকার করে।'[৩৫৪]

মানুষের ঈমান ধ্বংস করার ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মতই কার্যকর হলো আল্লাহর আদেশ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে এবং রসূলের আনীত বিধানসমূহ অস্বীকার করে, সে প্রকারান্তরে তার ঈমানেরই ধ্বংস সাধন করে। এভাবে সে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে যায়। ইতোপূর্বে বর্ণিত কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে এ কথার যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

যারা কবীরা গুনাহ্ করে, তারাও আল্লাহর ইচ্ছায় তা করে

শিরকের দ্বারা ঈমান নষ্ট না করা পর্যন্ত কাউকে কাফির বলা আমাদের আকীদা বহির্ভূত। এমনিভাবে বড় পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কাফির বলা যাবে না। তবে যদি সে বড় পাপকে বৈধ মনে করে, তবে অন্য কথা। কেউ বড় পাপে লিপ্ত হলে তা আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে থেকেই তা করে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন। আবার তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেও দেখতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

'আল্লাহর সাথে কোন শিরক করলে, আল্লাহ্ তা কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।'[৩৫৫]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, শিরক ব্যতীত অন্যান্য সকল পাপাচার আল্লাহর ইচ্ছার মাঝেই সংঘটিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা করলে পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন আবার তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। এ ধরনের পাপীদের অবস্থান সাধারণত মুসলিমদের কাতারেই। উল্লেখ্য, এ আয়াতে 'তওবা ছাড়া ক্ষমা' করার কথাই বলা হয়েছে। কেননা, যদি তওবার শর্তযুক্ত ক্ষমার কথা বলা হতো, তাহলে শিরক ও শিরক ব্যতীত অন্যান্য পাপের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। কেননা, সকল পাপ তওবার মাধ্যমে ক্ষমা করা হয়।

---

৩৫৪. সুরা আল ইনশিকাক ২২

৩৫৫. সূরা আন নিসা ৪৮ ও ১১৬

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ؕ

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'[৩৫৬]

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔

'মুসলমানকে গালি দেয়া ফিসক, আর তাকে হত্যা রা কুফর।'[৩৫৭]

এখানে রসূল ﷺ ফিসক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কাজেই বুঝা গেল যে, সকল পাপ সমান নয়। রসূল ﷺ আরো বলেন,

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي۔

'আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ করে, তাদের জন্যই আমার সুপারিশ।'[৩৫৮]

এ সমস্ত বড় পাপীর জন্য রসূলের সুপারিশের কার্যকারিতা দেখে এটা বলা যায়, তারাও ঈমানের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থানরত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۠

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎ পথপ্রাপ্ত।'[৩৫৯]

---

৩৫৬. সূরা আল হুজরাত ৭

৩৫৭. সহীহ বুখারী, باب خوف المؤمن من ان, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯, হাদীস নং ৪৮ও সহী হ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১, হাদীস নং ২৮

৩৫৮. সুনানে তিরমিযী, বাবু মিনহু, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬২৪, হাদীস নং ২৪৩৫, ইবনে হিব্বান

৩৫৯. সূরা আল আনয়াম ৮২

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর বিষয়টা সাহাবায়ে কেরামের কাছে খুবই কঠিন মনে হলো। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে জুলুম করে না? এ অবস্থার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল করা হয়,

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

'নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।'[৩৬০]

এখানে জুলুম ও শিরকের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে এবং এমনও বলা হয়েছে যে, সকল জুলুমই শিরক হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম এবং নিন্দনীয় পাপ। অপরাধের বিভিন্নতার কারণে নির্ধারিত শাস্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এভাবে ইসলামী শরীয়তে চুরির শাস্তি হাত কাটা, ব্যভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা, মাদকাসক্তির জন্য বেত্রাঘাত এবং ইসলাম পরিত্যাগের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয় যে, পাপের বিভিন্ন পর্যায় ও মর্যাদা রয়েছে।

ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে।'[৩৬১]

তিনি চুরির শাস্তি সম্পর্কে বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্ত ছেদন কর, এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[৩৬২]

---

৩৬০. সূরা আল লুকমান ১৩

৩৬১. সূরা আন নূর ২

৩৬২. সূরা আল মায়েদা ৩৮

অন্যদিকে অপবাদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা হলো,

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

'যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই তো সত্য ত্যাগী।'[৩৬৩]

ধর্মত্যাগের শাস্তির ব্যাপারে রসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ۔

'যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।'[৩৬৪]

হত্যার শাস্তি সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔

'তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে রক্ত ঝরানো বৈধ নয় ঃ ক. হত্যার বদলে হত্যা, খ. বিবাহিতের ব্যভিচার, গ. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম উম্মাহ্ থেকে বের হয়ে যাওয়া।'[৩৬৫]

ইসলাম ত্যাগ ও ঈমানচ্যুতি

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অপবিত্রতার কারণে যেমন ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথেই ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। মুরতাদ হওয়ার কারণে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্য কোন ধর্মের গহবরে গিয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধান নাযিলের পর সম্পূর্ণ জেনে শুনে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন বা প্রত্যাখ্যান

---

৩৬৩. সূরা আন নূর ৪

৩৬৪. সহীহ বুখারী, باب لا يعذب بعذاب الله , ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১, হাদীস নং ৩০১৭

৩৬৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب ما يباح به دم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০২, হাদীস নং ১৬৭৬

করার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, মুরতাদ হওয়ার পরই একজন ব্যক্তি এই পর্যায়ে এসে পড়ে। মুরতাদ অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۤ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো। সে অমান্য করলো ও অহংকারে ফেটে পড়ল। আর এভাবে সে কাফিরদের দলভুক্ত হলো।'[৩৬৬]

ইবলীস যখন আল্লাহর আদেশ অস্বীকার করলো, তখন তার পূর্বের ঈমান ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে চিরস্থায়ী অভিশাপ ও অনন্তকালের শাস্তি তে নিপতিত হলো। বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

'কেউ ঈমান আনার পর যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখে, তাহলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে এ বিধান ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যাকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়, অথচ তার চিত্ত ঈমানের প্রতি অবিচল থাকে।'[৩৬৭]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কেউ যদি প্রতিকূলতার শিকার না হয়ে অথবা বাধ্য না হয়ে কুফরী অবলম্বন করে, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও চিরস্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে।

---

৩৬৬. সূরা আল বাকারা ৩৪

৩৬৭. সূরা আন নাহল ১০৬

রসূল ﷺ মুরতাদ ব্যক্তিকে অবধারিতভাবে হত্যার যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য, 'যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'[৩৬৮]

রসূল অন্যত্র বলেন, 'তিনটি কারণ ছাড়া একজন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ তিনটি হলো, ক. হত্যার বদলে হত্যা, খ. বিবাহিতের ব্যভিচার, গ. দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।'[৩৬৯]

এ হাদীস থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঈমান আনয়নের পর কেউ যদি কুফরী করে এবং এ অবস্থায় চলতে থাকে, তাহলে তার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইহলোক ও পরলোকে তাকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বর্ণনা করেন,

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং কাফির রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী এবং সেখানেই তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।'[৩৭০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

---

৩৬৮. সহীহ বুখারী

৩৬৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৩৭০. সূরা আল বাকারা ২১৭

'যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কেউ যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়, তবুও তাদের তওবা কবুল করা হবে না।'[৩৭১]

এ আয়াত হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ঈমান আনয়নের পর যদি কেউ কুফরী করে এবং তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত রাখে, তাহলে মৃত্যুর সময় তার তওবা কবুল করা হবে না।

শরীয়তের অবিনশ্বরতা, চিরন্তনতা ও সার্বজনীনতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এক গুচ্ছ বিশ্বাস ও চেতনার নাম এবং বিধিবদ্ধ আইন কানুনের সমাহার। ইসলামের বিধি-বিধান সর্বযুগ ও সর্বকালে প্রযোজ্য। পৃথিবীতে যত সমস্যা হয়েছে এবং যে সব ইস্যু প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে, তার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআনে রয়েছে। শরীয়তের বিধি বিধান প্রত্যাখ্যান করা আর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা একই কথা। শরীয়ত প্রত্যাখ্যান বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সাথেই ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۝

'আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ ও করুণা দিয়ে আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম এবং তা মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।'[৩৭২]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী ব্যক্তি কখনো এমন সমস্যায় পড়েন না, যার সমাধান কুরআনে পাওয়া যায় না। এ কথাটি দু'ভাবে ব্যক্ত করা যায়। একটি হলো, সরাসরি কুরআন হাদীসের বর্ণনার মাধ্যমে এবং অন্যটি হলো শরীয়তের বিধান দাতার কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোন দলিল প্রমাণাদির মাধ্যমে। আল্লাহ্ বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

---

৩৭১. সূরা আলে ইমরান ৯১

৩৭২. সূরা আন নাহ্ল ৮৯

'এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর। অজ্ঞদের খেয়ালখুশি অনুসরণ করো না।'[৩৭৩]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ইসলাম এমন শাশ্বত ও চিরন্তন আইন প্রবর্তন করেছে, যা মানুষকে সকল প্রকার পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। আর এ কারণেই ইসলাম আনুগত্যকে অবধারিত করেছে এবং একমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যক্তি ইসলামের বিরোধী শিবিরে অবস্থান নেয়।

আল্লাহ্ একটি আদেশ অবতীর্ণ করে বলেন,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۭ ○

'কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়ালখুশি অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, যাতে তারা তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত বিধি-বিধানের কোন কিছু থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।'[৩৭৪]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী সকল কর্ম পরিচালনায় অসংখ্য আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে প্রবৃত্তির পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, কোন ব্যক্তি একমাত্র প্রবৃত্তির প্ররোচনায়, আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এ আয়াতে আল্লাহর প্রেরিত কিছু ফিতনা, ফাসাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

কুরআনে একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ পথভ্রষ্টতা ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেতে পারে। কুরআনের বর্ণনা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের বিধানের বিপরীত কোণে অবস্থান করলে পার্থিব জীবনে নানা সংকীর্ণতা ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মিত হয়, আর পারলৌকিক জীবনেও অস্বস্তি কর শাস্তি নরক রচিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

৩৭৩. সূরা আল জাছিয়া ১৮

৩৭৪. সূরা আল মায়িদা ৪৯

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○

'পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ কষ্ট পাবে না। যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।'[৩৭৫]

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী যে ফয়সালা করে না, তাকে কাফির আখ্যায়িত করে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।'[৩৭৬]

অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় সত্তার শপথ পূর্বক ঘোষণা করেছেন যে, যারা তাদের সকল কর্মকাণ্ডে রসূলকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের ঈমান থাকার প্রশ্নই উঠে না। তিনি বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

'কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে এটা মেনে না নেয়।'[৩৭৭]

---

৩৭৫. সূরা আত তা-হা ১২৩, ১২৪
৩৭৬. সূরা আল মায়িদা ৪৪
৩৭৭. সূরা আন নিসা ৬৫

বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূল ﷺ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তার উম্মতের যিম্মাদারী স্বীয় কাধে তুলে নিয়েছেন। যতক্ষণ তার উম্মত কুরআন ও সুন্নাহর অনাবিলতা আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কদর্যতা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাঁর বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য,

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ -

'আমি তোমাদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনো তোমরা বিপথগামী হবে না।'[৩৭৮]

দ্বীনের ক্ষেত্রে সুন্নাহ বিরোধী নবসৃষ্ট তত্ত্ব ও মতবাদ প্রত্যাখ্যানযোগ্য

আমরা বিশ্বাস করি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো মুহাম্মদ ﷺ এর প্রদর্শিত পথ। আর সবচেয়ে কদর্য বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নবসৃষ্ট তত্ত্ব ও দর্শন। দ্বীনের মধ্যে সুন্নাহর পরিপন্থী যে সকল বিষয় নতুন করে সৃষ্টি হয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো বিশুদ্ধতম ও সবচেয়ে বেশি সঠিক জিনিসটি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ ۚ ۝

'অতপর এরা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে এরা তো কেবল নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, সে অপেক্ষা অধিকত বিভ্রান্ত আর কে?'[৩৭৯] রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

---

৩৭৮. সহীহ মুসলিম, বাবু হুজ্জাতুন নাবিয়্যি স. ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৬

৩৭৯. সূরা আল কাসাস ৫০

'যে আমার দ্বীনের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো, যা দ্বীনের অংশ নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।'[৩৮০] রসূল ﷺ আরো বলেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

'তোমরা আমার ওফাতের পর আমার সুন্নাহ এবং সত্যপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ কর। দাঁতে কামড় দিয়ে কোন জিনিস ধরে রাখার ন্যায় দৃঢ়ভাবে তা ধারণ কর। দ্বীনের মধ্যে যে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শন নতুন করে সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক। কেননা, দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টি খুবই কদর্য বিষয় এবং এ জাতীয় বিষয়কে 'বিদআত' বলে অভিহিত করা হয়, যা সর্বাংশেই ভ্রষ্ট।'[৩৮১]

মানুষের আমলের গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত হিসেবে যে দুটি বৈশিষ্ট্য, অকপটতা (ইখলাস) ও শুদ্ধতা উল্লেখ করা হয়েছে। তার উপর আলোকপাত করে আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا۟

'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'[৩৮২]

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই অকপটভাবে কাজ করে যেতে হবে। মুমিনের সকল কাজ সঠিক ও শুদ্ধ হতে হবে এবং শরীয়তের বিধি মোতাবেক তা পরিচালিত হবে। অকপটতা ও শুদ্ধতা এ দুটির বৈশিষ্ট্য হলো বান্দার কোন আমলের গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত। আল্লাহ বলেন,

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ۟

---

৩৮০. সহীহ বুখারী, باب اصطلحوا على صلح, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪
৩৮১. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকিম
৩৮২. সূরা আল কাহফ ১১০

'তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, কে তোমাদের মধ্যে সুন্দর কাজ করে।'[৩৮৩]

এখানে 'আহসানুল আমল' বলতে অকপট ও শুদ্ধ আমল বুঝানো হয়েছে।

রসূল ﷺ এর সকল সাহাবীর প্রতি তুষ্টি এবং তাঁদের মধ্যকার মত পার্থক্যের ব্যাপারে নীরবতার আবশ্যকতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, রসূলের সাহাবায়ে কেরাম তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁদের যুগ হলো শ্রেষ্ঠ যুগ। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন। কাজেই আমাদের হৃদয়ের সর্বত্র তাদের ভালোবাসা মিশে আছে এবং তাঁদের প্রতি আমাদের সন্তুষ্টিও আমাদের মনে গেঁথে আছে। বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্ক রয়েছে, সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ বিরত থাকবো। কিন্তু তাঁদের কাউকে আমরা নিষ্পাপ বলে মনে করি না।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসামূলক গুণাবলী ও নির্মল বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۟

'মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও

৩৮৩. সূরা আল মূলক ২

সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ, তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইনজীলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষির জন্য আনন্দদায়ক। এ ভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দান করে ও কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করার ও মহাপুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন।'[৩৮৪]

আল্লাহ যে সাহাবায়ে কেরামের তওবা কবুল করেছেন, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন,

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ

'আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটকালে। এমনকি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ এদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'[৩৮৫]

আল্লাহ যে তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, সে বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় এ আয়াতে,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ

'আল্লাহ তো মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে বায়াত গ্রহণ করলো। তাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।'[৩৮৬]

---

৩৮৪. সূরা আল ফাত্হ ২৯

৩৮৫. সূরা আত তওবা ১১৭

৩৮৬. সূরা আল ফাতহ ১৮

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

'মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।'[৩৮৭]

মুহাজিরদেরকে সত্যবাদী ও আনসারদেরকে সফলকাম আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন,

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ○ وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۫ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ○ وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ○

'এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্য কামনা করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী।

৩৮৭. সূরা আত তওবা ১০০

আর তাদের জন্যও যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। যারা এদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভূ! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'[৩৮৮]

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং তাদের হৃদয়ে ঈমানের সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন। এমনিভাবে তাদের কাছে কুফর, ফিসক ও নাফরমানীকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণার বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

'তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন। তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং একে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। এরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।'[৩৮৯]

রসূল ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

---

৩৮৮. সূরা আল হাশর ৮-১০

৩৮৯. সূরা আল হুজরাত ৭

'সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর যারা আসবে, তারপর যারা আসবে।'[৩৯০]

রসূল ﷺ তাদেরকে নিন্দা করতে বা গালি দিতে নিষেধ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের পর যত লোকই পৃথিবীতে আসুক, তাদের কেউই তাঁদের সমান মর্যাদা লাভ করবে না। তাদের সামান্য আমলও আল্লাহর কাছে অন্যদের অনেক বেশি আমলের চেয়ে উত্তম। রসূলের উক্তি এখানে প্রযোজ্য,

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ۔

'তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিও না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তবু তা তাদের কারো এক মুধ বা তার অর্ধেকেরও সমান হবে না।'[৩৯১]

আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ভালোবাসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন,

اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔

'সাবধান, তোমরা আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেউ তাদেরকে ভালোবাসতে চাইলে কেবল আমার ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসবে। আর কেউ তাঁদের প্রতি ক্রোধানুভূতি পোষণ করলে আমার প্রতিই ক্রোধ প্রকাশ করা হবে।'[৩৯২]

৩৯০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু ফাদলুছ ছাহাবাতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৬৩, হাদীস নং ২৫৩৩

৩৯১. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮, হাদীস নং ৩৬৭৩

৩৯২. সুনানে তিরমিযি, باب فيمن سب اصحاب النبى, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৬

মুসলিম উম্মাহ্‌র একতা ও সংহতি

আমরা বিশ্বাস করি, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী মিলে এক অভিন্ন জাতি। আর অন্য সকল জাতির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার কেবল তাদেরই। তাদের ঐক্যের ভিত্তি হলো সম্মিলিতভাবে ইসলামের উপর অবিচল থাকা এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অকুণ্ঠচিত্তে পালন করা। ভাষা, বর্ণ ও ভূখণ্ডগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। একজন অনারবের উপর আরবের কোন বিশেষত্ব নেই, আবার কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্বও নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কেবল 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীরুতা।

ইসলামের জন্য ধ্বংসাত্মক ও ইসলাম বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেবলার অধিকারী সকল মুসলমানই উপরিউক্ত ধারণার পরিমণ্ডলে অবস্থান করতে পারে। আর যখনি কেউ ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তখন সে মুসলিম জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নৈকট্য ও দূর সম্পর্কের দিক দিয়ে তাদের মর্যাদা নির্ণীত হয় রসূল ﷺ এর সাথে তাদের মর্যাদার নিরিখে। কাজেই রসূল ﷺ এর সাথে যার সম্পর্ক যতটুকু দূরের, তাঁর সাথে তার ঘনিষ্ঠতাও কম। আবার তাঁর সাথে সম্পর্ক যত নিবিড়, রসূল ﷺ এর সাথে তার ঘনিষ্ঠতাও তত বেশি। আবার রসূল ﷺ এর সাথে যার দূরত্ব মধ্য পর্যায়ের, তাঁর সাথে তার সম্পর্কও মাঝামাঝি ধরনের। এমনিভাবে ইসলাম বিরোধী পদ্ধতিতে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে কাউকে আহ্বান করলে তা জাহেলিয়াতের আহ্বান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত, যে ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ অপছন্দের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

মুসলিম জাতি যে একই পথের অনুসারী এবং তাদের উপাস্যও যে অভিন্ন, এ ব্যাপারে ইংগীত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ۝

'এই যে তোমাদের জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব আমার ইবাদত কর।'[৩৯৩]

---

৩৯৩. সূরা আল আম্বিয়া ৯২

আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি হলো ঈমান, যা হৃদয়ের বিশ্বাস এবং শরীয়তের নিয়ম-কানুন দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। আল্লাহ্ মুমিনদের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যদিও তাদের কেউ কেউ হঠকারিতায় নিপতিত হয়। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মাঝে শান্তি স্থাপন কর। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পার।'[৩৯৪]

নিম্নে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ কেবলমাত্র একটি রজ্জু আঁকড়ে ধরতে আদেশ দিয়েছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۔

'তোমরা সকলে আল্লাহর, রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[৩৯৫]

বন্ধুত্ব ও নৈকট্য যে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ﷺ ও মুমিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনগণ, যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।'[৩৯৬]

মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করে আল্লাহ্ বলেন,

---

৩৯৪. সূরা আল হুজরাত ১০
৩৯৫. সূরা আলে ইমরান ১০৩
৩৯৬. সূরা আল মায়েদা ৫৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

'হে মুমিনগণ! মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ বানাতে চাও।'[৩৯৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

'মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[৩৯৮]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছো, অথচ এরা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে।'[৩৯৯]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র তাকওয়াই হলো মানুষের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য পরিমাপের চাবিকাঠি। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۝

---

৩৯৭. সূরা আন নিসা ১৪৪

৩৯৮. সূরা আলে ইমরান ২৮

৩৯৯. সূরা আল মুমতাহিনা ১

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।'[৪০০]

এ আয়াতের মর্মার্থের প্রতি সমাধিক গুরুত্ব দিয়ে রসূল ﷺ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى۔

'হে লোক সকল! জেনে রাখ, তোমাদের রব এক, তোমাদের পূর্ব পিতাও এক। সাবধান, অনারবের উপর আরবের কোন বিশেষত্ব নেই এবং আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নই উঠে না। এমনিভাবে কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীরুতা।'[৪০১]

রসূল ﷺ আরো বলেছেন যে, অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের দাবীর সাথে ইসলামের দাবী কখনো একত্রিত হতে পারে না। তিনি বলেন,

وَأَنْ مَنْ دعا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ ، قَالو رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللّٰهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: إِنْ صَلَّى وَصَامَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔

'যে জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামের কীট। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সে যদি নামায পড়ে এবং রোযা রাখে, তবুও? রসূল বলেন, যদিও সে নামায-রোযা করে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে তবুও সে জাহান্নামের কীট হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৪০২]

---

৪০০. সূরা আল হুজরাত ১৩

৪০১. মুসনাদে আহমদ, ৩৮তম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং ২৩৪৮৯, বায্যার

৪০২. তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ও আহমদ

জাহিলিয়াতের দাবীকে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে, যা জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। হাদীসটি হলো ঃ

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟ ثُمَّ قَالَ: مَا شَأْنُهُمْ " فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ.

'একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গেলাম। তাঁর সাথে অসংখ্য মুহাজির যোগ দিলেন। তাদের মধ্যে একজন রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন আনসারীকে ধাক্কা দিলে আহত ব্যক্তি রেগে গেলেন এবং তিনি সবাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। এরপর আনসার ভাইদেরকে এবং মুহাজির ব্যক্তি মুহাজির ভাইদেরকে ডাকতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে রাগান্বিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার! জাহিলী যুগের মত তোমরা আপন আপন লোকদেরকে সংঘর্ষের দিকে ডাকাডাকি করছ কেন? কি হলো তোমাদের? তখন তাঁকে মুহাজির ব্যক্তি কর্তৃক আনসার ব্যক্তিকে ধাক্কা মারার কথা বলা হলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ রকম কাজ অত্যন্ত গর্হিত ও কদর্যপূর্ণ।'[৪০৩] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

---

৪০৩. সহীহ বুখারী, باب ما ينهى من دعوة, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩

'আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের দোষ-ক্রটি ও পিতৃপুরুষদের গর্ব-অহংকার দূর করে দিয়েছেন। এখন সে হবে হয় খোদাভীরু মুমিন অথবা হতভাগা পাপী। সকল মানুষ আদম সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৪০৪] রসূল ﷺ আরো বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

'যে মানুষের গালে থাপ্পড় মারে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলী যুগের ন্যায় আচরণ করে, সে আমাদের মুসলিম দলভুক্ত নয়।'[৪০৫]

রসূল ﷺ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, যে জাতীয়তাবাদের দাবীতে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহিলী যুগের মৃত্যকেই আলিংগন করে। রসূল ﷺ এর বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য,

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ۔

'যে ব্যক্তি বিকৃত জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্ধত্বের পতাকা বুকে ধরে যুদ্ধে লিপ্ত হয় অথবা বিকৃত জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে অথবা বিকৃত জাতীয়তাবাদের সাহায্য করে এবং এমতাবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে মৃত্যু জাহিলী মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৪০৬]

অন্য একটি বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে উল্লিখিত আছে,

وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي۔

'বিকৃত জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে যে অন্ধত্বের পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে, সে আমার মুসলিম দলভুক্ত নয়।'[৪০৭]

---

৪০৪. আবু দাউদ, তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং ৩৯৫৫

৪০৫. সহীহ বুখারী, باب ليس منا من ضرب, ২য় খণ্ড, পৃ.৮২, হাদীস নং ১২৯৭

৪০৬. সহীহ মুসলিম, باب الامر بلزوم , ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭৬, হাদীস নং ১৮৪৮

৪০৭. সহীহ মুসলিম, باب الامر بلزوم , ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭৭

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উম্মতের জবাবদিহিতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, বৃহত্তর নেতৃত্ব দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং অতীব প্রয়োজনীয়। দ্বীনের সংরক্ষণ এবং ইহলোকে রাজনৈতিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা হলো নবুয়তের প্রতিনিধিত্ব করা। যতক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিক জীবন পরিচালনায় আল্লাহর কিতাব মোতাবেক একজন ইমামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে মুক্ত হতে পারবে না।

বৃহত্তর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۔

'আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যাতে তোমরা আমানতকে তার মালিকের কাছে যথাযথভাবে পৌছে দাও।'[৪০৮]

এ আয়াতে সাধারণভাবে সকল প্রকার আমানত আদায় করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি-বিধানের কার্যকারিতার জন্য নেতৃত্ব নির্ধারণও এমন একটি দায়িত্ব, উম্মতের জন্য যা পালন করা অত্যন্ত জরুরী এবং এজন্য সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করাও কর্তব্য। রসূল ﷺ এর উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

'বিরান মরুভূমিতেও যদি তিনজন লোক থাকে, তাহলে তারা যেন একজনকে তাদের নেতা বানিয়ে নেয়।'[৪০৯]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, ভ্রমণাবস্থায় কম সংখ্যক লোকের মাঝেও নেতৃত্ব নির্বাচনের যেহেতু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সুতরাং গোটা সমাজে নেতৃত্বের বিকাশও তার চেয়ে অধিক প্রয়োজন। এক বিরান মরু প্রান্তরে মাত্র তিনজন লোকের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচিত করার

---

৪০৮. সূরা আন নিসা ৫৮

৪০৯. আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২২৭, হাদীস নং ৬৬৪৭

প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করার সাথে সাথে গ্রাম বা শহরের মুক্ত মানুষের মাঝেও ইমাম নির্বাচনের তাৎপর্য যে কত অধিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনা হতে পরিত্রাণের জন্য নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

এ অধ্যায়ে বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ 'ইজমা' দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই রসূল ﷺ এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে ইমাম নির্বাচনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অতি দ্রুত সমাধান করেছেন। এরপর সেই শোকাতুর মুহূর্তে তাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ রসূল ﷺ এর দাফনের বিষয়টিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে উম্মাহ ও নেতৃবৃন্দের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

নেতৃত্বের নির্বাচন যে অতীব জরুরী বিষয়, এ কথার স্বপক্ষে আরো দলীল প্রমাণ রয়েছে। শরীয়তের অসংখ্য জরুরী বিধান নেতৃত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। যেমন-শাস্তির বিধান, ফয়সালা বাস্তবায়ন, ঘাঁটি স্থাপন, সৈন্য সমাবেশ, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিচারক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়সমূহ নেতা বা ইমামের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। ইসলামী আইনের একটি স্বতসিদ্ধ সূত্র হলো, যে বিষয়ের অবর্তমানে ওয়াজিব পূর্ণতা পায় না, সেই বিষয়টিও ওয়াজিব। যেহেতু ইমামের অবর্তমানে এ কাজগুলো সম্পাদিত হতে পারে না। সুতরাং এ কাজগুলোর ন্যায় ইমাম নির্বাচনও ওয়াজিব। অধিকন্তু ইসলামী সরকার না থাকায় বিশৃঙ্খল পরিবেশের বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্যও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কাজেই বুঝা গেল যে, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অতীব প্রয়োজনীয় শরয়ী দায়িত্ব, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

হযরত আলী رضي الله عنه এর বক্তব্য এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন,

لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ: بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً. فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْبَرَّةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا. فَمَا بَالُ الْفَاجِرَةِ؛ فَقَالَ: يُقَامُ بِهَا الْحُدُودُ، وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ، وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُّ، وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ.

'ভাল হোক আর মন্দ হোক, মানুষকে অবশ্যই তাদের ইমাম ঠিক করতে হবে। তখন তাঁর সাথীরা প্রশ্ন করলেন, হে মুমিনদের নেতা! ভালো লোকের নেতৃত্বের মর্মার্থ তো অনুধাবনযোগ্য, তবে মন্দ লোকের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তো বুঝতে পারছিনা। তখন আলী বললেন, নেতা যদি পাপীও হন, তবুও তো সে শাস্তির বিধান, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে ভূমিকা রাখতে পারে, কি বল?'

নেতার অধিকার

আমরা বিশ্বাস করি যে, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষের মাঝে সর্বদা সলা-পরামর্শ এবং পারস্পরিক উপদেশ ও দিক-নির্দেশনার ধারা অব্যাহত থাকা উচিত। সাথে সাথে আল্লাহর কিতাব উম্মাহকে যে নির্দেশ দিয়েছে, তাঁর নাফরমানীর আদেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব করা হয়েছে।

দায়িত্বশীলের সাথে পারস্পরিক নসীহতের আদান-প্রদান সম্পর্কে ইঙ্গিত করে রসূল ﷺ বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ -

'দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা। আমরা প্রশ্ন করলাম, কার জন্য এ কল্যাণ কামনা, হে রসূল? তিনি বললেন, এ কল্যাণ কামনা হলো আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতার জন্য এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জন্য।'[৪১০]

এখানে নেতার জন্য নসীহত বলতে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় নির্দেশ করা হয়েছেঃ ক. সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা দান। খ. সত্য ও ন্যায় কার্যে তাদের আনুগত্য। গ. সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকতে তাদেরকে উৎসাহিত করা। ঘ. সাধারণ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে, নম্রতা ও সহনশীলতার কথা তাদেরকে স্মরণ

---

৪১০. সহীহ মুসলিম, باب بيان ان الدين, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪, হাদীস নং ৫৫

করিয়ে দেয়া। ঙ. কর্তব্য অবহেলায় তাদেরকে সতর্ক করা। চ. তাদের বিরোধে অন্যায় পন্থা অবলম্বন না করা। ছ. তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করা।

আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী যতক্ষণ তাঁরা কর্ম পরিচালনা করবেন, ততক্ষণ তাঁদের আনুগত্য করা জরুরী এবং এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং আনুগত্য কর ক্ষমতাসীনদের।'[৪১১]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকার অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শর্তহীনভাবে এ আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই এ নির্দেশ কার্যকর হবে। কেননা, এ আয়াতে رَسُوْلَ শব্দের আগে اَطِيْعُوا শব্দটিকে দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু وَ اُولِي الْاَمْرِ শব্দের আগে ঐ শব্দটিকে পুনর্বার হয়নি। কাজেই ইলমে ফিক্হ-এর মূলনীতি অনুযায়ী وَ اُولِي الْاَمْرِ বা নেতার প্রতি আনুগত্যকে শর্তহীন (مطلق) করা হয়নি, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ এর আনুগত্যের সীমার মধ্যেই নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের বিষয়কে বেঁধে রাখা হয়েছে। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে রসূল ﷺ এর আর একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَا اَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ-

৪১১. সূরা আন নিসা ৫৯

'তোমরা নেতার কথা শোন এবং তাঁর আনুগত্য কর যদিও একজন উশকো খুশকো চুলের অধিকারী হাবশী কৃতদাস নেতৃত্বে আসীন হয় যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত আইন অনুযায়ী পরিচালনা করে।'[৪১২]

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ আরো বলেন,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ـ

'নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গ যতক্ষণ না আল্লাহ ও রসূলের নীতির বিরুদ্ধে কর্ম পরিচালনা করে, ততক্ষণ তাঁর কথা শোনা ও আনুগত্য করা জরুরী এবং এ ক্ষেত্রে অনুগত মানুষের পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই জরুরী। কিন্তু যদি আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন আদেশ করা হয়, তখন নেতার কথা শোনা যবে না এবং তার প্রতি আনুগত্যও প্রদর্শন করা যাবে না।'[৪১৩]

সৎ ও নিষ্ঠাবান ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দমন করার ক্ষেত্রে ইমামকে সাহায্য-সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করে রসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ ـ

'যে কোন ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রদানের শপথ (বায়আত) করে এবং হৃদয়-মন উজাড় করে দিয়ে তার ভালোবাসা গ্রহণ করে, সে যেন সাধ্যমত তার আনুগত্য করে। আর কেউ যদি ইমামের বিরুদ্ধে হঠকারিতাবশত আন্দোলন গড়ে তোলে, তাহলে তোমরা আন্দোলনকারীদের সকল তৎপরতায় আঘাত হানো।'[৪১৪]

---

৪১২. সহীহ বুখারী

৪১৩. সহীহ বুখারী, باب السمع والطاعة, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৩, হাদীস নং ৭১৪৪ ও সহীহ মুসলিম, বাবু উয়ুবু তাআতি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬৯, হাদীস নং ১৮৩৯

৪১৪. সুনানে আবু দাউদ, باب ذكر الفتن والدلائلها, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৬, হাদীস নং ৪২৪৮

ঐক্য রহমতস্বরূপ এবং বিচ্ছিন্নতা শাস্তিস্বরূপ

আমরা বিশ্বাস করি যে, একতা শান্তির প্রতীক এবং বিচ্ছিন্নতা শাস্তি স্বরূপ। আল্লাহ ও তাঁর রসূল একতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার নির্দেশ দিয়েছেন এং বিচ্ছিন্নতা ও ভেদাভেদ সৃষ্টির প্রতি নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একতাবদ্ধভাবে সত্যের প্রতি অবিচল থাকার মাধ্যমে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐক্যের আহ্বান করবে, ততক্ষণ তাতে সাড়া দেয়া কর্তব্য এবং সেই নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করাও জরুরী।

রসূল ﷺ ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ-

'একতাবদ্ধভাবে থাকা তোমাদের জন্য আবশ্যক। আর বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য।'[৪১৫]

নবীজী ﷺ অন্যত্র বলেন- اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

'ঐক্যের মাঝে রহমত এবং বিচ্ছিন্নতার মাঝে শাস্তি নিহিত।'[৪১৬]

সত্য দ্বীনের অনুসরণ এবং সংঘবদ্ধভাবে এর উপর অটল থাকার অর্থই হলো একতা বা জামায়াত। এ বিষয়টি পরিচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে অন্য হাদীসে–

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّة، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّة سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّة. يَعْنِي الأَهْوَاءَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَة، وَهِيَ الْجَمَاعَة -

'আহলে কিতাব সম্প্রদায় তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধুমাত্র ১টি দল ছাড়া এদের সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। বেঁচে যাওয়া দলটি হলো যারা সংঘবদ্ধভাবে আমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'[৪১৭]

---

৪১৫. আহমদ, তিরমিযী, باب ما جاء فى لزوم, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ২১৬৫, ইবনে মাজাহ
৪১৬. আহমদ
৪১৭. শরহে আততাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫

এ হাদীসে জামায়াতবদ্ধ দলকে পথভ্রষ্ট ও প্রবৃত্তিবাদীদের বিপরীতে স্থান দেয়া হয়েছে। এখানে 'সংখ্যা' বিবেচনা করা হয়নি। কাজেই কোন্ দলে কম-বেশি এ বিষয়টির উপর আদৌ গুরুত্বারোপ করা হয়নি; বরং সত্যনিষ্ঠ দলটির উপরই হাদীসের দৃষ্টি নিবদ্ধ। যদিও সে দল কমসংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত।

নাঈম ইবনে হাম্মাদ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, যখন ঐক্যে ফাটল ধরবে এবং সংঘবদ্ধ দলে বিশৃংখলা দেখা দিবে, তখন তুমি এ দলের ফাটলপূর্ব অবস্থার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রাখবে এবং এতে যদি তুমি একা হও, তবুও অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

আবু শামাহ বলেছেন, যখন সংঘবদ্ধভাবে পালন করার জন্য কোন বিধান আসে, তখন তার অর্থ হলো সত্য ও আনুগত্য সহকারে তা গ্রহণ করা। যদি তখন সত্যের অনুসারীর সংখ্যা কম হয়, তবুও তার উপর অবিচল থাকতে হবে। কেননা, সত্য পথ তো সেটা, যার উপর নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সংঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের তিরোধানের পর মিথ্যার কাতারে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ দেখে সেই নিখাদ সত্য থেকে এক পাও সরে আসার অবকাশ নেই।

সংঘবদ্ধ থাকার প্রকৃতি হলো, আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত ফয়সালার বাইরে না গিয়ে, যে মুসলিম কর্মকর্তাবৃন্দ শাসন কার্য পরিচালনা করেন, তাঁদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা এবং তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য গড়ে তোলা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সংকলিত ইবনে আব্বাস বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে রসূল ﷺ এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ. إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'কোনো ব্যক্তি তার নেতার পক্ষ থেকে তার অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করলে, যেন ধৈর্যের সাথে তা অবলোকন করে। কেননা, কেউ যদি জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৪১৮] একই

---

৪১৮. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৭, হাদীস নং ৭০৫৪ ও মুসলিম, باب الامر بلزوم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭৭, হাদীস নং ১৮৪৯

মর্মার্থবোধক আর একটি হাদীস ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সংকলিত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔

'কেউ যদি তার আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, কেউ যদি তার শাসকের কাছ থেকে এক বিঘত সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহিলীয়াতের মৃত্যু হিসেবে পরিগণিত হবে।'[৪১৯]

ইমাম মুসলিম হযরত আরফাজাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর রিওয়ায়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নের বাণী সংকলিত করেছেন,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ۔

'কেউ যদি তোমাদের কাছে আগমন করে এবং শুধুমাত্র এমন একজন ব্যক্তির দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলতে উপদেশ দেয়, যে তোমাদের শক্তি বিনষ্ট করতে চায় অথবা একতায় ফাটল ধরাতে চায়, তাহলে তাকে তোমরা হত্যা কর।'[৪২০]

সম্ভাবনার দিক নির্দেশনা

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈমান ও জিহাদই ইসলামী রেনেসাঁর একমাত্র পথ এবং এই সিঁড়ি বেয়েই আল্লাহর জমিনে তাঁর খেলাফত বাস্তবায়ন বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর এ পথেই রয়েছে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সম্ভাবনাময় দিক নির্দেশনা। জিহাদ একটি সর্বাত্মক সংগ্রামের নাম, যা একজন মুমিনের সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুশীলন করা, খ. আল্লাহর নির্দেশের উপর অটল থাকা, গ) আল্লাহর আদেশ- নিষেধের প্রতি মানুষকে আহ্বান

---

৪১৯. সহীহ মুসলিম, باب الامر بلزوم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭৮

৪২০. সহীহ মুসলিম, باب حكم من فرق امر, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮০, হাদীস নং ১৮৫২

করা, ঘ. আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়া, ঙ. সকল বিপদ-বাধায় ধৈর্য ধারণ করা।

জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এতই সুদূরপ্রসারী যে, আল্লাহ্ একে 'লাভজনক ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ○ وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে কঠোর শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে! আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই সাফল্য। তিনি দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরো একটি অনুগ্রহ আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।'[৪২১] অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৪২১. সূরা আস সফ্ ১০-১০৩

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিহত করে ও নিহত হয়। ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহাসাফল্য।'[৪২২]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ প্রসঙ্গে বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: لاَ أَجِدُهُ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ۔

'একদা এক ব্যক্তি রসূলের কাছে এসে তাঁকে বললেন, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমপর্যায়ভুক্ত। তখন তিনি বললেন, এমন কোন আমল তো আমি দেখি না। এরপর আবারো রসূল প্রশ্নকারীকে বললেন, যখন মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, তখন কি তুমি মসজিদে ঢুকে বিরতিহীনভাবে নামাযে রত থাকতে পারবে? সাথে সাথে ইফতার না করে সারাক্ষণ রোযা রাখতে পারবে? আগন্তুক বললো, এ কাজ কি কারো পক্ষে সম্ভব? আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, জিহাদকারীর ঘোড়া যত দ্রুত চলতে থাকে, ততই তার আমলনামায় পূর্ণ রেকর্ড হতে থাকে।'[৪২৩]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন,

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ۔

---

৪২২. সূরা আত তওবা ১১১

৪২৩. সহীহ বুখারী, باب فضل الجهاد والسير, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫, হাদীস নং ২৭৮৫

'কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর আর দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায় না। যদিও তার পৃথিবীতে অনেক কিছুই থাকে, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। 'শহীদ' ব্যক্তি দশবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়। কেননা, সে শাহাদতের মর্যাদা ও সম্মান স্বচক্ষেই পরিদর্শন করেছে।'[৪২৪]

ইবনে বাত্তাল এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা শাহাদাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, জিহাদের চেয়ে বেশি পুণ্যময় আর কোন কাজ নেই, যাতে জীবন উৎসর্গ করা যায় এবং এ কারণে জিহাদের প্রতিদান মহান ও বিশেষ গৌরবময়।

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব এবং জ্ঞান-অন্বেষায় আপ্রাণ চেষ্টার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে রসূল ﷺ 'বলেন,'

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔

'জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে যে পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[৪২৫]

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ আরো বলেন,

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ـ

'দুটি বিষয়ে ঈর্ষা করা যেতে পারে, ক. এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করার পর সে সত্য ও ন্যায়ের পথে তা ব্যয় করে। খ. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, ফলে সে ঐ অনুযায়ী বিচার করে এবং অন্যদেরকে সে প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়।'[৪২৬]

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় জ্ঞানার্জনে বের হওয়ার বিষয়টিকে জিহাদ বলতে চায় না, তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা নিশ্চয়ই হ্রাস পেয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান শিখবার জন্য বা শিখানোর জন্য প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে, তার জন্য জিহাদকারীর

---

৪২৪. সহীহ বুখারী, باب تمنى المجاهد ان, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২, হাদীস নং ২৮১৭
৪২৫. সুনানে তিরমিযি, বাবু ফাদলু তালাবুল ইলমি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮, হাদীস নং ২৬৪৬
৪২৬. সহীহ বুখারী, باب الاغتباط في العلم, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫, হাদীস নং ৭৩ ও মুসলিম, باب فضل من يقوم, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮, হাদীস নং ৮১৫

সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়া হবে। শুধুমাত্র সে শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ পাবে না।'

আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে নিরন্তর প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বারোপ করে নবী করীম ﷺ অনেক বক্তব্য দিয়েছেন। ফুযায়েল ইবনে উবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন একটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন এভাবে,

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوْبَ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

'মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি, যে অন্যায় ও পাপ পরিহার করে এবং প্রকৃত মুজাহিদ হলো সে, যে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায়।'[৪২৭]

আল্লাহর বাণীর প্রচার বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ বলেন,

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

'সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে এদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।'[৪২৮]

কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম অব্যাহত রাখা মুমিনের প্রতি ওয়াজিব এবং এ বিষয়ের উপর বর্ণনা পূর্বক নবী ﷺ বলেন,

جَاهِدُوا الْكُفَّرَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ۔

'তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, জীবন ও মুখের সাহায্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তোল।'[৪২৯]

এখানে 'মুখের সাহায্যে জিহাদ' করার তাৎপর্য হলো কাফিরদের মাঝে ইসলামের প্রচার, তাদেরকে এর প্রতি আহ্বান, ইসলাম সম্পর্কে তাদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় অপনোদন এবং মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদ থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।'

তরবারির মাধ্যমে যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা 'জিহাদ অধ্যায়ে' উপস্থাপিত হয়েছে, যার কিছুটা এখানে তুলে ধরা হলো। এখানে আল্লাহ ও

---

৪২৭. আহমদ

৪২৮. সূরা আল ফুরকান ৫২

৪২৯. আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকিম

তাঁর রসূল ﷺ এর বক্তব্যের মাধ্যমেই উক্ত আলোচনা পরিস্ফুট করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়।'[৪৩০]

আলোচনার প্রেক্ষিতে রসূলের নিম্নোক্ত বাণীও তাৎপর্যপূর্ণ,

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা পৃথিবী ও পার্থিব সকল সম্পদের চেয়ে উত্তম।'[৪৩১]

জিহাদের চারটি শ্রেণী বর্ণনা করে আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু এরা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের নসীহত করে।'[৪৩২]

এ সূরার বিষয়বস্তু এত ব্যাপক এবং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এতই সুদূরপ্রসারী যে, এর মাঝে যেন সমগ্র কুরআনের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য ইমাম শাফেয়ী এ সূরার মর্যাদা ও তাৎপর্য বর্ণনা পূর্বক একটি চমৎকার উক্তি করেছেন। তাঁর উক্তিটি হলো,

لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّا هَٰذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ.

'আল্লাহ যদি সূরা আসর ছাড়া আর কোন সূরা নাযিল না করতেন, তবুও তা মানুষের জন্য যথেষ্ট হতো।'

---

৪৩০. সূরা আত তওবা ১১১

৪৩১. সহীহ বুখারী, باب الغدوة والروحة فى, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬, হাদীস নং ৯২

৪৩২. সূরা আল আসর

একজন মুসলমানরে উপর আরেকজন মুসলমানের অধিকার

এটা আমাদের বিশ্বাস যে, একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই কেউ কারো উপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ ও অপমান করবে না এবং সর্বোপরি তার ব্যক্তিগত গোপণীয়তায় হস্তক্ষেপ করবে না। এই ভ্রাতৃত্ববোধ এত প্রচণ্ড হতে হবে সে, একজন মুসলিম ভাইয়ের আহবানে সাথে সাথে সাড়া দিতে হবে, কোন পরামর্শ বা উপদেশ চাইলে অকাতরে তা দান করতে হবে, যখন শপথ করবে, তখন তার পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রাখবে, এক ভাই হাঁচি দিলে অন্যজন তার জবাব দিবে, সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করবে, একজন রোগগ্রস্ত হলে অন্যরা তার সেবায় এগিয়ে আসবে এবং এক ভাইয়ের মৃত্যু হলে অপরজন তাকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করবে।

অবৈধ রক্তপাতের ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাতকারীর উপর ইহলোক ও পরলোকে তাঁর ক্রোধ ও অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর এ বাণী প্রণিধানযোগ্য,

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا○

'কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখনে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।'[৪৩৩]

আল্লাহ স্বেচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায়বিচার হিসেবে 'কিসাস' নির্ধারণ করেছেন। এ ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ড যেন না ঘটে, নিহত ব্যক্তির আপনজন যেন হৃদয়ে শান্তি পায় এবং সর্বোপরি সমাজ যাতে এ জাতীয় নিকৃষ্ট পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে, সেজন্য তিনি 'কিসাসের' এ বিধান অবধারিত করে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত তাঁর ঘোষণাটি নিম্নরূপ ঃ

---

৪৩৩. সূরা আন নিসা ৯৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ـ

'হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে।'[৪৩৪] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।'[৪৩৫]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝

'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।'[৪৩৬]

রসূল ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেন,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ـ

'তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, ১. জীবনের বিনিময়ে জীবন। ২. বিবাহিতের ব্যভিচার। ৩. জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীন ত্যাগ করা।'[৪৩৭]

রসূল ﷺ রক্তপাতকে সাংঘাতিক অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন,

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ـ

---

৪৩৪. সূরা আল বাকারা ১৭৮
৪৩৫. সূরা আল বাকারা ১৭৯
৪৩৬. সূরা আল ইসরা ৩৩
৪৩৭. সহীহ বুখারী, با قول الله تعالى : ان, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫, হাদীস নং ৬৮৭৮ ও মুসলিম

'অবৈধভাবে রক্তপাত না করা পর্যন্ত একজন মুমিন দ্বীনের গণ্ডীর মধ্যে থাকে।'[৪৩৮] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

'সবচেয়ে ধবংসাত্মক কাজ, যাতে জড়িয়ে পড়লে মানুষের আর ফিরে আসার পথ থাকে না, তা হলো বৈধ পথ পরিহার করে অন্যায়ভবে রক্ত প্রবাহিত করা।'[৪৩৯]

হযরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন,

إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

'যখন দুজন মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং সে সশস্ত্র সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত দুজনই জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। বর্ণনাকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল! ঘাতকের দোযখে যাওয়ার ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন শাস্তি পাবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নিশ্চয়ই নিহত ব্যক্তিও তার প্রতিপক্ষকে হত্যার জন্য লালায়িত ছিল।'[৪৪০]

মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জতের প্রতি সম্মান দেখনোর জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহর পবিত্র ভূমিতে যিলহজ্জ মাসে আরাফার ময়দানের পবিত্রতার সাথে এর তুলনা করে তিনি বলেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ

---

৪৩৮. সহীহ বুখারী, বাব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২, হাদীস নং ৬৮৬২

৪৩৯. সহীহ বুখারী, বাব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২, হাদীস নং ৬৮৬৩

৪৪০. সহীহ বুখারী, বাবা আওয়ালু তাইফাতিন মিন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫, হাদীস নং ৩১ ও মুসলিম

رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

'এ পবিত্র ভূমিতে মহান মাসের চমৎকার এ দিনে যেমনভাবে তোমাদের জান, মাল ও ইজ্জত ক্ষতিগ্রস্ত করা অপরের জন্য হারাম, ঠিক তেমনিভাবে সকল সময় একজন মুমিনের খুন, সম্পদ ও সম্মানের কোন ক্ষতি সাধন করা অপর মুমিনের জন্য হারাম। অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফিরে যাবে। তিনি তখন তোমাদের কাজের হিসাব নিবেন। আমার তিরোধানের পর তোমরা যেন পুনরায় কাফির হয়ে যেও না বা পথভ্রষ্ট হয়ো না যে, একে অপরের ঘাড় মটকাবে।'[৪৪১]

মুসলমানের ইজ্জত ও সম্মানকে রসূল ﷺ সমধিক মর্যাদা দিয়েছেন। তাই কোন মুসলমানকে গালি-গালাজ করাকে ফিসক এবং হত্যা করাকে কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি প্রনিধানযোগ্য,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔

'মুসলমানকে গালি দেয়া ফিসক ও তাকে হত্যা করা কুফর।'[৪৪২]

কোন মুসলিম যদি তার ভাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত ইশারায়ও তরবারি উঁচিয়ে ধরে, তাহলে ফেরেশতা তার প্রতি লানত বর্ষণ করে। এ বিষয়ে রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ۔

'যে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে লৌহ নির্মিত তরবারির ভয় দেখায়। ফেরেশতারা তার প্রতি লানত বর্ষণ করে। সে তার আপন ভাই হলেও লানত তাকে গ্রাস করবে।'[৪৪৩]

হযরত আবু মূসা رضي الله عنه রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

---

৪৪১. সহীহ বুখারী, বাবু হুজ্জাতুল বিদায়, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭, হাদীস নং ৪৪০৬ ও মুসলিম

৪৪২. সহীহ বুখারী, باب خوف المؤمن من ان, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯, হাদীস নং ৪৮ ও মুসলিম

৪৪৩. সহীহ মুসলিম, باب النهى عن, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০২০, হাদীস নং ২৬১৬

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٍ، فَلْيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا، بِكَفِّهِ أَنْ لَا يُصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ۔

'যে ব্যক্তি মসজিদ বা বাজারের পাশ দিয়ে তীর নিয়ে হেঁটে যায়, তখন সে যেন তা ভালো করে ধরে রাখে অথবা তা কোষবদ্ধ করে রাখে, যাতে তা কোন মুসলমানের ক্ষতি করতে না পারে।'[888]

রসূল ﷺ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন যে, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম রক্তপাত সংক্রান্ত বিষয়ে ফয়সালা হবে। তাঁর উক্তিটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

'কিয়ামতের দিনে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তপাত বিষয়ে বিচার করা হবে।'[88৫]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে, কাউকে খারাপ নামে ডাকা, কারো সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করা, গোয়েন্দাগিরি ও পরনিন্দা ইত্যাদি গর্হিত কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

---

888. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

88৫. সহীহ মুসলিম, باب المجازاة, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০৪, হাদীস নং ১৬৭৮

'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম খুবই খারাপ। যারা তওবা না করে, তারাই জালিম।

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয়ের সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।'[৪৪৬]

একজন মুসলমানের উপর অপর এক মুসলমানের অধিকার বর্ণনায় রসূল ﷺ বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। একজন তাই অপরজনের উপর কোন অবিচার করবে না এবং তাকে কষ্টের মাঝে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ও তার অভাব দূর করবেন। যে ব্যক্তি অপর এক মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অসংখ্য বিপদ হতে হেফাজত করবেন। আর যে অপর এক মুসলিমের ব্যক্তিগত দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ্ও কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।'[৪৪৭]

---

৪৪৬. সূরা আল হুজরাত ১১-১২

৪৪৭. সহীহ বুখারী باب لايظلم المسلم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৮, হাদীস নং ২৪৪২ও মুসলিম

আলোচ্য হাদীসে অপর মুসলিম ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখা বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তা জনসম্মুখে প্রকাশ করবে না। তাকে ব্যক্তিগতভাবে তিরস্কার করবে।

হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ۔

'নবীজী আমাদের সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন। যে সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো হলো ঃ ১। জানাযায় হাজির হওয়া, ২। রোগীর সেবা করা, ৩। দাওয়াত কবুল করা, ৪। মজলুম মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা, ৫। সঠিক কসম খাওয়া বা শপথের পবিত্রতা রক্ষা করা, ৬। সালামের জওয়াব দেওয়া, ৭। কেউ হাঁচি দিলে তার প্রত্যুত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

যে সাতটি জিনিস নিষেধ করছেন, সেগুলো হলো ঃ ১। রূপার পাত্র, ২। স্বর্ণের আংটি, ৩। রেশমী বস্ত্র, ৪। মোটা রেশমী কাপড়, ৫। বিধর্মীদের টুপি, ৬। মখমল, ৭। বুটিতোলা রেশমী বস্ত্র পরিধান না করা।'[৪৪৮]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি উক্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'কোন বান্দা পৃথিবীতে অন্য কোন বান্দার দোষ গোপন করলে আল্লাহ্ও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'[৪৪৯]

তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ۔

---

৪৪৮. সহীহ বুখারী, باب الامر باتباع الجنائز, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১, হাদীস নং ১২৩৯

৪৪৯. সহীহ মুসলিম

'একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে। ১। সালামের উত্তর দেওয়া, ২। রোগীর সেবা করা, ৩। জানাযায় শরীক হওয়া, ৪। দাওয়াত কবুল করা, ৫। কেউ হাঁচি দিলে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।'[৪৫০]

একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস ইমাম মুসলিম এভাবে বর্ণনা করছেন, 'রসূল বলেন, একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, সেই ছয়টি জিনিস কি কি? তিনি বললেন, সেই ছয়টি জিনিস হলো, ১। যখন তোমার ভাইকে দেখবে, তাকে সালাম দিবে, ২। যখন তোমাকে কেউ আহ্বান করবে, তুমি তাতে সাড়া দিবে, ৩। যখন তোমার কাছে কেউ উপদেশ চাইবে, তুমি তাকে উপদেশ দিবে, ৪। যখন কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলবে, তখন তুমি তার জওয়াবে বলবে ইয়ারহামু কাল্লাহ, ৫। যখন সে রোগগ্রস্ত হয়, তখন তার সেবা করবে, ৬। যখন সে মারা যাবে, তখন তার জানাযায় শরীক হবে।'

হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ۔

'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক বা মজলুম। সাহবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল আমরা মজলুমকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করবে? তখন নবীজী বললেন, তার দুহাত ধরে ফেলবে এবং তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে।'[৪৫১]

হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি উক্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ۔

'একজন মুমিনের সাথে অপর মুমিনরে সম্পর্ক একটার পর একটা ইট দিয়ে গাঁথা শক্তিশালী ইমারতের মত। এ কথা বলার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকালেন।'[৪৫২]

---

৪৫০. সহীহ বুখারী, باب الامر باتباع الجنائز, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১, হাদীস নং ১২৪০, মুসলিম

৪৫১. সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৮, হাদীস নং ২৪৪৪ ও মুসলিম

৪৫২. সহীহ বুখারী, باب نصر المظلوم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯, হাদীস নং ২৪৪৬ ও মুসলিম

রসূল ﷺ সকল মুমিনকে একটি শরীরের সাথে তুলনা করেছেন। নুমান ইবনে বশীর رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে রসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার দিক থেকে মুমিনগণ একটি শরীরের মত। এর কোন একটি অংগ ব্যথা পেলে সমস্ত শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।'[৪৫৩]

যে সমস্ত অপছন্দনীয় আচরণ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, সেগুলোর প্রতি রসূল ﷺ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতের জোর তাগাদা দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

'তোমরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রাগারাগি এবং অসহযোগিতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিও না। তোমাদের একজনের দরদামের উপর আরেকজন দরদাম করো না। সকলেই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ভাই। কেউ যেন তার ভাইয়ের উপর জুলূম না করে, অপদস্থ না করে এবং তাকে যেন লাঞ্ছনা না দেয়। এখানেই আল্লাহভীরুতা কথাটি

---

৪৫৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب تراحم المؤمنين, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৯৯

উল্লেখ করার পর রসূল তিনবার তাঁর বুকের দিকে ইঙ্গিত করলো। কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে অপমান করার মাধ্যমে নিজের জীবনের সাথে একটা অসদাচরণ যুক্ত করে ফেলে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।'[৪৫৪]

রসূল ﷺ থেকে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔

'তোমরা কারো সম্পর্কে অনুমান ও ধারণা পোষণ করো না। কারণ, এভাবে ধারণা করা সবচেয়ে মিথ্যা কথার জন্ম দেয়। আর কারো বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি অথবা প্রতিযোগিতা, হিংসাবৃত্তি, রাগারাগি এবং অসহযোগিতা থেকে বিরত থাকো। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।'[৪৫৫]

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেন,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔

'কোন মুসলমানের জন্য এটা কখনো বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক কথা বলা বন্ধ রাখে। সাক্ষাত হলে তারা একে অন্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে আগে সালাম দেয়া শুরু করে।'[৪৫৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ বিষয়ে একটি মূল্যবান হাদীস বর্ণনা করেন। সেটি হলো,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا

৪৫৪. সহীহ মুসলিম, বাবু তাহরিমু যুলম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৮৬, হাদীস নং ২৫৬৪
৪৫৫. সহীহ মুসলিম, باب ما ينهى عن التحاسد, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯, হাদীস নং ৬০৬৪
৪৫৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب تحريم الهجر فوق, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৮৪, হাদীস নং ২৫৬০

رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَ فِيْ رِوَايَةٍ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِيْ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ فَيُغْفَرُ.

'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং এমন সব ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে না। তবে ঐ ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা হয় না, যে তার ভাইয়ের সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখে। অতঃপর কর্তব্যরত ফেরেশতাকে আদেশ করা হয় এদের প্রতি খেয়াল রাখ, যতক্ষণ না তারা নিজেদের সম্পর্ক সংশোধন করে নেয়। এভাবে তিনবার এ আদেশ উচ্চারিত হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয় এবং তার পাপসমূহ মার্জনা করা হয়।'[৪৫৭]

পরনিন্দা হারাম

আমরা বিশ্বাস করি যে, পরনিন্দা মহাপাপ। পরনিন্দা বলতে আমরা কোন ব্যক্তির অবর্তমানে তার বিরুদ্ধে তার অপছন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করা বুঝি যদিও ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে সে বিষয়গুলো সত্য। পরনিন্দা কথা, লেখা বা ইশারা-ইংগিতের মাধ্যমে হতে পারে। শরীয়তের বিশেষ কোন লক্ষ্যার্জনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ছাড়া কারো সম্পর্কে তার অপছন্দনীয় বিষয় আলোচনা বৈধ নয়। কাজেই জুলুম থেকে আত্মরক্ষা, কোন বিশেষ ইস্যুর সমাধান, কল্যাণ কামনা, খারাপ কাজের ব্যাপারে সতর্কীকরণ, অন্যায় ও অশ্লীলতা অপনোদনে সহযোগিতা কামনা এবং সর্বোপরি কারো পরিচিতি পেশ করার ক্ষেত্রে কারো ব্যাপারে তার অপছন্দনীয় বিষয় আলোচনা করা যায় এবং এক্ষেত্রে তাকে 'গীবত' বলা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ ○

---

৪৫৭. সহীহ মুসলিম, বাবুন নাহি আন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস নং ২৫৬৫

'তোমরা একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তা তোমরা ঘৃণা করবে।'[৪৫৮]

এ আয়াতে গীবতের ব্যাপারে চরম ঘৃণা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা মানব প্রবৃত্তির পক্ষে খুবই ঘৃণ্য কাজ। মানব মন সব সময়ই তা পরিহার করে চলে। তাহলে কিভাবে একজন মানুষ তার জ্ঞাতি ভাই বা দ্বীনী ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে? আর যদি সে ভাই মৃত হয়, তাহলে তার গোশ্‌ত খাওয়া তো সবচেয়ে বেশি ঘৃণার কাজ।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'গীবত' এর প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস চয়ন করছেন। সেটি হলো,

قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ۔

'রসূল জিজ্ঞেস করলেন, গীবত বলতে কি বুঝায় তা তোমরা জান? তাঁরা সমস্বরে উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূল নিজেই পরনিন্দার সংজ্ঞা দিয়ে বললেন, পরনিন্দা হলো তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন বিষয় আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করে না। তখন সাহবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, নবীজী! আমাদের ভাইয়ের ভেতর যদি সেই দোষটি থাকে, তাহলে কি তা গীবত হবে? তখন নবীজী আরো পরিষ্কার ভাবে বললেন, যদি সে আলোচিত বিষয়টি তোমরা ভাইয়ের ভেতর থাকে, তাহলে তা গীবত হবে। আর যদি তা না থাকে, তাহলে তা অপবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৪৫৯]

জুলুম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে তার অপছন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করার বৈধতা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَ كَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا○

---

৪৫৮. সূরা আল হুজরাত ১২

৪৫৯. সহীহ মুসলিম, বাবু তাহরিমুল গীবাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০০১, হাদীস নং ২৫৮৯

'আল্লাহ্ কারো ব্যাপারে কোন মন্দ বিষয় ব্যক্ত করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হলে তা অন্য কথা। তিনি সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।'[৪৬০]

এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, কেউ জুলুম করলে মজলুম ব্যক্তি জালিমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে পারবে। এমতাবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করাও বৈধ। আর যদি মজলুম জালিমকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে তো তা সবচেয়ে ভালো এবং তাকওয়ার বিবেচনায়ও তা উত্তম। কোন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে তার অপছন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করার বৈধতা বর্ণনা করে মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ.

'হিন্দা বিনতে উতবা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি। আমার ও আমার ছেলের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তিনি দেন না। তবে তাঁর অজ্ঞাতেই কিছু কিছু জিনিস নিয়ে নিই। তখন নবীজী বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা ন্যায়সংগতভাবে গ্রহণ কর।'[৪৬১]

এখানে রসূলের সামনে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে হিন্দার উক্তি 'আবু সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি' দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, কোন সমস্যার সমাধানের জন্য কারো বিরুদ্ধে তার অপছন্দনীয় কথা বলা বৈধ। ফাসাদ ও প্রকাশ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে যে তার অপছন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করা যায় এবং এটা যে তার প্রতি নসীহত বা কল্যাণ কামনা হিসেবে বিবেচিত হয়, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন,

---

৪৬০. সূরা আন নিসা ১৪৮

৪৬১. সহীহ বুখারী, باب اذا لم ينفق الرجل, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, হাদীস নং ৫৩৬৪

اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ؟ قَالَ: أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

'একদা এক ব্যক্তি রসূলের কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে আসার অনুমতি দিয়ে বললেন, সে খুব খারাপ বংশের সন্তান। সে ব্যক্তির আগমনের পর রসূল তার সাথে অত্যন্ত নরম সুরে কথা বললে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! একটু আগে আপনি তার সম্পর্কে এক ধরনের মন্তব্য করেছেন, আর এখন তার সাথে এমন নম্রভাবে কথা বলছেন, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন। তখন নবীজী বললেন, হ্যাঁ আয়েশা! সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই যার খারাপ ব্যবহার থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে এবং তার থেকে দূরে থাকে।'[৪৬২]

কোন কোন পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি হলেন উয়াইনা ইবনে হাসান আল ফাযারী। যখন তিনি রসূল ﷺ এর কাছে আসেন, তখন তিনি মুসলমান ছিলেন না, যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই নবী করীম ﷺ সকলের সামনে তার অবস্থা তুলে ধরার জন্য তার সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন যাতে তার ব্যাপারে অপরিচিত লোকেরা অজ্ঞতাবশত ধোকা না খায়। বস্তুত এই ব্যক্তির ঈমানের দুর্বলতা রসূল ﷺ এর যুগে এবং তাঁর অব্যবহিত পরে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং এক পর্যায়ে সে অন্যান্য ধর্মত্যাগীদের সাথে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সামনে বন্দী অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়। তখন স্পষ্টভাবে এটা বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে রসূল ﷺ যে উক্তি করেছিলেন, 'সে খুব খারাপ গোত্রের সন্তান' এর মাধ্যমে নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, রসূল ﷺ এর বর্ণনা হুবহু বাস্তবে রূপ লাভ করেছিল। আর ঐ ব্যক্তির সাথে তাঁর নম্র ব্যবহারের কারণ ছিল তাকে এবং তার মত যারা ইসলাম কবুলের ব্যাপারে ইচ্ছা

৪৬২. সহীহ বুখারী, باب ما يجوز من اغتياب, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭, হাদীস নং ৬০৫৪

প্রকাশ করেছিল, সবাইকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে নিয়ে আসা। তিনি কখনো ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করেননি। ব্যাপারটা এমনও না যে, তিনি তার সামনে বা অগোচরে তার প্রশংসা বা নিন্দা করেছেন। বরং পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে তিনি তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছেন।

নসীহত ও কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে যে গীবত করা বৈধ ও বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে রসূল ﷺ এর একটি ব্যাপকার্থবোধক হাদীস উল্লেখ করা যায়। সেটি হলো,

الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا: لِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: لِلّٰهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَامَّتِهِمْ، أَوْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ.

'দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা । আমরা বললাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা যে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সর্বোপরি সকল মানুষের জন্য।'[৪৬৩]

অন্যায়, অত্যাচার এবং অসত্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কারো ব্যাপারে তার অপছন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করা উচিত এবং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কিত সকল দলিল-প্রমাণ এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। এখানে আল্লাহর উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহবান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম।'[৪৬৪]

অত্যাচারী নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে রসূলের উক্তি,

فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

৪৬৩. সুনানে নাসায়ী, বাবু আননাছিহাতু লিলইমাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ৪১৯৯

৪৬৪. সূরা আলে ইমরান ১০৪

'যে অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করবে, সে মুমিন, যে জিহবা দিয়ে জিহাদ করবে, সেও মুমিন, আর যে হৃদয় দিয়ে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপরের স্তরে শস্যের দানার পরিমাণও কোন ঈমান থাকবে না।'[৪৬৫]

কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্য না নিয়ে তার সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করতে বা কোন স্বাতন্ত্র্য বুঝাতে কারো ব্যাপারে যদি তার অপছন্দনীয় মন্তব্য করা হয়, তাহলে তাকে অবৈধ বলা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীস হতে এ কথার প্রমাণ পেশ করা যায়। তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ قَالُوا: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

'একদা রসূল আমাদের সাথে দুরাকাত যোহরের নামায পড়লেন, সালাম ফিরিয়ে মসজিদের সামনে একটি কাঠের পাশে দাঁড়িয়ে তার উপরে হাত রাখলেন। সেদিন সেই জামায়াতে আবু বকর ও উমর উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজনও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে সাহস পেলেন না। লোকজন তখন খুব দ্রুত বেরিয়ে এসে বলাবলি করতে লাগলো, নামায কম করা হয়েছে। লোকজনের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন,

৪৬৫. সহীহ মুসলিম, باب بيان كون النهى, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯

যাকে রসূল ﷺ 'দুহাত বিশিষ্ট মানব' (যুল ইয়াদায়ন) বলে ডাকতেন। তিনি নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি ভুল করে দুরাকাত নামায পড়লেন, নাকি নামায কম হয়ে গেলো? রসূল ﷺ তখন উত্তর দিলেন, আমি ভুলিনি আবার কমও করা হয়নি। সমবেত লোকজন তখন বললেন, বরং আপনি ভুল করেই দুরাকাত নামায পড়েছেন। তখন রসূল ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন সত্য কথাই বলেছে। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে ভুলের সিজদা করলেন।'[৪৬৬]

এখানে এ কথার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূল ﷺ এই ব্যক্তিকে 'যুল ইয়াদায়ন' বলে ডাকতেন নিছক কোন কিছুর বর্ণনা দিতে এবং স্বাতন্ত্র্য পেশ করতে। এমনভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা বৈধ। কিন্তু যদি কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্যে এমন করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। এ কারণেই একদা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর কাছে জনৈক মহিলা আসার পর তিনি তাকে 'বেঁটে মেয়ে' বলে ইশারা করতেই রসূল ﷺ তার প্রতিবাদ করে বললেন, এটা নিছক গীবত করা হল। কেননা, এ কথার মাধ্যমে ভদ্র মহিলার বিশেষ দোষ প্রকাশ করা হলো, এটা দ্বারা শুধু তার পরিচিতি উল্লেখ করা উদ্দেশ্য ছিল না।

ইমাম নব্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, গীবত বা পরনিন্দা হলো কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা বা এমন মন্তব্য করা, যা সে অপছন্দ করে। আর অপবাদ বা তুহমাত হলো, তার সামনে বেহুদা ও মিথ্যা কথা বলা। পরনিন্দা ও অপবাদ এ দুটোই নিষিদ্ধ। তবে শরীয়ত সমর্থিত কোন উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ। এ ভাবে নিম্নে বর্ণিত ছয়টি ক্ষেত্রে গীবতের বৈধতা রয়েছে ঃ

এক. জুলুম থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে। মজলুম ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ যে, সে শাসক, বিচারক বা জালিমের বিচার করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির কাছে বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে কারো বিরুদ্ধে তার অপছন্দনীয় মন্তব্য করতে পারে। এমনকি সে এমনও উক্তি করতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি জুলুম করেছে বা আমাকে কটু কথা বলেছে।

৪৬৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

দুই. অন্যায় ও অসত্যের পরিবর্তনের জন্যে সাহায্য কামনা এবং অপরাধীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য গীবত করা জায়েয। সুতরাং সে বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তাকে ধমক দিন।

তিন. ফতোয়া চাওয়ার সময় গীবত করা যায়। মজলুম তাই মুফতীকে বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি বা আমার বাবা, ভাই, স্বামী আমার প্রতি এই জুলুম করেছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? কিভাবে আমি এ জুলুম থেকে মুক্তি পেতে পারি? তবে এসব ক্ষেত্রে উত্তম হলো অভিযোগ এ ভাষায় পেশ করা যে, অমুক ব্যক্তি, বা আমার স্বামী, বাবা, ভাই বা সন্তান যদি আমার সাথে এমন ব্যবহার করে, তবে সেক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? তবে এখানে নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তির নামেও অভিযোগ পেশ করা যেতে পারে। হিন্দা বর্ণিত হাদীসে হিন্দার উক্তি, 'আবু সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি' এ থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে গীবত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

চার. মুসলমানদেরকে অনিষ্টতা থেকে হেফাজতের জন্য সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত করা যায়। এ মূলনীতির বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে,

ক. বর্ণনাকারী, সাক্ষী ও লেখকদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। বরং কোন কোন সময় শরীয়ত রক্ষার জন্য ওয়াজিব।

খ. পরামর্শ সভায় কারো দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা।

গ. যদি কেউ অজ্ঞতাবশত ক্রটিযুক্ত মাল ক্রয় করে অথবা চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপ, দাস ক্রয় করতে উদ্যত হয়। তখন কোন রকম ফিত্না-ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্য না নিয়ে কেবল উপদেশ স্বরূপ ঐ মাল বা দাসের দোষ ক্রটি বর্ণনা করা যায়।

ঘ. যখন কেউ ফাসিক বা বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির কাছে ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে গমন করে এবং যদি তার ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে কেবল কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে তাকে প্রকৃত অবস্থা খুলে বলতে পারে।

ঙ. কারো উপর অর্পিত দায়িত্ব যদি সে অযোগ্যতা ও ফিস্ক এর কারণে পালন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার সম্পর্কে এমন সব কথা বলা বৈধ, যা প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত করে এবং যা তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে।

পাঁচ. যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফিস্‌ক বা বিদআতের প্রচার করে, যেমন- মদ্যপান, মানুষের ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও অসৎ কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করা। এমন ব্যক্তি যে সব কাজের ব্যাপারে ঘোষণা দেয়, সে সব ব্যাপারে আলোচনা করা বৈধ, তবে অন্য কোন কারণে তার ক্ষতির উদ্দেশ্য নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ নয়।

ছয়. কারো পরিচিত পেশ করার সময় গীবত জাতীয় কথাবার্তা বলা বৈধ। যদি কোন ব্যক্তির বিশেষ উপাধি সর্বমহলে পরিচিতি পায়, যেমন- কানা, খোঁড়া, ঘোলাটে চোখ, বেঁটে, কানকাটা ইত্যাদি, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে এসব উপাধি যুক্ত করে আহবান করা বৈধ। তবে যদি তাকে খাটো করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এসব নামে ডাকা প্রকাশ্যে হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি এ সব উপাধি পরিহার করে অন্য কোন নামে ডাকা সম্ভব হয়, তাহলে সেটাই উত্তম।

অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক

আমরা বিশ্বাস করি যে, সততা ও ন্যায় বিচারই হলো শান্তিতে সহাবস্থানকারী বা সন্ধিতে আবদ্ধ অমুসলমানদের সাথে সম্পর্কের মূলভিত্তি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۝

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।'[৪৬৭]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যেসব মুসলমানের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান অথবা যাদের সাথে শান্তিচুক্তি করা হয়েছে, তাদের সাথে

---

৪৬৭. সূরা আল মুমতাহিনা ৮

আচার-ব্যবহারের মূলভিত্তি হলো ন্যায় বিচার ও সততা। আর যাদেরকে বিশেষ অঙ্গীকারসহ যিম্মি করে রাখা হয়েছে, তাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'মনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন যিম্মির উপর জুলুম করবে, তার সম্মানহানি করবে, তাকে সাধ্যাতীত কষ্টে নিক্ষেপ করবে অথবা তার সম্মতির বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি নিজেই যিম্মির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হবো।'[৪৬৮]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ـ

'যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করে, সে কখনো জান্নাতের গন্ধ পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরের রাস্তা থেকেও পাওয়া যায়।'[৪৬৯]

মুসলিম সমাজে পরামর্শের বাধ্যবাধকতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, পরামর্শ যে কোন একতা বা সংঘের কর্মপদ্ধতি, শাসনকার্য পরিচালনার ভিত্তি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পন্থা। শরীয়ী নেতৃত্বের পরিমণ্ডলে পরামর্শের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর তাৎপর্য কুরআন হাদীসের দলিল দ্বারা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, তা গ্রহণ বা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দাবী রাখে।

আল্লাহ এ ব্যাপারে নবীকে আদেশ করেছেন অথচ তিনি নিষ্পাপ এবং তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাদেশ দ্বারা সত্যায়িত। এতদসত্ত্বেও তাঁকে পরামর্শের

---

৪৬৮. আবু দাউদ, باب فى تعشير اهل الذمة, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং ৩০৫২ ও বায়হাকী
৪৬৯. সহীহ বুখারী, باب اثم من قتل ذميا, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২, হাদীস নং ৬৯১৪

আদেশ এ কারণে দেয়া হয়েছে, যাতে তার পরবর্তীকালের মুসলমানরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করে। আল্লাহ্ বলেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

'সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। তুমি কোন সংকল্প বা পরিকল্পনা করলে তাতে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে। যারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।'[৪৭০]

পরামর্শের বিষয়টিকে মুসলিম জাতি বা গোষ্ঠীর আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহ্র উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَ أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

'যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কার্য সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[৪৭১]

এমনকি পরামর্শের বিধান পরিবার পরিচালনায় শিশুকে দুধপান করানো ও দুধপান বন্ধ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। আল্লাহ্ বলেন,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

'কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কোন অপরাধ নেই।'[৪৭২]

আল্লাহ্ আরো বলেন, وَ أْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ

'এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে।'[৪৭৩]

---

৪৭০. সূরা আলে ইমরান ১৫৯
৪৭১. সূরা আশ শূরা ৩৮
৪৭২. সূরা আল বাকারা ২৩৩
৪৭৩. সূরা আত তালাক ৬

রসূল ﷺ নিজেই এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেননি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشْوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ۔

'আমি নবী করীম ﷺ এর চেয়ে বেশি আর কাউকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতে দেখিনি।'[৪৭৪]

বিশিষ্ট চার খলিফাও এ নীতির অনুসরণ করেছেন। ইমাম বায়হাকী মাইমুন ইবনে মিহরান থেকে বর্ণনা করে বলেন,

كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ سُنَّةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ فان اعياه ذَلِكَ دَعَا رُؤُوس الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ وَاسْتَشَارَهُمْ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ۔

'যখন আবু বকরের সামনে কোন সমস্যার উদয় হতো, তখন তিনি আল কুরআনে তার সমাধান খুঁজতেন। যদি সেখানে তিনি ফয়সালার কোন দিক নির্দেশনা পেতেন, সেই অনুযায়ী সমস্যাটির সমাধান করতেন। আর যদি এর সমাধান তিনি সুন্নাহর মধ্যে খুঁজে পেতেন, তখন সুন্নাহ অনুসারেই ফয়সালা করতেন। আর যদি সুন্নাহর মধ্যে তিনি তার সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হতেন, তখন বেরিয়ে পড়তেন এবং মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এরপরও বিফল হলে তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আহবান করে পরামর্শ সভার আয়োজন করতেন। উমর ইবনে খাত্তাব ও এমনভাবে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতেন।'

---

৪৭৪. আহমদ ও ইবনে মাজাহ

ইমাম বুখারী হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ۔

'মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কেউ যদি কারো কাছে বায়আত গ্রহণ করে, তাহলে সে বায়আত গৃহীত হবে না এবং সে যে বিষয়ে বায়আত করলো, তাও ধর্তব্য হবে না। আর ফলস্বরূপ দুজনকেই হত্যা করতে হবে।' যেহেতু এমন কাজ দুব্যক্তির পক্ষ থেকেই প্রতারণা ও আত্মম্ভরিতার ফলশ্রুতি, তাই এর ফয়সালা হিসেবে উভয়ের মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে।[৪৭৫]

ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত সহীহ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুবাহ বিষয়ে মুসলিম জ্ঞানী গুণীদের সাথে পরামর্শ করতেন যাতে সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর বিকল্পটি গ্রহণ করা যায়। কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পেলে তারা অন্য কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কুরআন বিশেষজ্ঞগণ হযরত উমরের পরামর্শ সভার সদস্য দিলেন, এ ব্যাপারে বৃদ্ধ ও যুবক নির্বিশেষে সবাই তার সদস্য পদ লাভ করতে পারতেন। তিনি সর্বদা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর কিতাব শীর্ষে ধরে রাখতেন।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ

আমরা বিশ্বাস করি, যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ইসলামের মহান নিদর্শনের অন্যতম। দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার মর্যাদা রক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা। মানুষের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও সামর্থ অনুযায়ী তার উপর সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ বিষয়ক নির্দেশ ওয়াজিব হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

---

৪৭৫. সহীহ বুখারী, باب رجم الحبلى من الزنا, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮

'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।'[৪৭৬]

এ আয়াতে যদিও একটি দলের উপর এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তবুও প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এ কাজ ওয়াজিব। আল্লাহ্ এ বিষয়ে অন্যত্র বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۝

'তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর সাথে সাথে তোমরা আল্লাহ্র উপরও ঈমান রাখবে।'[৪৭৭]

এ আয়াতে যে আদেশ ধ্বনিত হয়েছে, তা সমস্ত উম্মত ও সমস্ত যুগের জন্য প্রযোজ্য। সবচেয়ে উত্তম যুগ সেটা, যখন আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর সে যুগ সবচেয়ে উত্তম হয়েছে এ কারণে যে, তখনকার মুসলমানরা সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের ব্যাপারে সবচেয়ে অটুট ও অবিচল ছিলেন। এ জন্যই তারা সর্বোত্তম জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। এ যুগের মানুষ সকল মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকামী। তাদের কল্যাণ কামনার ধারা এতই সুদূরপ্রসারী যে, ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা মানুষকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণনা করছেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে যে শৈথিল্য দেখাবে এবং তা পালন হতে যে বিরত থাকবে, নবী-রসূলগণ তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন। আল্লাহ্র বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

---

৪৭৬. সূরা আলে ইমরান ১০৪

৪৭৭. সূরা আলে ইমরান ১১০

'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মারয়াম তনয় ঈসার মুখে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমালংঘন করতো, মন্দ কাজ হতে তারা একে অন্যকে বিরত রাখতো না; বরং নিজেরাই এসব অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হতো। তারা কতই না বাজে কাজ করত।'[৪৭৮]

রসূল ﷺ বলেছেন যে, এ সংক্রান্ত আদেশ বান্দার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ধার্য করা হবে। তিনি বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

'তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় প্রত্যক্ষ করে, তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুখ দিয়ে যেন তা পরিবর্তনের চেষ্টা চালায়। এ ভাবেও যদি সে অক্ষম হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে সেই অন্যায় কাজ ঘৃণা করবে এবং এটাই হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা'।[৪৭৯]

রসূল ﷺ আরো বর্ণনা করেন যে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জরুরী এবং এক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ প্রতিপালনের নিরন্তর চেষ্টার মধ্যেই নির্ভেজাল ঈমানের উপস্থিত অনুধাবন করা যায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে কম প্রচেষ্টা হয়, 'অন্তর দ্বারা অন্যায়কে ঘৃণ্য করার' মাধ্যমে এবং এরপর ঈমানের আর কোন চিহ্ন থাকে না, একবিন্দু শস্যকণার ন্যায়ও ঈমান বেঁচে থাকে না। রসূলের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ

---

৪৭৮. সূরা আল মায়িদা ৭৮, ৭৯

৪৭৯. সহীহ মুসলিম, باب بيان كون النهى, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৪৯

جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

'আমার পূর্বে যত নবী-রসূল পাঠানো হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সাথে তাঁদের সহযোদ্ধা ও সংগী-সাথী ছিল। এরা রসূলের আদর্শের অনুসারী ছিল এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতো। এরপর এমন সব প্রতিনিধি বের হলো, যারা এমন কথা বলতো যা তারা করতো না এবং এমন কাজ তারা করতো, যে ব্যাপারে তাদেরকে কোন আদেশ দেওয়া হয়নি। এদের মধ্যে যারা হাত দিয়ে জিহাদ করেছে, তারা মুমিন, আর যারা মুখ দিয়ে জিহাদ করেছে, তারাও মুমিন। এমনকি যারা অন্তর দিয়ে জিহাদ করেছে, তারাও মুমিন। এরপর আর কোন অবস্থায় শস্যের দানার ন্যায় ও ঈমান অবশিষ্ট থাকবে না।'[৪৮০]

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের পথ যেহেতু কণ্টকাকীর্ণ, তাই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে এ পথে চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্বীয় পুত্রের প্রতি লোকমানের উপদেশ বর্ণনা করে বলেন,

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ

'হে বৎস! নামায কায়েম কর। সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাক। এ পথে যত বাধা-বিপত্তি আসুক, ধৈর্য অবলম্বন কর। এটা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ।'[৪৮১]

আল্লাহ্ অন্য একটি বক্তব্য এখানে সমধিক উল্লেখযোগ্য,

وَ الْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ

'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সেই সব লোক ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।'[৪৮২]

---

৪৮০. সহীহ মুসলিম

৪৮১. সূরা আল লুকমান ১৭

এ আয়াতে সত্যের উপদেশ দানের অব্যবহিত পরেই ধৈর্যের উপদেশ দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সত্যের ব্যাপারে পারস্পরিক উপদেশ দানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় বিপদ-বাধা এসেই থাকে।

জ্ঞান অন্বেষণকারীর শ্রেণীবিভাগ

আমরা বিশ্বাস করি জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

এক. সাধারণ মানুষ

সঠিক অর্থে এদের কোন মাযহাব থাকে না। একজন সাধারণ মানুষ যার কাছ্ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করে, তার মাযহাবই ঐ সাধারণ মানুষের মাযহাব হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে শর্ত হলো ফতোয়াদানকারীকে অবশ্যই পরিচিত আলেম ও দ্বীনের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে এবং পূর্ববর্তী ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইমামদের অনুসারী হতে হবে। যদি এ ধরনের লোকের কাছে মুজতাহিদবৃন্দের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া আসে, তাহলে এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে, যিনি এ ফতোয়াসমূহের মধ্য থেকে কোন একটির প্রাধান্য নির্দেশ করতে পারেন। এমতাবস্থায় সবচেয়ে জ্ঞানী ও মুত্তাকী ব্যক্তির মতামতও গ্রহণ করা যেতে পারে। গতানুগতিক নিয়ম ও প্রচলিত ধারা অনুযায়ী বিষয়টি এভাবে সমাধান করা যায়।

দুই. ছাত্র-ছাত্রী

এ শ্রেণীর বিদ্যার্জনকারীকে সর্বজনস্বীকৃত দ্বীনী মযহাবের যে কোন একটি মযহাব সম্পর্কে পুঃখানুপুঃখভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দ্বীনী মযহাবগুলোর মধ্যে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে যে মযহাবটি অসংখ্য জ্ঞাণী গুণী কর্তৃক অনুসৃত ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত, সেইটিকে গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানান্বেষণে এমন অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করতে হবে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই ইজতিহাদের সাহায্যে শরীয়তের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

---

৪৮২. সূরা আল আসর

তিন. বিদ্বান বা আলেম

বিদ্বান বা আলেম বলতে আমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে বুঝি যাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং দলীল প্রমাণ ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সক্ষম। বিদ্বান ব্যক্তির কর্তব্য হলো উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য তৎক্ষণাত শরয়ী দলীল প্রমাণের শরণাপন্ন হবেন। কোন মাসয়ালা বা সমস্যার ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে অন্য কারো অন্ধ আনুগত্য একজন আলেমের পক্ষে শোভনীয় নয়। আল্লাহ বলেন,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

'যদি তোমাদের কোন বিষয় জানা না থাকে, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।'[৪৮৩] এ আয়াতে অজ্ঞদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা জ্ঞানীদেরকে অজানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। তিনি অন্যত্র বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য বন্ধুদেরকে মেনে চলো না। আর তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।'[৪৮৪]

এ আয়াত থেকে জ্ঞানীগণ শরীয়তের দলিল প্রমাণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য তাকলীদ নাকচ করে দিয়েছেন।

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন,

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

---

৪৮৩. সূরা আন নাহল ৪৩

৪৮৪. সূরা আল আরাফ ৩

'আমরা এক সফরে বের হলাম। পথিমধ্যে আমাদের এক সফর সংগীর মাথায় পাথরের আঘাত লাগলো এবং ঐ রাতে তাঁর স্বপ্নদোষ হলো। সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি এখন তায়াম্মুম করতে পারবো? তারা উত্তরে বললো, তুমি যেহেতু পানি ব্যবহার করতে সক্ষম, তাই তোমার তায়াম্মুম করা ঠিক হবে না। এরপর সে গোসল করলো এবং গোসলের সাথে সাথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। এরপর আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম এবং তাঁকে এ ঘটনা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, মরহুম ব্যক্তির বন্ধুরাই তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহও তাদেরকে ধ্বংস করবেন, তারা যখন এ মাসয়ালা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানতো না, তখন তারা জিজ্ঞেস করতে পারতো! অজ্ঞতা ও অক্ষমতার ঔষধ তো প্রশ্ন করা।'[৪৮৫]

যে সমস্ত ইজতিহাদী মাসয়ালার ব্যাপারে মত পার্থক্য দোষণীয় নয় বরং ঐক্যমত দোষণীয়

আমরা বিশ্বাস করি, যে সমস্ত ইজতিহাদী মাসয়ালার ব্যাপারে কুরআন, হাদীস বা ইজমার উৎস থেকে কোন অকাট্য দলীল পাওয়া যায় না, সেগুলোর ব্যাপারে বিশ্লেষক দলকে দ্বীনের বন্ধু বা শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না এবং সমস্ত মাসয়ালার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণকারীকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। সাথে সাথে দ্বীনের ব্যাপারে তার বিশ্বস্ততাও ততক্ষণ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না, যতক্ষণ সে স্বচ্ছ ইজতিহাদ ও বৈধ তাকলীদের উপর অটল থাকে। এ সমস্ত বিষয়ে মত পার্থক্যের কারণে মুসলমানদের মাঝে খামাখা অসংখ্য দল সৃষ্টি করা বৈধ নয়। তবে সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়ার উদ্দেশে এ ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনার পথে কোন বাধা থাকার কথা নয়। শুধু এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে এ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা, শত্রুতা, ভেদাভেদ ও অন্ধ অনুকরণে উদ্দীপিত না করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ۝

৪৮৫. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম

'তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং তা এ জন্য যে, তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'[৪৮৬]

এ আয়াতের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে একটি ঐতিহাসিক সত্য সামনে চলে আসে। তাহলো কিছু মুহাজির অপর মুহাজিরদেরকে এই মর্মে খেজুর গাছ কাটতে নিষেধ করেছিলেন যে, তা মুসলমানদের জন্য গণীমতের সম্পদ। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরআন উভয় দলের সত্যতা ঘোষণা করে। ফলে যারা গাছ কাটতে নিষেধ করেছিলেন এবং যারা তা বৈধ মনে করেছিলেন, এ উভয় দল যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কুরআন সেই কথার স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, উভয় দলই আল্লাহর আদেশের সীমার মধ্যে অবস্থান করছে। এমনিভাবে সকল ইজতিহাদী মাসয়ালার ব্যাপারে এ কথাই সত্য যে, মুজতাহিদ যদি ভুলও করে তাতে তার কোন পাপ নেই।

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

'যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক ফয়সালা দেয়, তখন তার দ্বিগুণ পুরস্কার অর্জিত হয়। আর যদি সে ইজতিহাদে কোন ভুল করে, তখন তার একগুণ পুণ্য অর্জিত হয়।'[৪৮৭]

রসূল ﷺ এর আর একটি হাদীস থেকে এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বনী কুরাইযায় না গিয়ে আসরের নামায পড়োনা'-তাঁর এ উক্তির মধ্যে নিষেধাজ্ঞার অনুধাবনে মত পার্থক্যের কারণে তিনি মতবিরোধকারী কোনো সাহাবীকে দোষারোপ করেননি।

---

৪৮৬. সূরা আল হাশর ৫

৪৮৭. সহীহ বুখারী, باب اجر الحاكم اذا, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০৮, হাদীস নং ৭৩৫২ ও সহীহ মুসলিম, باب بيان اجر الحاكم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের ভিত্তি

ইসলামের ভিত্তি

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল, ২। সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. রমজান মাসে রোজা রাখা, এবং ৫. হজ্জ করা।

রসূল ﷺ বলেছেন

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল- এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, নামাজ কায়েম করা। তৃতীয়ত, যাকাত আদায় করা। চতুর্থত, হজ্জ করা। পঞ্চমত, রমজান মাসে রোজা রাখা।'[৪৮৮]

ইমাম বুখারী অবশ্য এ হাদীসের জন্য একটি বিশেষ শিরোনাম ও অধ্যায় ব্যবহার করেছেন। সেটা হলো, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত-শীর্ষক রসূলের উক্তি বিষয়ক অধ্যায়'। সমস্ত মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে ইসলামের ভিত্তি মূলত পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই বিষয়টি দ্বীনের অতীব প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

---

৪৮৮. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ১ম খণ্ড, পৃ. ১১, হাদীস নং ৮ ও সহীহ মুসলিম, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫, হাদীস নং ১৬

দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া

আমরা আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদের রিসালাত-এ দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করি। আল্লাহ নিজেই তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সকল ফেরেশতা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এখানে আল্লাহর এ বাণী প্রণিধানযোগ্য,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও আল্লাহর ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪৮৯]

আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর অনুসারী উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা অকাট্যভাবে এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং এ বিশ্বাসের সাথে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় মিশ্রিত না হয়। তাঁর বক্তব্য হলো,

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

'জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।'[৪৯০]

ইলাহ বা উপাস্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদের অনুসরণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং ভীতি ও ভক্তি সহকারে কেবল একত্ববাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বাণী হলো,

وَ قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝

'আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুইজন উপাস্য গ্রহণ করো না। উপাস্য তো কেবল একজন, অতএব কেবল আমাকেই ভয় কর।'[৪৯১]

---

৪৮৯. সূরা আলে ইমরান ১৮

৪৯০. সূরা মুহাম্মদ ১৯

যারা ত্রিত্ববাদের অনুসারী তাদেরকে তিনি 'কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাওহীদের বাস্তবতা অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ

'যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই-যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।'[৪৯২]

সেই মহান সত্ত্বা তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর একটা বাস্তবতা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সৃষ্টিজগতে অসংখ্য ইলাহ থাকলে সমস্ত আসমান-জমিনে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

'আসমান-জমিনে আল্লাহ ছাড়া যদি আর কোন উপাস্য থাকতো, তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত। এক আল্লাহর ব্যাপারে তারা যে সমস্ত উক্তি করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ পরম পবিত্র।'[৪৯৩]

এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, অসংখ্য ইলাহ থাকলে গোটা সৃষ্টি জগতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কেননা, প্রত্যেক ইলাহ তার সৃষ্টির উপর প্রভাব খাটাতেন এবং অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতেন। আসমান-জমিনে এ ধরনের ব্যবস্থা খুবই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। আল্লাহ নিজেকে এ বিষয়ে পূত পবিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেন,

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তার সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই। যদি থাকতো, তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত

---

৪৯১. সূরা আন নাহল ৫১
৪৯২. সূরা আল মায়িদা ৭৩
৪৯৩. সূরা আল আম্বিয়া ২২

এবং একে-অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। এরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ্ কত পবিত্র।'[৪৯৪]

আল্লাহ তার প্রেরিত পুরুষ বা নবীর রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ .

'মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।'[৪৯৫] তিনি আরো বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ

'মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং শেষ নবী।'[৪৯৬] আল্লাহ তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাও এখানে তুলে ধরা হলো–

وَ اَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

'আমি আপনাকে মানুষের জন্য রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'[৪৯৭]

দ্বীনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব

আমরা বিশ্বাস করি যে, দুটি বিষয়ে সাক্ষ্যদান দ্বীনের অনুসারীদের উপর প্রথম ফরয এবং মানুষকে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয়। বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনার প্রেক্ষাপটে এ দুটি বিষয়ের উপর দৃঢ় প্রত্যয় ইহজগতে ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে ও পরজগতে অনন্ত কাল ধরে দোজখের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

---

৪৯৪. সূরা আল মুমিনূন ৯১
৪৯৫. সূরা আল ফাতহ ২৯
৪৯৬. সূরা আল আহ্যাব ৪০
৪৯৭. সূরা আন নিসা ৭৯

'যে আল্লাহ ও তার রসূলকে বিশ্বাস করে না, সে কাফির এবং আমি তাদের জন্য দোযখের আগুন তৈরি করে রেখেছি।'[৪৯৮] কাজেই বুঝা গেল যে, দুটি বিষয়ের সাক্ষ্যদান ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা পায় না এবং এ দুটি ছাড়া ইসলামও শুদ্ধ হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

فَإِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ○

'অতঃপর যদি তারা তওবা করে সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তো তোমাদের দ্বীনী ভাই।'[৪৯৯] এমনিভাবে তাঁর আরো একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য,

فَإِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

'তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও।'[৫০০] এ সমস্ত আয়াত থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, কেবলমাত্র শিরক থেকে তওবা করার মাধ্যমেই দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে এবং মানুষের রক্ত ও সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করে। অর্থাৎ দুটি বিষয়ের সাক্ষ্য দানের ফলে একটি ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত হয় এবং হানাহানি ও দলাদলি থেকে মানুষ মুক্ত থাকে। অধিকন্তু সাক্ষ্য প্রদানের সাথে সাথে সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এ প্রত্যয় ও বিশ্বাস আরো শাণিত হয়ে উঠে। রসূল ﷺ অমুসলিমদেরকে দ্বীনী দাওয়াত প্রদানের বেলায় প্রথমেই তাওহীদের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময় তিনি তাকে বলেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ،

---

৪৯৮. সূরা আল ফাতহ ১৩

৪৯৯. সূরা আত তওবা ১১

৫০০. সূরা আত তওবা ৫

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ -

'তোমাকে আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের মাঝে প্রেরণ করা হচ্ছে। তুমি তাদেরকে প্রথমে যে বিষয়ের দাওয়াত দিবে তা হলো আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে দিন-রাত পাঁচ বার সালাত আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তারা এ আদেশও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের কথা বলবে, যেন তারা ধনীদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করে।'[৫০১]

নবীজী ﷺ একথা স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন যে, তাওহীদের স্বীকৃতি পৃথিবীতে জান মালের হেফাজত করবে এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিচার কেবল আল্লাহর হাতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ-

'যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই' এ বিষয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মাবুদের উপাসনা করতে অস্বীকার করে, তাহলে তার জান-মালের হস্তক্ষেপ করা মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তার পরিপূর্ণ হিসাব আল্লাহর কাছেই।'[৫০২]

এ প্রেক্ষিতে নবীজীর নিম্নোক্ত বক্তব্য ও আলোচনার দাবী রাখে,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ -

'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ না মানুষ একত্ববাদের সাক্ষ্য দিবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অতএব, যে

৫০১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, বাবুল আমরু বিল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০, হাদীস নং ১৯
৫০২. সহীহ মুসলিম, বাবুল আমরু বিল কিতাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ২৩

আল্লাহকেই একমাত্র উপাস্য হিসেবে স্বীকার করে নিবে, তার জান-মাল আমার কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। তবে যদি সে কারো অধিকারের ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার হিসাব কেবল আল্লাহর কাছেই।'[৫০৩] অপর একটি বর্ণনায় একই বিষয়ের হাদীস এভাবে বলা হয়েছে,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ۔

'আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা একত্ববাদের সাক্ষ্য দিবে এবং আমার প্রতি ও আমার আনীত দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার হাত থেকে রেহাই পাবে। তবে যদি কোন মানুষ অন্যের অধিকারের প্রশ্নে অন্যায় আচরণ করে তবে তার হিসাব আল্লাহরই কাছে।'[৫০৪]

রসূল ﷺ এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, তাওহীদে অটল থেকে মৃত্যু বরণ করলে এবং শিরক থেকে দূরে থাকলে অবশ্যই মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল ধরে দোজখের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাবে। রসূল ﷺ বলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর রসূল। যে ব্যক্তি তাওহীদ ও রিসালাত -এ দুটি বিষয়ের স্বীকৃতি দিবে এবং কোন সন্দেহ সংশয় ছাড়া তা মেনে নিবে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই বেহেশতে প্রবিষ্ট করবেন।'[৫০৫]

---

৫০৩. সহীহ বুখারী, বাবুদ দুআইন নাবিয়্যি স. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ২৯৪৬

৫০৪. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪, হাদীস নং ২৫

৫০৫. সহীহ মুসলিম, বাবু মান লাকিয়াল্লাহু, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫, হাদীস নং ২৭

রসূল ﷺ এর কাছে একদা গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক সাব্যস্ত না করে মৃত্যু বরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি শিরক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, সে জাহান্নামে যাবে।'[৫০৬]

নবুয়তের সমাপ্তি

আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী। যে কেউ তাঁর পর আর কোন নবী হওয়ার দাবী করবে বা কাউকে নবী বলে স্বীকার করবে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, সে এমন একটি বিষয়ে মিথ্যারোপ করছে, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে রসূলের শেষ নবী হিসেবে বর্ণনার পর কেউ নতুন ভাবে নবুয়তের দাবী বা স্বীকৃতি দান করলে তা কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

'মুহাম্মদ তোমাদের কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।'[৫০৭] রসূল ﷺ বলেন,

مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

---

৫০৬. সহীহ মুসলিম, বাবু মান মাতা লাইউশরিকু বিল্লাহি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪, হাদীস নং ৯৩

৫০৭. সূরা আল আহযাব ৪০

'আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে সুন্দর করে একটা বাড়ী বানালো এবং তার এক কোণায় একটি ইট ফাঁকা রাখলো। অতঃপর লোকেরা তার চারপাশ প্রদক্ষিণ করতে লাগলো এবং ভীষণ ভক্তি ভরে তারা তা করে যেতে থাকলো এক পর্যায়ে তারা প্রশ্ন করলো, এই ইটটা এখানে কেন রাখা হলো না? নবীজী উত্তরে বললেন, আমিই সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।'[৫০৮] ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে, 'আমি এ ইটের শূন্যস্থান পূরণ করেছি। আমার আগমনের সাথে সাথে সর্বশেষ নবীর আগমন হয়েছে।'

রসূল ﷺ আরো বলেন,

أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

'আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি বিধ্বংসী, কুফর ধ্বংস করাই আমার লক্ষ্য। আমি জমায়েতকারী, হাশরের মাঠে সবাই আমার পিছনে জমায়েত হবে। আমি সর্বশেষ আগমনকারী, আমার পর আর কোন নবী আসবেন না।'[৫০৯] রসূল ﷺ অন্যত্র বলেন,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

'ছয়টি দিক থেকে আমাকে অন্যান্য নবী-রসূলের তুলনায় বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে, ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্যসহ প্রেরণ করা হয়েছে, ২. আমাকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেয়া হয়েছে যে, আমাকে দেখেই অন্যরা ভীতি অনুভব করে, ৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, ৪. আমার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র পবিত্র ও সিজদার যোগ্য

---

৫০৮. সহীহ বুখারী, বাবু খাতামুন নাবিয়্যিনা স. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৩৫৩৫ ও মুসলিম

৫০৯. সহীহ মুসলিম, বাবু ফি আসমাইহি স. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২৮, হাদীস নং ২৩৫৪

ঘোষণা করা হয়েছে, ৫. আমাকে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং ৬. আমাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৫১০]

ইমাম বুখারী তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, 'রসূল ﷺ তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আলী رضي الله عنه কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। তখন আলী رضي الله عنه বললেন, আপনি আমাকে শিশু ও নারীদের মাঝে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছেন! তখন নবীজী ﷺ বললেন, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তুমি তো আমার কাছে মূসার ভাই হারুনের মত। তবে পার্থক্য হলো, আমার পর আর কোন নবী আসবে না।'

শেষ নবী হওয়ার বর্ণনা দিয়ে রসূল ﷺ একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। সেটা এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

'বনী ইসরাইলের নেতৃত্বে নবীগণ সমাসীন ছিলেন। কোন নবী মৃত্যুবরণ করলে আর একজন নবী আসতেন। তবে আমার পর আর কোন নবী আসবেন না । আমার পর আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন অসংখ্য পুণ্যবান মুসলিম। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি আমাদের মাঝে কি নির্দেশ রেখে যাচ্ছেন? তখন উত্তরে তিনি বললেন, মানুষকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে শপথ করাও। এ কাজটাকে প্রথমে গুরুত্ব দাও। মানুষকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও। কেননা, আল্লাহ মানুষকে তার প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।'[৫১১]

ইমাম বুখারী এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন,

وَسَوْفَ يَشْهَدُ لَهُ بِذَٰلِكَ الْأَوَّلُوْنَ وَالْأٰخِرُوْنَ يَوْمَ يَجْمَعُهُمُ اللهُ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِيْ وَ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ثُمَّ

৫১০. সহীহ মুসলিম, বাবু কিতাবুল মাসাজিদি ওয়া মাওয়াদিয়ি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১, হাদীস নং ৫২৩

৫১১. সহীহ বুখারী, باب ما ذكر عن بنى, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ৩৪৫৫

يَهْرَعُوْنَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ طَلَبًا لِلشَّفَاعَةِ فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوْا لَهُ بِخَتْمِهِ لِلْأَنْبِيَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ۔

'কিয়ামতের দিনে একটি প্রান্তরে যখন আল্লাহ্ সকল মানুষকে সমবেত করবেন, তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল মানুষ রসূলের শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। একজন আহ্বানকারী সকলকে তা জানিয়ে দিবে এবং সকলের দৃষ্টি তা প্রত্যক্ষ করবে। তখন সকল মানুষ সুপারিশের জন্য নবীদের শরণাপন্ন হবেন। পরিশেষে তারা মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে হাজির হবে এবং সকলেই তাঁকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিবে। তারা তাঁকে বলতে থাকবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী ﷺ আল্লাহ্ আপনার পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল অপরাধ ক্ষমা করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আমরা যে কি ভীষণ সংকটে আছি তা কি আপনি বুঝেন না?'[৫১২]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ভারত বর্ষে মির্জা গোলাম আহমাদের নবী হওয়া সংক্রান্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দাবী সরাসরি ধর্মদ্রোহিতা এবং এ আকীদা পোষণের সাথে সাথে তারা ইসলাম থেকেই বের হয়ে যায়। কায়রোস্থ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কার রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ইসলামী সংস্থা, রিয়াদে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইফতা ও প্রচার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি' ইত্যাদি মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে মুরতাদ হিসেবেই আখ্যায়িত করেছে। ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে মুরতাদ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

---

৫১২. সহীহ বুখারী

রিসালাতের সার্বজনীনতা

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসূল ﷺ সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরিত নবী। যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, তিনি কেবল আরবদের মাঝেই রিসালাতের পয়গাম নিয়ে এসেছেন এবং তাদের কাছে রিসালাতের কোন আবেদন নেই, তারা এ বিশ্বাস ও ধারণার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং তাদেরকে অমুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগেকার দিনে খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় এমন ধারণা পোষণ করত এবং আমাদের যুগেও কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এ ধারণা লালন করে থাকেন। তাদেরকে অমুসলমান আখ্যা দেয়ার কারণ হলো তারা এমন একটি বিষয় প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করছে, যা কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ কে সার্বজনীনভাবে সকল জাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এভাবে রিসালাতের আবেদন বিশ্বজনীন।

রিসালাতের বিশ্বজনীনতা বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○

'আমি তোমাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।'[৫১৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ○

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং ভয় দেখাতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'[৫১৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا○

---

৫১৩. সূরা আল আম্বিয়া ১০৭

৫১৪. সূরা আস সাবা ২৮

'পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহর উপর সত্য মিথ্যার ফয়সালাকারী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।'[৫১৫] উচ্চঃস্বরে এ কথা ঘোষণা দেয়ার জন্য আল্লাহ তার নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ○

'বলে দাও, হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের কাছে আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[৫১৬] এ বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে রসূল ﷺ তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন,

عُطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

'আমাকে এমন পাঁচটি বিষয়ে বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি, সেগুলো হলো. ১. এক মাস ধরে পরিচালিত সফরের দীর্ঘ দূরত্বের ন্যায় আমাকে বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তি দেওয়া হচ্ছে। ২. আমার জন্য জমিনকে সিজদার যোগ্য ও পবিত্র হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। ফলে আমার উম্মত যেকোন স্থানে সালাত আদায় করতে পারবে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. পূর্ববর্তী নবীদেরকে শুধু স্বীয় গোত্র ও কওমের কাছে পাঠানো হয়েছিল আর আমাকে সকল মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ৫. আমাকে সুপারিশের অধিকার ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।'[৫১৭]

রসূল ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইহুদী-খ্রিস্টানদের কেউ তাঁর আগমনের কথা শোনার পর যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহলে সে দোজখে যাবে। এ বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী, উল্লেখযোগ্য,

---

৫১৫. সূরা আল ফুরকান ১

৫১৬. সূরা আল আরাফ ১৫৮

৫১৭. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫, হাদীস নং ৪৩৮ ও মুসলিম

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ-

'ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কেউ যদি আমার কথা শোনার পর আমার রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস না এনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৫১৮]

রসূল ﷺ এর দ্বীন কর্তৃক পূর্বের সকল জীবন ব্যবস্থার রহিত করণ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ ﷺ এর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাত রহিত করেছে। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাব পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকেও রহিত করে দিয়েছেন। তাঁকে প্রেরণ করার পর আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ ○

'নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থা।'[৫১৯] এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ দ্বীন হলো ইসলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ ○

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদেরকে পূর্ণরূপে আমার অনুগ্রহ প্রদান করলাম এবং তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই সন্তুষ্ট চিত্তে নির্বাচিত করলাম।'[৫২০] এ আয়াত থেকেও বুঝা গেল যে, ইসলামই কেবল এমন জীবন ব্যবস্থা, যা আল্লাহ পূর্ণ করে

---

৫১৮. সহীহ মুসলিম, বাবু উজুবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং ১৫৩

৫১৯. সূরা আলে ইমরান ১৯

৫২০. সূরা আল মায়িদা ৩

দিয়েছেন এবং চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে তা বান্দাহর জন্য পছন্দ করেছেন ।

আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান, তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ ○

'আল্লাহ যাকে চান, তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিপথগামী করতে চান , তার হৃদয়ে গভীর সংকীর্ণতা ঢেলে দেন এমনভাবে যেন সে আকাশে আরোহণ করছে।'[৫২১] তিনি অন্যত্র বলেন,

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ○

'যে ব্যাক্তি ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পরও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আর আল্লাহ তো যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।'[৫২২]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, কাউকে সঠিক দ্বীন অর্থাৎ ইসলামের প্রতি আহ্বান করার পর যদি সে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তাঁর কোন শরীক সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বেশি যালিম পৃথিবীর বুকে আর কেউ নেই। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে সঠিকভাবে ভয় কর। আর মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো না।'[৫২৩] এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে সঠিকভাবে তাকওয়া অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং

---

৫২১. সূরা আল আনয়াম ১২৫

৫২২. সূরা আস সফ ৭

৫২৩. সূরা আলে ইমরান ১০২

ইসলাম গ্রহণ করার পরই কেবল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এ বিষয়ে তাগিদ করা যেন তারা অতি সত্ত্বর ইসলাম গ্রহণ করে। কেননা যে কোন মুহূর্তে অজানা জগতের মৃত্যু এসে তার প্রাণশক্তি ছিনিয়ে নিবে। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

'যে ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেন না। আর পরকালে সে চরম ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দলভুক্ত হবে।'[৫২৪] এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কেবলমাত্র ইসলামকেই তিনি দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবেন। এ আয়াত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের আগমনের পর যদি কেউ তার মনগড়া দ্বীনের উপর কায়েম থাকে সে কিয়ামতের দিন চরম ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ-

'একমাত্র মুসলিম আত্মাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্ ফাসেক বান্দার দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন না।'[৫২৫] এ বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে রসূল ﷺ এরশাদ করেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ-

'ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে রয়েছে আমার জীবন! এই উম্মতের মধ্যে যে ইহুদী ও খ্রিস্টান আমার কথা শোনার পরও আমার রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে মৃত্যুবরণ করে, সে নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামে যাবে।'[৫২৬]

---

৫২৪. সূরা আলে ইমরান ৮৫

৫২৫. সহীহ বুখারী, باب ان الله يؤيد الدين, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৩০৬২ ও মুসলিম

মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ ও রসূল

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও রসূল। তিনি আল্লাহ্‌র একটি বাক্য হতে সৃষ্টি হয়েছিলেন, যে বাক্যটি তিনি সতী-সাধ্বী মরিয়মের ব্যাপারে উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত একটি রূহ। হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি এবং আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র জন্য একই প্রকারের। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করে সৃজিত বস্তুকে বললেন, 'এখন হয়ে যাও' আর অমনি তা আদম নামক পূর্ণ একটি মানুষে পরিণত হলো। অন্যান্য নবী-রসূলেগণের ন্যায় তিনিও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং স্বীয় গোত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তাদের সময়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ঘটলে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

'হে কিতাবীগণ! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা-মসীহ্ তো আল্লাহ্‌রই রসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন' নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র ইলাহ্। তাঁর সন্তান হবে- এমন উদ্ভট ব্যাপার থেকে তিনি পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। কর্মবিধানে তিনিই যথেষ্ট।'[৫২৭]

---

৫২৬. মুসলিম, বাবু উজুবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং ১৫৩

৫২৭. সূরা আন নিসা ১৭১

আল্লাহ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, মসীহ আলাইহিস সালাম একজন মানুষ ছিলেন এবং মানুষ হিসেবেই তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর এ উক্তি স্মরণযোগ্য,

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۭ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

'মরিয়ম তনয় মসীহ তো কেবল একজন রসূল। তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে এবং তাঁর মা সত্য নিষ্ঠ ছিলেন। তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। দেখ, আমি এদের জন্য আয়াতসমূহ কেমন বিশদভাবে বর্ণনা করি। অথচ তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়।'[৫২৮] এ প্রসঙ্গে সীমালংঘনকারী ও গোঁড়া ব্যক্তিদের সন্দেহ সংশয় দূর করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

'আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর তাকে বলেছিলেন, 'হও'। আর অমনি সে হয়ে গেল।'[৫২৯] এ আয়াতে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম কে যেভাবে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম কেও সেভাবে পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছিল। পিতা ছাড়া বা পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা যায় না। যে তাঁরা মানুষ ছিলেন না। কেননা আল্লাহ তো সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এ কথাগুলো বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিভাবে তাঁর জাতিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۭ ○

---

৫২৮. সূরা আল মায়িদা ৭৫

৫২৯. সূরা আলে ইমরান ৫৯

'স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তাঁর সমর্থক এবং আমার পর 'আহমাদ' নামে যে রসূল আসবেন, আমি তার সুসংবাদদাতা।'[৫৩০]

আল্লাহ্ কুরআনে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ এর আগমন ও নবুয়তের ব্যাপারে তাওরাত ও যাবুর উভয় গ্রন্থে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পায়, যে নবী তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে, যা তাদের উপর ছিল।'[৫৩১]

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর আয়াত,

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔

তাওরাত গ্রন্থে এভাবে লিপিবদ্ধ আছে,

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ، وَلاَ

---

৫৩০. সূরা আস সফ্ ৬

৫৩১. সূরা আল আরাফ ১৫৭

سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا۔

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি সাধারণ মানুষের জন্য আশ্রয়স্বরূপ। অথচ আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনাকে তাওয়াক্কুলকারী হিসেবে ভূষিত করেছি। আপনি কর্কশ ও রূঢ় স্বভাবের নন এবং অনর্থক বাজারে ঘুরাফেরা করেন না। খারাপ আচরণ দিয়ে খারাপ আচরণ প্রতিহত করা যায় না, তবে ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা তা সম্ভব। এই বাঁকা জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিবেন না। এক সময় তারা উচ্চারণ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর অমনি তিনি তাদের অন্ধচোখ খুলে দিবেন, বধির কান সুস্থ করে দিবেন এবং বক্র হৃদয় প্রসারিত ও উন্মুক্ত করে দিবেন।'[৫৩২]

শুধু যে তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ এর ব্যাপারে বক্তব্য আছে তা নয়, সকল নবী-রসূল তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী প্রেরণের সময় আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, যদি মুহাম্মদকে প্রেরণ করা হয় এবং তখন সে বেঁচে থাকে, তাহলে যেন তারা তাঁর অনুসরণ করে। তার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ করার পর জীবিত সকল মানুষ যেন তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁকে সহযোগিতা দান করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নিম্নের বাণী প্রণিধানযোগ্য,

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ○

---

৫৩২. সহীহ বুখারী, باب كرهية السخف فى, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৬, হাদীস নং ২১২৫

'সেই সময়টি স্মরণীয়, যখন আল্লাহ্ নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদের যে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করেছি এবং তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সমর্থক কোন রসূল যদি তোমাদের কাছে আগমন করেন, তাহলে অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি একথা স্বীকার কর? এ ব্যাপারে কি তোমরা আমার কাছে ওয়াদাবদ্ধ হচ্ছ? তখন তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা অঙ্গীকার করছি। তখন আল্লাহ্ বললেন, তোমরা সবাই সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে একজন সাক্ষী হলাম।'[৫৩৩]

সত্যকে স্বীকার করাই হলো জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র পথ। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ এর নিম্নের উক্তি প্রনিধানযোগ্য,

مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ، وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ عَمَلٍ۔

'আল্লাহ্, এমন এক ব্যক্তিকে তার কর্মের সৌন্দর্যের জন্য জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, যে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তার বান্দা ও রসূল। ঈসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট এক মানবীর সন্তান। তিনি একটি বাক্য, যা আল্লাহ মারয়ামের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত একটি আত্মা। যে ব্যক্তি আরো স্বীকার করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্যি।'[৫৩৪]

---

৫৩৩. সূরা আলে ইমরান ৮১

৫৩৪. সহীহ মুসলিম, বাবু মান লাকিয়াল্লাহু, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ২৮

মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপাসনাকারী বা তাকে গালিদানকারীদের তুলনায় মুসলমানরাই তাঁর অধিক নিকটবর্তী

উপরিউক্ত বিষয়ে আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে। কেননা, একজন মুসলিমই মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেশি আপন এবং অধিক নিকটবর্তী। যারা তাঁর ইবাদত করে বা তাঁকে গালি দেয় এদের সকলের তুলনায় তিনি বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের কাছে বড় বেশি প্রিয়। কারণগুলো নিম্নরূপ,

এক. মুসলমানরাই মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদ মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে দাওয়াত দিতে শুরু করেছিল। এ সমগ্র বিষয়টি ঐ সমস্ত লোকেরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, যদিও তারা মুখে মুখে তা অস্বীকার করে।

মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

‘সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন মারইয়াম তনয় ঈসা বলেছিল ‘হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আমি যে তাওরাত নিয়ে এসেছি, আমি তার সমর্থক এবং এই সাথে আমার পর ‘আহমদ’ নামক যে রসূল আসবেন তাঁরও সুসংবাদ দিচ্ছি’ অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।’[৫৩৫]

আহলে কিতাবের জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম কিতাব ও দ্বিতীয় কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন,

---

৫৩৫. সূরা আস সফ ৬

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

'কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের সামনে এটা পাঠ করা হয়, তারা বলে, আমরা এগুলো বিশ্বাস করি। আমাদের রবের পক্ষ থেকে এই সত্য কিতাব এসেছে। এর পূর্বেও আমরা মুসলিম ছিলাম। তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভালো করে এবং তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[৫৩৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

'কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তোমাদের প্রতি ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না। এরাই তারা, যাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[৫৩৭]

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা সত্য জানা সত্ত্বেও হিংসার বশবর্তী হয়ে রসূল ﷺ কে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

---

৫৩৬. সূরা আল কাসাস ৫২-৫৪

৫৩৭. সূরা আলে ইমরান ১৯৯

'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা মুহাম্মদকে তেমনভাবে জানে, যেমনভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে জানে। কিন্তু তাদের একগোষ্ঠী জেনেশুনে সত্য গোপন করে।'[৫৩৮]

দুই. মুসলমানরা মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে ঐ সমস্ত খ্রিস্টানের মত বাড়াবাড়ি করে না, যারা তাঁকে 'ইলাহ' হিসেবে বিবেচনা করেছে। আবার ইহুদীদের মতো সীমালংঘন করে এমন অমূলক উক্তিও করে না যে, তিনি অবৈধ সন্তান, তিনি কখনো জিবরাঈলের 'ফুঁ' বা আল্লাহর বক্তব্য 'হও' এর ফলাফল নয়। আল্লাহ মুসলমানদেরকে পবিত্র বক্তব্যের পথ দেখিয়েছেন। এভাবে মুসলমানদেরকে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের মাঝামাঝি পথ দেখানো হয়েছে।

ইহুদীরা মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে যে সীমালংঘন করেছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝ وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

'এবং তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য। আর আমরা আল্লাহর রসূল মারয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫৩৯]

---

৫৩৮. সূরা আল বাকারা ১৪৬

৫৩৯. সূরা আন নিসা ১৫৬-১৫৮

মারইয়াম সম্বন্ধে তারা যে সব ভ্রান্ত অপবাদ দিয়েছে, তা খণ্ডন করে আল্লাহ বলেন,

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ○

'আরও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরানের কন্যা মারয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, এরপর আমি তাঁর মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রভুর বাণী ও কিতাবের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছিল। আর সে ছিল অনুগতদের একজন।'[৫৪০]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

وَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○

'এই সেই নারী, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর তাকে এবং তার সন্তানকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছিলাম।'[৫৪১]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ○ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِيْ وَ ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ○

'সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের সকল নারীদের মধ্যে তোমাকে বাছাই করেছেন। হে মারইয়াম! তুমি তোমার রবের সামনে নত হও এবং তাঁকে সিজদা কর ও রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।'[৫৪২]

---

৫৪০. সূরা আত তাহরীম ১২

৫৪১. সূরা আল আম্বিয়া ৯১

৫৪২. সূরা আলে ইমরান ৪২, ৪৩

আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ○

'নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের দৃষ্টান্তের ন্যায়। তাকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বললেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে গেল। এটা তোমার রবের পক্ষ থেকে বলা সত্য কথা। কাজেই তুমি সংশয়কারী হয়ো না।'[৫৪৩]

হযরত আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনি হযরত ঈসাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল। পিতা-মাতা ছাড়া কাউকে সৃষ্টি করলে একথা বুঝা যায় না যে, সে মানুষ নয়। খ্রিস্টানদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

'হে কিতাবীগণ! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ তো আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না 'তিন '। নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান হবে এমন অবস্থা হতে তিনি পবিত্র। আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।'[৫৪৪]

---

৫৪৩. সূরা আলে ইমরান ৫৯, ৬০
৫৪৪. সূরা আন নিসা ১৭১

যারা মসীহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'ইলাহ্' মনে করে, আল্লাহ্ তাদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, মসীহ্ নিজেই এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি অন্যদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। মুশরিকদেরকে চিরতরে দোযখে থাকতে হবে, এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ্র নিম্নে বর্ণিত বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۚ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

'যারা বলে, আল্লাহ্ই মারয়াম তনয় মসীহ্, তারা তো কুফরী করেছেই। অথচ মসীহ্ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্র ইবাদত কর। কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে, তিনি তার জন্য অবশ্যই জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন' তারা তো কুফরী করছেই, যদিও এক 'ইলাহ্' ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। তারা কি প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫৪৫]

মসীহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে একজন মানুষ এবং আল্লাহ্র বান্দা, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

---

৫৪৫. সূরা আল মায়িদা ৭২-৭৪

'তিনি তো, কেবল আল্লাহর বান্দা। আমি তাকে নিয়ামত দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্য তাঁকে 'দৃষ্টান্ত' স্বরূপ বানিয়েছি।'[৫৪৬]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝

'মসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না। আর কেউ তার ইবাদতকে হেয় মনে করলে এবং অহংকার করলে তিনি অবশ্যই তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।'[৫৪৭]

দোলনায় থাকাকালে মসীহ আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছিলেন, সেই গল্প বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝ وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَ السَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

'সে বলল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। আর আমাকে আমার

---

৫৪৬. সূরা আয যুখরুফ ৫৯

৫৪৭. সূরা আন নিসা ১৭২

মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি 'শান্তি' যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উদিত হব। এই-ই মারয়াম তনয় ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়। আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সঠিক পথ।'[৫৪৮]

কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ মসীহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এখানে অনুরূপ একটি বক্তব্য তুলে ধরা হলো

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

'নিশ্চয়ই তোমাদের ও আমার রব আল্লাহ। তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সহজ-সরল পথ।'[৫৪৯]

৫৪৮. সূরা আল মারয়াম ৩০-৩৬

৫৪৯. সূরা আলে ইমরান ৫১, মারয়াম ৩৫, যুখরুফ ৪৬

সালাত

পবিত্রতা ঈমানের অংশ

আমরা বিশ্বাস করি যে,পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আল্লাহ্ তাই পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না। ছোট ছোট অপবিত্রতা থেকে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কিন্তু বড় বড় অপবিত্রতা থেকে গোসলের মাধ্যমেই কেবল পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয।

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

'তোমরা পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর।'[৫৫০] মুশরিকদের অভ্যাস ছিল যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত না। তখন আল্লাহ্ নবীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে বলেন এবং তাঁর পোশাকও যাতে পরিষ্কার থাকে, সেজন্য উপদেশ দেন। কোন কোন জ্ঞানী-গুণীর মন্তব্য হলো, পবিত্রতার উদ্দেশ্য পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত থাকা। উপরের আয়াতটি এ দু'প্রকার পবিত্রতাকেই বর্ণনা করেছেন।

রসূল ﷺ বলেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

'পবিত্রতা ঈমানের অংশ।'[৫৫১] এ হাদীসের মমার্থ হলো, পবিত্রতা অর্জনের পুরস্কার ঈমানের পুরস্কারের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছায়। কেউ কেউ বলেন, ঈমান যেভাবে ঈমানের পূর্ববর্তী ভুল-ভ্রান্তি দূর করে দেয় তেমনিভাবে ওযুও। কেননা, ঈমান ছাড়া ওযু শুদ্ধ হয় না। যেহেতু ওযুর শুদ্ধতা ঈমানের উপর নির্ভরশীল, তাই ওযুকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাপারে আরো অনেক বক্তব্য আছে, যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

কুবা মসজিদের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ প্রশংসা করেছেন, কেননা, তারা পবিত্রতাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নিম্ন বর্ণিত বাণী প্রণিধানযোগ্য,

---

৫৫০. সূরা আল মুদ্দাচ্ছের ৪
৫৫১. সহীহ মুসলিম

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

'এখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। আল্লাহ পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন।'[৫৫২]

এখানে পরিচ্ছন্নতা বলতে এক বিশেষ পরিচ্ছন্নতা বুঝানো হয়েছে। সেটা হলো, তারা পায়খানা-পেশাবের পর পানি দিয়ে ধৌত করতো। অনেক হাদীসে এ ব্যাপারে পরিষ্কার ব্যাখ্যা রয়েছে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَرِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি ও একজন কৃতদাস পানির পাত্র ও লাঠি নিয়ে যেতাম, তিনি পানি দিয়ে শৌচ করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা করতে বের হতেন, তখন আমি পানি নিয়ে আসতাম এবং তা দিয়ে তিনি ধৌত করতেন।'[৫৫৩]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণিত হাদীসে পাথরের সাহায্যে কুলুখ ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

'যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন তিনটি পাথর নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। কেননা, এর সাহায্যে তুমি অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে পার।'[৫৫৪]

পায়খানা করার নিয়ম কানুন সম্পর্কে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

---

৫৫২. সূরা আত তওবা ১০৮

৫৫৩. সহীহ বুখারী, باب حمل العنزة مع الماء, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২, হাদীস নং ১৫২

৫৫৪. আহমদ, আবু দাউদ, বাবুল ইসতিনজাউ বিলহিজারি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০, নাসাঈ

نَهَانَا يَعْنِيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ۔

'রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন যেন আমরা ডান হাত দিয়ে ইস্তেনজা না করি এবং তিনটি পাথরের কম পাথর দিয়ে কুলুখ ব্যবহার না করি। এমনিভাবে তিনি গোবর ও হাঁড় দিয়ে কুলুখ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।'[৫৫৫]

ইসলাম ধর্ম মতে, পবিত্রতা সালাতের চাবিকাঠি এবং তা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। তাই পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করা হবে না। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

'সালাতের কুঞ্জিকা হলো পবিত্রতা। 'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সালাত বহির্ভূত সকল কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং সালাম ফিরানোর সাথে সাথে আবার তা বৈধ হয়ে যায়।'[৫৫৬]

রসূল ﷺ আরো বলেন,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ۔

'পরিচ্ছন্নতা ছাড়া আল্লাহ নামায কবুল করেন না।'[৫৫৭]

রসূল ﷺ আরো বলেন,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ۔

'কেউ নাপাক হলে তার নামায কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে।'[৫৫৮]

ছোট-বড় সকল ধরনের অপবিত্রতা দূর করে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং পানি পাওয়া না গেলে করণীয় কি এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন,

---

৫৫৫. সহীহ মুসলিম

৫৫৬. আবু দাউদ, বাবু ফরদুল অযু, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬, হাদীস নং ৬১, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

৫৫৭. সুনানে নাসয়ী, বাবু ফরদুল অযু, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭, হাদীস নং ১৩৯ ও মুসলিম

৫৫৮. সহীহ বুখারী, বাবু ফিছালাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩, হাদীস নং ও মুসলিম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের স্ত্রীর সাথে মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এর দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'[৫৫৯]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসেও ওযুর নিয়ম বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ,

أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ

---

৫৫৯. সূরা আল মায়েদা ৬

بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ـ

'তিনি ওযু করার সময় মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি ব্যবহার করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং আর এক অঞ্জলি দিয়ে ডান হাত ধৌত করলেন এবং এখানে আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করলেন অতঃপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পায়ে ঢেলে দিলেন এবং ভালোভাবে তা ধৌত করলেন। এরপর আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করলেন। এভাবে ওযু করার পর তিনি বললেন, আমি রসূল ﷺ কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি।'[৫৬০]

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসেও ওযুর নিয়মবালী আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ

أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

---

৫৬০. সহীহ বুখারী, باب غسل الوجه باليدين, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০, হাদীস নং ১৪০

'তিনি ওযুর পানি আনতে বললেন এবং তা দিয়ে ওযু করলেন। ওযু করার সময় তিনি দু'হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন, এরপর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি ঢাললেন। অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর ডান হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন এবং এভাবে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর ডান পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং একই ভাবে বাম পাও ধুলেন। এভাবে ওযু করার পর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি আমার মত ওযু করতে। অতঃপর ওযু শেষে রসূল ﷺ বললেন, যে আমার মত ওযু করবে এবং দাঁড়িয়ে দুরাকাত নামায পড়বে এবং এ দুরাকাত নামাযের মাঝখানে কোন কথা না বলবে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ মাফ করে দিবেন।'[৫৬১]

গোসলের নিয়মাবলী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিম্নের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

'রসূল ﷺ অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় প্রথমে দু'হাত ধৌত করতেন। এরপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। এরপর হাতের আংগুল পানিতে ডুবিয়ে চুলের গোড়া খেলাল করতেন। এরপর তিনি অঞ্জলি ভরা পানি মাথায় ঢালতেন। এরপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিতেন।'[৫৬২]

এখানে বর্ণিত গোসল বলতে পরিপূর্ণ গোসল বুঝানো হয়েছে। তবে যদি কেউ তার শরীরে যে কোন ভাবে পানি ঢেলে দেয়, তবে তা-ই যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ গোসলকে শর্তহীনভাবে ফরয করেছেন। কোন অঙ্গের পূর্বে কোন অংগ ধুতে হবে, এমন কোন

৫৬১. সহীহ মুসলিম, বাবু ছিফাতুল অযুই, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ২২৬
৫৬২. সহীহ বুখারী, বাবুল অযুই কাবলাল গাসলি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯, হাদীস নং ২৪৯

বিধান অবধারিত করা হয়নি। কাজেই কেউ যে কোনভাবে শরীর ধৌত করলে তাকেও গোসল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে শর্ত হলো পানি নিয়ে সমস্ত শরীর ধৌত করতে হবে। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে গোসলের ব্যাপারে এই স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী হযরত মায়মুনাহ রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসেও গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ ـ

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপা ধৌত না করেই নামাযের জন্য ওযূ করলেন। তাঁর গুপ্তাঙ্গ এবং যে স্থান অপবিত্র ছিল, তা ধৌত করলেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। অতঃপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে দুপা ধৌত করলেন। অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়ার জন্য এভাবেই গোসল করতে হয়।'[৫৬৩]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওযুর পূর্বেই তিনি গুপ্তাংগ ধৌত করেছিলেন। কেননা, এখানে যে واو ব্যবহৃত হয়েছে, তা দ্বারা 'পর্যায়ক্রম' বুঝানো হয়নি। কেননা, গোসলের সময় দুপা পরে ধৌত করার বিষয়টিকে মুস্তাহাব বিবেচনা করা প্রসিদ্ধ মতামতের বিপরীত। তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ـ

---

৫৬৩. সহীহ বুখারী, বাবুল অযুই কাবলাল গাসল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯, হাদীস নং ২৪৯

'একদা এক ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাব এর কাছে এসে বললেন, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পবিত্র হওয়ার মত কোন পানি নেই। এখন আমি কি করতে পারি? তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির হযরত উমর কে বললেন, আপনার কি মনে নেই একবার আমি ও আপনি সফরে বেড়িয়েছিলাম এবং পানি না পাওয়ার কারণে আপনি নামায বাদ দিয়ে ছিলেন? আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়েছিলাম, এরপর আমি নবী কে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, তুমি যা করেছ, তা যথেষ্ট। এরপর তিনি তাঁর দুহাতের তালু মাটিতে রাখলেন এবং ফুঁ দিয়ে ধূলো ঝেড়ে ফেললেন। অতঃপর দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মসেহ করলেন।'[৫৬৪]

হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জন

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঋতুবতী নারীর পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব। হায়েয বলতে আমরা একজন নারীর সাধারণ রক্তস্রাব বুঝি, যা কোন রকম রোগ-ব্যাধি বা আঘাত জনিত কারণ ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে জরায়ু থেকে নিঃসৃত হয। হায়েযের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সময় কি এবং তা কখন শুরু হয় বা কখন শেষ হয়, এসব এজতেহাদী বিষয়। তবে মেটে ও হলুদ রং বিশিষ্ট রক্ত যদি হায়েযের সময় নির্গত হয়, তবে তাকে হায়েয হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তা যদি হায়েয ছাড়া অন্য সময় বের হয়, তাহলে তাকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা হবে না।

হায়েযের সময ছাড়া অন্য সময়ে কোন নারীর জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকে 'ইস্তিহাযাহ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। 'ইসতিহাযাহ' আক্রান্ত নারী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ক. নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত, খ. নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত নয়, তবে হায়েয ও রক্তস্রাবের পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞাত এবং গ. নির্দিষ্ট নিয়মে অনভ্যস্ত এবং এ দুয়ের পার্থক্য সম্পর্কেও অজ্ঞাত। প্রথম প্রকারের মহিলা তার নির্দিষ্ট দিনগুলোকে হায়েয হিসেবে গণ্য করবে। দ্বিতীয় প্রকারের নারী রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর স্বাভাবিক নিয়মে কাজ-কর্ম চালিয়ে যাবে এবং তৃতীয় প্রকার নারী অধিকাংশ নারীর অভ্যাস অনুযায়ী প্রতি মাসে ছয় বা সাত দিন হায়েয হিসেবে গণ্য করবে। এরপর তারা পবিত্রতা অর্জন করে প্রতি নামাযের পূর্বে ওযু করবে।

---

৫৬৪. সহীহ বুখারী, باب المتيمم هل ينفخ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫, হাদীস নং ৩৩৮

ঋতুস্রাব অবস্থায়, নামায, রোযা, আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ, কোন আবরণ ছাড়া কুরআন স্পর্শ, মসজিদে অবস্থান এবং সঙ্গম ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে ইসতিহাযা অবস্থায় এগুলো নিষিদ্ধ নয়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

'লোকে তোমাকে রক্তস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বল, 'এটা অশুচি'। সুতরাং তোমরা হায়েযের সময় স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীদের কাছেও যাবে না। অতঃপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের নিকট সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং পবিত্র মানুষকে ভালোবাসেন।'[৫৬৫]

রসূল ﷺ ফাতিমা বিনতে হুবায়েশ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কে একবার বললেন,

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

'যখন ঋতুস্রাব নির্গত হয়, তখন নামায পড়ো না এবং যখন তা শেষ হয়, তখন গোসল করে নামায পড়।'[৫৬৬]

ইসতিহাযাহ আক্রান্ত নারী তার স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী কাজ-কর্ম করবে, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ফাতিমা বিনতে হুবায়েশ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এর হাদীসে দিক-নির্দেশনা আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ,

أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي -

---

৫৬৫. সূরা আল বাকারা ২২২

৫৬৬. সহীহ বুখারী, باب اقبال المحيض وادباره, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১, হাদীস নং ৩২০

'তিনি নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ইসতিহাযা আক্রান্ত এবং এখনও পবিত্র হতে পারিনি। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? তখন রসূল বললেন, না। তোমার এ রক্ত তো ঘামের ন্যায়। বরং তুমি ঐ দিনগুলোর সমপরিমাণ সময় নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, যেদিনগুলোতে তোমার রক্তস্রাব নিসৃত হয়। এরপর তুমি গোসল করে নামায পড়বে।'[৫৬৭]

এমনিভাবে উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ এর হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَنَّهَا، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ؟ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي -

'তিনি রসূল ﷺ কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ঋতুকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাক। এরপর গোসল করে নামায পড়।'[৫৬৮]

যে সব নারী ঋতুস্রাব ও ইসতিহাযার পার্থক্য সম্পর্কে অবগত এবং তাদেরকে যে এ অনুযায়ী কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতে হবে, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে ফাতিমা বিনতে হুবায়েশ রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বর্ণনায় রসূল ﷺ এর একটি বক্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

'রক্তস্রাবের রক্ত তো কালো রং-এর হয় এবং তা সকলেই চিনতে পারে। এ অবস্থায় তোমরা নামায পড়া থেকে বিরত থাক, আর যদি তা ঋতুস্রাব না হয়ে অন্য কিছু হয়, তাহলে ওযু করে নামায পড়।'[৫৬৯]

'যে সমস্ত নারী ঋতুস্রাব ও ইসতিহাযার পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম, তারা যে অধিকাংশ নারীর অভ্যাস অনুযায়ী কাজ-কর্ম চালিয়ে যাবে, এ বিষয় বর্ণনা করে হামনা বিনতে জাহাশ রসূল ﷺ এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

৫৬৭. সহীহ বুখারী, বাবু ইযা হাদাত ফি শাহরি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৩২৫
৫৬৮. সহীহ বুখারী, বাবুল মুসতাহাযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪
৫৬৯. আবু দাউদ, বাবু মান ক্বালা তাওয়াদ্দা লিকুল্লি সালাতিন, নাসাঈ

إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ.

'এটা শয়তানের আঘাতের কারণে হয়ে থাকে। তাই তুমি ছয় দিন বা সাত দিন ঋতুকাল হিসেবে গণ্য করবে। এরপর গোসল করবে। অতঃপর ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বাকী চব্বিশ দিন বা তেইশ দিন নামায পড়বে। তুমি রোযা রাখ ও নামায পড়, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। ঋতুবর্তী নারীদের ন্যায় এভাবে তুমি আমল কর।'[৫৭০]

উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঋতুকাল ছাড়া অন্য সময় যে ধূসর ও হলুদ রং এর ধারা নির্গত হয়, তা ধর্তব্য নয়। বুখারী শরীফে তাঁর বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'আমরা মেটে রং ও হলুদ রং এর স্রাব বের হলে তা কোন বিবেচনায় গণ্য করতাম না।' ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত সহীহ্ গ্রন্থে এ বিষয়ক একটি শিরোনাম রচনা করেছেন। সেই শিরোনাম হলো, 'ঋতুবহির্ভূত সময়ে হলুদ ও ধূসর রং এর অধ্যায়।' আবু দাউদের বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'পবিত্রতার সময় আরম্ভ হওয়ার পর হলুদ ও ধূসর বর্ণের হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'পবিত্রতার সময় আরম্ভ হওয়ার পর হলুদ ও ধূসর বর্ণের বস্তুকে আমরা কোন বিবেচনায় আনতাম না।'

উপরে বর্ণিত উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীসে 'আমরা গণ্য করতাম না' বক্তব্যের দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, তাঁদের এ কার্যাবলী রসূলের জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হতো, যে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। কাজেই এ দিক থেকে এটা 'মারফু' হাদীসের পর্যায়ে পড়ে। ফলে হাদীসটির মর্মার্থ দাঁড়ায়, পবিত্র অবস্থার পূর্বে ধূসর বা হলুদ রং এর রক্ত নির্গত হলে তা ঋতু হিসেবেই গণ্য হবে।

---

৫৭০. সুনানে তিরমিযি, বাবু ফিল মুসতাহাদাতি আন্নাহা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্ধৃত উক্তির আলোকে জানা যায় যে, ঋতুবর্তী নারী নামায ও রোযা থেকে বিরত থাকবে। রসূলের উক্তি নিম্নরূপ,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا-

'ঋতু চলাকালে সে নামায পড়ে না এবং রোযাও রাখে না তাই না? সমবেত মহিলারা বলল, জী হ্যাঁ, সে এ অবস্থায় নামায পড়ে না ও রোযাও রাখেনা। তখন নবীজী বললেন,'এটাই দ্বীনের ব্যাপারে তার স্বল্পতা প্রমাণ করে।'[৫৭১]

এ প্রসঙ্গে ফাতিমা বিনতে হুবায়েশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কে প্রদত্ত তাঁর নিম্ন বর্ণিত উপদেশ এখানে প্রণিধানযোগ্য, 'যখন রক্তস্রাবের আগমন ঘটে, তখন নামায বাদ দিয়ে দাও, আর যখন তা চলে যায়, তখন গোসল করে নামায পড়।'[৫৭২]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঋতুবর্তী হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে নির্দেশ দেন, তার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ঋতুকালে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা হারাম। হযরত আয়েশাকে রসূলের দেয়া নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ,

فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

'বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া অন্যান্য সকল কাজ হাজীদের ন্যায় সম্পাদন কর। পাক-সাফ হওয়ার পর তাওয়াফ সম্পন্ন করবে।'[৫৭৩]

ঋতুবতী নারী কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে না, এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝

'এটা কেবলমাত্র পূত-পবিত্র ব্যক্তিরাই স্পর্শ করতে পারবে।'[৫৭৪] উমর ইবনে হাযমকে লিখিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্রেও এ বিষয়ে নির্দেশিকা রয়েছে। নাসাঈ সংকলিত গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, 'এই কিতাব কেবলমাত্র পাক-পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করবে।'

---

৫৭১. সহীহ বুখারী, باب ترك الحائض الصوم, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮, হাদীস নং ৩০৪ ও মুসলিম

৫৭২. সহীহ বুখারী

৫৭৩. সহীহ বুখারী, باب تقضى الحيض, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮, হাদীস নং ৩০৫ ও মুসলিম

৫৭৪. সূরা আল ওয়াকিয়া ৭৯

আল্লাহর এক বাণীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঋতু অবস্থায় মসজিদে অবস্থান হারাম। আল্লাহর বাণীটি এরূপ,

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ

'নাপাক নারী মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, তবে পথ অতিক্রমের প্রয়োজনে সে তা করতে পারবে।'[৫৭৫]

ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সংগম নিষিদ্ধ করে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

'লোকে তোমাকে রক্তস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বল, এটা অশুচি। সুতরাং তোমরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তা করবে না। অতপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে এবং পবিত্র মানুষকে ভালোবাসেন।'[৫৭৬]

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর একটি বক্তব্য 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'তাঁদের কেউ ঋতুবর্তী হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর সাথে একই বিছানায় রাত যাপন করতে চাইতেন, তাহলে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে ভালোভাবে কাপড় দ্বারা বেঁধে রাখতে বলতেন। এরপর তিনি রাতে ঘুমাতেন।'

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, স্বীয় পুরুষত্বকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে বেশী দমন করতে পারে?'[৫৭৭] মুসলিমের বর্ণনায় হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর উদ্ধৃতি দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য এভাবে বলা হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের ঋতুকালে মিলন ছাড়া সবকিছু করতে পার।'

---

৫৭৫. সূরা আন নিসা ৪৩

৫৭৬. সূরা আল বাকারা ২২২

৫৭৭. ফতহুল বারী ১ ঃ ৪০৩

নামায ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ

আমরা বিশ্বাস করি যে, নামায ইসলাম নামক তাঁবুর স্তম্ভস্বরূপ। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে প্রথমটি হলো আল্লাহ্ ও রসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া। এরপরই দ্বিতীয় পর্যায়ে নামাযের স্থান। আল্লাহ দিনে-রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন। যে সঠিকভাবে এ আদেশ পালন করে, কিয়ামত দিবসে সে আলোকবর্তিকা, মুক্তি ও নিজের স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ লাভ করবে। আর যে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। আর যে অলসতার কারণে নামায ত্যাগ করে, তার কাফির হওয়ার বিষয়টি ইজতিহাদ সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

কুরআন শরীফে বারবার নামাযের ব্যাপারে নির্দেশনামা জারী করা হয়েছে এবং এ কারণেই তা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর এ জন্য কোন দলিল-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ○

'তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে, তাদের সাথে রুকু কর।'[৫৭৮] আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ○

'আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন, তাদেরকে তুমি বল সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে, সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।'[৫৭৯] আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا○

---

৫৭৮. সূরা আল বাকারা ৪৩

৫৭৯. সূরা আল ইবরাহীম ৩১

'সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।'[৫৮০] একই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۝

'তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকবে।'[৫৮১]

নামাযকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ ও হেফাজতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

'সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে খুবই মনোযোগী হও। আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাড়াও।'[৫৮২] আল্লাহ তায়ালা সালাত কায়েম করার মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন এবং যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থা অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۝

'তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।'[৫৮৩]

অধিকন্তু নামায কায়েমের মাধ্যমে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন,

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۝

'অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে ভাই।'[৫৮৪] রসূল ﷺ নামাযকে ইসলামের মহান স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، ، ....

---

৫৮০. সূরা আল ইসরা ৭৮
৫৮১. সূরা আল আহযাব ৩৩
৫৮২. সূরা আল বাকারা ২৩৮
৫৮৩. সূরা আত তওবা ৫
৫৮৪. সূরা আত তওবা ১১

'পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। ক. এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল, খ. নামায কায়েম করা....।'[৫৮৫] তিনি একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, নামায পরিত্যাগ করলে কুফরীতে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য। তাঁর বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলে,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

'একজন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে বিভাজনকারী রেখা হলো নামায বর্জন।'[৫৮৬] একই বিষয়ে তিনি অন্যত্র বলেন,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

'তাদের এবং আমাদের মধ্যকার অঙ্গীকার হলো সালাত। কাজেই কেউ সালাত ছেড়ে দিলে সে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।'[৫৮৭]

আবদুল্লাহ্ ইবনে শাফীক আল উকায়লী হতে বর্ণিত আছে,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ.

'রসূল ﷺ এর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না।'[৫৮৮]

নামাযের এসব গুরুত্বের প্রতি রসূল ﷺ এতই মনোযোগী ছিলেন যে, তা কায়েম করার ব্যাপারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেও তিনি নির্দেশ দান করেছেন। এখানে তাঁর সে বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

---

৫৮৫. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ১ম খণ্ড, পৃ. ১১, হাদীস নং ৮ ও মুসলিম

৫৮৬. সহীহ মুসলিম, باب بيان اطلاق اسم, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮, হাদীস নং ৮২

৫৮৭. সুনানে তিরমিযি, বাবু মা জাআ ফি তরকুছ ছালাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩, হাদীস নং ২৬২১, আহমদ ও আসহাবে সুনান

৫৮৮. সুনানে তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফি তরকুছ ছালাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪, হাদীস নং ২৬২২, হাকিম

'যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মদকে রসূল হিসেবে স্বীকৃতি না দিবে, নামায কায়েম হতে বিরত থাকবে এবং যাকাত প্রদান বন্ধ রাখবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তারা এ কাজগুলো ঠিকমত করে, তবে তাদের রক্ত, তাদের সম্পদ আমার কাছে নিরাপত্তা পাবে। তবে ইসলামের অন্যান্য অধিকারের প্রশ্নগুলো এ থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত হবে। আর তাদের হিসাব কেবল আল্লাহ্‌র কাছে।'[৫৮৯]

নামায পরিত্যাগকারী এতই দুর্ভাগ্যের অধিকারী যে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে কাফির সর্দারদের সাথে একত্রিত করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔

'যে অত্যন্ত যত্নের সাথে নামায আদায় করবে, সে কিয়ামত দিবসে আলোকবর্তিকা, দলিল-প্রমাণ এবং মুক্তি উপহার হিসেবে পাবে। আর যে এভাবে যত্নবান হবে না, তার জন্য কোন আলোও থাকবে না এবং সে কোন দলিল-প্রমাণ বা মুক্তিও পাবে না। অধিকন্তু সেই ভয়ংকর কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফ এর সাথে উত্তোলিত হবে।'[৫৯০]

নামাযের শর্তাবলী

নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী হলো ঃ ক. ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ। খ. তাঁর পূর্ণবয়স্ক হওয়া। গ. তার প্রকৃতিস্থ থাকা এবং ঘ. নামাযের সঠিক সময় হওয়া। অপরদিকে নামায শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার শর্তাবলীর জন্য রয়েছে, ক. নিয়্যাত করা (নামাযের পূর্বে এটা শর্ত, কিন্তু নামাযের মধ্যে তা রুকন হিসেবে বিবেচিত), খ. সব ধরনের অপবিত্রতা যেমন, বায়ু

৫৮৯. সহীহ বুখারী, বাবু ফাইন তাবু ওয়া আক্বামু, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪, হাদীস নং ২৫ ও মুসলিম
৫৯০. মুসনাদে আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১৪১, হাদীস নং ৬৫৭৬, তিবরানী ও ইবনে মাজাহ

নির্গমন এবং পায়খানা পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন, গ. শরীরের নির্দিষ্ট অংশ আবৃত করা, ঘ. কিবলামুখী হওয়া।

নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে, এ বিষয়টি বুঝা যায় হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় তাঁর প্রতি রসূলের নির্দেশনামা হতে। রসূলের সেই বক্তব্যটি এখানে তুলে ধরা হলো,

إِنَّكَ تَأْتِي قوما من أهل الْكتاب. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أطاعوا لذَلِك. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

'তুমি আহলে কিতাবের একটি গোত্রের লোকদের কাছে যাচ্ছ। তুমি প্রথমেই তাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন।'[৫৯১]

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, নামায ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে পূর্ণবয়স্ক এবং প্রকৃতিস্থ হতে হবে। এ সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

'তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, ক. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, খ. বালক-বালিকা পূর্ণ বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত এবং গ. উন্মাদ প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্যন্ত।'[৫৯২]

নামাযের সময় হওয়া যে নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

৫৯১. বুখারী ও মুসলিম, باب الامر الايمان, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০

৫৯২. আবু দাউদ. باب فى المجنون يسرق او, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪১, হাদীস নং ৪৪০৩, তিরমিযী ও হাকিম

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا○

'নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।'[৫৯৩] নামাযের শুদ্ধতার জন্য যে অশুচি থেকে পবিত্রতা অর্জন শর্ত, এ বিষয়ে রসূল ﷺ বলেন,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ -

'পাক, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ নামায কবুল করবেন না।'[৫৯৪] এ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নামাযের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ের উপর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ আরো বলেন,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ -

'কেউ যদি ছোট-খাটো অপরিচ্ছন্নতায় নিপতিত হয়, যেমন, যদি তার বায়ু নির্গমন হয, তাহলে ওযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল করা হবে না।'[৫৯৫]

পায়খানা পেশাব ও কুলুখ ব্যবহার হাদীসমূহের দ্বারা পায়খানা পেশাবের পর পবিত্রতা অর্জনের আবশ্যকতা নির্দেশ করে, পেশাব করার পর পানি ব্যবহার করা, পেশাবের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ এবং রক্তস্রাবের পর কাপড় ধৌত করা ইত্যাদি বিধান ও নিয়মাবলী এ কথারই ইঙ্গিত দেয় যে, অশুচি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে এখানে সেই বেদুঈনের হাদীসটি উল্লেখ করতে পারি, যে মসজিদে পেশাব করলে রসূল ﷺ তাকে বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ -

'এটা মসজিদ, এখানে পেশাব করা বা ময়লা-আবর্জনা ফেলা ঠিক নয়। এখানে কেবল আল্লাহর যিকর, নামায এবং কুরআন পাঠ করা উচিত।'[৫৯৬]

---

৫৯৩. সূরা আন নিসা ১০৩

৫৯৪. সহীহ মুসলিম, বাবু উজুবুত তুহুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ২২৪

৫৯৫. সহীহ বুখারী, বাবু লা তুকবালুছ ছালাত বিগাইরি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ১৩৫

এ প্রসঙ্গে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ

'একজন মহিলা একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, 'আমাদের কারো কাপড়ে রক্তস্রাবের রক্ত লেগে গেলে আমরা কি করব? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খুব ভালো করে রক্ত ধুয়ে ফেল, কাপড় পরিষ্কার কর, এরপর এ কাপড় পরিধান করে নামায পড়।'[৫৯৭] এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাপড় অপরিচ্ছন্ন হলে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। অপবিত্রতা দূর করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল করা জরুরী।

শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত করাও যে অন্যতম শর্ত এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔

'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময়, এমন কাপড় পরিধান কর যাতে তা তোমাদের বিশেষ অঙ্গকে আবৃত করে রাখে।'[৫৯৮] এ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে শরীরের গোপন অংশ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইবনে আব্বাস থেকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, 'উলঙ্গ অবস্থায় মহিলারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতো এবং বলতো, কে আমাকে একটা কাপড় ধার দিবে, যা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকবো? তারা এ অবস্থায় ছন্দের সুরে সুরে বলতো, আজ শরীর নগ্ন হয়ে গেছে এবং এ নগ্ন শরীর কারো জন্যে বৈধ নয়।' এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রেক্ষিতে বলেন,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ۔

---

৫৯৬. সহীহ মুসলিম, باب وجوب غسل البول, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং ২৮৫

৫৯৭. সহীহ মুসলিম, باب الغسل الدم, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫, হাদীস নং ২২৭

৫৯৮. সূরা আল আরাফ ৩১

'কোন পূর্ণবয়স্ক নারীর নামায ওড়না ছাড়া কবুল হয় না।'[৫৯৯] হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মহিলাদের কোন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া উচিত? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, নামাযের সময় মহিলাদেরকে অবশ্যই ওড়না এবং লম্বা পোশাক পরে নামায পড়া উচিত, যাতে পায়ের উপরিভাগ বেরিয়ে না থাকে।'[৬০০]

হযরত মাকহুল থেকে বর্ণিত আছে,

سُئِلَتْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كَمْ تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى فَاخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُوْلُ لَكَ قَالَ فَاَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ صَدَقَ.

'নবী-পত্নী আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞেস করা হলো, মেয়েরা কয়টা কাপড় ব্যবহার করে নামায পড়বে? তিনি তখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কে এ প্রশ্ন করার পর তিনি কি উত্তর দেন, তা তাঁকে জানাতে বলেন। তখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কে একই প্রশ্ন করলে তিনি ওড়না ও লম্বা পোশাক পরে নামায আদায় করার কথা বলেন। এ কথা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যথার্থই বলেছেন।'[৬০১]

কেবলামুখী হয়ে নামায পড়াও যে একটি শর্ত, এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۙ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ

'তোমরা মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও, তোমরা যেখানেই থাক, মসজিদে হারামের দিকে ফিরে নামায আদায় কর।'[৬০২]

নিয়ত করাও যে নামাযের শর্ত, এদিকে ইশারা করে কুরআনে বলা হয়েছে,

---

৫৯৯. আবু দাউদ, باب المراة تصلى بغير, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং ৬৪১

৬০০. আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালেক

৬০১. মুসনাদে আব্দুর রাযযাক, ইবনে আবী শায়বা ও মুহল্লী

৬০২. সূরা আল বাকারা ১৫০

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

'তারা তো 'আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে, বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে।'[৬০৩]

নামাযের রুকনসমূহ

নামাযের রুকনগুলো হলো ঃ ক. সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরয নামাযগুলো দাঁড়িয়ে পড়া; খ. তাকবীরে ইহরাম; গ. সূরা ফাতিহা পড়া; ঘ. রুকু করা এবং রুকুতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা; ঙ. সিজদা করা এবং সিজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা; চ. দুই সিজদার মাঝখানে বসা এবং বৈঠকে শান্তভাবে আরাম করা; ছ. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা এবং সেজন্য বসা; জ. সালাম ফিরানো; ঝ. এ সমস্ত রুকন পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা।

সর্বশেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর দুরূদ পাঠ সম্পর্কে ইসলামী গবেষকগণের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটাও নামাযের একটি রুকন। আবার অন্যরা বলেন, এটা নামাযের একটি সুন্নত।

সক্ষম ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন,

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ۝

'তোমরা সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী সময়ের নামাযের প্রতি খুবই আন্তরিক হও। আর সকলেই আল্লাহর সামনে অনুগত হয়ে নামাযে দাঁড়াও।'[৬০৪] হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

৬০৩. সূরা আল বায়্যিনাহ ৫

৬০৪. সূরা আল বাকারা ২৩৮

'আমার অর্শরোগ (পাইলস) ছিল। আমি নবীজী ﷺ কে কিভাবে নামায পড়ব, সেটা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়। যদি তুমি দাঁড়াতে না পার, তাহলে বসে বসে নামায পড়। এতেও যদি তুমি অক্ষম হও, তাহলে শুয়ে শুয়ে নামায পড়।'[৬০৫]

নামাযের নিয়মাবলী এবং এর কিছু রুকনের বর্ণনা সম্বলিত একটি বিখ্যাত হাদীস এখানে তুলে ধরা হলো। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি 'হাদীসুল মাস্‌ই ফি সালাতিহী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হাদীসটি নিম্নরূপ,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا۔

'একদা রসূল ﷺ মসজিদে আসলেন। এরপর এক ব্যক্তি ঢুকে নামায পড়লো এবং তাঁর সামনে এসে সালাম করলো। তিনি ঐ ব্যক্তির সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, তুমি আবারো গিয়ে নামায পড়, কেননা,

---

৬০৫. সহীহ বুখারী, باب اذا لم يطق قاعدا, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ১১১৭

তোমার নামায পড়া হয়নি। তখন লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের ন্যায় নামায পড়লো। এরপর রসূল ﷺ এর কাছে এসে পুনরায় তাঁকে সালাম দিল রসূল ﷺ বললেন, তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর তিনি আবারো বললেন, আবার যাও এবং নতুন করে নামায পড়। কেননা, এবারও তোমার নামায পড়া সঠিক হয়নি। এভাবে লোকটি তিন বার একইভাবে নামায পড়লো। অতপর সে রসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন! এর চেয়ে অধিক সুন্দর করে আমি নামায পড়তে পারি না। আমাকে সুন্দর করে নামায পড়া শিখিয়ে দিন। তার কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন, যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন প্রথমে তাকবীর পড়বে, এরপর কুরআনের যে সূরা তোমার কাছে সহজ মনে হবে, তা পড়বে। এরপর রুকু করবে এবং ধীর স্থিরভাবে রুকুর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে। এরপর তুমি পরিপূর্ণভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে এবং সিজদা শেষে আরাম সহকারে বসবে। এই নিয়মে তুমি সকল সময় নামায পড়বে।'[৬০৬]

হযর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস থেকেও নামাযের নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

---

৬০৬. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, বাবু উজুবুল কিরাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদীস নং ৩৯৭

'রসূল ﷺ তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন এবং শুরুতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকু করতেন, তখন মস্তক বেশি অবনত করতেন না। আবার একেবারে সোজাও রাখতেন না। বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকতেন। রুকু থেকে যখন মাথা উঠাতেন, তখন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত কখনো সিজদা করতেন না। আর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। তিনি প্রত্যেক দু'রাকাতের মধ্যখানে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করতেন। তিনি বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন এবং হিংস্র প্রাণীর মত বাহুদ্বয় বিছিয়ে রাখতেও বারণ করতেন। অবশেষে সালামের মাধ্যমে তিনি নামায শেষ করতেন।'[৬০৭] এ হাদীসে কিছু কিছু রুকন বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন তাকবীর, সালাম ফিরানো এবং কিছু কিছু সুন্নাতও এতে স্থান পেয়েছে।

রসূল ﷺ আরো বলেন,

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

'তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায আদায় কর।'[৬০৮] নামাযে ধীরস্থিরতা ত্যাগ করার বিরুদ্ধে যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে তা আবু আব্দুল্লাহ আশয়ারী رضي الله عنه এর হাদীস হতে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ فَصَلِّي فَجَعَلَ لَا يَرْكَعُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ: تَرَوْنَ هَذَا؟ لَوْ مَاتَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، يَنْقُرُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ إِلَّا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ.

---

৬০৭. সহীহ মুসলিম

৬০৮. সহীহ বুখারী

'রসূল ﷺ তাঁর কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে নামায পড়লেন, এরপর তিনি তাদের একদলের সাথে বসলেন। সেখানে এক ব্যক্তি এসে নামাযে দাঁড়ালো। সে রুকু করলো এবং সিজদার মধ্যে কপাল ঠুকলো। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কি এর নামায পড়া দেখছ? যে ব্যক্তি এমনভাবে নামায পড়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু মুহাম্মদী মিল্লাতের অনুসারী হিসেবে সংঘটিত হবে না। কাক যেমন রক্তের মধ্যে মাথা ঠুকায়, সেও তেমনি সিজদার মধ্যে মাথা ঠুকালো। যে ব্যক্তি রুকু করে এবং সিজদায় মাথা ঠুকায়, তার দৃষ্টান্ত তো ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে একটা-দুইটা খেজুর ভক্ষণ করে এবং এতে তার কি লাভ হলো?'[৬০৯]

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে পরিপূর্ণভাবে রুকু-সিজদা সম্পন্ন করে না। তিনি তাঁকে বললেন, তোমার তো নামায পড়া হলো না। যদি এ অবস্থায় তুমি মারা যাও, তাহলে তোমার মৃত্যু তো ঐ দ্বীনের অনুসারী হিসেবে সংঘটিত হবে না, যে দ্বীন আল্লাহ্, তাঁর রসূলের কাছে প্রেরণ করেছেন।'[৬১০] শেষ বৈঠকে রসূলের প্রতি দুরূদ পড়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ۝

'আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাঁর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।'[৬১১]

আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি এখানে প্রাসংগিক। তিনি বলেন,

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

৬০৯. জামে ছগীর
৬১০. সহীহ বুখারী
৬১১. সূরা আয আহযাব ৫৬

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

'আমরা সাদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আসলেন। বশীর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বলল, হে রসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যাতে আমরা আপনার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। আমরা কিভাবে তা করব? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে চুপ করে থাকলেন যে, আমরা চাইলাম তাঁকে যদি কোন প্রশ্ন করা না হতো। এরপর তিনি বললেন, তোমরা বল, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল কর, যেমনভাবে তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বংশধরের প্রতি অনুগ্রহ করেছ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি বরকত দাও, যেমনভাবে তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর পরিবার ও বংশধরকে সারাবিশ্বের মধ্যে বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই তুমি আত্মপ্রশংসিত ও সর্বাধিক মর্যাদায় অভিষিক্ত। আর সালাম সম্পর্কে তোমরা তো জান।'[৬১২]

হযরত কাব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ-

---

৬১২. সহীহ মুসলিম, বাবুছ ছালাতু আলাইয়্যা, ১ম খণ্ড, ৩০৫, হাদীস নং ৪০৫

'রসূল ﷺ একদা আমাদের সাথে বের হলেন। আমরা তাকে বললাম, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম পেশ করব, তা আমরা জানি। তবে আমরা এখনো জানি না, কিভাবে আপনার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করব, আপনি কি আমাদেরকে তা শিখিয়ে দেবেন? রসূল ﷺ তখন বললেন, বল, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি অনুগ্রহ কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বংশধরের উপর অনুগ্রহ করেছ। তুমি নিশ্চয়ই আত্মপ্রশংসিত এবং সর্বাধিক মর্যাদাবান। যেভাবে তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বংশধরকে বরকত উপহার দিয়েছিলে, সেই ভাবে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরকে বরকত দাও। নিশ্চয়ই তুমি স্ব প্রশংসিত মর্যাদাবান।'[৬১৩]

বুখারী শরীফের আর এক বর্ণনায় হযরত কাব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একই অর্থবোধক আরো একটি হাদীস পাওয়া যায়। হযরত কাব আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন একটি উপহার দিব না, যা আমি নবীজীর কাছ থেকে শুনেছি? আমি তখন বললাম, নিশ্চয়ই, এখনি সেই উপহার আমাকে দিন। তখন তিনি বললেন, আমরা রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে রসূল! কিভাবে আপনার পরিবারবর্গের পতি দরুদ পাঠ করব? ইতিপূর্বে আল্লাহ আমাদেরকে আপনাকে সালাম করার নিয়ম শিখিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে দুরুদ পড়তে হবে তাতো জানি না। তখন নবীজী ﷺ বললেন, বল, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেভাবে তুমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি অনুগ্রহ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি আত্মপ্রশংসিত মর্যাদাবান। যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত নাযিল করেছো, একইভাবে তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত বর্ষিত কর। নিশ্চয়ই তুমি আত্মপ্রশংসিত সর্বাধিক মর্যাদাবান।'[৬১৪]

উপরে বর্ণিত কুরআন ও হাদীসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম ও ফকীহবিদ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নামাযের সর্বশেষ বৈঠকে নবীজী ﷺ এর প্রতি দরূদ পড়া ওয়াজিব। আর তা ত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে পুরো বিষয়টি এখানে 'মুহতামাল' পর্যায়ের অর্থাৎ এখানে দুটো সম্ভাবনাই রয়েছে।

---

৬১৩. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, বাবুছ ছালাতু আলাইয়্যা, ১ম খণ্ড, ৩০৫, হাদীস নং ৪০৬

৬১৪. সহীহ বুখারী

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ্ হলো ঃ ক. ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযের কোন রুকন ত্যাগ করা। খ. পানাহার করা। গ. নামায পরিশুদ্ধির ব্যাপার ছাড়া কোন কথা বলা। ঘ. উচ্চস্বরে হাসাহাসি করা। ঙ. প্রয়োজন ছাড়া নামাযের মধ্যে বেমানান নামায বহির্ভূত কাজ করা।

পূর্বে বর্ণিত 'হাদীসুল মাস্ইই ফি সালাতিহী' নামক দীর্ঘ হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত। সেখানে রসূল ﷺ এর একটি উক্তি বক্ষ্যমান আলোচনার প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ। সেটা হলো, 'তুমি আবার নামায পড়, কেননা, তোমার নামায পড়া হয়নি।' একথা তিনি এ কারণে বলেছিলেন যে, আগন্তুক নামাযের দুটি রুকন অর্থাৎ ধীরতা এবং সোজাভাবে দাঁড়ানো পরিত্যাগ করে নামায আদায় করেছিল।

রসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا۔

'নিশ্চয়ই নামাযের মধ্যে কিছু ব্যস্ততা আছে।'[৬১৫] একই অর্থবোধক আরেকটি হাদীস হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস্সুলামী হতে বর্ণিত আছে এভাবে,

إِنَّ هَـٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ۔

'এই নামাযের মধ্যে মানুষের সচরাচর কথা বলা উচিত নয়। নামায তো কেবল তাসবীহ্, তাকবীর ও কুরআন পাঠের সমন্বয়।'[৬১৬] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ وَإِنَّمَا يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ۔

'মুচকি হাসির কারণে সালাত ভঙ্গ হয় না। সজোরে হাসি দিলে তা সালাত ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'[৬১৭]

---

৬১৫. বুখারী ও মুসলিম

৬১৬. সহীহ মুসলিম, বাবু তাহরিমুল কালামি ফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১, হাদীস নং ৫৩৭

সালাতের সুন্নাহসমূহ

নামাযের সুন্নাহসমূহ নিম্নরূপ ঃ ১. নামাযের শুরুতে দুয়া পড়া, ২. আমীন বলা, ৩. ফজর নামাযে সূরা ফাতিহার পর কুরআনের যে অংশ সহজ মনে হয় তা পাঠ করা এবং যুহর, আসর, মাগরিব ও ঈশার নামাযসমূহের প্রথম দুরাকাতেও সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা তেলাওয়াত করা, ৪. শব্দ করে তেলাওয়াতের জায়গায় জোরে তেলাওয়াত করা এবং নিঃশব্দে তেলাওয়াতের জায়গায় নিঃশব্দে তা করা, ৫. রুকু ও সিজদায় একবারের অতিরিক্ত তাসবীহ্ পাঠ, ৬. যথাস্থানে দুহাত উত্তোলন করা

৭. নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা, ৮. লাঠি, পাথর বা অনুরূপ কোন কিছুকে সামনে রেখে নামায আদায় করা।

'আউযুবিল্লাহ' দুয়া পড়ে নামায শুরু করা যে মুস্তাহাব, এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ ○

'যখন তুমি কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।'[৬১৮] এ ব্যাপারে জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে একটি দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزَةٍ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔

'নামায শুরু করার সময় আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই দুয়া পড়তে শুনেছি, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৬১৯]

সালাতের সূচনায় দুয়া পড়ার বিধান হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসেও উল্লেখ আছে। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ

---

৬১৭. মুসনাদে আবদুর রাযযাক, মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা

৬১৮. সূরা আন নাহল ৯৮

৬১৯. আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী

اللهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ۔

'রসূল ﷺ তাকবীর ও কিরাতের মাঝে এমনভাবে চুপ থাকতেন, যেন আমার মনে হত তিনি এভাবে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে দিতেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে রসূল ﷺ! আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! তাকবীর ও কিরাতের মাঝে চুপ করে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি, হে আল্লাহ! পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার বিস্তর দূরত্বের ন্যায় তুমি আমার এবং আমার ভুলের মধ্যে যোজন দূরত্ব সৃষ্টি কর। হে আল্লাহ! আমাকে ভুল-ক্রটি ও পাপ-পংকিলতা থেকে এমনভাবে পবিত্র কর, যেমনভাবে শ্বেত-শুভ্র বস্ত্র সকল অপরিচ্ছন্নতা থেকে পূত-পবিত্র থাকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ তুমি পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধৌত কর।'[৬২০]

উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর হাদীসে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হলো,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا۔

'রসূল ﷺ বলেন, যখন ইমাম 'গায়রুল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ্ব দ্বা-লীন' বলা শেষ করবেন, তখন তোমরা 'আমীন' উচ্চারণ করবে। কেননা, যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে উচ্চারিত হবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তোমরাও তখন 'আমীন' উচ্চারণ করবে...।'[৬২১] এখানে 'আমীন' বলতে বুঝানো হয়েছে 'হে আল্লাহ! কবুল কর।'

---

৬২০. সহীহ বুখারী, বাবু মা ইয়াকুল বা'দাতা তাকবিরি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯, হাদীস নং ৭৪৪

৬২১. বুখারী ও আবু দাউদ, বাবুত তামিনি ওয়ারাইল ইমামি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬, হাদীস নং ৯৩৫

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, কুরআনের যে অংশ মুসল্লীর কাছে সহজ মনে হবে। সেটাই সে পাঠ করবে এবং সজোরে কিরাত পড়ার স্থানে জোরে কিরাত পাঠ করবে এবং নিরবে কিরাত পাঠের স্থানে নিরবে কিরাত পাঠ করবে। তাঁর বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো,

فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

'প্রত্যেক সালাতে কিরাত রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা শুনিয়ে পাঠ করতেন। আমরাও তেমনি তোমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করি। আর যখন তিনি আস্তে আস্তে নিরবে পাঠ করতেন, আমরা তা নিরবে পাঠ করি। আর যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ করে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়। আর যে এর চেয়ে বেশি কিছু তেলাওয়াত করে সে তো আরো উত্তম।'[৬২২]

প্রথম তাকবীর, রুকু এবং রুকু থেকে উঠার মুহূর্তে হাত উঠানোর নিয়ম বর্ণিত হয়েছে সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে। তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ۔

'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি দেখেছি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শুরুতে তাকবীর বলে কাঁধ পর্যন্ত তাঁর দুহাত উঠালেন। এরপর

৬২২. সহীহ মুসলিম, বাবু উজুল কিরাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদীস নং ৩৯৬

রুকুতে যাবার সময় যখন তাকবীর বললেন, তখনও এমন করলেন। আবার যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বললেন, তখনো এরূপ করলেন এবং এ দুয়া পড়লেন, 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।' তবে যখন তিনি সিজদা করলেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন আর এমন করলেন না।'[৬২৩]

দুরাকাত নামায শেষ করে দাঁড়ানোর সময় দুহাত উঠানোর বিষয়টি হযরত ইবনে উমরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

أَنَّهُ، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'তিনি যখন সালাতে প্রবেশ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন ও দুহাত উঠাতেন। যখন রুকু করতেন, তখনো দুহাত উঠাতেন। আর যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' উচ্চারণ করতেন, তখনও দুহাত উঠাতেন। অতঃপর দুরাকাত শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখনও দুহাত উত্তোলন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর স্বয়ং রসূল কে অনুরূপ করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।'[৬২৪]

হযরত সাহল ইবনে সাদ এর হাদীসে কিয়াম অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপনের বিষয়টি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

'মানুষকে আদেশ করা হতো যে, পুরুষরা যেন ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নামাযে দাঁড়ায়।'[৬২৫] আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে উল্লিখিত ওয়ায়েল ইবনে হাজার এর হাদীসেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ ও কবজির উপর

টিকা: তবে রাফা ইয়াদাইন না করার হাদীস ও সহীহ প্রমানিত।

৬২৩. সহীহ বুখারী, বাবু ইলা আইনা ইয়ারফাউ ইয়াদাইহি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ৭৩৮, সহী মুসলিম

৬২৪. সহীহ বুখারী, বাবু রাফউল ইয়াদাইনি ইযা ক্বামা, ১ম খণ্ড. পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ৭৩৯

৬২৫. সহীহ বুখারী, باب قضع اليمنى على, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ৭৪০

রাখলেন।' মুসলিম শরীফে হযরত ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে এরূপ বলা হয়েছে, 'তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছেন যে, তিনি তাকবীর বলে নামায শুরু করতেই দুহাত উঠালেন, তারপর কাপড় জড়িয়ে দিলেন এবং ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর স্থাপন করলেন।'

'সুতরাহ' বা লাঠির ব্যবহার যে মুস্তাহাব এবং এর সর্বনিম্ন আকার কেমন, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নের বক্তব্যে,

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ۔

'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার সামনে সওয়ারী জন্তুর পশ্চাৎ ভাগে ব্যবহৃত লাঠির ন্যায় কোন কিছু রেখে দেয়, তাহলে সে যেন তা সামনে রেখেই নামায পড়ে এবং সে যেন এই লাঠির পাশ দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তার কোন পরোয়া না করে।'[৬২৬]

ইমাম নববী বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসল্লীর সামনে 'সুতরাহ' ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং এটা দ্বারা 'সুতরাহ' এর আকার আকৃতিও বুঝা যায় যে, তা সওয়ারীর পশ্চাদ্‌ভাগের লাঠির ন্যায় হবে। অর্থাৎ তা এক হাতের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। আর তার সামনে যে কোন জিনিস রেখে দিলে এই মুস্তাহাব আদায় হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে নাফি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ۔

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে বল্লম পুঁতে রাখা হ'ত এবং তা সামনে করেই তিনি নামায পড়তেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈদের দিনে ঘর হতে বের হওয়ার সময় বল্লম নেওয়ার নির্দেশ দিতেন। এটা তাঁর

---

৬২৬. সহীহ মুসলিম, বাবুল সুতরাতুল মুছাল্লা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮, হাদীস নং ৪৯৯

সামনে রেখে দেওয়া হতো এবং তা সামনে করেই তিনি নামায পড়তেন এবং অন্যান্য লোকজনও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করত। তিনি ভ্রমণকালেও এমন করতেন। পরবর্তীকালের নেতৃবৃন্দ এটা অনুসরণ করে তাঁরাও এমনভাবে নামায পড়তেন।'[৬২৭]

আওন ইবনে আবী যুহায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'একদা গ্রীষ্মকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে বের হলেন। ওযুর পানি আনা হলে তিনি ওযু করে আমাদেরকে নিয়ে যুহর ও আসর নামায পড়লেন। তখন তাঁর সামনে একটা ছোট লাঠি পোঁতা ছিল এবং মহিলারা এর পেছনে থেকে চলাফেরা করতে লাগলো।'[৬২৮]

নামাযের যে সব বিষয় ওয়াজিব বা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে

ইসলামী ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ঃ ১. ইমাম এবং একাকী সালাত আদায়কারীর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্, রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ' বলা. ২. শুধুমাত্র মুক্তাদীর জন্য 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ' উচ্চারণ করা. ৩. রুকুতে একবার 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম' পড়া. ৪. সিজদায় একবার 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা' পাঠ করা. ৫. এক রুকন থেকে অন্য রুকন এ পরিবর্তনের সময় তাকবীর বলা. ৬. প্রথম তাশাহুদ পড়া। কোন কোন আলেম ও ফকীহ বলেন, এগুলো ওয়াজিব। কিন্তু অন্যরা এগুলোকে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত করেন।

'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' পাঠ করার ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিম্ন লিখিত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ. ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে পিঠ সোজা করার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' পাঠ করতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' উচ্চারণ করতেন।'[৬২৯]

---

৬২৭. বুখারী ও মুসলিম

৬২৮. সহীহ বুখারী

৬২৯. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ৭৮৯ ও মুসলিম

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে রসূল ﷺ এর আর একটি হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'ইমাম যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবেন, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' পাঠ কর। কেননা, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। তাহলে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম' এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা' পাঠ করার ব্যাপারে হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন,

فَكَانَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى -

'রসূল ﷺ রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম' পাঠ করতেন এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা' উচ্চারণ করতেন।'[৬৩০]

তাশাহুদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন,

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-

'আমরা যখন নবীর পেছনে নামায পড়তাম, তখন আমরা 'আস্সালামু আলা জিবরাঈল ওয়া মিকাঈল, আস্সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান'

---

৬৩০. আহমাদ, আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০, নাসাঈ, তিরমিযী

ইত্যাদি উচ্চারণ করতাম। রসূল ﷺ তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, আল্লাহই তো 'সালাম'। যখন তোমরা নামায আদায় করবে, তখন বরং এ দুয়া পাঠ কর, 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাত, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবি ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।' কেননা যখন তোমরা এ দুয়া পাঠ করবে, তখন তা আসমান-জমিনে আল্লাহর যত নেক বান্দাহ্ আছে তাদের পক্ষে পৌঁছাবে।'[৬৩১]

তাশাহুদের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর হাদীসেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

'রসূল ﷺ যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিখাতেন, সেইভাবে তাশাহুদও শিখাতেন। তিনি এভাবে তাশাহুদ শিখিয়েছেন, 'আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতু ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু লিল্লাহিস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'।[৬৩২]

হযরত আবু মূসা আশয়ারী رضي الله عنه এর হাদীসে বর্ণিত রসূলের বক্তব্যেও তাশাহুদের দুয়া উল্লেখিত আছে। সেটি নিম্নে তুলে ধরা হলো,

---

৬৩১. সহীহ বুখারী, বাবুত তাশাহহুদ ফিল আখিরাতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ৮৩১ ও মুসলিম
৬৩২. সুনানে নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ১১৭৫

إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

'সালাতের মধ্যে যখন তোমরা বৈঠকে বসবে, তখন তোমাদের কণ্ঠে প্রথমেই এ দুয়া উচ্চারিত হওয়া উচিত. 'আত্তাহিয়্যাতু আত্তায়্যিবাতু আসসালাওয়াতু লিল্লাহি, আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'।[৬৩৩]

ইসলামী জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীবৃন্দ ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন যে, উপরে বর্ণিত দুয়াগুলোর প্রত্যেকটিই শুদ্ধ ও সঠিক। কাজেই এর যে কোন একটি পাঠ করলে নামায শুদ্ধ ও সঠিক হবে।

অপরদিকে তাশাহুদ ওয়াজিব নাকি সুন্নাত, এ ব্যাপারে বিতর্ক ও মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীস। তিনি উল্লেখ করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ۔

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। তিনি প্রথম দুরাকাত নামাযের পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও রসূলের সাথে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন লোকেরা তখনো সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিল, ইত্যবসরে বসা অবস্থায়

৬৩৩. সুনানে নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ১১৭৩

তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর আগে দুটি সিজদা করলেন অতপর সবশেষে আবারো 'সালাম' বললেন।'[৬৩৪]

যাঁদের মতে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ওয়াজিব নয়, তাঁরা উপরের হাদীস থেকে এভাবে প্রমাণ পেশ করেন যে, রসূল ﷺ দ্বিতীয় রাকাত শেষে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি আর ফিরে বসেননি। যদি তাশাহুদ ওয়াজিব হত, তাহলে দ্বিতীয় রাকাত শেষে তাঁর দাঁড়ানোর পর সাহাবায়ে কেরাম 'সুবহানাল্লাহ' বলার পরপরই তিনি অবশ্যই উঠে বৈঠকের দিকে ফিরে যেতেন। ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে এ হাদীসটির জন্য পৃথক একটি শিরোনাম দিয়েছেন। সেটা হলো, 'অধ্যায়' যাঁরা প্রথম দুরাকাতের পরেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি আর বৈঠকে ফিরে যাননি'। তবে ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে ইবনে বুহায়না রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে আর একটি হাদীস সংকলিত করেছেন, যা একই বর্ণনাকারীর উপরিউক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমাদের সাথে রসূল ﷺ যুহরের নামায পড়লেন। দ্বিতীয় রাকাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, অথচ তখন তাঁর বৈঠকে বসার কথা। যখন তিনি সালাতের শেষ পর্যায়ে উপনীত হলেন, বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন। বর্ণনাকারীর বক্তব্য 'অথচ তাঁর বসার কথা' দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা ওয়াজিব। তবে দুটি হাদীসই 'মুহতামাল' দলিলের ইঙ্গিতবহ।

নামাযের মাকরূহসমূহ

নামাযের মাকরূহ বিষয়গুলো হলো ঃ ১. এদিক-সেদিক তাকানো, ২. আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরানো, ৩. কোমরে হাত রাখা, ৪. আংগুলগুলো পরস্পর সংযুক্ত করে শব্দ করা ৫. অশোভনীয় কাজ করা, ৬. পেশাব-পায়খানার প্রবণতা চেপে রাখা, ৭. পানাহার সামনে রেখে নামাযে দাঁড়ানো, ৮. পায়ের দুই গোড়ালির উপর বসা, ৯. দুই ডানা বিছিয়ে দেয়া।

নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানোর ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেন,

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

---

৬৩৪. সহীহ বুখারী, باب من لم ير التشهد, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ৮২৯

'এটা একটা লুকোচুরি খেলা, যা শয়তান বান্দার নামাযের সময় খেলে থাকে।'[৬৩৫] আকাশের দিকে দৃষ্টিদানের ব্যাপারে রসূল ﷺ এর বক্তব্য হলো,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ -

'লোকদের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের ভেতর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে? হয় তারা এ থেকে বিরত থাকবে অথবা তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।'[৬৩৬] একই অর্থবোধক আর একটি হাদীসে মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'যারা নামাযরত অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে, নতুবা তাদের দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।'

কোমরে হাত রাখার ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর নিম্নের হাদীসে,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا -

'কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।'[৬৩৭]

এমনিভাবে নামাযের মধ্যে অযাচিত কাজের ব্যাপারে রসূল ﷺ নিষেধাজ্ঞা জারী, করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, اُسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ

'তোমরা নামাযে থাকাকালে ধীর স্থির থাক।'[৬৩৮] পানাহারের বস্তু সামনে উপস্থিত এমন অবস্থায় এবং পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়তে নিষেধ করে রসূল ﷺ বলেন,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانَ -

'খাদ্যদ্রব্য সামনে এসে গেলে কোন ব্যক্তির নামাযে দাঁড়ানো উচিত নয়, এমনিভাবে পায়খানা-পেশাবের বেগ চাপিয়েও কারো নামায পড়া ঠিক নয়।'[৬৩৯]

---

৬৩৫. সহীহ বুখারী, باب الالتفات فى الصلاة, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০, হাদীস নং ৭৫১

৬৩৬. সহীহ বুখারী, باب رفع البصر الى, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০, হাদীস নং ৭৫০

৬৩৭. সহীহ মুসলিম, বাবুল হদর ফিছছালাতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭, হাদীস নং ১২২০

৬৩৮. সহীহ মুসলিম

মুমিনকুলের জননী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, দুপায়ের গোড়ালির উপর বসে বা হাত দুটিকে বিছিয়ে দিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.
وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। হিংস্র জন্তুর মত বাহুদ্বয় বিছিয়ে নামায পড়তেও তিনি নিষেধ করেছেন।'[৬৪০]

ভুলের সিজদা

সালাতের মধ্যে কম-বেশি হলে বা এ ব্যাপারে কোন সংশয়ের উদ্রেক হলে 'ভুলের সিজদা' দেওয়ার বিধি-বিধান শরীয়ত অনুমোদন করেছে।

নামাযের মধ্যে যে সমস্ত অতিরিক্ত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, সেগুলো যদি কখনো ভুলবশত হয়ে যায়, তাহলে 'সহু সিজদা' দেয়া ওয়াজিব। আর যদি এমন কোন অতিরিক্ত কাজ সংঘটিত হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করলে সালাত ভঙ্গের কারণ হয় না, তবে তখন 'সহু সিজদা' দেয়া সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ সালাম ফিরায়, তাহলে তার নামায পূর্ণ করা উচিত এবং এরপর 'সহু সিজদা' দেয়া প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এ দুয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান খুব দীর্ঘ না হয়।

যদি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া ভুলবশত অন্য কোন রকুন বাদ যায় এবং দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত শুরু করার পর তা মনে পড়ে, তাহলে প্রথম রাকাত বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং এ অবস্থায় তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত শুরু করার আগে মনে পড়ে, তবে ঐ রাকাত এবং তার পরের রাকাত পূর্ণ করবে।

---

৬৩৯. সহীহ মুসলিম
৬৪০. সহীহ মুসলিম

আর যদি সালাম ফিরানোর পর ব্যাপারটি মনে পড়ে, তাহলে আর এক রাকাত সালাত আদায় করে ভুলের সিজদা দিবে।

রাকাতের সংখ্যা কম-বেশির ব্যাপারে যদি সংশয় জাগে, তাহলে সর্বনিম্ন সংখ্যা বিবেচনায় এনে নামায শেষ করবে এবং এ অবস্থায় সাহু সিজদা দিবে। সুন্নাত বাদ দেয়ার কারণে সাহু সিজদা দেয়ার প্রচলন রয়েছে। তবে তা ওয়াজিব নয়। আর সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর আগে বা পরে দেয়া জায়েয আছে। তবে এ ইস্যুটি এতই প্রশস্ত ও ব্যাপক যে এখানে মত পার্থক্যের সুযোগ রয়েছে।

যদি নামাযের মধ্যে কোন কিছু কম করা হয়ে থাকে, তাহলে সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর আগে দেওয়া উত্তম। কেননা, নামাযের পূর্ণতার জন্য এ সিজদা ওয়াজিব। আর যদি কোন কিছু বেশি করার কারণে সাহু সিজদা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে তা সালাম ফিরানোর পর দেয়া উত্তম। কেননা, এ সিজদা শয়তানকে বোকা বানানো ও লাঞ্ছিত করার জন্য, যাতে সালাতের মধ্যে দুটি অতিরিক্ত কাজ একত্রিত না হতে পারে।

অতিরিক্ত কাজ করার কারণে যে সিজদা দেয়া উচিত, এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

'একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ রাকাত যোহরের নামায পড়লেন। তখন তাঁকে বলা হলো, সালাতে রাকাতের সংখ্য কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, কেন? তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি তো পাঁচ রাকাত নামায আদায় করলেন। একথা বলার পর তিনি সালাম ফিরানোর পর দুটি সিজদা দিলেন।'[৬৪১]

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ

---

৬৪১. বুখারী ও মুসলিম, باب السهر فى, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১, হাদীস নং ৫৭২

نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

'রসূল ﷺ আমাদের সাথে আসর নামায আদায় করলেন। তিনি দুরাকাত পড়ার পর সালাম ফিরালে 'যুল ইয়াদাইন' দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সালাত কি 'কম' করা হয়েছে, নাকি আপনি ভুল করে দুরাকাত পড়েছেন? রসূল ﷺ বললেন, এমন কিছু তো ঘটেনি। তখন সাহাবীরা আবারো বললেন, হে রসূল! এরকম কিছু ঘটেছে। তখন রসূল ﷺ অন্যান্য লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, যুল ইয়াদাইন কি ঠিক বলছে? তখন তারা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! সে ঠিকই বলছে। তখন রসূল ﷺ অবশিষ্ট নামায আদায় করলেন, এবং এরপর সালাম ফিরিয়ে বৈঠকরত অবস্থায় দুটি সিজদা দিলেন।'[৬৪২]

সালাত কিছু কম করার কারণে যে সিজদা দিতে হয়, এ বিষয়টি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর হাদীস থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ

'রসূল ﷺ যুহরের নামায দুরাকাত শেষ করে দাঁড়ালেন এবং তিনি দুরাকাত শেষ করে বসেননি। এরপর যখন নামায শেষ করলেন, তখন ভুলের জন্য দুটি সিজদা করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন।'[৬৪৩]

সংশয় সন্দেহের কারণেও যে সাহু সিজদা দিতে হয়, এদিকে ইঙ্গিত করে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

---

৬৪২. বুখারী, মুসলিম, باب السهو فى, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪, হাদীস নং ৫৭৩

৬৪৩. সহীহ বুখারী, باب ما جاء فى السهو اذا, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭, হাদীস নং ১২২৫ ও মুসলিম

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

'যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু নির্গত করতে করতে পলায়ন করে এবং সে আযান শুনতে পায় না। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। যখন ইকামত দেয়া হয়, তখন সে আবার পালায় এবং ইকামত শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে এবং নামাযরত ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মধ্যে সংশয় ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে। সে ঐ ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত বিষয় মনে করতে ওয়াসওয়াসা দেয়, যেগুলো তার মনে ছিল না। ফলে সে কত রাকাত নামায আদায় করলো, তা আর সে ঠিক বুঝতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি মনে করতে না পারে সে কত রাকাত নামায পড়েছে, তিন রাকাত না চার রাকাত, তাহলে সে যেন বসে বসে দুটি সিজদা দেয়।'[৬৪৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

৬৪৪. সহীহ বুখারী, باب اذا لم يدركم صلى, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ১২৩১ ও মুসলিম

'রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে কোন ব্যাপারে সংশয়বিদ্ধ হয় এবং সে বুঝতে পারে না, সে কি তিন রাকাত না চার রাকাত, নামায পড়েছে, তখন সে যেন তার সংশয়কে দূরে ছুঁড়ে দেয় এবং যে দিকে তার ধারণা প্রবল হয়, তার উপর যেন ভিত্তি করে নামায শেষ করে। অবশেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে সে যেন দুটি সিজদা করে। যদি সে পাঁচ রাকাত নামায আদায় করে ফেলে, তাহলে আরো এক রাকাত মিলিয়ে জোড়া মিলাবে। যদিও সে চার রাকাত নামায পূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত রাকাত আদায় করেছে, তবুও তা শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য তা করেছে।'[৬৪৫]

জমায়াতে নামায

আমরা বিশ্বাস করি যে, জামায়াতে নামায পড়া অপরিহার্য। একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়লে সাতাশ গুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায়। জামায়াতে নামায পড়ার সময় যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতে অধিক পারদর্শী তাকে ইমাম নিযুক্ত করতে হবে। এরপর ইমাম হওয়ার যোগ্যতা সেই ব্যক্তির অধিক, যে সুন্নাহ সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি অবগত। এরপর ঐ ব্যক্তি ইমাম হওয়ার জন্য যোগ্যতর যিনি সবার প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যার বয়সও সবচেয়ে বেশি। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির বাড়িতে গেলে বা অন্য কোন এলাকায় গেলে স্বাগতিক এলাকার লোক বা বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া তার ইমাম হওয়া ঠিক নয়। ইমামতির দায়িত্ব যার কাধে তার উচিত কিরাত সংক্ষিপ্ত করা। কেননা, জামায়াতে দুর্বল, অসুস্থ বা কর্মব্যস্ত ব্যক্তিও উপস্থিত থাকতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ○

'তোমরা সালাত কায়েম কর যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।'[৬৪৬] এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন, তারা

---

৬৪৫. সহীহ মুসলিম, باب السهو فى, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০, হাদীস নং ৫৭১
৬৪৬. সূরা আল বাকারা ৪৩

যেন সর্বোত্তম কাজ অন্যান্য মুমিনদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সম্পন্ন করে। আর উত্তম কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলো নামায। অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং জামায়াত ত্যাগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ-

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নামাযে কিছু লোককে দেখতে না পেয়ে বললেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয় আমি কাউকে এ আদেশ করি, যেন সে অন্য লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। অতঃপর যারা জামায়াত থেকে পশ্চাতে রয়ে যায়, তাদের কাছে যাই এবং তাদেরকে এ আদেশ করি যেন তারা জ্বালানি কাঠ একত্রিত করে তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।'[৬৪৭]

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا

---

৬৪৭. বুখারী ও মুসলিম, বাবু ফাদলু ছালাতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১, হাদীস নং ৬৫১

حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

'যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে ধন্য হতে চায়, সে যেন নামাযের আহবান করা মাত্রই সেগুলোর পরিপূর্ণ হেফাজত করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্য হেদায়েতের নীতিমালা প্রবর্তন করেছেন, আর সালাত হলো তার অন্যতম। জামায়াত পরিত্যাগকারী ব্যক্তির মত যদি তোমরা তোমাদের ঘরে বসে নামায আদায় কর, তাহলে তোমরা তো রসূলের সুন্নাতকেই ত্যাগ করলে। আর নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তি সুন্দর করে পাক-পবিত্র হয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের জন্য একটি করে পুরস্কার দান করবেন এবং এ কারণে তার মর্যাদাও বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন এবং তাকে অনিষ্টতা ও পাপ থেকে মুক্ত করবেন। আমাদের যুগে প্রসিদ্ধ মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামায়াতে নামায আদায় করা থেকে দূরে থাকত না। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে জামায়াতে আসতে দেখা যেত এবং তাদেরকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।'[৬৪৮]

একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়া উত্তম, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে রসূল ﷺ বলেন,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

'একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়লে ২৭ গুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।'[৬৪৯]

ইমাম হওয়ার জন্য যোগ্যতার ধারাবাহিকতার বিবেচনা হযরত আবু সাঈদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর হাদীসে বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ

---

৬৪৮. সহীহ মুসলিম, বাবু ছালাতুল জামাআতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩, হাদীস নং ৬৫৪

৬৪৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু ফাদলু ছালাতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০, ৬৫০

سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔

'রসূল ﷺ বলেন, কওমের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতে যোগ্য, সেই ইমামতির দায়িত্ব নিবে। যদি এ ব্যাপারে সকলের যোগ্যতা সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সুন্নাহর ব্যাপারে যে বেশি পারদর্শী তাকেই ইমামতির দায়িত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে সকলে সমান যোগ্যতার অধিকারী হলে, যে সবার আগে হিজরত করেছে, সেই অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যদি হিজরতের ক্ষেত্রেও সমান হয়, তবে প্রথমে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেই এ দায়িত্ব পালন করবে। কোন ব্যক্তি কোন এলাকায় আগমন করলে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। আর বাড়ির মালিকের অনুমতি না নিয়ে তার ঘরে সুনির্দিষ্ট আসনে বসবে না।'[৬৫০]

ইমামের উচিত কিরাত ছোট ও সংক্ষিপ্ত করা। এ ব্যাপারে রসূল ﷺ ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ۔

'তোমাদের কেউ যদি কিছু মানুষের ইমাম নিযুক্ত হয়, তাহলে সে যেন ছোট ও সংক্ষিপ্ত সূরা পড়ে। কেননা, জামায়াতে বৃদ্ধ ও দূর্বল সবাই থাকে। আর যদি একা নামায পড়ে, তবে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘ করুক।'[৬৫১]

হযরত আবু মাসউদ আনসারী رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ

---

৬৫০. সহীহ মুসলিম, বাবু মান আহাক্কু বিলইমামি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৬৭৩
৬৫১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب امر الائمة, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪১, হাদীস নং ৪৬৭

يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ، فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ ـ

'এক ব্যক্তি রসূলের কাছে এসে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির লম্বা কেরাতের কারণে ফজরের নামাযে জামায়াত থেকে বিরত থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ দিনের চেয়ে অন্য কোন দিন আমি রসূলকে উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে এত বেশি রাগান্বিত হতে দেখিনি। রসূল সেদিন বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যাদের আচরণে লোকেরা ইসলাম থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ইমামতির দায়িত্ব নিবে, সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কর্মব্যস্ত ব্যক্তিরাও থাকতে পারে।'[৬৫২]

জুমার নামায

আমরা বিশ্বাস করি যে, জুমার নামায প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ও মুকিম মুসলমানের জন্য ফরয। জুমার নামায পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ার পর একটি বক্তৃতা ও দুরাকাত নামাযের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জুমার দিনে সালাত দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ইমামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ইঙ্গিত বহন করে। জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ হলো ঃ ক. সময় হওয়া, খ. মুকিম হওয়া, গ. বেশ কিছু সংখ্যক নামাযীর উপস্থিতি। এখানে সর্বনিম্ন কতজন মুসল্লি হাজির হলে জুমার নামায ফরয হবে, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, ঘ. জুমার খুতবা। কেউ অলসতা করে জুমার নামায ত্যাগ করলে আল্লাহ তার হৃদয়ে মোহর অংকিত করবেন। একই শহরে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে জুমার নামায পড়া বৈধ।

জুমার নামায যে ফরয এবং জুমার সময়ে নামায ছাড়া অন্য কোন কাজ যে হারাম, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ○

---

৬৫২. সহীহ বুখারী, বাবু তাখফিফুল ইমামু ফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২, হাদীস নং ৭০২ ও সহীহ মুসলিম, বাবু আমরু আইম্মাতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০, হাদীস নং ৪৬৬

'হে ঈমানদারগণ! জুমা দিবসে যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত বেরিয়ে পড় এবং সমস্ত লেন দেন তখন বন্ধ করে দাও।'[৬৫৩] ইসলামী জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জুমার দিনে দ্বিতীয় আযানের পর বেচা-কেনা সম্পূর্ণভাবে হারাম। যদি এ সময় কেউ বেচা-কেনা করে তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এটাই দুটি মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতামত। জুমার নামাযে অলসতাবশত অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারে সতর্কতার নির্দেশ করে রসূল ﷺ বলেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ـ

'লোকদেরকে জুমার নামায ত্যাগ করা হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, নতুবা আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিবেন, এরপর তারা অনন্তকাল ধরে অলসতায় আচ্ছন্ন থাকবে।'[৬৫৪]

জুমার নামায ফরয হওয়ার শর্ত হলো ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে এবং সুস্থ হতে হবে। এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে রসূল বলেন,

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ـ

'জুমার নামায জামায়তসহ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণীর ওপর এ বাধ্যবাধকতা নেই ঃ ক্রীতদাস, নারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, অসুস্থ ব্যক্তি।[৬৫৫] জুমার নামায যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

'নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়সহ ফরয করা হয়েছে।'[৬৫৬] সময়ের শর্ত হওয়ার ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনার

---

৬৫৩. সূরা আল জুমআ ৯

৬৫৪. সহীহ মুসলিম, বাবু তাগলিযু ফি তারকি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১, হাদীস নং ৮৬৫

৬৫৫. সুনানে আবু দাউদ, বাবুল জুমুআতি লিলমামলুকি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০, হাদীস নং ১০৬৭

৬৫৬. সূরা আন নিসা ১০৩

প্রয়োজন নেই। কেননা, জুমআর নামায নির্দিষ্ট সময়ের পর আদায় করার কোন সুযোগ নেই। অন্যান্য নামায অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম।

জুমুআর নামাযের আর একটি শর্ত হলো স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং স্থায়ী আবাস বলতে এমন স্থানকে বুঝায়, যেখানে ঘরবাড়ি বিদ্যমান। মদীনার চারপাশে যে সমস্ত গোত্র ছিল, তারা জুমআর নামায পড়ত না এবং রসূল ﷺ তাদেরকে জুমআর কোন আদেশ দিতেন না।

জুমআর নামাযের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব এমন চল্লিশ জনের উপস্থিতি শর্ত। আর কারো কারো মতে, মাত্র বার জন মুসল্লি উপস্থিত থাকলেই যথেষ্ট। কেননা, একদা এক জুমুআর দিনে বারজন লোক ব্যতীত সকলেই রসূল ﷺ কে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে চলে যায় এবং মালামাল ক্রয়ের জন্য মদীনায় আগত বাণিজ্যিক কাফেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কোন কোন মনীষীর মতে, তিনজন হলেই জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে, একজন খুতবা দিবে এবং দুজন শুনবে। তবে এ মাশয়ালাটির ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশস্ততা রয়েছে এবং চিন্তা-গবেষণা ও মতপার্থক্যের অনেক সুযোগ এখানে রয়েছে।

জুমআর নামাযে দুই খুতবার শর্তের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত করে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ۝

'হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়। তোমরা দ্রুত আল্লাহর স্বরণে বেরিয়ে পড় এবং সকল কেনা-বেচা বন্ধ করে দাও।'[৬৫৭] অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে 'আল্লাহর স্মরণ' বলতে এখানে 'খুতবা' বুঝানো হয়েছে। রসূল ﷺ সর্বদা খুতবা দিয়েছেন। কখনো, তা বাদ দেননি। ইবনে উমর رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে দুবার খুতবা পড়তেন এবং উভয় খুতবার মাঝখানে একটু বসে পার্থক্য রচনা করতেন।'[৬৫৮]

---

৬৫৭. সূরা আল জুমআ ৯

৬৫৮. বুখারী, মুসলিম

খুতবা সংক্ষিপ্ত করে নামায দীর্ঘায়িত করা যে মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করে হযরত আবু ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

خَطَبَنَا عَمَّارٌ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا۔

'হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক বক্তৃতা করলেন। যখন তিনি মিম্বর থেকে নামলেন, তখন আমরা বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! তুমি খুব সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বক্তব্য রেখেছ। যদি আমি খুতবা দিতাম, তাহলে দীর্ঘ করে ফেলতাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, নামায দীর্ঘ করে খুতবা সংক্ষিপ্ত করার মাঝে একজন ইমামের জ্ঞান ও পারদর্শিতা বুঝা যায়। সুতরাং তোমরা নামায দীর্ঘায়িত কর এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত কর। কেননা, কোন কোন কথা ও বক্তৃতা তো জাদু সৃষ্টি করে।'[৬৫৯]

সুন্নাতে রাতেবাহ

আমরা বিশ্বাস করি, যে সমস্ত কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন, সেগুলোকে সুন্নাতে রাতেবাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাহলো ফজরের পূর্বের দুরাকাত, যোহরের পূর্বের দু'রাকাত, যোহরের পরের দুরাকাত, মাগরিবের পরের দুরাকাত এবং এশার পরের দুরাকাত। এছাড়া বেতেরের নামাযও সুন্নাতে রাতেবার পর্যায়ে পড়ে।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ۔

---

৬৫৯. সহীহ মুসলিম, বাবু তাখফিফুছ ছালাতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪, হাদীস নং ৮৬৯

'নবী করীম ﷺ ফজরের দুরাকাত সুন্নাত নামায ব্যতীত অন্য কোন নফল নামাযের প্রতি অধিক যত্নবান হতেন না।'[৬৬০]

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔

'আমি রসূল ﷺ এর সাথে যোহরের পূর্বে দুরাকাত, যোহরের পরে দুরাকাত, জুমআর পর দুরাকাত, মাগরিবের পর দুরাকাত এবং ইশার পর দুরাকাত নামায পড়েছি।[৬৬১]

উক্ত বর্ণনাকারী রসূল ﷺ থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, রাতের সালাত দুই দুই রাকাত। যদি তুমি বেতেরের নামায পড়তে চাও তাহলে দুই রাকাতের সাথে আর এক রাকাত যোগ কর, তাহলে তোমার 'বেতেরের নামায হয়ে যাবে।'[৬৬২]

তিনি এতদসংক্রান্ত রসূলের আর একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, বেতেরকে রাতের সর্বশেষ নামায হিসেবে গণ্য কর।'[৬৬৩]

দুই নামায একসাথে পড়া এবং কসর করা

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভ্রমণকালে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ কসর করে দুরাকাত পড়া একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত। দুই নামায এক সাথে পড়ার অনুমতি রয়েছে। এটা দুভাবে হতে পারে. ১. প্রথম নামাযের সময়ে প্রথম নামায ও পরবর্তী নামায এক সাথে পড়া, অথবা, ২. দ্বিতীয় নামাযের সময়ে দ্বিতীয় নামায ও প্রথম নামায একসাথে আদায় করা। কসরের দূরত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মতামত দেওয়ার যথেষ্ট প্রশস্ততা আছে।

---

৬৬০. সহীহ বুখারী, باب تعاهد ركعتى الفجر, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১১৬৯ ও মুসলিম

৬৬১. সহীহ বুখারী, বাবু মা জাআ ফিততুলই, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭ ও মুসলিম

৬৬২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৬৬৩. বুখারী ও মুসলিম

ভ্রমণকালে যে নামায কসর করতে হয়, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ

'যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, তখন নামায কসর করে পড়লে কোন গুনাহ হবে না।'[৬৬৪] নিরাপদ অবস্থায়ও যে নামায কসর করা বৈধ, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করে হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

'আমি ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এ আয়াত পড়ে শুনালাম, "কাফেররা তোমাদেরকে হত্যা করতে পারে, এ ভয়ে কসর করে নামায পড়লে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমানে যেহেতু মানুষ কাফিরদের থেকে নিরাপদ হয়েছে, তাহলে কি এখনো কসর করতে হবে। তিনি বললেন, যে বিষয়ে তুমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছ, আমিও সে ব্যাপারে সন্দিহান। তখন আমি এ প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, যেহেতু আল্লাহ নিজেই তোমাদেরকে এ সদকা করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।'[৬৬৫]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, 'ভ্রমণকালে এবং সাধারণ অবস্থায় এ উভয় সময়ে দু'রাকাত করে নামায ফরয করা হয়েছে। পরবর্তীতে ভ্রমণ অবস্থায় দুরাকাত নামাযই রাখা হলো, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় রাকাতের সংখ্যা বাড়ানো হলো। [৬৬৬]হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

---

৬৬৪. সূরা আন নিসা ১০১

৬৬৫. বুখারী ও মুসলিম, বাবু ছালাতুল মুসাফিরিনা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮, হাদীস নং ৬৮৬

৬৬৬. বুখারী ও মুসলিম

বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের নবী ﷺ এর ভাষায় সালাতকে মুকীম অবস্থায় চার রাকাত, সফরে দুরাকাত এবং ভয়-ভীতি অবস্থায় এক রাকাত হিসেবে ফরয করেছেন।'[৬৬৭]

সফরে রসূল ﷺ এর দু'নামায এক সাথে পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

'রসূল ﷺ যখন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফরে গমন করতেন, তখন যোহরের সালাতকে আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং উভয় নামায একত্রে পড়তেন। আর তাঁর বের হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের নামায পড়ে সফরে যাত্রা করতেন।'[৬৬৮]

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমি রসূলকে দেখেছি যখন তিনি ভ্রমণের সময় খুব ব্যস্ত থাকতেন, তখন মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়তেন।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যখন তিনি ভ্রমণে থাকতেন, তখন মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।'[৬৬৯]

সফরে থাকাকালে সালাত একত্রে পড়ার ব্যাপারে হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা রসূলের সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। তখন তিনি যোহর ও আসর নামায এক সাথে এবং মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে আদায় করলেন।'[৬৭০]

---

৬৬৭. সহীহ মুসলিম

৬৬৮. সহীহ বুখারী, باب اذا ارتحل بعد ما, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭, হাদীস নং ১১১২ ও মুসলিম

৬৬৯. বুখারী ও মুসলিম

৬৭০. সহীহ মুসলিম

দুই ঈদের নামায

আমরা বিশ্বাস করি, দুই ঈদের নামায ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। উলামায়ে কেরাম এ নামাযের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করছেন। কেউ কেউ বলেন, এটা ফরযে কেফায়াহ। অন্যদের মতে, এটা ওয়াজিব। আবার কোন কোন জ্ঞানী বলেন, এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের নামায পড়া সুন্নাত। এ নামায আযান ও ইকামাত ছাড়াই দু'রাকাত হিসেবে পড়তে হয়। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা বাদ দিয়ে সাতবার তাকবীর বলতে হয় এবং দ্বিতীয় রাকাতে উঠার সময় যে তাকবীর দেওয়া হয়, সেটি ছাড়া মোট পাঁচটি তাকবীরের সমন্বয়ে দ্বিতীয় রাকাত সম্পন্ন করতে হয়। এরপরই ঈদের খুতবা দিতে হয় এবং এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ঈদের খুতবা নামাযের পরেই দিতে হয়।

দু'ঈদের রাতে তাকবীর জোরে জোরে বলা সুন্নাত। ঈদুল আযহার সময় আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের আসরের নামায পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তাকবীর বলতে হবে এবং ঈদুল ফিতরের সময় ইমামের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর পড়তে হবে।

নারীদেরও ঈদের নামাযে বের হওয়া মুস্তাহাব, যাতে তারা কল্যাণ ও মুসলমানদের দাওয়াতী কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে পারে। ঋতুবর্তী নারী ঈদগাহে উপস্থিত থাকবে, তবে তারা ঈদগাহের একপাশে থাকবে এবং নামায থেকে বিরত থাকবে। ঈদের দিনে বৈধ খেলাধূলা করা যায়। কেননা, দু'ঈদ উপলক্ষে উল্লাস ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশও অন্যতম ইসলামী নিদর্শন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

'তোমরা রবের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর।'[৬৭১] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

---

৬৭১. সূরা কাওছার ২

'যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে হেদায়েত দান করার জন্য আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।'[৬৭২] অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ আয়াত হতে প্রমাণ করেন যে, ঈদুল ফিতরে তাকবীর বলা উচিত।

উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের নামায আদায় করা যে মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে আবু সাঈদ খুদরী এর হাদীসে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'রসূল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে গমন করতেন এবং প্রথমেই নামায পড়তেন।'[৬৭৩] ঈদের মাঠ ও মসজিদের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় এক হাজার হাত। এমন কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না যে, তিনি বিনা ওযরে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করেছেন।

খুতবার পূর্বেই যে ঈদের নামায পড়তে হয়, এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে ইবনে আব্বাস এর হাদীসে বলা হয়েছে, 'আমি ঈদুল ফিতরের দিন নবী করীম আবু বকর এবং উসমান এঁদের সকলের সালাত প্রত্যক্ষ করেছি। এঁদের প্রত্যেকে খুতবার পূর্বে নামায পড়েছেন, এরপর খুতবা দিয়েছেন,[৬৭৪] এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ খুদরী বলেন, 'রসূল দুই ঈদের দিন ঈদগাহে বের হতেন এবং প্রথমেই নামায পড়তেন। এরপর তিনি তাঁর সামনে উপবিষ্ট মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিতেন।'[৬৭৫]

ঈদের নামাযের জন্য যে আযান ও ইকামাতের প্রয়োজন নেই, সে প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,'ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিবসে আযান দেয়া হত না।'[৬৭৬] এমনিভাবে হযরত জাবির ইবনে সামুরা বলেন, 'আমি আযান ও ইকামাত ছাড়া এক দুবার নয়, বহুবার রসূল এর সাথে দু ঈদের নামায পড়েছি।'[৬৭৭]

হযরত উম্মে আতিয়া হতে বর্ণিত হাদীসে মেয়েদের ঈদের জামায়াতে যাওয়ার মুস্তাহাব সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেন,

---

৬৭২. সূরা আল বাকারা ১৮৫
৬৭৩. সহীহ বুখারী, মুসলিম
৬৭৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৬৭৫. বুখারী ও মুসলিম
৬৭৬. বুখারী ও মুসলিম
৬৭৭. সহীহ মুসলিম

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ،

'আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা ঋতুবর্তী ও যুবতীরা ঈদের দিবসে হাজির হই। এতে আমরা মুসলমানদের সম্মিলন ও দাওয়াতী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবো। তবে ঋতুবতী মহিলাদেরকে মাঠের পাশে বসতে বলা হয়েছে।'[৬৭৮] সাহাবীদের বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে, 'রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যাতে আমরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের জন্য বের হই। স্বাধীন, ঋতুবতী ও যুবতীদেরকে নামাযে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তবে ঋতুবতী নারীদেরকে সালাত থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তাদেরকে কেবল মুসলমানদের জামায়াত এবং দোয়ার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।'

ঈদ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করার প্রয়োজনীয়তা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস হতে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا۔

'আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমার ঘরে এমন মুহূর্তে আসলেন, যখন দুজন আনসারী কিশোরী গান গাচ্ছিলো। 'ইয়াওমুল বুয়াছ' নামক অতীতের এক যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে সেই গান রচিত ছিল। হযরত আয়েশা বলেন, তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এ কেমন কাণ্ড যে রসূল ﷺ এর ঘরে শয়তানের সঙ্গীত লহরী! ঈদের দিনে এমন কাণ্ড! তখন রসূল ﷺ

৬৭৮. সহীহ বুখারী, বাবু উজুবুছ ফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০, হাদীস নং ৩৫১ ও মুসলিম

বললেন, প্রত্যেক জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন রয়েছে। এটা আমাদের উৎসব দিবস।'[৬৭৯]

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে আরো বর্ণিত আছে, 'এক ঈদের দিনে দুজন কৃষ্ণনাঙ্গ ছেলে চামড়ার ঢাল ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করছিল। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা মাত্রই তিনি বললেন, তুমি কি এটা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে তাঁর পেছনে এমনভাবে দাঁড় করালেন যে, তাঁর গালের উপর আমার গাল ছিল। তিনি বললেন, বনী আরফেদার হে ছেলেরা! চালিয়ে যাও। অবশেষে এটা দেখে যখন আমি তৃপ্ত হলাম, তখন তিনি বললেন, বেশ তো, যথেষ্ট হয়েছে, না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার চল।'[৬৮০]

জানাযার নামায

আমরা বিশ্বাস করি যে, মৃত মুসলিম ব্যক্তির গোসল ও কাফনের পর জানাযার নামায পড়া ফরযে কেফায়াহ। সাধারণত নামাযের বেলায় যে সমস্ত শর্তারোপ করা হয়েছে, জানাযার নামাযের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য। যেমন, পবিত্রতা, শরীরের প্রয়োজনীয় অংশ ঢেকে রাখা, কিবলামুখী হওয়া।

জানাযার নামায চারটি তাকবীরসহ দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, এতে কোন রুকু-সিজদা নেই। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবীর উপর দরূদ পড়তে হবে, তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুয়া করতে হবে এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য দুয়া করতে হবে। এরপর সালাম ফিরাতে হবে।

মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে গোসল করাতে হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে উম্মে আতিয়া রাদিআল্লাহু আনহা এর হাদীসে। তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،

---

৬৭৯. বুখারী ও মুসলিম, বাবু রাখসাতু ফিললাআবি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৭, হাদীস নং ৮৯২

৬৮০. সহীহ বুখারী

وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

'আমরা রসূল ﷺ এর কন্যাকে গোসল করাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি এসে বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশিবার গোসল করাও। শেষে তাকে কর্পূর দিয়ে ধৌত কর। যখন গোসল শেষ হলো, তখন আমরা তাঁকে জানালে তিনি কাপড় দিয়ে বললেন, তাকে কাপড় দ্বারা আবৃত কর।'[৬৮১] হযরত উম্মে আতিয়া রাদিআল্লাহু আনহা আরো বর্ণনা করেন, 'রসূল ﷺ তাঁর কন্যার গোসলের সময় বলেন, তার ডানদিক থেকে এবং ওযুর স্থান থেকে গোসল করানো শুরু কর।'[৬৮২]

মৃত ব্যক্তির কাফন করার পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ۔

'রসূল ﷺ কে তিনটি ইয়ামেনী সাদা কাপড় দিয়ে দাফন করা হয়েছিল। এতে জামা ও পাগড়ী ছিল না।'[৬৮৩] এহরাম পরিহিত অবস্থায় কিভাবে গোসল করাতে হবে সে সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ . إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔

'আমাদের সাথে আরাফার ময়দানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এতে ঘাড়ে আঘাত লেগে তিনি

---

৬৮১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু ফি গাসলিল মায়্যিতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৬, হাদীস নং ৯৩৯

৬৮২. সহীহ মুসলিম

৬৮৩. সহীহ বুখারী, باب الثياب البيض للكفن, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫, হাদীস নং ১২৬৪ ও অমুসলিম

মৃত্যুবরণ করলেন। রসূল ﷺ বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল করাও এবং দুটো কাপড় দিয়ে কাফন তৈরি কর। সুগন্ধি ব্যবহার করো না এবং মাথা ঢেকে রেখ না। কেননা, সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠবে।'[৬৮৪]

জানাযার নামাযে তাকবীর বলা প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّاسَ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

'রসূল ﷺ নাজ্জাশীর মৃত্যু দিবসে লোকজন ডাকলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গেলেন এবং চার তাকবীর সহ জানাযা নামায আদায় করলেন।'[৬৮৫]

জানাযার নামাযে উপস্থিত হলে কি ধরনের পুরস্কার পাওয়া যায়, 'সে সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা আছে। রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে, সে এক কিরাত সওয়াব পাবে। আর যে দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, সে দু'কিরাত সওয়াব পাবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, দু'কিরাত কি? তিনি বললেন দু'কিরাত দুটি বড় পাহাড়ের মত।'[৬৮৬]

কবর যিয়ারত

কবর বাসীদের প্রতি ভালবাসা, তাদের জন্য ক্ষমার প্রার্থনা, মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ এবং মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণের লক্ষ্যে কবর যিয়ারত বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরবাসীদের কাছে কিছু চাওয়া তাদের সাহায্য কামনা করা বৈধ নয়। এটা সুস্পষ্ট শিরক এবং সমস্ত আসমানী রিসালাত একে বাতিল ঘোষণা করেছে।

---

৬৮৪. সহীহ বুখারী, باب الكفن فى ثوبين, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫, হাদীস নং ১২৬৫ ও মুসলিম

৬৮৫. সহীহ বুখারী, বাবুত তাকবিরু আলাল জানাযাতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯, হাদীস নং ১৩৩৩ ও মুসলিম

৬৮৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

রসূল ﷺ বলেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন তা করতে পার।'[৬৮৭]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন,

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

'রসূল ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে নিজে খুব কাঁদলেন এবং তাঁর কান্নায় আশে-পাশের লোকজনও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তারপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে আমাকে তার অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তা মনযুর করা হয়। কাজেই এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, এতে মৃত্যুর স্মরণ হয়।'[৬৮৮]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'রসূল ﷺ যে রাতে তাঁর ঘরে থাকতেন, সে রাতের শেষ প্রহরে তিনি জান্নাতুল বাকীতে যেতেন এবং বলতেন কবরে অবস্থানরত হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির সময় উপস্থিত। কিয়ামত আগামীকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরাও শীঘ্র তোমাদের মাঝে এসে মিলিত হব। হে আল্লাহ! 'জান্নাতুল বাকীতে' যারা ঘুমিয়ে আছে , তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।'[৬৮৯]

আল্লাহর পরিবর্তে কবরবাসীদের কাছে কোন কিছু চাওয়া বা তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত করেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِينَ ○

৬৮৭. সহীহ মুসলিম

৬৮৮. সহীহ মুসলিম, باب استئذان النبى, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭১, হাদীস নং ৯৭৬

৬৮৯. সহীহ মুসলিম

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কারো কাছে কিছু চেও না, যারা না তোমাদের কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন অনিষ্ট করতে পারে। তুমি যদি এমন কর, তাহলে তুমিতো অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।'[৬৯০] এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

'সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? এরা তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিত নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন এগুলো হবে এদের শত্রু এবং এগুলো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।'[৬৯১]

রসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন তুমি কিছু চাইবার ইচ্ছা পোষণ কর, তখন আল্লাহর কাছে চাও, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করতে চাও, তখন আল্লাহর কাছেই তা চাও।'[৬৯২]

কবর সংক্রান্ত কতিপয় নিষেধাজ্ঞা

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হওয়া, একে উৎসবে পরিণত করা, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, সেখানে আলোকসজ্জা করা এর কোনটাই জায়েয নয়। এমনিভাবে কবর পাকা করা, তার উপর সমাধি রচনা করা বা তার উপর অবস্থান করাও অবৈধ।

রসূল ﷺ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করে ইঙ্গিত করেন,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔

---

৬৯০. সূরা আল ইউনুস ১০৬

৬৯১. সূরা আল আহকাফ ৫,৬

৬৯২. জামে' আততিরমিযী

'তোমরা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন বড় সফরে বের হয়ো না। মসজিদ তিনটি হলো-মসজিদে হারাম, মসজিদে নব্বী এবং বায়তুল মুকাদ্দাস।'[৬৯৩]

ইমাম মালেক হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি তুর পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম... পথিমধ্যে বুসরা ইবনে আবি বুসরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, তুমি কোথা থেকে আসছ? আমি বললাম, তুর পাহাড় থেকে। সে বললো, তুমি সেখানে যাওয়ার আগে যদি আমার সাথে তোমার দেখা হতো, তাহলে তুমি যেতে পারতে না। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও তোমরা সওয়াবের উদ্দেশ্যে বের হবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস।'[৬৯৪]

কবরকে উৎসবের স্থান বানাতে নিষেধ করে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না এবং আমার কবরকে তোমরা আনন্দ-উৎসবের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো না। আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো, কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে।'[৬৯৫]

ঈদ বলতে বুঝায় একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সাধারণ সমাবেশ, যা প্রতি বছরে, বা পতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ঈদ শব্দটি আরবী 'আদাত' বা 'ইতিয়াদ' শব্দ থেকে উদগত। যদি ঈদ কোন বিশেষ স্থানকে নির্দেশ করে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, ঐ স্থানে ইবাদত বন্দেগী বা এ রকম কোন উদ্দেশ্যে জন সমাবেশ করা। যেমন, মসজিদে হারাম, মিনার প্রান্তর, মুজদালিফার ময়দান, আরাফার মাঠ এবং

---

৬৯৩. সহীহ বুখারী, বাবু ফাদলুছ ছালাতি ফিল মাসজিদি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০, হাদীস নং ১১৮৯ ও মুসলিম

৬৯৪. মুয়াত্তায় ইমাম ইবনে মালেক

৬৯৫. সুনানে আবু দাউদ, বাবু যিয়ারাতুল কুবূরি, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮, হাদীস নং ২০৪২

এ জাতীয় হজ্জের অনুষ্ঠানের স্থানসমূহ, যাকে আল্লাহ তায়ালা একমাত্র মুসলমানদের জন্য উৎসবের স্থান হিসেবে উপহার দিয়েছেন। এমনিভাবে ঈদের দিনগুলোকে উৎসবের সময় হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে।

মুশরিকরা বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন স্থানে আনন্দ উৎসব করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর এগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং তাওহীদবাদী মুসলিমদের জন্য এর পরিবর্তে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং মিনার দিনগুলোকে আনন্দের উৎসব মুখর সময় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এমনিভাবে মুশরিকদের ঈদের বিভিন্ন স্থানের পরিবর্তে মুসলমানকে কাবা শরীফ, মিনা, মুজদালিফা, আরাফাহ এবং অন্যান্য স্থানকে আনন্দ উৎসবের স্থান হিসেবে উপহার দেয়া হয়।

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'রসূলের মৃত্যুর পূর্বে তিনি যখন রোগাক্রান্ত হন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, কেননা, তারা নবী-রসূলদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। হযরত আয়েশা বলেন, যদি তারা এগুলোকে মসজিদই না বানাতো, তাহলে তো কবরগুলোকে উঁচু করে বানাতো। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, তাকে মসজিদ বানানো হবে।'[৬৯৬]

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, 'যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর জনৈকা স্ত্রী আবিসিনিয়ার মারিয়া নামক স্থানের গীর্জার প্রসংগ তুললেন। হযরত উম্মে সালমা ও উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা আবিসিনিয়ার ঐ জনপদে বেড়াতে গেলে তাদেরকে তার সৌন্দর্য এবং এর মাঝখানে রাখা বিভিন্ন ছায়ামূর্তি দেখানো হলো। এসব শুনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে বললেন, এ সমস্ত লোকদের মধ্যে কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। এরপর এর মধ্যে এসব চিত্র স্থাপন করতো। আল্লাহ্‌র কাছে এরা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'[৬৯৭]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং সেদিকে ফিরে নামায পড়ো না, (মুসলিম) কবর পাকা করা, তার উপর

---

৬৯৬. বুখারী ও মুসলিম
৬৯৭. বুখারী ও মুসলিম

বাড়ী-ঘর বানানো এবং তার উপর বসতে রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং হযরত জাবের رضي الله عنه এর হাদীস থেকে এটা বুঝা যায়। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

'রসূল ﷺ কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং বাড়ী-ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।'[৬৯৮]

কবরকে মাটির সমতলে রাখার ব্যাপারে হযরত আবুল হাইয়াজ আল আসাদী رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেন,

قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا.

'আমি কি তোমাকে এমন একটা কাজ দিয়ে পাঠাবো না, যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে রসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছেন? সেই মিশনটি হলো, মূর্তি দেখলেই ধ্বংস করবে এবং উঁচু কবর দেখহৈ তা মাটির সাথে সমান করে ফেলবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে কোন প্রতিকৃতি দেখা মাত্র তা নিশ্চিহ্ন করে দিবে।'[৬৯৯]

হযরত সুমামা ইবনে শফী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা একবার রোমের রওদাস নামক স্থানে ফুদালা ইবনে উবায়েদ رضي الله عنه এর সাথে ছিলাম। তখন আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করলেন। তখন ফুদালা আমাদের সাথীর কবরকে মাটির সাথে সমান করে দিতে আদেশ দিলেন। এরপর বললেন, 'আমি রসূল ﷺ কে কবর সমান করার আদেশ দিতে শুনেছি।'[৭০০]

উপরিউক্ত হাদীসমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, কবরকে মাটির উপর খুব উঁচু করে না বানানো সুন্নাত। বরং তা এক বিঘত উঁচু করা যেতে পারে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ একথা বলেছেন।

---

৬৯৮. সহীহ মুসলিম, বাবুন নাহি আন তাজছিছি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৭, হাদীস নং ৯৭০

৬৯৯. সহীহ মুসলিম

৭০০. সহীহ মুসলিম

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা

আমরা বিশ্বাস করি যে, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা, গাল চাপড়ে কাঁদা, অস্থিরতা প্রকাশ করা এ সব কিছু হলো অজ্ঞতার যুগের আচরণ, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপছন্দ করেছেন। তিন দিনের বেশি সময় ধরে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়। তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী চারমাস দশ দিন পর্যন্ত শোক-তাপ করার বিধান রয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ-

'যে ব্যক্তি কারো মৃত্যুর পর গালে হাত চাপড়ে বিলাপ করে, কাঁদতে কাঁদতে কাপড় ছিলে ফেলে এবং অজ্ঞ যুগের বিভিন্ন নিয়ম কানুনের দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৭০১]

হযরত আবু বুরদাহ ইবনে আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আবু মূসা মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন এবং তাঁর মাথা তাঁরই বংশের এক স্ত্রীলোকের কোলে রাখা ছিল। তিনি এতই বেহুশ ছিলেন যে সেই স্ত্রীলোককে তার কান্না থেকে কোনক্রমেই বাধা দিতে পারছিলেন না। যখন তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন, তখন বললেন, আমি ঐ বিষয় থেকে মুক্ত, যে বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বিলাপকারী নারী, বিপদে চুল কেটে ফেলা নারী এবং বেদনায় মুহূর্তে বস্ত্র ছিন্নকারী নারী থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা করেছেন।'[৭০২]

মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত বিলাপ করাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বিলাপকারিণীর করুণ পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং এ কারণে আখেরাতেও যে নিকৃষ্ট শাস্তি রয়েছে, সে কথাও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আবু মালিক আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

---

৭০১. সহীহ বুখারী, باب ليس منا من شق, ২য় খণ্ড, পৃদ ৮১, হাদীস নং ১২৯৪ ও মুসলিম

৭০২. বুখারী ও মুসলিম

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ" وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

'আমার উম্মতের মধ্যে এখনো জাহেলী যুগের চারটি রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে, যা তারা ত্যাগ করছে না। সে গুলো হলো ঃ ক. বংশ নিয়ে গর্ব করা। খ. অন্যের বংশের প্রতি দোষারোপ করা। গ. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি চাওয়া এবং ঘ. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি বলেন, বিলাপকারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তওবা না করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া ও পুঁজ-রক্ত মিশ্রিত কাপড় পরিয়ে উত্তোলন করা হবে।'[৭০৩] রসূল ﷺ মৃতের জন্য বিলাপকে এতই ঘৃণা করেছেন যে, তিনি তাকে কুফর হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

'রসূল ﷺ বলেন, লোকদের মাঝে এমন দুটি কাজ প্রচলিত আছে, যা তাদেরকে কুফরীর দিকে ধাবিত করছে তাহলো ঃ অন্যের বংশের খুঁত ধরা এবং কারো মৃত্যুকালে বিলাপ করা।'[৭০৪]

মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর শাস্তি দেওয়া হবে, যদি সে বিলাপ করার প্রথা চালু করে গিয়ে থাকে অথবা মৃত্যুর পূর্বে যদি বিলাপ করার ওসিয়ত করে থাকে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

'মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে তার উপর বিলাপ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।'[৭০৫]

---

৭০৩. সহীহ মুসলিম, باب التشديد فى, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৪, হাদীস নং ৯৩৪

৭০৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, باب اطلاق اسم, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২, হাদীস নং ৬৭

এখানে মৃতের জন্য বিলাপ বলতে কারো মৃত্যুর পর উচ্চস্বরে এবং হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করা বুঝানো হয়েছে। এভাবে কান্নাকাটির সাথে অন্য যে আচরণ সম্পৃক্ত আছে, তাকেও বিলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন, গালে আঘাত করে কাঁদা, কাপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি এবং এগুলোর ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। জীবিত ব্যক্তির বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার কারণ কয়েকটা হতে পারে।

এক. মৃত ব্যক্তির ইচ্ছায় বিলাপ করা হয়। কেননা, তার জীবদ্দশায় সে এমনি নিয়ম মেনে চলতো। কাজেই তার মৃত্যুর পরও তার সন্তান-সন্ততি সেই নিয়মেরই অনুসরণ করেছে।

দুই. মৃত ব্যক্তির এমন ওসিয়ত থাকতে পারে যে, তার মৃত্যুর পর যেন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কান্নাকাটি করা হয়। কাজেই সেই ওসিয়ত পালনের উদ্দেশ্যেই বিলাপ করা হয়।

তিন. মৃত ব্যক্তি জানতো, তার পরিবারে এমন একটা প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে বিলাপ করতে নিষেধ করে যায়নি। মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় বিলাপ করতে নিষেধ করে থাকে, কিন্তু তার পরও যদি পরিবারবর্গ তার মৃত্যুর পর এ নিষেধ অগ্রাহ্য করে কান্নাকাটি করে, তাহলে এ জন্য তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর এ বাণীটি প্রণিধানযোগ্য,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ أُخْرٰى۔

'একজনের বোঝা আর একজন বহন করবে না।'

অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর আরব সমাজে বিলাপ করার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে তারা বিলাপ করার জন্য ওসিয়তও করে যেত। কবি তুরফার ভাষায়,

'মৃত্যু যখন কেড়ে নিবে হৃদয় আমার
এ জীবনের গৌরব গাথা শুনাইও সবার,
মৃত্যু বিলাপ ছড়িয়ে দাও হে বংশধর
ছিন্ন কর একে একে বস্ত্র সবার।'

---

৭০৫. সহীহ বুখারী, باب ما يكره من النياحة, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০, হাদীস নং ১২৯২

স্বজনের মৃত্যুর পর বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয় ও অশ্রুসিক্ত চোখের জন্য আল্লাহ কাউকে শাস্তি দিবেন না। কেননা, এতো আবেগ, ভালবাসা ও সহমর্মিতার বহিপ্রকাশ, যা আল্লাহ প্রেমময় বান্দাদের হৃদয়ে প্রোথিত করে দিয়েছেন। তবে অনুচিত বিলাপ, চিৎকার, অশোভনীয় অস্থিরতা এবং অসুন্দর আচরণ জনিত কারণে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

اِشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ، فَقَالَ: أَقَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ -

'সাদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে সাথে নিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রুষার জন্য এলেন এবং তাঁকে বেহুশ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ও কি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে? সমবেত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ও এখনো বেঁচে আছে। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। সকলে তাঁকে কাঁদতে দেখে একে একে সবাই কান্নাকাটি শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জান না, হৃদয়ের গহীন কন্দরে উচ্ছসিত বেদনা ও অশ্রুসজল নয়নের জন্য আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেন না? এরপর তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তবে এর কারণে তিনি কাউকে শাস্তি দেন অথবা তাকে দয়া করেন।'[৭০৬]

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

৭০৬. সহীহ মুসলিম, বাবুল বুকাই আলাল মায়্যিতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬, হাদীস নং ৯২৪

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا، أَوِ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ. فَقَالَ لِلرَّسُولِ: "ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ". فَعَادَ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

'আমরা রসূল ﷺ-এর কাছে বসেছিলাম, তখন তাঁর এক কন্যা খবর পাঠালেন যে, তার বাচ্চা বা তার ছেলে মৃত্যু শয্যায়। তখন রসূল ﷺ সংবাদবাহককে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে আমার মেয়েকে বল, কোন কিছু দেয়া বা তা কেড়ে নেয়ার একচ্ছত্র অধিকার তো আল্লাহর। তাঁর কাছে সবকিছু একটি নির্ধারিত সময় ও নিয়ম মেনে চলে। তাকে বল, সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করে।' তারপর পুনরায় দূত ফিরে এসে রসূলকে ﷺ বললো, আপনার কন্যা শপথ করেছেন যে, আপনি তার কাছে এখনি বসুন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও দাঁড়ালেন। হযরত উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁদের সাথে বের হলাম। তখন ছেলেটিকে রসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে আসা হলো। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন এখনি তার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তখন রসূল ﷺ এর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, এটা কি হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেন, এটা স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার বহিপ্রকাশ; যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ তো কেবল তাঁর স্নেহপ্রবণ বান্দাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।'[৭০৭]

---

৭০৭. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, বাবুল বুকাই আলাল মায়্যিতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৫, হাদীস নং ৯২৩

স্বামী ছাড়া অন্যদের মৃত্যুতে শোক পালন তিনদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে হযরত যয়নব বিনতে আবী সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'যখন সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুর খবর আসলো, তখন নবী পত্নী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তৃতীয় দিনে হলুদ আনতে বললেন এবং তা দুই গাল ও হাতে মাখলেন এবং বললেন, আমার এটা দরকার হত না, যদি না আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনতাম যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য আপন স্বামী ছাড়া অন্যদের মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি শোক প্রকাশ উচিত নয়। কেননা, মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উচিত চারমাস দশদিন শোক প্রকাশ করা।'[৭০৮]

শোক প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে, সে যেন সকল প্রকার সৌন্দর্য বর্ধনকারী পোশাক, সুগন্ধি এবং যৌন মিলনে প্ররোচনাকারী সকল ধরনের সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকে। নারীরা ভাবাবেগ ও দুঃখ বেদনায় সহজেই ভেঙ্গে পড়ার কারণে শরীয়ত স্বামী ছাড়া অন্যদের মৃতুতে তিন দিন শোক প্রকাশকে বৈধ করেছে। তবে এটা ওয়াজিব নয়। কেননা, জ্ঞানী গুণীরা এ ব্যাপারে একমত যে, এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে যৌন মিলনে আহ্বান করে, তবে তার পক্ষে তা অস্বীকার করা বৈধ হবে না।

---

৭০৮. সহীহ বুখারী

যাকাত প্রদান

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামের মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে যাকাত একটি অন্যতম উপাদান। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো ঃ ক. ব্যক্তিকে মুসলমান ও স্বাধীন হতে হবে, খ. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে, গ. সম্পদ মালিকানায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা মূলত যাকাত ওয়াজিব করেছেন তিনটি কারণে। সেগুলো হলো ঃ ক. কৃপণতা ও স্বার্থপরতা হতে নফসকে পবিত্র করতে, খ. নিঃস্ব ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করতে এবং গ. সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধন করতে। কাজেই যে ব্যক্তি অস্বীকার বশত যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকে, সে কুফরীতেই লিপ্ত হবে এবং যে কৃপণতা বশত বিরত তাকে, তার কাছ থেকে জোর করে তা আদায় করতে হবে এবং যাকাত না দিয়ে আল্লাহ্র আইনের অবমাননা করার জন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি কেউ যাকাত অস্বীকার করে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তবে তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ শুরু করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র আদেশের সামনে অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করে।

আল কুরআন ও হাদীসে যাকাতের ব্যাপারে অসংখ্য আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে অনুধাবন করা যায় যে, এটা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন হাদীসের যে সমস্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা যাকাতের অপরিহার্যতা বুঝা যায়, সেগুলোর কিছু কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো। আল্লাহ্ বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۝

'তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।'[৭০৯] আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط

'তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।'[৭১০] এ প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেন,

---

৭০৯. সূরা আল বাকারা ৪৩

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

'তাদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে আপনি তাদেরকে পাক পবিত্র করতে পারেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আপনার দুয়া তাদের শান্তি ও স্বস্তি দান করবে, আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'[৭১১]

রসূল ﷺ যাকাতের ব্যাপারে বলেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ....

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ আল্লাহর উলুহিয়্যাত এবং মুহাম্মদ ﷺ এর রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা যাকাত প্রদান করা....।'[৭১২] হযরত মুআয ইবনে জাবাল رضي الله عنه কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রসূল ﷺ যে নির্দেশ দেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। রসূল ﷺ বলেন, 'তুমি কিতাবীদের একটি গোত্রের কাছে যাচ্ছ। তুমি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম তাদেরকে তাওহীদ ও রিসালাতে ঈমান আনার দাওয়াত দিবে, যাতে তারা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে আল্লাহর রসূল হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে। যদি তারা এ বিষয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন, এ ব্যাপারেও যদি তারা আনুগত্য করে তাহলে ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।'[৭১৩]

যাকাত অস্বীকারের কারণে কুরআন-হাদীসে কঠোর শাস্তি দানের হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

৭১০. সূরা আল আহযাব ৩৩

৭১১. সূরা আত তওবা ১০৩

৭১২. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ১ম খণ্ড, পৃ. ১১, হাদীস নং ৮ ও মুসলিম, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫, হাদীস নং ১৬

৭১৩. সহীহ বুখারী, মুসলিম

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

'আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, এবং এ দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে, এটা ঐ জিনিস যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রাখতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।'[৭১৪]

রসূল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي

---

৭১৪. সূরা আত তওবা ৩৪-৩৫

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

'অগাধ সম্পদের মালিকও যদি যাকাত না দেয়, তাহলে তার সে সম্পদ জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। এতে যে কয়লা উৎপন্ন হবে, তা দিয়ে তার দুপাজর ও কপালে চিহ্ন এঁকে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার বান্দাদের মাঝে ঐ দিন ফয়সালা করবেন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তখন সে তার রাস্তা পেয়ে যাবে, হয় তা জান্নাতের দিকে বা জাহান্নামের দিকে। উটের মালিক যদি যাকাত না দেয়, তাহলে তাকে একটি প্রশস্ত সমতল মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। তার উটগুলো তাকে পা দিয়ে দলিত- মথিত করবে, এভাবে যখন একে একে সব উটগুলো তাকে দলিত করে ফেলবে, তখন আবার প্রথম থেকে এ দলন-মথন শুরু হবে। এরপর আল্লাহ্ তার বান্দাদের মাঝে এমন এক দিনে ফয়সালা করবেন, যা পঞ্চাশ হাজার বছরের মত দীর্ঘ। তখন সে তার পথ বেছে নেবে হয় জান্নাতের পথ, বা জাহান্নামের পথ। ছাগ-ছাগীর মালিক যদি যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকে, তাহলে তার জন্য প্রয়োজনমত সমতল ও প্রশস্ত জায়গা প্রস্তুত করা হবে। সেখানে তার ছাগ-ছাগী তাকে ক্ষুর ও শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। এভাবে এক এক করে সবগুলো তাকে আঘাত করার ধারাবাহিকতায় যখন সর্বশেষ জন্তুটি তাকে আঘাত করবে, তখন পুনরায় প্রথমটি এসে আবার একই আচরণ শুরু করবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে যতক্ষণ না, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মাঝে এমন দিনে ফয়সালা করে দেন, যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরে সমান। এরপর সে ব্যক্তি তার পথে চলে যাবে, হয় তা জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।'[৭১৫]

এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ এর আর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য, 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে সম্পদ দান করার পর যদি সে যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদকে লোমহীন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে। সাপটির দু'টি মুখ থাকবে এবং কিয়ামতের দিন সাপটি তাকে পেঁচিয়ে ধরবে। অতঃপর সাপটি তাকে দুপার্শ্ব দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলবে আমিই তোমার সম্পদ।'[৭১৬]

---

৭১৫. সহীহ মুসলিম

৭১৬. সহীহ বুখারী

এখানে আরো, উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাকে ঐ উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে, যার যাকাত তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রদান করতো তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যাকাত অস্বীকার করার কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।'[৭১৭]

স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

স্বর্ণ-রৌপ্যে যাকাত ফরয। এমনিভাবে যে সব জিনিস তার স্থলাভিষিক্ত হয় যথা, বর্তমান সময়ের টাকা-পয়সা ও ব্যবসার পণ্য-দ্রব্য তাতেও যাকাত ওয়াজিব হয়। বিশ মিসকাল বা ৯২ গ্রাম পরিমাণ স্বর্ণ এবং দুশো দিরহাম বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য থাকলে তাতে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়। ফলে যখন সম্পদ নিসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য শর্তগুলো বর্তমান থাকে তখন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়।

স্বর্ণ-রৌপ্যে যাকাত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।'[৭১৮] স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত যে সব ব্যবসায়িক সম্পদ রয়েছে, তাতেও যে যাকাত ওয়াজিব, সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۠

---

৭১৭. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭১৮. সূরা আত তওবা ৩৪

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ব্যাবসার মাধ্যমে অর্জিত পবিত্র সম্পদ থেকে খরচ কর এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে বহির্গত করেছি, তা থেকেও ব্যয় কর।'[৭১৯]

- রৌপ্যের নিসাব সম্পর্কে রসূল ﷺ ইঙ্গিত করে বলেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যের ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে না।'[৭২০]

যাকাত দানের ব্যাপারে এক পত্রে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেন, রৌপ্যের ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। (তবে যদি তা নিসাব পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে কোন যাকাত দিতে হবে না), এমনকি যদি তা ১৯০ দিরহামও হয়। তাহলে তাতেও যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে যদি এর মালিক ঐচ্ছিক সদকাহ্ করতে চায়, তাহলে তা করতে পারে।'[৭২১]

ইমাম নববী বলেন, 'স্বর্ণের নিসাবের ব্যাপারে সহীহ্ হাদীসে কোন কিছু উল্লেখ নেই। তবে অন্যান্য হাদীসে মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণকে নিসাব পরিমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো সব দুর্বল হাদীস। তবে উলামায়ে কেরাম এ মতামত গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশুসম্পদের যাকাত

পশু সম্পদের মধ্যে উট, গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব। পাঁচটি উট থাকলে তা নিসাব পূর্ণ করে এবং এ ক্ষেত্রে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে প্রদান করা ওয়াজিব। ত্রিশটি গরু থাকলে তাতে নিসাব পূর্ণ হয় এবং এক্ষেত্রে দু'বছরের বাছুর দেয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাতে নিসাব হয় এবং একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। যদি জীব-জন্তুর সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাতে নিসাব নির্ধারণ ও যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কেও হাদীসসমূহে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

---

৭১৯. সূরা আল বাকারা ২৬৭

৭২০. সহীহ্ বুখারী, বাবু মা আদ্দা যাকাতিহি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬ ও মুসলিম

৭২১. সহীহ্ বুখারী

উটের যাকাত সম্পর্কে রসূল ﷺ বর্ণনা করেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ـ

'যদি পাঁচটি উটের চেয়ে কম হয়, তাহলে তাতে যাকাত নেই।'[৭২২] গরুর যাকাতের নিসাব সম্পর্কে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,

وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ـ

'ত্রিশটি গরু থাকলে দুবছরের একটি বাছুর এবং চল্লিশটি থাকলে তার চেয়ে বড় একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে।'[৭২৩]

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর গ্রন্থে যাকাতের ব্যাপারে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে লিখিত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আনাসকে বাইরাইনে পাঠানোর সময় নিদর্শনামা হিসেবে এটি লিখেন। এতে তিনি উট, ছাগল এবং রৌপ্যের নিসাব এবং তাতে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে সে সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর পত্রটি এখানে লিপিবদ্ধ হলো,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ

---

৭২২. সহীহ বুখারী, باب ليس فيما دون خمس, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯, হাদীস নং ১৪৫৯ ও মুসলিম

৭২৩. আবু দাউদ, বাবু ফি যাকাতিস সায়িমাতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯, হাদীস নং ১৫৭২, তিরমিযী, হাকিম, ইবনে হিব্বান

إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ۔

وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا۔

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا۔

'পরম দাতা দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা যাকাত ফরয হওয়া সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্বলিত পত্র। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যাকাতের ব্যাপারে স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন এবং রসূল ﷺ তার বাস্তবায়ন মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন। মুসলমানদের কারো কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত চাওয়া হলে তাকে অবশ্যই তা দিতে হবে এবং কুরআন হাদীসে বর্ণিত পরিমাণের বেশি চাওয়া হলে তাকে তা দিতে হবে না। চব্বিশটি বা তার কম উট হলে প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি করে বকরী যাকাত দিতে হবে। পঁচিশটি থেকে পঁয়ত্রিশটি উট হলে, তাতে এমন একটি করে বকরী যাকাত দিতে হবে না। চব্বিশটি বা তার কম উট হলে প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি করে বকরী যাকাত দিতে হবে। পঁচিশটি থেকে পঁয়ত্রিশটি উট হলে, তাতে এমন একটি উট যাকাত দিতে হবে, যার বয়স প্রথম বছর অতিক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে যদি ছত্রিশটি থেকে পঁয়তাল্লিশটি উট থাকে, তাহলে তাতে এমন একটা উট যাকাত দিতে হবে,

যার বয়স দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে তিন বছরে পড়েছে। যদি কারো ছিচল্লিশ থেকে ষাটটি উট থাকে, তাহলে তাকে এমন একটা উট যাকাত দিতে হবে, যার বয়স তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে। যদি কেউ একটি থেকে পঁচাত্তরটি উটের মালিক হয়, তাহলে তাকে এমন একটি উট যাকাত দিতে হবে যার বয়স চার বছর পার হয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে। যদি কেউ ছিয়াত্তর থেকে নব্বইটি উটের মালিক হয়, তাহলে এমন দুটো উট যাকাত দিতে হবে, যাদের প্রত্যেকটির বয়স তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মা গর্ভবতী হয়েছে। যদি কেউ একানব্বই থেকে একশো বিশটি উটের মালিক হয়, তবে তাকে দুটো এমন উট যাকাত দিতে হবে, যাদের প্রত্যেকটির বয়স তিন বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বছরে উপনীত হয়েছে। যার একশো বিশটির চেয়ে বেশি উট আছে সে প্রত্যেক চল্লিশটি উটের জন্য তিন বছর বয়স্ক একটি উট যাকাত দিবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চার বছর বয়স্ক উট যাকাত দিবে । আর যার পাঁচটির চেয়ে কম উট রয়েছে এমনকি যার মাত্র চারটি উট আছে, তাকে কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে মালিক ইচ্ছে করলে নফল সদকা দিতে পারে। আর যদি সে পাঁচটি উটের মালিক হয়, তাহলে তাকে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে।

কেউ যদি চল্লিশ থেকে একশো বিশটি বকরীর মালিক হয়, তাহলে তাকে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। কেউ যদি একশো বিশের অধিক সংখ্যা থেকে শুরু করে দুশো পর্যন্ত বকরীর মালিক হয়, তাহলে তাকে দুটো বকরী দিতে হবে। আর যদি দুশো থেকে তিনশো বকরী কারো মালিকানায় থাকে, তাহলে তিনটি বকরী যাকাত দিতে হবে। তিনশোর অধিক বকরী থাকলে প্রত্যেক একশো বকরীর জন্য একটি করে বকরী যাকাত দিতে হবে। আর যদি বকরীর সংখ্যা চল্লিশের চেয়ে একটিও কম হয়, তাহলে কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে মালিক ইচ্ছে করলে নফল সদকা করতে পারে।

রৌপ্যের ক্ষেত্রে চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। যদি কারো কাছে একশো নব্বই দিরহাম রৌপ্য থাকে, তাহলে তাকে কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে মালিক ইচ্ছা করলে নফল সদকাহ্ দিতে পারে।'[৭২৪]

---

৭২৪. সহীহ বুখারী, বাবু যাকাতিল গানামি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮, হাদীস নং ১৪৫৪

শস্য ও ফলমূলের যাকাত

শস্য ও ফলমুলের জন্য যাকাত ফরয। এই যাকাতকে ফিক্হী পরিভাষায় বলা হয় উশর। শস্য ও ফলমূলের পরিমাণ যদি পাঁচ 'ওয়াসাক' হয় তাহলে সেখানে নিসাব পূর্ণ হবে। পানি সেচের বিভিন্নতার কারণে যাকাতের পরিমাণও বিভিন্ন হবে। পরিশ্রমের মাধ্যমে সেচ কার্য সম্পাদিত হলে সেখানে বিশভাগের একভাগ এবং প্রাকৃতিক উপায়ে হলে সেখানে দশভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যে পবিত্র মাল অর্জন কর, তা থেকে ব্যয় কর এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যে রিজিক বের করি, তা থেকেও ব্যয় কর।'[৭২৫] কোন কোন জ্ঞানীপণ্ডিত এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, জমিনে উৎপন্ন প্রত্যেক বস্তুতে যাকাত ওয়াজিব।

রসূল ﷺ শস্য ও ফলমূলে যাকাতের নিসাব সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ۔

'পাঁচ ওয়াসাকের কম ফলমূল বা খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না।'[৭২৬] নিসাব পরিমান খাদ্য-শস্য বা ফলমূল হলে তাতে যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে রসূল ﷺ বলেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ۔

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সেচ কার্য সম্পন্ন হলে, বা যদি তা উশরি জমি হয়, তাহলে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে বিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।'[৭২৭]

---

৭২৫. সূরা আল বাকারা ২৬৭

৭২৬. সহীহ বুখারী, বাবু মা আদ্দা যাকাতিহি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬ ও মুসলিম

৭২৭. সহীহ বুখারী, باب العشر فيما يسقى من, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬, হাদীস নং ১৪৮৩

যাকাত বন্টনের খাত

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল করীমে যাকাত বন্টনের খাতসমূহ বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো ঃ ক. নিঃস্ব, খ. অভাবগ্রস্ত গ. যাকাত কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঘ. যে সমস্ত অমুসলিমদের হৃদয় ইসলামের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, তাদেরকে দ্বীন গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের মধ্যে যাকাত বণ্টন ঙ. ক্রীতদাস মুক্তকরণ, চ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ছ. আল্লাহর পথে ব্যায় এবং জ. মুসাফির।

আপন আত্মীয় স্বজনকে সদকা করাকে হাদীস শরীফে সদকায়ে উসলাহ বা আত্মীয়কে দান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় পরিবারের মূল ব্যক্তি যেমন পিতা, দাদা বা এভাবে যত উপরের লোকজনকে যাকাত দেয়া ঠিক হবে না। এমনভাবে তার পরিবারের শাখা ব্যক্তি যেমন পুত্র-কন্যা এভাবে নীচের লোকজনকেও যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা তাদের মূল খরচ বহন করাই তো যাকাত প্রদানকারীর দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর পরিবার ও বংশধরদের জন্য যাকাত জায়েয হবে না।

যাকাতের খাত বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

'সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৭২৮] নিকট আত্মীয় স্বজনকে সদকাহ করার ব্যাপারে ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

اَنَّ زَيْنَبَ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هٰذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقِيْلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

৭২৮. সূরা আত তওবা ৬০

نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ-

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর স্ত্রী যয়নব রাদিআল্লাহু আনহা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসার অনুমতি চাইলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খবর দেয়া হলো যে জয়নব এসেছে। তিনি বললেন, কোন যয়নব? উত্তরে বলা হলো, 'ইবনে মাসউদের স্ত্রী।' তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসতে বল। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি যাকাত দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। আমার কাছে যে গহনা ছিল আমি তার যাকাত দিতে চাইলে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি ধারণা দিলেন যে, তিনি স্বয়ং এবং তাঁর সন্তান আমার যাকাত পাওয়ার অধিকতর যোগ্য। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে। তোমার স্বামী ও পুত্রই সদকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।'[৭২৯]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ-

'মুহাম্মদের পরিবার ও বংশধরের জন্য সদকা জায়েয নয়। এটা তো মানুষের অন্তর ও সম্পদ পরিচ্ছন্নকারী বিষয় (ময়লা স্বরূপ)।'[৭৩০]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا-

---

৭২৯. সহীহ বুখারী, باب الزكاة على الاقارب, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০, হাদীস নং ১৪৬২

৭৩০. সহীহ মুসলিম, باب ترك استعمال ال, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২, হাদীস নং ১০৭২

'রসূল ﷺ বলেন, আমি ঘরে গিয়ে দেখি আমার বিছানায় খেজুর পড়ে আছে। তখন তা খাওয়ার জন্য আমি মুখে তুলে নিতে গেলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে সংশয় জাগলো এটা তো সদকা ও হতে পারে। তখন তা আমি ফেলে দিলাম।'[৭৩১] হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে মৌসুমে রসূল ﷺ এর কাছে অনেক খেজুর নিয়ে খেলা করতে লাগলো। ইত্যবসরে দু'ভাইয়ের একজন একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলে রসূলের ﷺ দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি তৎক্ষণাত তার মুখ থেকে তা বের করে ফেলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কি জান না মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধরদের জন্য সদকাহ ভক্ষণ বৈধ নয়?'[৭৩২]

সদকায়ে ফিতর

'আমরা বিশ্বাস করি যে, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। রসূল ﷺ নিম্নলিখিত কারণে এটা ওয়াজিব করেছেন। রোযাদারকে অনর্থক ও অশ্লীল কাজ থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে এবং নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে। রমযান মাসের শেষ দিনের সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে এটা ওয়াজিব হয়। কোন শহরের প্রধান খাদ্যের এক সা, পরিমাণ সাদকায়ে ফিতর হিসেবে দান করা ওয়াজিব। খাদ্যের পরিবর্তে তার মূল্য দেয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ঈদের জামাতে বের হওয়ার আগেই সদকায়ে ফিতর প্রদান করা উচিত। ঈদের দিনের পর তা দেওয়া কখনোই ঠিক নয়। তবে অগ্রিম দানের ব্যাপারেও বেশ মতপার্থক্য ও প্রশস্ততা লক্ষ্য করা যায়।'

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

'রসূল ﷺ এক সা' পরিমাণ খেজুর বা যব ওয়াজিব করেছেন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী স্বাধীন বা দাস, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল

---

৭৩১. সহীহ বুখারী, باب وجد تمرة فى, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫ ও মুসলিম
৭৩২. সহীহ বুখারী

মুসলমানের উপর তা অবধারিত। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, ঈদের জামাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতে হবে।'[৭৩৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দু'একদিন আগেও তা দান করতেন।'[৭৩৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

'আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকালে ঈদুল ফিতরের দিনে এক সা' পরিমাণ খাদ্য দান করতাম। তিনি বলেন, এ খাদ্যের মধ্যে থাকতো যব, কিসমিস, পনীর ও খেজুর।'[৭৩৫]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরো বলেন, 'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে এক সা' পরিমাণ খাদ্য খেজুর, যব বা কিসমিস দান করতাম। মুআবিয়া শাসন ক্ষমতায় আসার পর বললেন, আমার তো মনে হয় এক মুদের স্থলে দুই মুদ গম দেয়া যেতে পারে।'[৭৩৬]

নাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন,

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' পরিমাণ খেজুর বা যব সদকায়ে ফেতরের দান হিসেবে বিতরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, পরবর্তী সময়ে লোকেরা এক মুদ এর স্থলে দুই মুদ গম দেয়ার প্রচলন করেছে।'[৭৩৭]

---

৭৩৩. সহীহ বুখারী, باب فرض صدقة الفطر, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০, হাদীস নং ১৫০৩ ও মুসলিম

৭৩৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৩৫. সহীহ বুখারী, বাবুছ ছাদাকাতি কাবলাল ঈদি, ২য় খণ্ড পৃ. ১৩১, হাদীস নং ১৫১০ ও সহীহ মুসলিম

৭৩৬. সহীহ বুখারী

৭৩৭. সহীহ বুখারী, বাবু ছাদাকাতুল ফিতরি সাআন মিন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১, হাদীস নং ১৫০৭

রোযা

আমরা বিশ্বাস করি যে, রামাযান মাসে রোযা রাখা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন। মেঘমুক্ত দিনে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণরূপে গণনা করে রোযা পালন ফরয করা হয়। রমযান মাস শুরু হলো কিনা সে ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হলো সরাসরি মানব চোখে চাঁদ দেখা। কোন দেশ বা শহরে চাঁদ দেখা গেলে তার পার্শ্ববর্তী যে সব দেশ বা শহরের সাথে ঐ দেশ বা শহরের রাতের কিছু অংশ মিল আছে, সেখানে রোযা পালন ফরয এটাই সবচেয়ে শুদ্ধ ও সঠিক অভিমত। জ্ঞানী-গুণীদের উচিত সমস্ত মুসলিম উম্মতকে এ মাসয়ালার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করা।

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য জায়গায় রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশিকা রয়েছে। এতে বুঝা যায় এটা দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছে। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।'[৭৩৮] তিনি অন্যত্র বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

'রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।'[৭৩৯]

---

৭৩৮. সূরা আল বাকারা ১৮৩

৭৩৯. সূরা আল বাকারা ১৮৫

রসূল ﷺ বলেন, ' ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত. ১. এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রসূল ২. নামায কায়েম করা ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. রমাযানে রোযা রাখা এবং ৫. বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা।'[৭৪০]

রসূল ﷺ আরো বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

'যে রমাযান মাসে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রোযা পালন করে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৭৪১]

মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখে এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণরূপে গণনা করে রোযা রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে রসূল ﷺ বলেন,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ

'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে তা ভংগ কর। মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ কর।'[৭৪২] এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ আরো বলেন,

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ۔

'চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখ না এবং চাঁদ না দেখে রোজা ভেংগো না। যদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ দেখতে না পায়, তাহলে শাবান মাস পূর্ণ কর।'[৭৪৩]

---

৭৪০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৪১. সহীহ বুখারী, باب صوم رمضان احتسابا, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬, হাদীস নং ৩৮ ও সহীহ মুসলিম

৭৪২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৪৩. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি সা. ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭ ও মুসলিম

রোযার মূলকথা ও বিধান

সুবহে সাদেক হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক রোযা ভঙ্গকারী কাজ হতে বিরত থাকাই হলো রোযার মূলকথা। যে মিথ্যা কথা বা বাজে কাজ ত্যাগ করতে পারে না আল্লাহ্ এ প্রয়োজন বোধ করেন না যে, সে পানাহার ত্যাগ করে বৃথা কষ্ট করুক। খুব তাড়াতাড়ি ইফতার করা এবং দেরিতে সেহরী খাওয়া সুন্নাত। স্বেচ্ছায় যৌন সঙ্গম করে রোযা ভঙ্গ করলে তা কাযা করা ও কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা হয়ে গেলে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যৌন সঙ্গম ছাড়া অন্য কোন কারণে কারো রোযা ভেঙ্গে গেলে তা অন্য সময় কাযা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ ভুল করে যদি কিছু খায়, বা পান করে, তাহলে সেদিনে রোযা অবশ্যই করতে হবে। কেননা, আল্লাহই তার পানাহারের সুযোগ করে দিয়েছে।

রোযার মূলকথা এবং তার সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔـٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ ۙ ○

'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানে যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফ রত অবস্থায় তাদের সাথে মিলিত হয়ো না।'[৭৪৪]

---

৭৪৪. সূরা আল বাকারা ১৮৭

হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'উপরের আয়াত নাযিল হলে আমি সাদা ও কালো রং এর সুতো নিয়ে বালিশের নীচে রাখলাম। রাতে এর দিকে তাকালে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ভোরে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এটা জানালে তিনি বললেন, এখানে রাতের আঁধার এবং দিনের শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে।'[৭৪৫]

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক ভ্রমণে বের হলাম, তখন তিনি রোযা রেখেছিলেন। সূর্য অস্ত গেলে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশিয়ে খাবার বানাও। লোকটি বলল, আর একটু সন্ধ্যা হোক....। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তো, খাবার তৈরি কর। লোকটি আবার বলল, এখনো দিনের আলো ফুরিয়ে যায়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো বললেন, যেভাবে বললাম, খাবার তৈরি কর। এর পর লোকটি নেমে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী খাবার তৈরি করলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন দেখবে এতটুকু রাত ঘনিয়ে এসেছে, তখন ইফতার করবে।'[৭৪৬]

একই প্রসঙ্গে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নে বর্ণিত বক্তব্য বর্ণনা করেন,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ۔

'যখন রাত ঘনিয়ে এলো, দিনের অবসান হলো এবং সূর্য অস্তমিত হলো, তখন যেন রোযাদার ইফতার করে।'[৭৪৭]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মিথ্যা কথাও বাজে কাজ ত্যাগ করলো না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।'[৭৪৮]

---

৭৪৫. সহীহ বুখারী
৭৪৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৭৪৭. সহীহ বুখারী , باب متى يحل فطر الصائم, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ১৯৫৪ ও মুসলিম

সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ۔

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও কিতাবীদের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া।'[৭৪৯] বিলম্বে সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করে হযরত সাহল ইবনে সায়া'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

'আমার পরিবারের সাথে আমি এত বিলম্বে সেহরী খেতাম যে, আমি সেহরী খাওয়া শেষ করেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাতে যোগ দিতে পারতাম।'[৭৫০]

তাড়াতাড়ি ইফতার করার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন হযরত সাহল ইবনে সায়া'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি বলেন,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ۔

'যতদিন মানুষ ইফতার তাড়াতাড়ি করবে, ততদিন তারা কল্যাণ লাভ করবে।'[৭৫১]

ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী সহবাস করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ:

---

৭৪৮. সহীহ বুখারী, باب من لم يدع قول, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬, হাদীস নং ১৯০৩

৭৪৯. সহীহ মুসলিম, باب فضل السحر, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭০, হাদীস নং ১০৯৬

৭৫০. সহীহ বুখারী, باب تاخير السحور, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯, হাদীস নং ১৯২০

৭৫১. সহীহ বুখারী, বাবু তা'জিলুল ইফতারি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ১৯৩৭ ও মুসলিম

لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ .

وَفِي رَوَايَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغَيْرَنَا؟ فَوَاللهِ، إِنَّا لَجِيَاعٌ، مَا لَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَكُلُوهُ .

'এক ব্যক্তি রসূল ﷺ এর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার সর্বনাশ হয়েছে। রসূল ﷺ বললেন, কে সর্বনাশ করলো? সে বললো, আমি রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। রসূল ﷺ বললেন, তোমার কি এমন কোন দাস-দাসী আছে, যাকে তুমি স্বাধীন করে দিতে পার? সে বলল, না। রসূল ﷺ বললেন, তুমি কি নিরবচ্ছিন্নভাবে দুমাস রোযা রাখতে পারবে? লোকটি বলল, না। রসূল ﷺ বললেন, তুমি কি ষাটজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াতে সক্ষম? সে বলল, না, এবং এর পর লোকটি বসে থাকল। তখন রসূলের ﷺ কাছে এক ঝুঁড়ি খেজুর আনা হলো এবং তা সদকাহ করার জন্য রসূল ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, আমার চেয়ে নিঃস্ব আর কে আছে? আমার এলাকায় আমার চেয়ে বেশি গরীব কেউ নেই। তার কথা শুনে রসূল ﷺ এমনভাবে হেসে ফেললেন, যে তাঁর দাঁত বের হয়ে গেল। তিনি বললেন, যাও, এটা নিয়ে তোমার পরিবারকে খেতে দাও।'[৭৫২]

কেউ ভুল করে পানাহর করলে রোযা কাযা করতে হবে না এ বিষয়ে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

'কেউ রোযা রাখা অবস্থায় ভুল করে পানাহার করলে, তাকে রোযা পূর্ণ করতে হবে না। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।'[৭৫৩]

---

৭৫২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب تغليظ تحريم, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৩, হাদীস নং ১১১২

৭৫৩. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, باب اكل الناسى, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৯, হাদীস নং ১১৫৫

সুন্নাত রোযা

যে সব দিনে রোযা রাখা সুন্নাত সেগুলো হলো, ১. শওয়াল মাসের ৬ দিন, ২. আরাফার দিন, ৩. আশুরার দিন, ৪. আশুরার পূর্ব ও পরদিন, ৫. প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ, ৬. সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার, ৭. সক্ষম ব্যক্তির একদিন পর পর রোযা রাখা।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ـ

'যে ব্যক্তি রামাযানের রোযার পর শওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো।'[৭৫৪] হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ ـ

'আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রামাযান এবং আশুরার রোযার ন্যায় অন্য কোন রোযাকে এত বেশি গুরুত্ব দিতে দেখিনি।'[৭৫৫]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের উপদেশ দিয়েছেন ঃ ক. প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা, খ. পূর্ণরূপে সূর্যোদয়ের পর দু'রাকাত নামায পড়া, গ. নিদ্রার পূর্বে বিতর নামায আদায় করা।'[৭৫৬]

হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে আছে, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একদিন পর একদিন রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলেন, এ তো আমার ভাই দাউদের রোযা। তাঁকে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেন, এ দিন আমি পৃথিবীর মুখ দেখি এবং এ দিনে আমাকে নবুয়ত দেয়া হয় এবং কুরআনও এ দিনে নাযিল হয়। এরপর তিনি বলেন, প্রতিমাসে তিনদিন এবং রামাযানের রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার

---

৭৫৪. সহীহ মুসলিম, باب استحباب صوم, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২২, হাদীস নং ১১৬৪

৭৫৫. সহীহ বুখারী, بلب صيام يوم عاشوراء, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪, ও মুসলিম

৭৫৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

সমতুল্য। আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ রোযা অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়। আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিনের রোযা অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়।'[৭৫৭]

অপর এক বর্ণনায় আছে, যে সারা বছর রোযা রেখেছে, সে যেন কোন রোযাই রাখেনি। কিন্তু তিনদিনের রোযা সারা বছর রোযার সমতুল্য।'[৭৫৮] মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে, 'যে সারা জীবন রোযা রাখলো, তার কোন রোযাই হয়নি। মাসে তিনদিন রোযা রাখা মানেই সারা মাস রোযা রাখা।' রসূল ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন,

لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْـهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا۔

'দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোযার চেয়ে উত্তম কোন রোযা নেই। তিনি বছরের অর্ধেক সময় রোযা রেখেছেন। কাজেই তুমিও একদিন পর পর রোযা রাখ।'[৭৫৯] রসূল ﷺ আরো বলেন,

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْـهِ السَّلَامِ، كَانَ يَنَـامُ نِـصْفَ اللَّيْـلِ، وَيَقُـومُ ثُلُثَـهُ، وَيَنَـامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا۔

'আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামায ও রোযা হলো দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোযা ও নামায। তিনি রাতের অর্ধেকাংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন, এক তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত করতেন এবং পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন।'[৭৬০]

---

৭৫৭. সহীহ মুসলিম

৭৫৮. সহীহ বোখারী

৭৫৯. সহীহ বুখারী, বাবু ছাওমি দাউদ আ., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১, হাদীস নং ১৯৮০ ও মুসলিম

৭৬০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু নাহি আনি ছাওমি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৬, হাদীস নং ১১৫৯

যে সব রোযা পালন নিষিদ্ধ

নিম্নলিখিত রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ ১. সারা বছর রোজা রাখা, ২. দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা, ৩. তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা, তবে কেউ যদি তা সনাক্ত করতে না পেরে রোযা রাখে, তবে ভিন্ন কথা, ৪. মহিলাদের ক্ষেত্রে হায়েয ও নিফাসের দিনগুলোতে রোযা রাখা।

সারা বছর রোযা রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেন,

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

' যে সারা বছর রোযা রাখলো, তার রোযাই হয়নি।'[৭৬১]

হযরত আবু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদীস হতে দু'ঈদের দিনে রোযা রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তিনি বলেন,

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

'আমি উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে ঈদের নামাযে শরীক হলাম। তিনি বলেন, এ দুদিনে রসূল ﷺ রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন ঃ একদিন হলো ঈদুল ফিতরের দিন এবং দ্বিতীয় দিনগুলো কুরবানীর গোশত খাওয়ার দিন।'[৭৬২]

তাশরীকের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে , তাশরীকের দিনে রোযা রাখার কোন অনুমতি নেই... ।'[৭৬৩]

ঋতুবর্তী নারীর জন্য যে রোযা রাখা জায়েয নেই, এ ব্যাপারে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

৭৬১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৬২. সহীহ বুখারী, বাবু ছাওমু ইয়ামুল ফিতরি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২, হাদীস নং ১৯৯০ ও মুসলিম

৭৬৩. সহীহ বুখারী

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

'একজন নারী ঋতুবর্তী হলে কি তাকে নামায রোযা হতে বিরত থাকতে হবে না? নারীরা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটাই দ্বীনের ক্ষেত্রে তার ঘাটতির কারণ।'[৭৬৪]

রামাযানের ইতিকাফ ও রাত জাগরণ

রামাযান মাসে অবশ্যপালনীয় সুন্নাত হলো রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া। রামাযান মাস বা অন্য সময় রসূল ﷺ রাতের বেলায় এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। অবশ্য এসব নামাযের রাকায়াতের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। রামাযান মাসে ইতিকাফ করা, শেষ দশদিন সারারাত জেগে থেকে নামায পড়া এবং বেজোড় রাতে 'কদর রাতরে' অনুসন্ধান করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেছেন, 'যে রামাযান মাসে ঈমান সহকারে পুরস্কার পাওয়ার আশায় রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৭৬৫]

রামাযান মাসে নবী করীম ﷺ-এর নামায পড়ার পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে হযরত আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন,

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ

---

৭৬৪. সহীহ বুখারী, باب ترك الحائض الصوم, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮, হাদীস নং ৩০৪ ও মুসলিম

৭৬৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

يُصَلِّي ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

'তিনি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রামাযান মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাস বা অন্য সময় এগার রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন এবং সেটা যে কত সুন্দর ছিল এবং কত দীর্ঘ ছিল, তা আমি বলতে পারবো না। এরপর আবারো চার রাকাত নামায পড়তেন। সেটাও যে কত দীর্ঘ হতো এবং কত সুন্দর হতো, তাও বলে শেষ করা যাবে না। পরিশেষে তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন। তখন আমি তাঁকে বলতাম, হে রসূল! আপনি কি বেতরের নামায পড়ার আগে ঘুমাবেন? তিনি উত্তরে জানালেন, শোন আয়েশা! আমার চোখ তো ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।'[৭৬৬]

রমযান মাসের শেষ দশদিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন, তার বর্ণনা দিয়ে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নিম্নের হাদীসে ইঙ্গিত করেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

'রামাযানের শেষের দশদিন রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই পরিশ্রম করতেন। নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও জাগ্রত রাখতেন।'[৭৬৭]

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।'[৭৬৮] তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন, 'রামাযানের শেষ দশদিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি পরিশ্রম করতেন, যা অন্য সময় করতনে না।'[৭৬৯] ইতিকাফ সংক্রান্ত হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসটি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

---

৭৬৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৬৭. সহীহ বুখারী, বাবুল আমালি ফিল আশার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭, হাদীস নং ২০২৪ ও মুসলিম

৭৬৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৬৯. সহীহ মুসলিম

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

'প্রতি রামাযান মাসে দশদিন রসূল ﷺ ইতিকাফ করতেন, আর যে বছর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সে বার বিশদিন ইতিকাফ করেছিলেন।'[৭৭০]

কদর রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'কদর রাতে যে ঈমান সহকারে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৭৭১]

রামাযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে কদরের রাত অনুসন্ধানের ব্যাপারে হযরত আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রসূল ﷺ বলেন,

إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ.

'আমাকে লাইলাতুল কদর জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, এর পর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। অথবা আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম, কাজেই তোমরা তা শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে অনুসন্ধান কর।'[৭৭২] হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রসূল ﷺ এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, 'রামাযান মাসের শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে তোমরা 'লাইলাতুল কদর' অন্বেষণ কর।'[৭৭৩]

---

৭৭০. সহীহ বুখারী, বাবুল ই'তিকাফি ফিল আশার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১, হাদীস নং ২০৪৪
৭৭১. সহীহ বুখারী, باب من صام رمضان ايمانا, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬, হাদীস নং ১৯০১
৭৭২. সহীহ বুখারী, মুসলিম
৭৭৩. সহীহ বুখারী, باب التماس ليلة القدر, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬, হাদীস নং ২০১৬

হজ্জ

আমরা বিশ্বাস করি যে, হজ্জ ইসলামের একটি অন্যতম বুনিয়াদ। যারা সক্ষম, তাদের জন্য এটা আল্লাহর পক্ষ হতে ফরয করা হয়েছে। মুসলিমের জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরয। এর বেশি কেউ করে, তবে তা 'নফল হজ্জ' হিসেবে গণ্য হবে। তবে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত হলো ঃ ১. ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে, ২. তাকে পূর্ণবয়স্ক হতে হবে, ৩. তার জ্ঞান ও সক্ষমতা থাকতে হবে।

হজ্জের রুকনগুলো হলো ঃ ১. ইহরাম বাঁধা, ২. তাওয়াফ করা, ৩. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী ময়দানে দৌড়ানো এবং ৪. আরাফায় অবস্থান করা।

সক্ষম মুসলিমের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানগণ একমত হয়েছেন। এতে বুঝা যায় হজ্জ একটি অন্যতম দ্বীনী দায়িত্ব। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

'মানুষের মধ্যে যারা বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর ফরয হলো তারা আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ করবে। আর যে তা করতে অস্বীকার করবে, তার জানা উচিৎ আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নয়।'[৭৭৪]

পক্ষান্তরে হজ্জ যে একটি অন্যতম দ্বীনী বুনিয়াদ, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে রসূল ﷺ বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাযান মাসে রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।'[৭৭৫] আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জের প্রতিদান সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেন,

---

৭৭৪. সূরা আলে ইমরান ৯৭

৭৭৫. সহীহ বুখারী, মুসলিম

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔

'যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ও পাপচার ত্যাগ পূর্বক হজ্জ করে, সে এক নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসে।'[৭৭৬]

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, 'একবার উমরা করার পর পরবর্তী উমরা করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জের পুরস্কার হলো জান্নাত।'[৭৭৭] হজ্জ যে মুসলিমের জীবনে মাত্র একবার ফরয এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃতপূর্ব আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন,

فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُو۔

'রসূল বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, কাজেই তোমরা হজ্জ সম্পন্ন কর। এক ব্যক্তি বলল, হে রসূল, প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ করতে হবে? তখন আল্লাহর রসূল নিরুত্তর রইলেন এবং ঐ ব্যক্তি তিনবার তার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রতি বছর হজ্জ ফরয হয়ে যেত অথচ তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। এরপর পুনরায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাই, তার পেছনে তোমরা লেগে থেক না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবীদের সামনে অধিক প্রশ্ন ও মতপার্থক্যের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করি, তোমরা তা যতটুকু পার পালন

---

৭৭৬. সুনানে নাসায়ী, বাবু ফাদলুল হাজ্জি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪, হাদীস নং ২৬২৭

৭৭৭. সহীহ বুখারী, মুসলিম

কর। আর যখন কোন কিছু নিষেধ করি, তখন তা বর্জন কর।'[৭৭৮] আরাফার ময়দানে অবস্থান সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেন, 'হজ্জ তো হলো আরাফায় অবস্থান করা।'[৭৭৯] মুজদালিফায় অবস্থানের ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ -

'অতঃপর দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে এস, যেখান থেকে সকলে ফিরে আসে।'[৭৮০]

উরওয়া বলেন, জাহেলী যুগে 'হামস' ব্যতীত সকলেই বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করতো। হাম্স হলো কুরাইশ ও তার অধীনস্ত বংশধর। তারা অন্যান্যদের তুলনায় উন্নত ও অগ্রসরমান ছিল। তাদের পুরুষরা পুরুষদেরকে তাওয়াফ করার জন্য কাপড় সরবরাহ করতো, এমনিভাবে তাদের এক নারী অপর নারীকেও তাওয়াফ করার কাপড় দান করতো। 'হামস' যাদেরকে কাপড় দিতে পারতো না, তারা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো। আরাফায় অবস্থান শেষে লোকেরা এবং হাম্সরা দলে দলে ফিরে আসতো। উরওয়া বলেন, তাঁর পিতা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নিম্নোক্ত আয়াত 'হামস' এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ঃ 'তোমরা দ্রুত গতিতে ফিরে এস, যেখান থেকে হামসরা ফিরে আসে। তিনি বলেন, লোকজন জুমা থেকে দ্রুত ফিরে এসে আরাফায় অবস্থান নিত।'[৭৮১]

সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۙ

'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। কাজেই যে ব্যক্তি হজ্জ করে বা উমরা করে, তার পক্ষে এটা কোন দোষণীয় নয় যে, সে এ উভয়টা প্রদক্ষিণ করবে।'[৭৮২]

---

৭৭৮. সহীহ মুসলিম, باب فرض الحج مرة, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭৫, হাদীস নং ১৩৩৭
৭৭৯. আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী
৭৮০. সূরা আল বাকারা ১৯৯
৭৮১. সহীহ বুখারী
৭৮২. সূরা আল বাকারা ১৫৮

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার পিতা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হিশামের পিতা বলেন, আমি আয়েশাকে বললাম, আমার কখনো কখনো মনে হয়, কেউ কেউ যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি তখন বললেন, কেন? তখন তিনি কুরআনের আয়াত 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ কারো হজ্জ পূর্ণ করেন না। তোমার ধারণা যদি সত্যি হত, তাহলে আল্লাহ্ এটা বলতেন না যে, 'তাহলে তার পক্ষে এটা কোন দোষণীয় নয় যে, সে এ দুটো প্রদক্ষিণ করবে।' তুমি কি জান, এ আয়াত কি ব্যাপারে নাযিল হয়েছে? শোন আয়াতটি মূলত ঃ ঐ সমস্ত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা জাহেলী যুগে সমুদ্রতীরে ইসাফ ও নায়েলা নামক দু'মূর্তির উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত। এরপর তারা সাফা মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতো এবং তারপর তারা মাথার চুল কেটে ফেলতো।

ইসলাম আবির্ভাবের পর জাহেলী যুগে প্রচলিত এ সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ও নিরাসক্তি সৃষ্টি করা হলো। আয়েশা বলেন, এর প্রেক্ষিতে 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন....' শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়। আয়েশা বলেন, এ আয়াত নাযিলের পর থেকে তারা পুনরায় তাওয়াফ করতে শুরু করলো।'[৭৮৩]

হজ্জের শ্রেণীবিভাগ ও তার মিকাতসমূহ

আমরা বিশ্বাস করি যে, হজ্জ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু। যে হজ্জে শুধুমাত্র হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা হয় তাকে ইফরাদ বলে। হজ্জ ও উমরা দুটোর ইহ্রাম একসাথে বাঁধা হলে তাকে কিরান বলে। এমনিভাবে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বেঁধে উমরার তাওয়াফ শুরুর পূর্বেই হজ্জের নিয়ত করাকেও কিরান হিসেবে অভিহিত করা হয়। তামাত্তু হলো হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার ইহ্রাম বেঁধে একই বছর হজ্জও সম্পাদন করা। তামাত্তু এবং কিরান এ উভয় প্রকার ব্যক্তিকে কুরবানী করতে হবে। কেউ যদি এতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং হজ্জ হতে ফিরে এসে সাতদিন রোযা রাখতে হবে।

---

৭৮৩. সহীহ মুসলিম

রসূল ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য জুল হুলায়ফা, ইয়ামানীদের জন্য ইয়ালামলাম, নজদ বাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং মিশর ও সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা নামক স্থানকে মিকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ সমস্ত স্থান তাদের এবং যারা এখানকার বাসিন্দা নয়, অথচ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এখানে আসে তাদের সকলের জন্য ইহরাম বাঁধার জায়গা হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সমস্ত মিকাত যাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, তারা যেখান থেকে হজ্জযাত্রা করে সেটাই তাদের মিকাত হিসেবে ধর্তব্য হবে। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য অনুযায়ী ইরাকবাসীদের জন্য মিকাত হলো' জাতে ইরাক' নামক স্থান। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে উপরিউক্ত বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত না কি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ইজতিহাদ।

হজ্জ যে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং যে সমস্ত হজ্জপালনকারীর সাথে কুরবানীর পশু থাকে না, তাদের জন্য তামাত্তু হজ্জ যে উত্তম, এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ -

'আমরা বিদায় হজ্জের বছর রসূল ﷺ এর সাথে বের হলাম। আমাদের কেউ উমরার নিয়ত করলো, কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়ত করলো, আর কেউ বা শুধু হজ্জের নিয়ত করলো। রসূল ﷺ নিজে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে ছিলেন। যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়টির একসাথে নিয়ত করেছিলেন। তাদের কেউ কুরবানীর দিনের আগে ইহরাম ভঙ্গ করেনি।'[৭৮৪]

'হযরত আতা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ এর সাথে হজ্জ করেছিলেন, যেদিন তিনি তাঁর সাথে কুরবানীর পশু তাড়িয়ে নিচ্ছিলেন। অন্যরা সকলে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন তিনি তাদেরকে বললেন, বায়তুল্লাহ শরীফ

---

৭৮৪. সহীহ বুখারী, باب التمتع الاقران, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২, হাদীস নং ১৫৬২ ও মুসলিম

এবং সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফ শেষে তোমরা সবাই ইহরাম ভঙ্গ কর। এরপর চুল ছোট কর এবং পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাও। অতঃপর তালবিয়া দিবস তথা ৮ই জিলহজ্জ তারিখে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধো। যারা স্ত্রী সাথে নিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গম করতেও কোন বাধা নেই। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা হজ্জে থাকা অবস্থায় কিভাবে স্ত্রী সঙ্গম করব? রসূল ﷺ বললেন, আমি যা বলছি তা পালন কর। আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে না আসতাম, তাহলে আমিও তোমাদেরকে যা করতে বলছি, তাই করতাম। কিন্তু কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌছানো পর্যন্ত হারাম অবস্থায় থেকে হালাল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। রসূল ﷺ এর কথা শুনে সবাই সে অনুযায়ী আমল করল।'[৭৮৫]

ইহরামের মিকাত সংক্রান্ত বর্ণনা আমর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিম্নের হাদীস হতে পাই। তিনি বলেন, 'রসূল ﷺ যে মিকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা হলো মদীনাবাসীদের জন্য জুলহুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। এ সকল মিকাত এ জায়গাসমূহের বাসিন্দা এবং অন্যান্য স্থান হতে আগত যে সব ব্যক্তিরা এ স্থানসমূহ অতিক্রম করে হজ্জ ও ওমরার নিয়তে বের হবে, তাদের সবার জন্য মিকাত হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব এলাকার চেয়ে নিকটে অবস্থানকারী লোকদের ইহরাম বাঁধার স্থান সেটাই, যেখান থেকে তারা হজ্জ যাত্রা করেছে। এমনকি মক্কাবাসীদের জন্য মক্কাই মিকাত।'[৭৮৬]

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 'তিনি বলেছেন, ইরাকের আল মিছরান অধিকৃত হওয়ার পর সেখানকার অধীবাসীরা উমরের কাছে এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! রসূল ﷺ নজদবাসীদের জন্য 'কারন' কে মিকাত ঘোষণা করেছেন, যা আমাদের পথ থেকে অনেক দূরে। এ স্থানকে মিকাত ধরে অগ্রসর হলে আমাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়, তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আসার পথে মিকাত নির্ধারণ করে নিও এবং এভাবে তিনি তাদের জন্য 'জাতে ইরাক' নামক স্থানকে মিকাত নির্ধারণ করলেন।'[৭৮৭]

---

৭৮৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৭৮৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৭৮৭. সহীহ বুখারী

ইহরাম অবস্থায় বর্জনীয় কাজ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইহরাম বাঁধা পুরুষ সেলাইযুক্ত কাপড় কিংবা পূর্ণ শরীর বা কোন অঙ্গ ঢেকে রেখে এমন পোষাক পরিহার করবে। সাথে সাথে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে ১. মাথা আবৃত করা, ২. চুল কাটা বা ন্যাড়া করা, ৩. নখ কাটা, ৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৫. স্থলচর প্রাণী বধ করা। তবে যদি কেউ ভুল করে বা অজ্ঞতা বশত এমন কোন কাজ করে ফেলে তাহলে তার কোন পাপ হবে না। আর যদি ইচ্ছাপূর্বক এমন কাজ করে, তাহলে রোযা রেখে, সদকা করে অথবা কুবানীর মাধ্যমে তার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে মতে তিনদিন রোযা বা ছয়জন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আহার করানো বা বকরি জবাই করার মাধ্যমে সে এ কাফ্ফারা আদায় করতে পারে।

এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় যৌনচার বা এতদসংশ্লিষ্ট কার্যাবলীও নিষিদ্ধ। প্রথমবার হালাল হওয়ার পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে অথবা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে কেউ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, তাহলে তার হজ্জ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস সংক্রান্ত মাসয়ালাটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। যাই হোক, এ সকল অবস্থায় ব্যক্তির কর্তব্য হলো হজ্জের অনুষ্ঠানাদি চালিয়ে যাওয়া, একটি উট কুরবানী করা এবং পরবর্তী বছর আবার হজ্জ সম্পন্ন করা।

পক্ষান্তরে যদি প্রথমবার হালাল হওয়ার পরে এসব নিষিদ্ধ কাজের কোন একটিতে ব্যক্তি জড়িত হয়ে পড়ে। তাহলে সে কারণে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না; বরং তাকে একটি বকরি কুরবানী করতে হবে।

ইহরাম অবস্থায় অশ্লীলতা, পাপাচার, অযথা ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি কাজ-কর্ম পরিহার করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ -

'নির্দিষ্ট কতিপয় মাসেই হজ্জ সম্পন্ন করতে হয়। অতএব এ সময় হজ্জের নিয়ত করবে, তার উচিৎ যৌনাচার, অন্যায় এবং ঝগড়া-

বিবাদ এ সময় পরিহার করা।'[৭৮৮] যৌনসম্ভোগের কারণে হজ্জ ভংগ হওয়ার পরও হজ্জের বাকী অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ

'তোমরা আল্লাহর জন্যই হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।'[৭৮৯] এমনিভাবে স্ত্রী সহবাসের কারণে হজ্জ ভঙ্গ হলে উটের সদকাহ ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 'তাঁকে একবার একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সেটা হলো, একব্যক্তি আরাফায় অবস্থান সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী সহবাস করেছিল। তখন তিনি একটি উট কুরবানী করতে বললেন।'[৭৯০]

মাথা মুণ্ডন নিষিদ্ধ করে এবং যে সব ক্ষেত্রে মানুষ অন্যন্যোপায় হয়ে যায়, সে সবক্ষেত্রে প্রতি বিধানের ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ

'যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু এর স্থানে না পৌঁছে, তোমরা মস্তক মণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয়, কিংবা মাথায় কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা এর ফিদিয়া দিবে।'[৭৯১]

হযরত কাব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে দেখেন কাবের মাথা উকুনে ভরা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এগুলোর জন্য কি তোমার কোন কষ্ট হয় না? আমি বললাম, হ্যাঁ, এজন্য আমার খুব কষ্ট হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাথার চুল ফেলে দিতে বললেন। হযরত কাব বলেন, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উপরে আয়াত নাযিল হয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন। তিনদিন রোযা রাখ বা ছয়জন

---

৭৮৮. সূরা আল বাকারা ১৯৭
৭৮৯. সূরা আল বাকারা ১৯৬
৭৯০. মুয়াত্তায় ইমাম মালেক
৭৯১. সূরা আল বাকারা ১৯৬

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে এক ফরক খাবার সদকাহ্ কর অথবা সাধ্যানুযায়ী কুরবানী কর। অন্য এক বর্ণনায় আছে, একটি বকরী কুরবানী কর।'

সেলাইযুক্ত বস্ত্র পরিধানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সালেম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হলো ইহরাম অবস্থায় কেমন কাপড় পরতে হবে? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইহরাম অবস্থায় কেউ যেন জামা, পাগড়ী, টুপি এবং পাজামা না পরে। এমনকি ওরাস রঙ ও জাফরান মিশ্রিত কাপড়ও তার জন্য নিষিদ্ধ। কারো যদি জুতা না থাকে তাহলে সে মোজা পরিধান করতে পারে, তবে শর্ত হলো তা পায়ের টাখনু পর্যন্ত এর উপরিভাগ কেটে ফেলতে হবে।'[৭৯২]

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার এবং মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারে নিষেধবাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন যে, 'এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় তার উটের আঘাতে মারা গেল। আমরা তখন নবীজীর সাথে ছিলাম, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল করাও এবং দুটি কাপড়ের কাফন পরাও। সাবধান তাতে সুগন্ধি মাখাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা, আল্লাহ্ তাঁকে কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্তোলন করবেন।'[৭৯৩]

একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে জিরানা নামক স্থানে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে, যার গায়ে সুগন্ধিমাখা বস্ত্র অথবা হলুদ রঙ এর চিহ্নযুক্ত কাপড় ছিল। লোকটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, উমরা করার সময় আমাকে কি কি করতে হবে? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কাপড় হতে হলুদ চিহ্ন দূর করে ফেল অথবা এতে যে সুগন্ধি আছে, তা দূর করে দাও। তোমার জুব্বা খুলে ফেল এবং হজ্জ সম্পন্ন করার সময় তুমি যা যা কর, উমরাতেও ঠিক তাই কর।'[৭৯৪]

নিম্ন লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী বধ করা যাবে না এবং ইহরাম অবস্থায় এ আচরণ নিষিদ্ধ এবং কেউ এর বিপরীত কিছু করলে তাকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। আয়াতটি নিম্নরূপ,

---

৭৯২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৯৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭৯৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

'হে মুমিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করো না; তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ এটা করে, তাহলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কাবাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে, অথবা এর কাফফারা হবে দারিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকার্যের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ এটা পুনরায় করলে আল্লাহ তার শাস্তি দিবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।'[৭৯৫]

ইহরামে থাকাকালে কারো বিয়ে করা বা অন্যের বিয়ের আয়োজন করা এ দুটিই যে নিষিদ্ধ এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নে বর্ণিত বাণী বর্ণনা করেছেন,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ.

'কোন মুহরিম যেন বিয়ে না করে, কারো বিয়ের আয়োজন না করে এবং কারো বিয়ের প্রস্তাবও যেন না দেয়।'[৭৯৬]

হজ্জের পদ্ধতি

হজ্জের নিয়ম হলো ইহরাম বাধার জন্য গোসলের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করা যাবে না। এরপর মিকাতের কাছে এসে লুঙ্গী, চাদর ও

---

৭৯৫. সূরা আল মায়িদা ৯৫

৭৯৬. সহীহ মুসলিম, বাবু তাহরিমি নিকাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩০, হাদীস নং ১৪০৯

স্যান্ডেল পরে ইহরাম বাঁধতে হবে। নফল নামায পড়ার পর ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। অতঃপর উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে। ইহরাম বাঁধার পর যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছায় পর হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে হজ্জের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। কাবা শরীফকে বাম হাতে রেখে তাওয়াফ করবে। পরিধেয় চাদরের মাঝখানের অংশ ডান কাঁধের নীচ দিয়ে এনে চাদরের দু'ধার বাম কাঁধের উপরে রাখতে হবে। অতঃপর সম্ভব হলে কালো পাথর চুম্বন করবে, তবে এ কাজে অতিরিক্ত ভিড় করা ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি করা যাবে না। চুম্বন করা সম্ভব না হলে এ দিকে ইঙ্গিত করলেই চলবে। উদ্বোধনী তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রথম তিন তাওয়াফে রমলসহ সাত তাওয়াফ সম্পন্ন করবে এবং শেষ চার তাওয়াফে স্বাভাবিক নিয়মে হাটবে। রমল বলতে এখানে ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাটা বুঝানো হয়েছে। কালো পাথরের সন্নিকটে আসার সাথে সাথে সম্ভব হলে তাতে চুম্বন করবে, আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে ইঙ্গিত করে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে। কালো পাথর ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝে পৌঁছা মাত্র এ দুয়া পড়বে, 'আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়া কিনা আযাবান নার।'

তাওয়াফকালে বেশি বেশি যিকর ও দুয়া পড়তে হবে। তাওয়াফ শেষে সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুরাকাত নামায পড়তে হবে, আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে যে কোন স্থানে নামায আদায় করলেই চলবে।

এরপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াতে হবে। সাফা পর্বতে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে তিনবার তাকবীর বলবে এবং তিনবার দুয়া পড়বে। সাফার বুক হতে নেমে সবুজ বরাবর হেঁটে যাবে এবং সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝখানে দ্রুতগতিতে দৌড়াতে থাকবে এবং এভাবে মারওয়া পাহাড়ে উঠবে। এরপর কেবলামুখী হয়ে সাফা পাহাড়ের ন্যায় তাকবীর ও দুয়া পড়বে। তারপর হাঁটার জায়গাতে হেঁটে যেতে হবে এবং দৌড়ানোর জায়গায় দৌড়াতে হবে। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়া গিয়ে শেষ করবে এবং এভাবে সাতবার আসা যাওয়া করবে। এর মাঝে খুব বেশি যিক্‌র ও দুয়া পড়বে।

মুহরিম ব্যক্তি যদি তামাত্তু হজ্জ করতে চায়, তাহলে এ পর্যায়ে এসে মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছোট করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলবে, যাতে সে

তারবীয়ার দিনে অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের আট তারিখে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে পারে। আর যদি সে ইফরাদ বা কিরান হজ্জের নিয়ত করে থাকে তাহলে হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে। আট তারিখে সম্ভব হলে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই মিনা গমন করবে, যাতে সেখানে গিয়ে সে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়তে পারে। এ অবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট নামায কসর করে দুরাকাত আদায় করবে, তবে দুসময়ের নামায একত্রিত করে পড়তে পারবে না। মিনায় রাত যাপন শেষে সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর যোহর ও আসরের নামাজ সংক্ষিপ্ত করে একত্রে সম্পন্ন করবে। যাতে সালাত শেষে যিক্‌র ও দুয়া পাঠের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে। বাতনে উরানাহ্‌ নামক জায়গা ব্যতীত সমগ্র আরাফায় অবস্থানস্থল এবং আরাফার দিবসে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে কুরবানীর দিন ফজর পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করার সময়। আর যে ব্যক্তি আরাফার ময়দানে দিনের বেলায় অবস্থান করেছে, সে যেন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ভঙ্গ না করে। কারণ, এতে একত্রে দিনরাত আরাফায় অবস্থান করা হয়ে যায়।।

সূর্যাস্তের পর ধীর-স্থিরভাবে মুজাদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সেখানে পৌঁছে তাবু স্থাপনের পূর্বেই মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে আদায় করবে এবং এখানে রাত যাপন অবধারিত। তবে দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিরা মধ্যরাতের পর সেখান থেকে প্রস্থান করতে পারে। এরপর ফজরের নামায পড়ে মাশয়ারুল হারামের নিকট আল্লাহর যিক্‌র করবে। পূর্ব আকাশ পরিষ্কার হলে সূর্যোদয়ের পূর্বে পুনরায় মিনা গমন করবে। যদি সম্ভব হয়, মুজদালিফা থেকেই নিক্ষেপের পাথর সংগ্রহ করবে এবং এটাই উত্তম। তবে মিনা বা অন্য জায়গা থেকেও সংগ্রহ করলে চলবে। এ পাথরগুলো অবশ্যই ছোলা বুটের চেয়ে বড় এবং বুনদুক ফলের চেয়েও ছোট হতে হবে।

অতঃপর মিনায় পৌঁছে প্রথমে জুমরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ শুরু করবে এবং এখানে একে একে সাতটি কংকর ছুঁড়তে হবে। যদি সে তামাত্তু বা কিরান হজ্জের নিয়ত করে থাকে, তাহলে তখন পশু কোরবানী করবে। এরপর মাথা মুণ্ডন করবে বা মাথার চুল ছোট করবে, তবে মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন বৈধ নয়, বরং তাদেরকে চুলের গোছা থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগের পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে।

পাথর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটার পর মোটামুটি সে হালাল হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম ব্যতীত ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সকল কাজই সে করতে পারে। কুরবানীর দিনের করণীয় কাজ যেমন পাথর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন, পশু কুরবানী অথবা তাওয়াফ করা ইত্যাদি কোন একটি আগে পরে করলে কোন অসুবিধা নেই। অতঃপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ করবে এবং এ তাওয়াফ যেহেতু হজ্জের রুকন তাই তা বাদ দিলে হজ্জ শুদ্ধ হবে না। এরপর তামাত্তু হজ্জের নিয়তকারীর পক্ষে সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াদৌড়ি করা ওয়াজিব। প্রারম্ভিক তাওয়াফের সময় সাঈ না করে থাকলে কারিন ও মুফরাদ হাজীর পক্ষেও এ সময় সাঈ করা ওয়াজিব। এরপর মিনায় ফিরে গিয়ে দ্রুত হজ্জ পালনেচ্ছুক ব্যক্তি দু'রাত এবং বিলম্বে হজ্জ পালনেচ্ছুক তিন রাত অবস্থান করবে।

তাশরীকের দিনগুলোর প্রতিদিন সূর্য ঢলে পড়ার পর জমরাগুলোতে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে এবং প্রতি জমরাতে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। মক্কা হতে সবচেয়ে বেশি দূরে যে জমরাটি, সেখানে আগে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং সর্বশেষে জমারাতুল আকাবায় পাথর ছুড়বে। কেউ একদিন পাথর নিক্ষেপে ব্যর্থ হলে পরবর্তী দিন তা নিক্ষেপ করতে পারবে। কেননা, তাশরীকের সকল দিনই পাথর নিক্ষেপের সময়। যে সমস্ত বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক দুর্বলতার কারণে নিজেরা পাথর নিক্ষেপে অক্ষম, তাদের পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ করাও বৈধ। কেউ মিনায় অবস্থান করতে ব্যর্থ হলে, তাকে অবশ্যই পশু কুরবানী করতে হবে। তবে নিজের অসুস্থতার কারণে বা অন্য অসুস্থ রোগীর সেবা-শুশ্রুষার কারণে এমন হলে তা স্বতন্ত্র বিষয়। পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং রাখালদের ব্যাপারে যে বর্ণনা এসেছে, তারই ভিত্তিতে এ বিধান রচিত।

দুদিনে যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করতে ইচ্ছুক, তাকে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হতে হবে এবং মিনায় অবস্থানকালে সূর্য অস্তমিত হলে সেখানে অবশ্যই রাত যাপন করতে হবে এবং পরবর্তী দিন সূর্য ঢলে পড়ার পর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

ঋতুবতী নারী অন্যান্যদের মতই হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবে, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হতে বিরত থাকবে। কোন হাজীর পক্ষে বিদায়ী তাওয়াফ না করা পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করা ঠিক নয়। কেননা, এটা বায়তুল্লাহ্ শরীফে তার শেষ প্রতিশ্রুতি যা থেকে কেবল

ঋতুবর্তী নারী ছাড়া আর কারো বিরত থাকা ঠিক নয়। কেবল ঋতুবতী নারীই তা ত্যাগ করতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তাওয়াফে ইফাদা বিলম্ব করে মক্কা ত্যাগের সময় তা আদায় করে, তাহলে তার বিদায়ী তাওয়াফের প্রয়োজন নেই। কেননা, এর মাধ্যমেই বিদায়ী তাওয়াফের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন হলে মসজিদে নব্বীতে গমন করে নফল নামায পড়া এবং রসূল এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা মুস্তাহাব। সেখানে গিয়ে প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করবে এবং এরপর তাঁর রওজা শরীফে গিয়ে রসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সালাম পেশ করতে হবে। এ সময়ে রসূল এর প্রতি এমন ভক্তি ও ভয় পোষণ করতে হবে যেন, রসূল স্বয়ং তাকে দেখছেন। তবে মসজিদে নববীর যিয়ারত হজ্জের কার্যবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

রসূল এর হজ্জ

রসূল এর হজ্জের বর্ণনা সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীস ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন, যা হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে বলেন, 'রসূল এর হজ্জ সম্পর্কে আমাকে বলুন। তখন তিনি বললেন, রসূল মদীনা থাকাকালে দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত কোন হজ্জ করতে পারেননি। দশম বছরে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, রসূল এ বছর হজ্জব্রত পালন করবেন। এ সংবাদ শুনে অসংখ্য লোক মদীনায় এসে জমায়েত হতে লাগল। সকলের উদ্দেশ্য ছিল রসূল এর সফর সঙ্গী হয়ে তাঁর মতই হজ্জের নিয়ম-কানুন পালন করবে।

আমরা যথাসময়ে তাঁর সাথে হজ্জ যাত্রা করে, জুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই হযরত আবু বকর এর সহধর্মিণী আসমা বিনতে উমায়েস মুহাম্মদ নামক সন্তান প্রসব করলেন। অতঃপর তাঁকে কি করতে হবে, এ ব্যাপারে জানার জন্য তাকে রসূল এর কাছে প্রেরণ করলে তিনি বললেন, তুমি প্রথমে গোসল কর এবং রক্তক্ষরণের স্থানে কাপড় বেঁধে ইহরাম বাঁধ।

এরপর রসূল মসজিদে নামায পড়ে কাসওয়া নামক উটে সওয়ার হলেন, উটটি তাঁকে নিয়ে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পথ চলা শুরু করলে আমি

তাকিয়ে দেখলাম আমার দৃষ্টিপথে কেবল আরোহী ও পদব্রজে যাত্রারত মানুষ দেখতে পেলাম। তাঁর ডানে, বামে ও পেছনেও অনুরূপ মানুষের মিছিল দেখলাম। রসূল ﷺ তখন আমাদের সকলের মাঝে অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর উপর পবিত্র কুরআন নাযিল হচ্ছিল, আর তিনি সেই প্রত্যাদেশের মর্ম অনুধাবন করে যে আমল করছিলেন আমরাও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলাম।

তিনি তখন এভাবে তালবিয়া পাঠ করছিলেন,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ-

অন্যান্যরাও যে যেভাবে পারছিল, সেভাবেই তালবিয়া পাঠ করছিল, কিন্তু রসূল ﷺ তাদেরকে তা বদলাতে বলেননি। তবে তিনি বার বার তাঁর তালবিয়া পাঠ করছিলেন। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ সময় আমরা কেবল হজ্জের নিয়তই করছিলাম এবং তখন আমরা উমরার কথা ভাবিনি।

বায়তুল্লাহ শরীফে উপনীত হলে তিনি কালো পাথর চুম্বন করলেন, তিনবার রমল করলেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে হাটলেন। এরপর মাকামে ইব্রাহীমে পৌঁছে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ،

এরপর মাকামে ইব্রাহিমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে রেখে সালাত আদায় করলেন। আমার পিতা বলতেন অবশ্য রসূল ﷺ এর উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি বলতেন যে, তিনি এ দুরাকাত নামাজে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরুন পড়েছিলেন। এরপর পুনরায় গিয়ে কালো পাথর চুম্বন করলেন।

তারপর আবার দরোজা থেকে সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং পাহাড়ের পাদদেশে এসে এ আয়াত পাঠ করলেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۚ

'আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন, আমিও সেখান থেকে শুরু করব'-এই বলে তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করতে লাগলেন এবং

কাবাঘর দেখামাত্রই কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করলেন এবং তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন ঠিক এভাবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সকল রাজ্য, সাম্রাজ্য এবং প্রশংসার মালিক তিনিই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।'

উপরি উক্ত দুয়া তিনি তিনবার পাঠ করলেন এবং এরপর মারওয়া পর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন। ওয়াদী প্রান্তরে উঠতে থাকলেও তিনি হাটতে হাটতে মারওয়ায় এসে সাফা পাহাড়ে যেসব কার্যাবলী সম্পন্ন করেছিলেন, ঠিক সেরকমই করতে লাগলেন। মারওয়া পাহাড়ে শেষ তাওয়াফ কালে তিনি বললেন, 'আমি পরে যা বুঝলাম তা যদি আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং এখন উমরা পালন করা যেত। তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন উমরার নিয়ত করে হালাল হয়ে যায়।' তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জা'শাম দাঁড়িয়ে বললেন, এটা কি শুধু এ বছরের নাকি সকল সময়ের জন্য? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে দু'বার বললেন, হজ্জের মধ্যে উমরা নিয়ত করা হয়েছে এবং এটা সব সময়ের জন্য। এদিকে ইয়ামেন থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট নিয়ে দেখেন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইহরাম ভঙ্গ করে রঙ্গীন কাপড় পরেছেন এবং সুরমা ব্যবহার করেছেন। তিনি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে এমন করতে নিষেধ করলে তিনি বলেন, আব্বু তো আমাকে এমন করতে বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার ইরাকে বসে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তারপর আমি ফাতিমার কাজটি সঠিক কিনা তা জানার জন্য এবং সে যা বলছে সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি কি তা অবগত হওয়ার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম এবং ফাতিমাকে যে

আমি এমন করতে নিষেধ করেছি, তা তাকে অবহিত করলাম। উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতিমা যথার্থই বলেছে। আচ্ছা, হজ্জের নিয়ত করার সময় তুমি কি বলেছিলে? আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বললেন, আমি তো এভাবে হজ্জের নিয়ত করেছি। হে আল্লাহ! তোমার রসূল যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও তদ্রূপ ইহরাম বাঁধলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছি, তাই তুমি ইহরাম ভংগ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যে কুরবানীর পশু ছিল এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইয়ামেন থেকে যেগুলো নিয়ে এসেছিলেন, সব মিলে একশো পশু হয়ে গেল। তিনি বললেন, এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যারা কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তারা ছাড়া বাকী সবাই ইহরাম ভঙ্গ করে চুল ছোট করে ফেলল।

আট তারিখে তারবিয়া দিবসে সকলে মিনা অভিমুখে রওনা হয়ে হজ্জের নিয়ত করল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সেখানে গেলেন এবং সেখানেই যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন। অতপর অল্প কিছু সময় অবস্থান করলেন যেন সূর্যোদয় ঘটে এবং তিনি নামিরাহ নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি পশমের তাবু স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন। কুরাইশরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল যে, তিনি মাশয়ারে হারামে অবস্থান করবেন। কেননা, জাহেলী যুগে তারা সবসময় এরকম করত। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশয়ারুল হারামের সীমা অতিক্রম করে আরাফায় উপনীত হলেন এবং নামিরাহ নামক স্থানে তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত তাঁবুতে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তিনি কাসওয়া নামক উট আনতে বললেন এবং তাতে সওয়ার হয়ে বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বিদায় হজ্জের বিখ্যাত ভাষণ দান করেন।

এরপর আযান দেয়া হলো এবং সবাইকে নিয়ে তিনি যোহরের নামায পড়লেন এবং পুনরায় ইকামাত দিয়ে আসরের নামাযও আদায় করলেন এবং এ দুই নামাজের মধ্যে তিনি অন্য কিছুই করেননি। অতপর তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে অবস্থান স্থলে এসে পৌছেন এবং তাঁর বাহন কসওয়ার পেট বড় বড় পাথরের দিকে ফিরিয়ে রাখলেন এবং যারা পায়ে হেঁটে তাঁর সাথে এসেছিলেন, তিনি তাঁদেরকে তাঁর সামনে রাখলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করলেন। সূর্য অস্তমিত হলে পশ্চিম আকাশের লাল আভা কিছুটা দূর হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকলেন

এবং এরপর উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর পেছনে বসিয়ে মুজদালিফার দিকে রওনা হলেন।

কাসওয়ার লাগাম শক্তভাবে টেনে ধরে তিনি সামনে এমনভাবে অগ্রসর হতে থাকেন যেন তাঁর মাথা বাহনের সাথে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, হে মানব মণ্ডলী! শান্ত হও, ধীর-স্থিরভাবে এগিয়ে যাও। চলতে চলতে যখন তিনি কোন বালুর টিলার নিকটবর্তী হতেন, তখন তা অতিক্রম করার সুবিধার্থে উটের রশি ঢিলা করে দিতেন। এভাবে মুজদালিফায় উপনীত হয়ে একই আযান ও দু'ইকামাত সহকারে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন এবং এ দু'নামাযের মাঝখানে তিনি কোন তাসবীহ্ বা নফল নামায পড়লেন না। এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। অতঃপর প্রভাতের সাথে সাথে তিনি একটি আযান ও একটি ইকামাত সহকারে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর কাসওয়ায় আরোহণ করে মাশয়ারে হারামে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন, তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন এবং তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা বার বার উচ্চারণ করলেন। পূর্ব আকাশ কিছুটা ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতপর সূর্য উঠার পূর্বেই সেখান থেকে মিনার দিকে রওনা হলেন। এবার তিনি সুন্দর চুল ও সুঠাম দেহের অধিকারী সমুজ্জ্বল যুবক হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে স্বীয় উটের পেছনে বসালেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্রুতগতিতে মিনার দিকে ছুটলেন, তখন কতিপয় কুমারী তম্বীয় তরুণী দৌড়াচ্ছিল, আর হযরত ফজল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের দিকে এমন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুখে হাত দিয়ে তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তিনি অন্য পাশ দিয়ে সেই যুবতী নারীগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। পুনরায় হযরত ফজলের দৃষ্টি অন্যদিকে নেয়ার লক্ষ্যে সেদিক থেকে তিনি সেই নারীগুলোর দিকে তাকিয়েছিলেন সেই দিক থেকে তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এভাবে তাঁরা বাতনে মুহাচ্ছার নামক স্থানে পৌছে উটের গতি কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন। সেখান থেকে তিনি মাঝপথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলেন, যা বড় জামরার নিকট দিয়ে বের হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে তিনি বৃক্ষের সন্নিকটে অবস্থিত জামরায় এসে পৌছলেন। তিনি সেখানে নীচু স্থান থেকে উপরের দিকে চুনাবুটের ন্যায় ছোট ছোট সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন

এবং প্রতি নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। পাথর নিক্ষেপ শেষে কুরবানী করার স্থানে গেলেন এবং তিনি নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু কুরবানী করলেন এবং বাকীগুলো কুরবানী করার দায়িত্ব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাতে ন্যাস্ত করলেন এবং তাঁকে তিনি কুরবানীতে শরীক হিসেবে নিলেন। এরপর প্রত্যেক কুরবানীর জন্তু হতে এক টুকরো করে নিয়ে রান্না করতে বললেন। রান্না শেষ হলে দুজনে গোশত খেলেন এবং তার শুরবা পান করলেন।

অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন এবং আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা জমজমের পানি পান করাচ্ছিল তাদের কাছে এসে বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! বালতি ভর্তি করে পানি তুলে তা হাজীদেরকে পান করাও। যদি আমার এই আশংকা না থাকত যে, আমাকে দেখে লোকজন তোমাদের কাছ থেকে এ পবিত্র দায়িত্ব কেড়ে নিবে, তাহলে আমিও নিজ হাতে তোমাদের সাথে বালতি ভরে পানি পান করানোর কাজে অংশ নিতাম। তখন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বালতি ভরে পানি দিলে তিনি তা পান করলেন।'[৭৯৭]

দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে রাতে মুজদালিফায় অবস্থানের বাধ্যবাধকতা নেই, এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন,

كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا ـ

'সওদা ছিলেন খুবই স্বাস্থ্যবতী ও ধীর প্রকৃতির নারী এবং তিনি রাতের বেলায় মুজদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মঞ্জুর করলেন।'[৭৯৮] মুসলিমের অপর বর্ণনায় উম্মে হাবীবার হাদীস এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় আমরা অতি প্রত্যুষে মুজদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে মহিলাদের কাছে পাঠালেন। অথবা

---

৭৯৭. সহীহ মুসলিম

৭৯৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

তিনি বলেছেন, রাতে মুজদালিফায় অবস্থানরত মহিলাদের কাছে আমাকে পাঠালেন, অথবা তিনি বলেছেন, রসূল ﷺ যাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের দুর্বল ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আমি ছিলাম তাদের অন্যতম।'[৭৯৯]

বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে রসূল ﷺ নিম্নের উক্তিতে ইঙ্গিত করেছেন

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

'কাবাঘরের সাথে শেষ দেখা করে সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি পালন না করে যেন কেউ ঘরে না ফিরে।'[৮০০]

তবে ঋতুবর্তী মহিলার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ হতে বিরত থাকার অনুমতি সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

'তিনি লোকদেরকে বিদায়ী তাওয়াফ করার নির্দেশ দিতেন। তবে, ঋতুবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ শিথিল ছিল।'[৮০১]

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে,

حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ.

---

৭৯৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮০০. সহীহ মুসলিম, বাবু উজুবুত তাওয়াফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬৩, হাদীস নং ১৩২৭

৮০১. সহীহ সহীহ বুখারী, বাবু তাওয়াফুল বিদায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং ১৭৫৫

'মুজদালিফা থেকে প্রস্থানের পর নবী পত্নী সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই ঋতুবতী হয়ে পড়লেন। তখন আমি ব্যাপারটি রসূল ﷺ কে জানালে তিনি বললেন, তার কারণে আমরাও কি আটকে পড়ব? তখন আমি বললাম, হে রসূল! সে তো মুজদালিফা প্রস্থান করেছে, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে এবং এরপর ঋতবতী হয়েছে। তখন রসূল ﷺ বললেন, তাহলে সেও আমার সাথে বের হোক।'[৮০২] অপর এক বর্ণনায় আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,

كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ قُلْنَا: قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ .

'আমাদের আশংকা ছিল যে, মুজদালিফা ত্যাগের পূর্বেই হযরত সাফিয়্যা ঋতুবতী হয়ে পড়বে। এরপর রসূল ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, সাফিয়্যা কি আমাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলল? আমরা বললাম, সে তো মুজদালিফা প্রস্থান করেছে। রসূল ﷺ বললেন, তাহলে তাকেও সাথে নাও।'[৮০৩]

৮০২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু উজুবুত তাওয়াফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬৪, হাদীস নং ১২১১
৮০৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু উজুবুত তাওয়াফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬৪, হাদীস নং ১২১১

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামে পরিবার গঠন

ইসলামে পরিবার গঠন

বিবাহ্ প্রথাই ইসলামী শরীয়তে মুসলিম পরিবার গঠনের পদ্ধতি

ইসলামী শরীয়ত বিবাহের মাধ্যমে মুসলিম পরিবার গঠনকে পারিবারিক জীবনের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিই আমরা বিশ্বাস করি। এই পরিসীমার বাইরে নারী ও পুরুষের যে কোন প্রকার যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিন্দনীয় বৃহত্তম অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ্ ব্যভিচার ও তার দিকে আহ্বানকারী যাবতীয় দুস্কৃতি- যেমন, একান্তে আলাপ, অবাধ মেলামেশা, মন ভোলানো সুমিষ্ট স্বরে কথা বলা এবং মাহ্রাম সঙ্গী ছাড়া মেয়েদের সফর করা হারাম গণ্য করেছেন।

বিবাহ পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি যেমন তার করুণার প্রকাশ করেছেন তেমনি এটিকে তার একটি নিদর্শনে পরিণত করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

'এবং তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে বহু নিদর্শন।'[৮০৪]

বিবাহ অতীত-নবী-রসূলদের একটি সুন্নাত তথা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۝

---

৮০৪. সূরা আর রুম ২১

'তোমরা পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছিলাম।'[৮০৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদেরকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাদের সামনে এর কল্যাণকারিতা তুলে ধরেছেন। বিবাহ করতে সক্ষম না হলে এর বিকল্প পথও তাদেরকে বলে দিয়েছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

'হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ এটি দৃষ্টিকে সংযত এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে। কারণ এটি তার জন্য রক্ষাকবচ।'[৮০৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ ও নারী সংস্পর্শ বর্জিত জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, বিবাহ তাঁর জীবন-যাপনের পদ্ধতি এবং যে ব্যক্তি তাঁর পদ্ধতির প্রতি বিরূপতা পোষণ করে সে তাঁর সাথে সম্পর্কিত নয়। নিম্নবর্ণিত হাদীস এখানে স্মরণযোগ্য,

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ

---

৮০৫. সূরা আর রাআদ ৩৮

৮০৬. সহীহ বুখারী, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি স. ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩, হাদীস নং ৫০৬৫ ও মুসলিম

وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔

'একবার তিন ব্যক্তির একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাঁর স্ত্রীদের গৃহে এলো। তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তাঁরা এগুলোকে যেন সামান্য মনে করলেন। তাঁরা বললেন, কোথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোথায় আমরা? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললেন, আমি আজীবন সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি সারা জীবন প্রতিদিন রোযা রাখবো। কখনো দিনের বেলা রোযা ভাংবো না ও খাবো না। তৃতীয় জন বললো, আমি নারী সংশ্রব বর্জন করবো এবং সারা জীবন বিয়ে করবো না। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন। তিনি বললেন, এই ধরনের কথাগুলো কি তোমরাই বলছিলে? শুনে রাখো, আল্লাহর কসম,আমি তোমাদের চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং অতি সতর্কতার সাথে তাঁর হুকুম পালন করে চলি। কিন্তু এর পরও আমি দিনের বেলা রোযা রাখি, আবার রোযা ভাঙিও। আমি রাত জেগে নামায পড়ি আবার ঘুমাইও। আর আমি বিয়ে সাদীও করেছি। কাজেই যারা আমার নীতি থেকে বিচ্যুত হবে তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[৮০৭]

আল্লাহ তায়ালা যিনাকে হারাম করেছেন। একে কবীরা গুনাহ গণ্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيلًا ۝

'যিনার ধারে কাছে যেয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।'[৮০৮]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনাকে বৃহত্তম অপরাধ বলেছেন, বিশেষ করে যখন তা সংঘটিত হয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে। তিনি বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ

---

৮০৭. সহীহ বুখারী, বাবুত তারগিবু ফিননিকাহি, ৭ম খণ্ড,পৃ. ২,. হাদীস নং ৫০৬৩

৮০৮. সূরা বনী ইসরাঈল ৩২

تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! বৃহত্তম গুনাহ কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি বৃহত্তম গুনাহ? জবাব দিলেন, তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি বৃহত্তম গুনাহ? জবাব দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।'[৮০৯]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে একথা বর্ণনা করেছেন যে, যিনাকারী থেকে ঈমান টেনে বের করে নেয়া হয়। তিনি বলেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

'যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে মুমিন থাকে না।'[৮১০]

ইকরামা বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাসকে রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলাম, ঈমান তার থেকে কিভাবে টেনে বের করে নেয়া হয়? জবাব দিলেন, এভাবেই এই বলে তিনি আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং তারপর তা টেনে বের করে নিলেন। তারপর যদি সে তওবা করে তাহলে ঈমান তারমধ্যে ফিরে আসে এভাবে। তিনি আবার হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন।'[৮১১]

ব্যভিচারিণী মহিলাকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ না সে আল্লাহর কাছে খালেস দিলে তওবা করে। আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুরছিদ ইবনে আবু মুরছিদ গানাবী মক্কার কয়েকজন যুদ্ধ বন্দীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করতেন। সে সময় মক্কায় ঈনাক নামক এক ব্যভিচারিণী ছিল। সে ছিল মুরছিদর বান্ধবী। মুরছিদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৮০৯. সহীহ বুখারী, باب اثم الزناة, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং ৬৮১১ ও মুসলিম

৮১০. সহীহ বুখারী, باب النهبى بغير اذن, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং ২৪৭৫ ও মুসলিম

৮১১. সহীহ বুখারী

সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি ঈনাককে বিয়ে করতে চাই। তিনি চুপ করে রইলেন। এরপর নাযিল হলো,

وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ

'ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না।' এ আয়াত নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন এবং আমার সামনে এ আয়াত পাঠ করলেন আর বললেন, তাকে বিয়ে করো না।'[৮১২]

অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ করে কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, মুমিনদের দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারি নারী ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না, মুমিনদের জন্য তাদের বিয়ে করা নিষেধ করা হয়েছে।'[৮১৩]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দণ্ডদান) করতে হবে । এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন একব্যক্তি নববীতে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁকে ডেকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা

৮১২. আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

৮১৩. সূরা আন নূর ২-৩

করেছি। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি চারবার এভাবে বলার পরও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর চারজন লোক যখন তার কথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, তোমার মধ্যে পাগলামী নেই তো? লোকটি জবাব দিল না। তিনি বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছো? লোকটি জবাব দিল, জি, হ্যাঁ তখন নবী সাল্লাল্লাহু বললেন, اِذْهَبُوْا بِهٖ فَارْجُمُوْهُ তাকে নিয়ে যাও এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যা করো।'[৮১৪]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি এমন এক সময়ের আশংকা করছি যখন কোনো কোনো লোক বলবে, আল্লাহর কিতাবে তো আমরা রজম করার কোনো বিধান দেখছি না। তখন তারা আল্লাহর নাযিলকৃত একটি ফরয পরিত্যাগ করে গোমরাহীতে লিপ্ত হবে। তোমরা জেনে রাখো, বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তাকে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান সত্য ও সঠিক। তবে এক্ষেত্রে তিনটি শর্তের অন্তত যে কোনো একটি পূর্ণ হতে হবে। ১. তার বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ ও সাক্ষী- সাবুদ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ২. গর্ভধারণ প্রমাণিত হতে হবে। ৩. আত্মস্বীকৃতি অনুষ্ঠিত হতে হবে। সুফিয়ান বলেন, আমি এভাবে উমরের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কথাগুলো মুখস্থ করে রেখেছি। জেনে রাখো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি।

এ সম্পূর্ণ বর্ণনাটি ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন। তারপর আখেরাতে যিনাকারীদের জন্য যে আরো ভয়ংকর শাস্তি অপেক্ষা করছে এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ

'আরা তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না

৮১৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।'[৮১৫]

সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মিরা'জের রাতে দেখলাম দুজন লোক এলো আমার কাছে। তারা আমাকে বের করে নিয়ে গেলো একটি পবিত্র ভূমির দিকে। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এমনকি এর এক পর্যায়ে বলেন, তারপর আমরা চুল্লী আকৃতির একটি গর্তের কাছে উপনীত হলাম, তার উপরের দিকটা সংকীর্ণ, নিচের দিকটা প্রশস্ত এবং সেখানে আগুন জ্বলছে। আগুনের শিখা যখন উপরের দিকে ওঠে তখন ভেতরের লোকগুলোও ওপরের দিকে উঠে আসে এবং তারা বের হবার উপক্রম হয়, এ সময় আগুন নিস্তেজ হলে তারাও ভেতরে চলে যায়। তার মধ্যে রয়েছে উলঙ্গ পুরুষ ও নারী। সবশেষে তিনি বলেন, যেসব উলঙ্গ নারী পুরুষকে চুল্লীতে জ্বলতে দেখেছি তারা ব্যভিচারী নারী-পুরুষ।'[৮১৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ-ব্যভিচারী, মিথ্যাচারী বাদশাহ এবং দরিদ্র অহংকারী।'[৮১৭]

মহান আল্লাহ যিনাকে হারাম করার সাথে সাথে তার উপায়-উপকরণ ও সহায়ক পন্থাগুলোও বন্ধ করে দিয়েছেন। যিনার প্রতি আহ্বানকারী সমস্ত কথা ও কর্ম হারাম করেছেন। অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۝

৮১৫. সূরা আল ফুরকান ৬৮, ৬৯
৮১৬. সহীহ বুখারী
৮১৭. সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ

'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত। মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে, তাছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত্ত করে।'[৮১৮]

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাজলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ কোনো মহিলার ওপর নজর পড়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে নজর ফিরিয়ে নিতে বললেন।'[৮১৯]

অপরিচিত মেয়েদের প্রতি অপ্রয়োজনে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি নিক্ষেপকে তিনি চোখের ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ ব্যভিচার কেবল যৌনাঙ্গের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়; বরং যৌনাঙ্গ ছাড়াও কুদৃষ্টি ও অন্যান্য তৎপরতার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

'আল্লাহ্ বনী আদমের প্রত্যেকের নামে যিনার কিছু অংশ লিখে রেখেছেন, তা করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। কাজেই চোখের যিনা হচ্ছে দৃষ্টি। জিহ্বার যিনা হচ্ছে কথা বলা। প্রবৃত্তি আকাংখা করে এবং সে দিকে আকৃষ্ট হয় আর যৌনাঙ্গ তার সব টুকুকে সত্য প্রমাণ করে অথবা মিথ্যায় পর্যবসিত করে।'[৮২০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইআত করার সময় মেয়েদের হাতে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন, যদিও বাইআতের পদ্ধতি হচ্ছে হাতে হাত রেখে অংগীকার করা। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ফিতনার কথা কল্পনাই করা যায়

---

৮১৮. সূরা আন নূর ৩০, ৩১

৮১৯. সহীহ মুসলিম

৮২০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

না। ইমাম বুখারী হযরত আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম বাইআত গ্রহণ করার সময় তাঁর হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদেরকে একথা বলেই অংগীকারাবদ্ধ করতেন, আমি তোমাকে উক্ত বিষয়ে অংগীকারাবদ্ধ করছি।

মেয়েদের এমন আকর্ষণীয় স্বরে কথা বলাও হারাম করা হয়েছে যা অসুস্থ হৃদয়কে প্রলুব্ধ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۟

‘হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য মেয়েদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সংগত কথা বলবে।’[৮২১]

মেয়েদের ঘরের বাইরে বের হবার সময় সুগন্ধি মেখে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তা ফিতনার দিকে আহ্বান না করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে নারী সুগন্ধি মেখে পুরুষদের মধ্য দিয়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে অতিক্রম করে সে একজন ব্যভিচারিণী।’[৮২২]

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, যে নারী শরীরে খোশ্‌বু মেখে মসজিদের দিকে যায় এবং তার খোশ্‌বু চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তার নামায গৃহীত হবে না’ যে পর্যন্ত না সে জানাবাত তথা নাপাকির গোসল করে।’[৮২৩]

কোনো মাহরম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া মেয়েদের কাছে যাবার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ ـ

---

৮২১. সূরা আল আহযাব ৩২

৮২২. মুসনাদে আহমদ ও সহী জামেউস সাগীর

৮২৩. মুসনাদে আহমদ ও সহী জামেউস সাগীর

'তোমরা মেয়েদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। আনসারদের একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! হাম্‌ওয়ার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? জবাব দিলেন, হাম্‌ওয়া তো মৃত্যু।'[৮২৪] এখানে হাম্‌ওয়া বলতে বুঝানো হয়েছে স্বামীর বাপ-দাদা ও সন্তান সন্ততি ছাড়া অন্য নিকট আত্মীয়-পরিজন। এ ব্যাপারে শীথিল রীতির কারণে একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। তাই নবী ﷺ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

মাহরিমের সঙ্গ ছাড়া অপরিচিতার সাথে একান্তে অবস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনা করছেন। নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

'কোন পুরুষ কোন পরনারীর সাথে একান্তে মিলিত হবে না। কোনো মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া কোনো মহিলা সফরে বের হবে না। একথা শুনে একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী একাকী হজ্জ করতে বের হয়েছে আর আমি ওমুক ওমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লিখিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।'[৮২৫]

স্বামীর উপস্থিতি ছাড়া কোনো মহিলার কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী হাশেমের একদল লোক আসমা বিনতে উমাইসের কাছে গেলো। আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখানে গেলেন। আসমা এ সময় হযরত আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে আসমার কাছে দেখে অপছন্দ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহকে ﷺ কথাটি বললেন এবং বললেন, আমি অবশ্য ভালো ছাড়া কিছুই দেখিনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাকে ওরকম কাজ থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে

---

৮২৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب تحريم الخلوة, ৪র্থ খণ্ড,পৃ. ১৭১১, হাদীস নং ২১৭২

৮২৫. সহীহ বুখারী, باب من اكتتب فى جيش, পৃ. ৫৯, হাদীস নং ৩০০৬

উঠে বললেন 'আজ থেকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো মেয়ের কাছে পুরুষ একাকী যেতে পারবে না, তবে তার সাথে আরো একজন বা দুজন পুরুষ থাকলে যেতে পারবে।' এখানে স্বামী অনুপস্থিত বলতে বুঝানো হয়েছে, স্বামী অন্য দেশে সফরে গেছেন অথবা গৃহের বাইরে অন্য জায়গায় আছেন। আর সাথে একজন বা দুজন পুরুষ থাকার অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের মানবিক ওদার্য বা কল্যাণকারিতা অথবা অন্যান্য কারণে ঐ মেয়ের প্রতি সম্ভাব্য অশ্লীল আচরণ প্রতিরোধ করতে পারবে। মাহারাম সাথী ছাড়া কোনো মেয়েকে একাকী সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এমন কোনো মহিলার পক্ষে তার বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই বা অন্য কোনো মাহারাম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া তিন বা তার চেয়ে বেশি দিনের সফর করা বৈধ নয়।'[৮২৬]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোনো নারীর পক্ষে তিন রাতের কোনো সফরে মাহরামের সঙ্গ ছাড়া সফর করা বৈধ নয়।'[৮২৭]

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'দিনের কোনো সফরে কোনো মেয়ের পক্ষে তার কোনো মাহারাম পুরুষ বা স্বামীর সঙ্গ ছাড়া বের হওয়া বৈধ নয়।'[৮২৮]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আজকের পর থেকে কোনো পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে একন্তে সাক্ষাৎ না করে তবে তার (সাক্ষাৎকারী পুরুষের) সাথে দু-একজন অন্য পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা।[৮২৯]

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোনো অপরিচিত নারীর প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

৮২৬. সহীহ মুসলিম

৮২৭. সহীহ মুসলিম

৮২৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮২৯. মুসলিম ও আহমাদ

মাহারাম সাথী ছাড়া কোনো মেয়েকে একাকী সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এমন কোনো মহিলার পক্ষে তার বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই বা অন্য কোনো মাহরিম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া তিন বা তার চেয়ে বেশি দিনের সফর করা বৈধ নয়।'[৮৩০]

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

তাদের স্বামীদের অনুমতি ছাড়া নারীদের সাথে কথা বলা নবীজী নিষেধ করেছেন।[৮৩১]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কোন নারী তার সাথে কোন মাহ্‌রাম ছারা ভ্রমণ করতে পারবে না এবং কোন (অনাত্মীয়) পুরুষ তার কাছে আসতে পারবে না, যদি না তার সাথে কোনো মাহারাম থাকে।[৮৩২]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এমন নারীর পক্ষে এক দিন রাতের কোনো সফরে তার কোনো মাহারামের সঙ্গ ছাড়া বের হওয়া বৈধ নয়।'[৮৩৩]

---

৮৩০. সহীহ্ মুসলিম
৮৩১. আত-তাবারানি (আল-কাবির) সংকলন করেছেন
৮৩২. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম
৮৩৩. সহীহ্ মুসলিম

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোনো অপরিচিত নারীর প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোনো মেয়ে নিজের স্বামীর সামনে অন্য মেয়ের প্রশংসা করবে না, যার ফলে মনে হবে সে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।'[৮৩৪]

যে সব নপুংসক নারী চর্চায় অভ্যস্ত তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে একজন নপুংসকের যাওয়া আসা ছিল। একদিন সে উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বললো, আগামীকাল আল্লাহ যদি তায়েফে তোমাদের বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাকে 'গাইলান কন্যা' দেখাবো। সে সামনে আসার সময় পেটে চারভাঁজ দেয় এবং পেছনে যাবার সময় দেয় আটভাঁজ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরা যেন তোমাদের কাছে না আসে।'[৮৩৫]

মেয়েরা পুরুষদের সহোদরা

আমরা বিশ্বাস করি, মেয়েরা পুরুষদের সহোদরা। আল্লাহ তাদের ওপর যতটুকু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ততটুকু অধিকারও দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে দান করেছেন মাতা, কন্যা, স্ত্রী ও গর্ভধারিণীর মর্যাদা। জাহেলিয়াতের নির্যাতন থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। মুসলিম গার্হস্থ্য জীবনে আল্লাহ মেয়েদের ওপর পুরুষদের যে কর্তৃত্ব দান করেছেন তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ ও জবাবদিহিতা। দমন, পেষণ ও শাসন কর্তৃত্ব এর উদ্দেশ্য নয়। তিনি দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন প্রেম-প্রীতি, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক অধিকারের ওপর।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

'মেয়েরা পুরুষদের সহোদরা।'[৮৩৬] তালাক প্রাপ্ত মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

---

৮৩৪. সহীহ বুখারী

৮৩৫. সহীহ বুখারী

৮৩৬. সুনানে আবু দাউদ, باب فى الرجل يجد البلة, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১, হাদীস নং ২৩৬

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'মেয়েদের ঠিক তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমনটি আছে তাদের ওপর পুরুষদের।'[৮৩৭]

পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের বিধান দিয়ে ইসলাম নারীকে মর্যাদাশালী করেছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۝

'তোমার রব আদেশ করেছেন তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্রকথা।

মমতা বশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, হে আমাদের রব! তাদের প্রতি রহম করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাদের লালন পালন করেছিলেন।'[৮৩৮]

সদাচার ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে মায়ের হককে বাপের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ ـ

'এক ব্যক্তি এলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদাচারন লাভের অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? জবাব দিলেন, তোমার মায়ের। জিজ্ঞেস

---

৮৩৭. সূরা আল বাকরা ২২৮

৮৩৮. সূরা আল ইসরা ২৩, ২৪

করলো, তারপর কার? জবাব দিলেন, তোমার মায়ের। জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার? জবাবা দিলেন, তোমার মায়ের। আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার? জবাব দিলেন, তোমার বাপের।'[৮৩৯] এর কারণ হচ্ছে এই যে, মা এককভবে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তানকে দুগ্ধদানের দায়িত্ব পালন করেন। লালন-পালনের ক্ষেত্রে পিতা তার সাথে শরীক হয়। এভাবে গড় হিসেবে মায়ের দায়িত্বের হার পিতার তিনগুণ। তাই তার অধিকারও পিতার থেকে তিনগুণ বেশি।

বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক মায়ের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন। আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আমার মা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমার কাছে এলেন। আমি নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাঁর সাথে সদাচারন করবো? জবাব দিলেন, হ্যাঁ। ইবনে উয়াইনা বলেন, এরপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ۔

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি।'[৮৪০] ইমাম বুখারী তাঁর হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল বুখারীতে এজন্য 'মুশরিক পিতার সাথে সচাদরণ' শীর্ষক একটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।

মায়ের প্রতি অসদাচরণকে হারাম করা হয়েছে এবং একে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুগীরা ইবনে শো'বার হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ۔

'আল্লাহ তোমাদের ওপর মায়ের সাথে অসদাচরণকে হারাম করে দিয়েছেন।'[৮৪১]

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কবীরা গুনাহ সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, মানুষকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণ করা।'[৮৪২]

---

৮৩৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮৪০. সহীহ বুখারী, বাবুল হিদায়াতু লিলমুশরিকীনা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪

৮৪১. সহীহ বুখারী, বাবু মা ইয়ানহা আন ইদাআতি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০, হাদীস নং ২৪০৮

নারীকে কন্যা হিসেবে মর্যাদাশালী করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আমার কাছে এলো একটি মেয়ে। তার সাথে ছিল তার দুটি শিশু কন্যা। সে আমার কাছে কিছু খাবার চাচ্ছিল। আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেটিই তাকে দিলাম। সেটি সে তাদের দু'বোনের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং মেয়ে দুটিকে নিয়ে চলে গেলো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এইসব কন্যা সন্তান লালন পালন করবে এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করবে তাদের জন্য ঐ কন্যা হবে জাহান্নাম থেকে প্রতিরোধকারী।[৮৪৩]

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ -

'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করলো তাদের বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, আমিও কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো। এ কথা বলে তিনি হাতের অঙ্গুলের সাথে আঙ্গুল মিলালেন।'[৮৪৪]

বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যে ক্ষমতা দান করেছে তা তার পিতার ক্ষমতাকে টপকে গেছে। কাজেই বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোনো অবস্থাতেই তার সম্মতি ছাড়া বাপ তাকে কোথাও বিয়ে দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহিত মেয়েদের সাথে পরামর্শ এবং কুমারী মেয়েদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ কার্য সম্পাদন করো না। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে 'পিতা ও অন্যরা বিবাহিত ও অবিবাহিতকে তাদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না' নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।

যদি তাকে বিয়ে দেয়া হয় এমন এক জনের সাথে যাকে সে পছন্দ করে না তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে। ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে খানসা

---

৮৪২. সহীহ বুখারী

৮৪৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮৪৪. সহীহ মুসলিম, বাবু ফাদলুল ইহসান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০২৭, হাদীস নং ২৬৩১

বিনতে খাদ্দাস আল আনসারীয়ার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে খানসার পিতা তাকে কুমারী অবস্থায় এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার তা পছন্দ হলো না। সে রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে একথা জানালো। তিনি তার বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন। এ প্রসঙ্গে বুখারীর অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে, 'যখন একজন তার মেয়েকে বিয়ে দেয় এবং সে তা অপছন্দ করে তখন ঐ বিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়।'

স্ত্রী হিসাবেও ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,... স্ত্রীদেরকে সদুপদেশ দাও।'[৮৪৫]

জাবের رضي الله عنه বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে 'মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তায় নিয়ে এসেছো এবং আল্লাহর কালেমা উচ্চারণ করে তাদের যৌনাঙ্গ হালাল করেছো।'[৮৪৬]

ইবনে মাজাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বক্তব্যকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔

'তোমাদের স্ত্রী পরিজনদের কাছে যারা ভালো তারাই আসলে তোমাদের মধ্যে ভালো এবং আমি আমার স্ত্রী-পরিজনদের মধ্যে ভালো।'[৮৪৭]

ইসলাম নারীকে স্বামীর গৃহ ও তার সন্তানাদির সংরক্ষকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর رضي الله عنه উদ্ধৃত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ۔

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসকের দায়িত্ব রয়েছে, পুরুষ তার পরিবার

---

৮৪৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮৪৬. সহীহ মুসলিম

৮৪৭. সুনানে তিরমিযী, বাবু ফি ফাদলি আজওয়াযিন নাবিয়্যি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭০৯, হাদীস নং ৩৮৯৫

পরিজনদের দায়িত্ব বহন করছে এবং স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানাদির দায়িত্ব বহন করছে।'[৮৪৮]

জাহেলী যুগে নারীদের যে অপমান ও লাঞ্ছনাময় জীবন-যাপন করতে হতো সেদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

'তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে সে ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানির কারণে নিজ সম্প্রদায় থেকে সে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।'[৮৪৯]

জাহেলী যুগে নারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু সামগ্রীর মতো হস্তান্তর করা হতো। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিবাবকরা তার স্ত্রীর অভিভাবকদের তুলনায় তার বেশি হকদার হতো। মহান আল্লাহ্ এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ.

'হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়।'[৮৫০]

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ আল বুখারী হাদীস গ্রন্থে এ আয়াতটি নাযিলের কারণ বর্ণনা করে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, জাহেলী যুগে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকরাই তার স্ত্রীর অধিকারী হয়ে যেতো। তাদের কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করতো অথবা অন্য কারোর সাথে তাকে বিয়ে দিতো কিংবা এসব কিছুই করতো

---

৮৪৮. সহীহ্ বুখারী, باب المراة راعية فى, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৫২০০

৮৪৯. সূরা আন নহল ৫৮, ৫৯

৮৫০. সূরা আন নিসা ১৯

না। মোটকথা তার বাপ ভাইদের চাইতে তার ওপর তাদের অধিকার বেশি ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

জাহেলী মেয়েরা সম্পদ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো। তৎকালীন মুশরিক সমাজে কেবল পরিবারের বয়স্ক পুরুষরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো, মেয়েরা বা শিশুরা সম্পত্তির কোনো অংশ পেতো না। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা কম হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।'[৮৫১]

অর্থাৎ আল্লাহর বিধানে সবাই সমান। মূল উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার রয়েছে। তবে মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তা, দাম্পত্য সম্পর্ক অথবা অভিবাবকত্বের কারণে আল্লাহ এর মধ্যে সামান্য হেরফের করেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, জাহেলী যুগে আমরা মেয়েদের কোনো অধিকার দিতাম না। তারপর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে নির্ধারিত বিষয় নাযিল করলেন এবং তাদেরকে যা বণ্টন করার তা বণ্টন করে দিলেন।'[৮৫২] অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'জাহেলী যুগে আমরা মেয়েদের জন্য কিছুই নির্ধারিত করতামনা। তারপর যখন ইসলাম এলো এবং আল্লাহ তাদের বিষয় আলোচনা করলেন তখনই আমরা দেখলাম আমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে।'[৮৫৩]

জাহেলী যুগে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে একশ'বার তালাক দিলেও তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী ছিলো। এমনও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, তোমাকে আমি কখনো তালাক দেবো না এবং তোমার ভরণপোষণও করবো না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, এ

৮৫১. সূরা আন নিসা ৭
৮৫২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৮৫৩. সহীহ বুখারী

আবার কেমন? স্বামী বললো, তোমাকে তালাক দেবো, আবার মেয়াদ শেষ হবার পর্যায়ে এলে ফিরিয়ে নেবো। এ অবস্থায় আল্লাহ্ নাযিল করলেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۠ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ

'তালাক দু'বার। তারপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।'[৮৫৪] এ মহান আয়াতটি এ জুলুমের অবসান ঘটালো এবং রজই তালককে দ্বিতীয়বার পর্যন্ত বৈধতা দান করলো। তারপর তৃতীয়বার তালাক দেবার পর স্বামীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করে দিলো।

নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং এই কর্তৃত্বের ভিত্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ وَاهۡجُرُوۡهُنَّ فِى الۡمَضَاجِعِ وَاضۡرِبُوۡهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَيۡهِنَّ سَبِيۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيۡرًا ○

'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা হিফাজত করে যা আল্লাহ্ হিফাজত করেছেন। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আংশকা করো তাদের সদুপদেশ দাও তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।'[৮৫৫]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّرَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ○

---

৮৫৪. সূরা আল বাকারাহ ২২৯

৮৫৫. সূরা আন নিসা ৩৪

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'[৮৫৬]

বিয়ের প্রস্তাব

বিয়ের জন্য কন্যা পক্ষের কাছে পাঠানো প্রস্তাবকে আমরা বিয়ের অঙ্গীকার বলে মনে করি। এজন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের উপস্থিতিতে বর-কনে প্রস্তাব দানকারীর অনুমতি অথবা তার প্রস্তাব প্রত্যাহার ছাড়া অন্য কারোর প্রস্তাব পাঠানো জায়েয নয়। এক্ষেত্রে দ্বীনের মৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব দান করাই একজন মুসলিমের কর্তব্য।

ইসলামী শরীয়ত প্রস্তাবিত কনেকে দেখা বরের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। সাহ্ল ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীস থেকে এ সত্যটিই উদঘাটিত হয়। তিনি বলেন, 'এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার হাতে সঁপে দেবার জন্য এসেছি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি নযর উঠিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে পুংখানুপুঙ্খরূপে তাকে দেখলেন। তারপর মাথা নামিয়ে নিলেন। মহিলাটি যখন দেখলেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না, তখন বসে পড়লেন ....।'[৮৫৭]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসও একথা সমর্থন করে। তিনি বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এলো। সে জানালো, সে আনসারদের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? সে বললো, না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তাকে দেখো। কারণ আনসারদের মেয়েদের কিছু চোখের দোষ থাকে।'[৮৫৮]

মুগরী ইবনে শো'বাও এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৮৫৬. সূরা আর রূম ২১

৮৫৭. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮৫৮. সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ

সাল্লাম একথা শুনে বললেন, তাকে দেখো। কারণ তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এটাই অধিকতর কার্যকর।'[৮৫৯]

একজনের পয়গামের ওপর আর একজনের পয়গাম দেয়াকে ইসলামী শরীয়ত অবৈধ মনে করে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনি বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের একজনের দরদাম করার ওপর আর একজনের দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্যজনের প্রস্তাব দিতে মানা করেছেন। তবে প্রথমজন যদি প্রস্তাব দেবার অনুমতি দেয় তাহলে তার প্রস্তাব দেয়ায় ক্ষতি নেই।'[৮৬০] এ উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী 'নিজের ভাইয়ের বিয়ের পয়গামের ওপর পয়গাম দেয়া যাবে না, এমন কি সে বিয়ে করবে অথবা পরিত্যাগ করবে' শিরোনামে একটি অনুচেছদ রচনা করেছেন। এ সংক্রান্ত বহু সংখ্যক হাদীস পাওয়া যায়।

বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনের সাথে সম্পর্কের প্রেরণার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ۔

'চারটি গুণের ভিত্তিতে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়, তাদের ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী। দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করে সফলকাম হও, তাহলেই তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।'[৮৬১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔

'পৃথিবী একটি ভোগ্য সম্পদ এবং এর সবচেয়ে ভালো সম্পদ হচ্ছে সতী নারী।'[৮৬২]

---

৮৫৯. জামে' তিরমিযী ও নাসাঈ

৮৬০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৮৬১. সহীহ বুখারী, باب الاكفاء فى الدين, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭, হাদীস নং ৫০৯০

৮৬২. সহীহ মুসলিম, বাবু খাইরু মাতাউন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯০, হাদীস নং ১৪৬৭

বিবাহ বন্ধন

আমরা বিশ্বাস করি, ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য একজন অভিভাবক ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি অপরিহার্য গণ্য হয়। যদিও অভিভাবকের প্রশ্নে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন সাপেক্ষে স্ত্রী নির্ধারিত অথবা পরিবারিক মোহরের অধিকারী হবে, তবে উভয় পক্ষ অন্য কিছুর ওপর একমত হলে ভিন্ন কথা। বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে বিয়ের ঘোষণা দেয়া মুস্তাহাব।

বিয়েতে অভিভাবকের উপস্থিতির শর্ত আরোপ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔

'তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে এবং তারা যদি নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না।'[৮৬৩] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ

'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না।'[৮৬৪]

এ আয়াত দুটিতে বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ পুরুষদেরকে সম্বোধন করেছেন, মেয়েদেরকে নয়। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, হে অভিভাবকগণ! তোমরা অধীনস্থ কন্যাদেরকে নতুন অঙ্গীকারের মাধ্যমে পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বাধা দিয়ো না এবং তাদেরকে মুশরিকদের সাথে বিয়ে দেবে না।

প্রথম আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীতে মা'কাল ইবনে ইয়াসারের একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে মা'কাল বলেন, 'এটি তাঁর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। তিনি বলেন, আমার এক বোনকে আমি নিজ দায়িত্বে বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার স্বামী তাকে

৮৬৩. সূরা আল বাকারা ২৩২
৮৬৪. সূরা আল বাকারা ২২১

তালাক দিয়ে দেয়। ইদ্দত পালন শেষে লোকটি এসে পুনরায় তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। আমি তাকে বললাম, তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিয়েছিলাম, তোমাকে আপ্যায়ন করেছিলাম, মর্যাদা দিয়েছিলাম এবং তুমি তাকে তালাক দিয়েছিলে। আর এখন কিনা এসেছো আবার তাকে বিয়ে করতে! না, আল্লাহর কসম, সে আর কখনো তোমার কাছে ফিরে যাবে না! অথচ লোকটির আসলে কোনো দোষ ছিল না। অন্যদিকে মেয়েটি তার কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছিল। ফলে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এখন আমি কি করবো? তিনি বললেন, এখন তার সাথেই বিয়ে দাও।'

মেয়েদের মোহরানার অধিকার তাদের সম্মতি ছাড়া বাস্তবায়ন করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝

'আর তোমরা মোহরানা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে। সন্তুষ্ট চিত্তে তার মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।'[৮৬৫] আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَیْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَیْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِیْنًا ۝ وَكَیْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّیْثَاقًا غَلِیْظًا ۝

'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাকো তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচার দিয়ে তা গ্রহণ করবে? তোমরা কিভাবে তা করতে পারো, যখন তোমরা পরস্পরের সাথে সঙ্গত করেছো এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।'[৮৬৬]

---

৮৬৫. সূরা আন নিসা ৪

৮৬৬. সূরা আন নিসা ২০-২১

বিয়েতে বৈধ সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে দফ বাজিয়ে ও গান গেয়ে বিয়ের ঘোষণা দেয়া মুস্তাহাব। রবী বিনতে মুয়ায বিন আফ্‌রা বর্ণিত হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রবী বলেন,আমার ফুলশয্যার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমার বিছানায়-তুমি এখন যেমন বসে আছো, সেভাবে বসলেন! আমাদের বালিকারা দফ বাজিয়ে ও বদর যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত আমাদের আত্মীয় স্বজনদের স্মরণে গান গাইছিল। গানের এক পর্যায়ে তাদের একজন গাইলো,

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔

আমাদের মধ্যে আছেন এক নবী, তিনি জানেন আগামী কালের খবর।[৮৬৭] গানের এ চরণটি শুনে নবী ﷺ বললেন, 'এটা বাদ দাও বরং আর যা বলছিলে তাই বলো।' ইমাম বুখারী এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'তিনি একবার আনসারদের একটি মেয়েকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা!

مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ۔

'তোমাদের কি কোনো বাদ্যোপকরণ নেই? কারণ আনসাররা গান-বাজনা পছন্দ করে।'[৮৬৮]

যাদেরকে বিয়ে করা হারাম

আমরা যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম মনে করি, তারা হচ্ছে ঃ মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোন ঝি, শ্বাশুড়ী, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়ে, সৎমা, পুত্রবধু, দুই বোনকে একত্রে বিবাহাধীন রাখা এবং স্ত্রীর সাথে তার ফুফুকে বা খালাকে এক সাথে বিবাহাধীন রাখা।

তাছাড়া আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়। দুধ পান করার কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। আর সর্বোপরি বংশীয় কারণে যেসব মেয়ে হারাম, দুধপানগত কারণেও তারা হারাম গণ্য হবে।

---

৮৬৭. সহীহ বুখারী, বাব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮২, হাদীস নং ৪০০১

৮৬৮. সহীহ বুখারী, باب النسرة اللاتى يهدين, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২, হাদীস নং ৫১৬২

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَ رَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ ؗ وَ حَلَآىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۟

'তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নি, দুধ-মাতা, দুধভাগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি সেই স্ত্রীর সাথে সংগত না হয়ে থাকো, তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা, পূর্বে যা হয়েছে তা হয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৮৬৯] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِیْلًا ۟

'নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়েছে তা হয়েছে। এটা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।'[৮৭০]

স্ত্রীর সাথে তার ফুফু বা খালাকে একই সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার অবৈধতা সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৮৬৯. সূরা আন নিসা ২৩
৮৭০. সূরা আন নিসা ২২

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا۔

'স্ত্রীকে ও তার ফুফুকে এবং স্ত্রীকে ও তার খালাকে একত্র করা যাবে না।' আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুফুর সাথে তার ভাইঝিকে এবং খালার সাথে তার বোনঝিকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।'[৮৭১]

দুধ সম্পর্ক বিবাহ সম্পর্কের ন্যায় বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এ নীতি নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হযরত হাফসার রাদিয়াল্লাহু আনহা গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই লোকটি আপনার গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। তিনি বললেন, আমার মনে হয় ওমুক ব্যক্তি হাফসার দুধ চাচা। আয়েশা বললেন, যদি সে সত্যিই হাফসার দুধ চাচা হয় তাহলে কি আমার কাছে ও প্রবেশের অনুমতি পাবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন,

نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ۔

হ্যাঁ, কারণ, দুধ সম্পর্ক বংশীয় সম্পর্কের মতোই যাবতীয় বিয়ে নিষিদ্ধকারী।'[৮৭২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। আফলাহ নামক তাঁর এক দুধ চাচা তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। তারপর একথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন। তিনি বললেন, 'তার থেকে পর্দা করো না। কারণ বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাকে বিয়ে করা হারাম দুধ সম্পর্কও তাকে বিয়ে করা হারাম করে।'[৮৭৩]

---

৮৭১. সহীহ বুখারী, বাবু লা তুনকিহুল মারআতি আলাইয়্যা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২, হাদীস নং ১৫০৯

৮৭২. সহীহ বুখারী, باب الشهادة على, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ২৬৪৬ ও মুসলিম

৮৭৩. সহীহ মুসলিম

মুতা বা সাময়িক বিয়ে এবং অমুসলিমের সাথে মুসলিম মেয়ের বিয়ে হারাম

আমরা বিশ্বাস করি, বিয়ের ব্যাপারে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। অন্যদিকে অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম মেয়ের বিয়ে মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে অবৈধ হিসাবে গণ্য।

মুতা বা সাময়িক বিয়ের অবৈধতার বিষয়টি রবী ইবনে সাবরাতাল জুহানীর হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁর পিতা তাঁকে জানায়িছেন যে, একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

'হে লোকেরা! আমি তোমাদের সাময়িকভাবে মেয়েদের ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আজ থেকে আল্লাহ চিরকালের জন্য তা হারাম করে দিয়েছেন। তোমাদের কারোর বিবাহাধীনে এ ধরনের মেয়ে থাকলে তাদের পথ সুগম করে দাও। তাদেরকে প্রদত্ত সম্পদের কিছুই ফেরত নিয়ো না।'[৮৭৪]

এ প্রসঙ্গে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর অভিযান কালে মুতা বিয়ে করতে এবং গৃহ পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।'[৮৭৫]

মুসলমান মেয়ের অমুসলমানের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ

---

৮৭৪. সহীহ মুসলিম, باب ندب من رأى, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২৫, হাদীস নং ১৪০৬

৮৭৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

'যদি তোমরা জানতে পারো তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। মুমিন মেয়েরা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেররা মুমিন মেয়েদের জন্য বৈধ নয়।'[৮৭৬]

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বহুবিধ পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব মেনে নেয়া হয়। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, তার সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন এবং আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে তাকে পরিচালনা করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য দিকে সুষ্ঠুভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা ও সন্তানাদি লালন-পালন এবং ন্যায়সংগত কাজে স্বামীর হুকুম মেনে চলা স্ত্রীর কর্তব্য।

সৎভাবে জীবন-যাপন করার বিধান বিধৃত হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

'আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছো।'[৮৭৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মেয়েদেরকে সদুপদেশ দাও। কারণ তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের উপরের হাড়ই বেশি বাঁকা। তাকে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ছেড়ে দিলে বাঁকা হতেই থাকবে। কাজেই মেয়েদেরকে সদুপদেশ দাও।'[৮৭৮]

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন, 'কোনো মুমিন পুরুষের মুমিন নারীর আচরণে ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত নয়। তার একটি আচরণ অপছন্দনীয় হলেও আরেকটি পছন্দনীয় হতে পারে।'[৮৭৯]

---

৮৭৬. সূরা আল মুমতাহিনা ১০
৮৭৭. সূরা আন নিসা ১৯
৮৭৮. সহীহ বুখারী
৮৭৯. সহীহ মুসলিম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।'[৮৮০]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'নবী ﷺ তাঁর গৃহে কি করতেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জবাব দেন, তিনি স্ত্রী-পরিজনের কাজে সহযোগিতা করতেন। তারপর নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য চলে যেতেন।'[৮৮১]

স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ করার অপরিহার্য দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ـ

'জনকের কর্তব্য যথাবিধি জননীগণের ভরণ পোষণ করা।'[৮৮২] তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী (তালাকপ্রাপ্তার) জন্য ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে।'[৮৮৩] এ আয়াতটি তালাকপ্রাপ্তদের ব্যাপারে বলা হলেও তালাকপ্রাপ্তদের ভরণ পোষণের ব্যাপারটি এ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়। কারণ ইতিপূর্বে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল বলেই তো সেই সূত্র ধরে এই ব্যয় নির্বাহ অপরিহার্য হয়েছে।

মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, ... আর স্ত্রীদের যথাবিধি ভরণ-পোষণ করা তোমাদের ওপর আরোপিত কর্তব্য।'

---

৮৮০. সুনানে ইবনে মাজাহ

৮৮১. সহীহ বুখারী

৮৮২. সূরা আল বাকারাহ ২৩৩

৮৮৩. সূরা আত তালাক ৭

পরিবার পরিজনকে আল্লাহর আনুগত্যাধীন করে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়। এ দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।'[৮৮৪]

এ আয়াতটির অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে কাতাদা বলেন, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করবে এবং আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বিরত রাখবে। তাদের ওপর আল্লাহর বিধান কার্যকর করবে। এসব ব্যাপারে তাদেরকে এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করবে। যখন তাদের আল্লাহর নাফরমানিমূলক কোন কাজ করতে দেখবে তখনই সতর্ক করে দেবে এবং ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ফিরিয়ে রাখবে। একাজটি সুসম্পন্ন করার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা ইসমাঈলের প্রশংসা করেছেন এভাবে,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

'স্মরণ করো এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং রসূল ও নবী ছিল। সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।'[৮৮৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

৮৮৪. সূরা আত তাহরীম ৬

৮৮৫. সূরা আল মারয়াম ৫৪, ৫৫

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার গৃহের পরিজনদের ওপর দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের ওপর দায়িত্বশীল। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৮৮৬] কাজেই একথা সহজেই বোধগম্য যে, স্ত্রীর ইহকালীন বিষয়ের চেয়ে পরকালীন বিষয়ের জবাবদিহিতা অনেক বেশি অগ্রগণ্য।

স্বামীর গৃহ, সন্তানাদি ও ধনসম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

'কাজেই সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্য ও লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যাহা সংরক্ষিত করেছেন তাহার হিফাজত করে।'[৮৮৭] এখানে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সতীসাধ্বী স্ত্রীরা আল্লাহর অনুগত ও স্বামীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা নিজের যৌনাঙ্গ এবং স্বামীর গৃহ, সন্তানাদি ও সম্পদ সম্পত্তির হেফাজত করে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসে রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেন যে, স্ত্রীরা স্বামীর গৃহ ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

স্বামীর যৌন প্রয়োজন মেটানো এবং তার শয্যা বর্জন না করা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেন, 'স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় তার সাথে শয়ন করার আহ্বান জানায় এবং স্ত্রী সে আহ্বান প্রত্যাখান করে তখন ফেরেশতারা তার প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে সকাল পর্যন্ত।'[৮৮৮]

---

৮৮৬. সহীহ বুখারী, باب المراة راعية فى, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৫২০০
৮৮৭. সূরা আন নিসা ৩৪
৮৮৮. সহীহ বুখারী

তিনি আরো বলেছেন, 'কোনো স্ত্রী স্বামীর শয্যা বর্জন করে রাত যাপন করলে তার শয্যায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে।'[৮৮৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্ত্রীর নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। তার নির্দেশ ছাড়া যাকিছু ব্যয় করবে তার স্বামীর অংশ বলেই গণ্য হবে।'[৮৯০]

স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে এই যে, স্বামী যে কোনো সময় চাইলে তখনই তার শয্যাসঙ্গী হওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। নফল রোযা রেখে এ সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ফরয রোযা রাখার জন্য কারো অনুমতি নিতে হয় না।

এখানে এ কথাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন সুন্নাহে বিধৃত কোনো গুনাহের কাজের সাথে স্বামীর এই আনুগত্যের বিষয়টি জড়িত নয়। যেমন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'জনৈকা আনসার মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল। তারপর তার মাথা মুণ্ডন করে দিল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসব কথা জানিয়ে সে বললো, তার স্বামী আমাকে তার মাথায় পরচুলা লাগাতে বলেছে। তিনি জবাব দিলেন, না, মাথায় পরচুলাধারীদের প্রতি লানত বর্ষণ করা হয়েছে।'[৮৯১] এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, এর শিরোনাম হচ্ছে 'স্ত্রী অন্যায় কাজে স্বামীর আনুগত্য করবে না।' তাছাড়া স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। এ নীতি পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত।

অবাধ্যতা ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ

স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা দেখা দিলে প্রথমে তাকে উপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে। তারপর না বুঝলে তার বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজনে মিসওয়াক বা এ ধরনের কিছু দিয়ে তাকে আঘাত করতে হবে। যদি বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে বিচ্ছেদের পর্যায়ে উপনীত হবার উপক্রম হয়, তাহলে একটি ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত

---

৮৮৯. সহীহ বুখারী
৮৯০. সহীহ বুখারী
৮৯১. সহীহ বুখারী

হবার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অভিভাবকদের মধ্য থেকে একজন করে সালিশ নিযুক্ত করতে হবে। সালিশ নিযুক্তিকালে তাদের ন্যায়পরায়ণতা, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা এবং ইসলামী আইন ও শরীয়তে গভীর জ্ঞানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এভাবে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফায়সালা হয়তো ভালো। অন্যাথায় একান্ত অপরিহার্য হলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیْرًا ○

'আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ।'[৮৯২]

আয়াতে উল্লেখিত 'নুশূয' অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা এবং আল্লাহ স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের যে পরিমাণ আনুগত্য অপরিহার্য করেছেন তা অমান্য করা। এই আনুগত্যের শর্তেই তাদের ভরণ পোষণ করা হয়ে থাকে। অবাধ্যতা ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর ভরণ পোষণ বন্ধ করা যাবে না। বিগড়ে যাওয়া স্ত্রীদের সংশোধনের জন্য মহান আল্লাহ প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের উপদেশ দেবার বিধান দিয়েছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ কুরআনের আলোকে স্বামীর সকল কাজে যথাযথ সহযোগিতা ও তার সাথে সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করা এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা অপরিহার্য গণ্য করেছেন। উপদেশ যদি এক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচিত না হয়, তাহলে স্বামী তার বিছানা আলাদা করে দিতে এবং তার সাথে শয্যাশায়ী হওয়া স্থগিত করতে পারে। পৃথক বিছানার ব্যবস্থাও কার্যকর না হলে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারে। তবে এ প্রহার প্রচণ্ড হবে না। এখানে আসলে মারধর করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আদব শেখানোই হবে এ প্রহারের উদ্দেশ্য। এ কারণে তাকে এমনভাবে প্রহার করা যাবে না। যার ফলে শরীরের কোনো হাড় ভেঙ্গে যায়। বা কোথাও আঘাত লেগে ক্ষত

৮৯২. সূরা আন নিসা ৩৪

সৃষ্টি হয়। ইবনে আব্বাসকে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'অ-প্রচণ্ড' মার কাকে বলবো? জবাব দিলেন, মিসওয়াক বা এ ধরনের কিছু দিয়ে মারা। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তাঁর স্ত্রীদের কাউকে বা তাঁর কোন চাকরাণীকে হাত দিয়ে মারেননি। আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া তিনি কখনো কাউকেও হাত দিয়ে আঘাত করেননি; বরং তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যারা স্ত্রী পেটায়। তারা ভালো মুসলমান নয়।'

তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মতো না পেটায় তারপর দিনের শেষে তার সাথে সহবাস করে।'[৮৯৩]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যার শিরোনাম হচ্ছে, স্ত্রীদেরকে যে ধরনের প্রহার করা মাকরূহ।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না। তখন হযরত উমর এসে বললেন, 'স্ত্রীরা তো তাদের স্বামীদের আনুগত্য করা ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং তারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করলো। মেয়েরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে সত্তর জন মহিলা জমায়েত হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করছিল। আসলে এই সব লোককে তোমাদের মধ্যে উত্তম হিসাবে পাবে না।' [৮৯৪]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন এবং এর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবগত।'[৮৯৫]

---

৮৯৩. সহীহ বুখারী

৮৯৪. আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও হাকিম। হাদীসটির সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে

৮৯৫. সূরা আন নিসা ৩৫

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধের আশংকা দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি অথবা বিচ্ছেদ করার জন্য মহান আল্লাহ উভয় পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নিযুক্ত করার বিধান দিয়েছেন। স্বামী ও পরিবার থেকে এই সালিসদের নেবার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারাই তাদরে স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি ভালো জানে। তাদের অবশ্যই হতে হবে ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী, যাতে তারা প্রবৃত্তি তাড়িত ও অজ্ঞতার বশবর্তী না হয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষম হয়। সালিসদের সংশোধন করার ইচ্ছার ভিত্তিতেই আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ বলেন, তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেবেন। কাজেই সালিস দুজনের দায়িত্ব হলো তাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়া এবং তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সহাবস্থানে উদ্বুদ্ধ করা। এভাবে যদি তারা ফিরে আসেন, তাহলে তো ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে গেলো। অন্যথায় বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে।

বিবাহ বন্ধন অব্যাহত রাখা সম্ভব না হলে তা ভেঙ্গে ফেলার বৈধতা

বিবাহ বন্ধন কায়েম রাখতে সক্ষম না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ করাকে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত একটি বিধান মনে করি। এটা কখনো স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো বিনিময়ের শর্তে খোলা হিসেবে সম্পাদিত হতে পারে। স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনা কারণে তালাক চাওয়া হারাম। তবে স্ত্রীকে সহবাস করা হয়নি এমন তুহুরে তালাক দেওয়াই তালাকের সুন্নাত বিধৃত পদ্ধতি এবং এজন্য দুজনকে সাক্ষীও রাখতে হবে।

প্রয়োজনের মুহূর্তে তালাক বৈধ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর এ বাণী,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

'হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও এবং ইদ্দতের হিসেব রেখো।'[৮৯৬] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

---

৮৯৬. সূরা আত তালাক ১

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

'যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করেছো এবং তাদের জন্য মোহর ধার্য করছো, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।'[৮৯৭] প্রয়োজনের সময় স্ত্রীর পক্ষ থেকে 'খোলা' চাওয়ার বৈধতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছো তার মধ্য থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়, অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা করো যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারোর কোনো অপরাধ নেই।'[৮৯৮] অর্থাৎ তোমরা যে মোহর দিয়েছো তা আংশিক বা পূর্ণাংগভাবে ফিরে পাওয়ার জন্য স্ত্রীদের অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি করা অথবা তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদের সময় যখন স্ত্রী তার প্রতি আরোপিত স্বামীর অধিকার আদায়ে সক্ষম হচ্ছে না এবং তাকে সন্তুষ্ট করতেও পারছে না, এমনকি তার সাথে সুষ্ঠু সহাবস্থানও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তখন স্বামীর দেয়া সম্পদের কিছু অংশ ফেরত দেয়া তার জন্য দোষণীয় নয় এবং স্বামীর জন্যও তা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সাবিত ইবনে কায়িস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সাবিতের দ্বীনী বা চারিত্রিক কোনো বিষয়কে আমি হিংসার চোখে দেখিনা, তবে আমি তার

---

৮৯৭. সূরা আল বাকারা ২৩৬

৮৯৮. সূরা আল বাকারা ২২৯

অবাধ্যতার আশংকা করছি। (অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, তবে আমি তার সাথে পেরে উঠছি না)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তার দেয়া বাগানটি ফিরিয়ে দিতে রাজী আছো? সে বললো, হ্যাঁ রাজি আছি। তারপর সে তার দেয়া বাগানটি ফেরত দিল। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে সাবিত তার স্ত্রীকে তালাক দিল।'[৮৯৯]

বিনা কারণে তালাক চাওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে স্ত্রী বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চায় জান্নাতের খুশ্‌বুও তার জন্য হারাম হয়ে যায়।'[৯০০]

নিয়মানুগ পদ্ধতিতে তালাক দেবার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও এবং ইদ্দতের হিসেব রাখো।' অর্থাৎ তাদের ইদ্দতকে সামনে রেখে তালাক দাও। আর এর পদ্ধতি হচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয়নি এমন তুহুরে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে তালাক দাও' আল্লাহর এই বাণীর তাৎপর্য বর্ণনা করে যথার্থই বলেছেন, 'তাদেরকে তালাক দিতে হবে এমন তুহুরে যখন তাদেরকে শয্যাসঙ্গিণী করা হয়নি।'

বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, তাকে বলো সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং পাক-পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দেয়। তারপর তার হায়েয হবে এবং আবার পাক-পবিত্র হবে। তারপর চাইলে তাকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারে এবং চাইলে নিজের শয্যাসঙ্গিণী করার আগে তাকে তালাক দিতে পারে। এই হচ্ছে ইদ্দত যার প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার হুকুম দিয়েছেন। তালাক দেয়ার সময় সাক্ষী রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۝

---

৮৯৯. সহীহ বুখারী

৯০০. আহমদ, সহী জামেউস সগীর

'এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো।'[৯০১]

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ আল বুখারী গ্রন্থে বলেছেন, সুন্নাত তালাক হচ্ছে, স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী না হওয়া তুহুরে তাকে তালাক দেয়া এবং এসময় দু'জনকে সাক্ষী রাখা।

তালাকের সংখ্যা ও ইদ্দতের শ্রেণী বিভাগ

আমরা বিশ্বাস করি, স্বামী দু'বার তালাক দেবার অধিকারী। এই দুবার তালাকের সময় ইদ্দতকালের মধ্যেই স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। এরপর তিনি তালাক দিয়ে ফেললে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তবে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে তালাক দেয় তাহ্লে প্রথম স্বামীর জন্য সে আবার বৈধ হয়ে যাবে। যে সব মেয়ের হায়েয এখনো জারী আছে তাদের ইদ্দত হলো তিন কুরু। আর যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে বা এখনো হায়েযের বয়স হয়নি তাদের ইদ্দত তিন মাস। গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। অন্যদিকে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ

'এই তালাক দুবার। এরপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয় ভাবে মুক্ত করে দেবে।'[৯০২] তিন তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدُ حَتّٰى تَنۡكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهٗ ؕ

'তারপর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে সঙ্গত হবে।'[৯০৩]

ঋতুবতী মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالۡمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوۡٓءٍ ؕ

---

৯০১. সূরা আত তালাক ২

৯০২. সূরা আল বাকারা ২২৯

৯০৩. সূরা আল বাকারা ২৩০

তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন কুরু তথা রক্তস্রাবকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে।'[৯০৪]

ইদ্দতের অন্যান্য শ্রেণীগুলোর প্রতি ইশারা করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالّٰٓـِٔىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۝

'তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুবতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুবতী হয়নি তাদের ইদ্দতও তিন মাস এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।'[৯০৫]

যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীরা চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দত-কাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।'[৯০৬]

মুসলিম নারীর হিজাব পরিধান এবং পুরুষের বেশ ধারণা প্রসঙ্গে

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ মুসলিম নারীর জন্য চাদর ব্যবহার এবং বক্ষদেশে উড়না ব্যবহার ফরয করেছেন। শরীরের যে অংশ সাধারণত খোলা থাকে তাছাড়া অন্যান্য অংশগুলো কখনো খোলা রাখা যাবে না। তবে শরীরের কোন অংশ সাধারণত কতটুকু খোলা রাখা বৈধ,

---

৯০৪. সূরা আল বাকারা ২২৮
৯০৫. সূরা আত তালাক ৪
৯০৬. সূরা বাকারা ২৩৪

সে ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শরীয়তের দলীল প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। এতে সামাজিক বিশৃংখলা ও নৈতিক অবক্ষয় হ্রাস পায়। আল্লাহ যেভাবে নারীকে পুরুষের বেশ ধরতের নিষেধ করেছেন তেমনিভাবে পুরুষকেও নারীর সাজে সজ্জিত হতে বারণ করেছেন।

আল্লাহ সকল নারীকে বিশেষত রসূল ﷺ এর স্ত্রী-কন্যাদেরকে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রক্ষার জন্যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۝

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে তাঁদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে সহজেই চেনা যাবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।'[৯০৭] তাঁদের প্রতি এ নির্দেশের কারণ হলো, যাতে জাহেলী যুগের নারী ও দাসীদের সাথে তাদের মর্যাদার পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বিশ্বাসী নারীকে চক্ষু অবনত করার যৌনাঙ্গ সংরক্ষণ করার এবং স্বামী ও মাহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে শারীরিক সুষমা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে তাঁর এ নির্দেশনামা বর্ণিত হলো,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۝

---

৯০৭. সূরা আল আহযাব ৫৯

'মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। সাধারণভাবে বের হয়ে থাকে, এমন অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য সকল অঙ্গ ও আভরণ যেন প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা বিবর্জিত পুরুষ এবং নারীর শরীর সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো সামনে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন অঙ্গ প্রকাশের জন্য মাটিতে জোরে জোরে পা না রাখে।'[৯০৮]

আল্লাহ্ নারীদেরকে বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে এবং জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সাজ-সজ্জা করে প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি এখানে তুলে ধরা হলো,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং প্রথম জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'[৯০৯]

এ আয়াতে 'তাবার্‌রুজ' বলতে জাহেলী যুগের নারীদের একটি বিশেষ অভ্যাস ও সংস্কৃতি নির্দেশ করা হয়েছে। তারা সে যুগে মাথায় ওড়না ব্যবহার করলেও তা ভালোভাবে মাথার সাথে বেঁধে রাখত না, ফলে তাদের কান, গলা এবং ঘাড়ের আকর্ষণীয় অংশ, দেহ বল্লরী এবং সে স্থানে ব্যবহৃত অলংকার সহজেই দৃষ্টিগোচর হত। যে সমস্ত নারীরা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তায় বিচরণ করে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই মর্মে যে, তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না এবং জান্নাতে সুগন্ধি তারা গ্রহণ করতে পারবে না। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নেবর্ণিত উক্তি বর্ণনা করেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ،

---

৯০৮. সূরা আন নূর ৩১

৯০৯. সূরা আল আহযাব ৩৩

رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুধরনের লোক দোজখে যাবে, যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। গরুর লেজের ন্যায় দণ্ডধারী একদল লোক যারা তা দিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পোশাক পরিহিতা নারীর অর্ধনগ্ন অবস্থা, যা সহজেই পর পুরুষের হৃদয়ে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে এবং নিজেরাও যৌন কামনায় উত্তেজিত থাকে। তাদের মস্তকসমূহ উষ্ট্রের ঝুটির ন্যায় কারো দিকে ঝুকে থাকে। তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রানও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।'[৯১০]

পুরুষের নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণের ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিম্নোক্ত হাদীস রেওয়ায়াত করেন,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ.

'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীবেশী পুরুষ এবং পুরুষবেশী নারীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। তিনি এদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৯১১] তিনি একই ধরনের এক একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর সাজ-সজ্জা গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাজ-সজ্জা গ্রহণকারী নারীর প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।'[৯১২]

রক্তের সম্পর্ক রক্ষা ও আত্মীয়তা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখার এবং আত্মীয়দের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকরাকে তিনি বড় পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকরাকে তিনি বড় পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এও সতর্ক করে

---

৯১০. সহীহ মুসলিম, বাবুন নিসাই, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮০, হাদীস নং ২১২৮

৯১১. সহীহ বুখারী

৯১২. সহীহ বুখারী, باب نفى اهل المعاصى, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭১, হাদীস নং ৬৮৩৪

দিয়েছেন যে, রক্তের সম্পর্ক নষ্ট করার কারণে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের রোষাণলে পড়তে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে-অপরের কাছে যাচনা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন।'[৯১৩]

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও মর্যাদা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তাঁকে ভয় করার পাশাপাশি আত্মীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌র অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া যেমন জরুরী, তেমনি আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক থাকাও কর্তব্য। এটা এমনি এক অধিকার, যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্ সরাসরি আদেশ দিয়েছেন। এখানে আত্মীয় বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মাঝে বংশগত বন্ধন রয়েছে এবং এখানে তার উত্তরাধিকারী বা মুহরিম হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র এ উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى ○

'আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দিচ্ছেন।'[৯১৪] এখানে আল্লাহ্ তায়ালা 'আত্মীয়কে দান করার' বিষয়টিকে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও 'ইহসান' বা সদাচরণের ব্যাপক অর্থের গণ্ডিতেই এর তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়, তবুও আত্মীয় স্বজনের অধিকারের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং সর্বোপরি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার তাৎপর্য নির্দেশ করতে এ আয়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়েছে। অধিকন্তু আত্মীয় বলতে এখানে দূরের ও কাছের সকল আত্মীয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে যারা নিকটাত্মীয়, তারা অবশ্যই অন্যদের তুলনায় বেশী হকদার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

---

৯১৩. সূরা আন নিসা ১

৯১৪. সূরা আন নাহল ৯০

'আত্মীয়-স্বজনকে তার অধিকার দিয়ে দাও। অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরের অধিকারও আদায় কর। আর এ ক্ষেত্রে অপচয় করো না।'[৯১৫] এ আয়াত সংলগ্ন পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন এবং এর অব্যবহিত পরে তিনি নিকটাত্মীয় ও রক্তের-সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝

'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরকেই লানত করেন এবং তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।'[৯১৬] এ আয়াতে ব্যাপকার্থে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর যারা এ ধরনের নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে ভীষণভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সমস্ত বুদ্ধিমান মুমিন ব্যক্তিরা সযত্নে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

'এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে কঠোর হিসেবকে।'[৯১৭]

রসূল ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টিকে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাওহীদ, সালাত ও যাকাতের পাশাপাশি একে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

---

৯১৫. সূরা আল ইসরা ২৬

৯১৬. সূরা মুহাম্মদ ২২, ২৩

৯১৭. সূরা আর রা'দ ২১

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصِلِ الرَّحْمَ۔

'এক ব্যক্তি রসূল ﷺ কে বললেন, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে যেতে সাহায্য করবে। রসূল ﷺ তখন বললেন, আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর কোন শরীক সাব্যস্ত করো না। ঠিকভাবে সালাত আদায় কর, যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ।'[৯১৮]

আবু সুফিয়ান মুশরিক থাকা অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাই হিরক্লিয়াস যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নবী তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ করেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করো না, পূর্ব পুরুষদের সংস্কার মিশ্রিত প্রথা ত্যাগ কর। তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে ও দান করতে আদেশ দেন এবং নৈতিক আদর্শে অটল থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় উৎসাহিত করেন।'[৯১৯]

রসূল ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টিকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।'[৯২০] রসূল ﷺ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবনের জন্য বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, সে যেন আল্লাহর সাথেই দৃঢ় আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয় এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে যেন আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করে। হযরত হুরায়রা (রাঃ) নবী ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন,

---

৯১৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৯১৯. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৯২০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ۔

'আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যখন তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এটাই কি সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাওয়ার সময়? আল্লাহ্ তখন বললেন, হ্যা, তুমি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর সাথে আমার হবে ঘনিষ্টতা, আর তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আমার হবে শত্রুতা? আত্মীয়তা এর উত্তরে বলল, আমি খুবই খুশী প্রভু! আল্লাহ্ তখন বললেন, তাহলে তোমার জন্য এটাই মঞ্জুর করা হলো।'[৯২১]

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা আল্লাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ্ তাই বলেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে হৃদ্যতা গড়বো, আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করবে, আমিও তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবো।'[৯২২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে পৃথিবীতে কি কি সুবিধা হয়, সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, আমি রসূলকে ﷺ এই বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার রিযিকের দ্বার প্রশস্ত করতে চায়, এবং দীর্ঘজীবি হতে চায়, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।'[৯২৩] আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রকৃতি ও পরিধির আওতায় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করলেই তাকে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা বুঝায় না; বরং সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক জোড়া দিয়ে তা রক্ষা করার মাঝেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মূল তাৎপর্য নিহিত।'[৯২৪] এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, 'একদা এক ব্যক্তি রসূল ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যাদের সাথে আমি সুসম্পর্ক রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকি। কিন্তু তারা আমার সাথে ভাল সম্পর্ক

---

৯২১. সহীহ বুখারী, باب من وصل وصله الله, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫, হাদীস নং ৫৯৮৭ ও মুসলিম
৯২২. সহীহ বুখারী
৯২৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৯২৪. সহীহ বুখারী

বজায় রাখে না; আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, অথচ তারা আমার অনষ্টি সাধনে ব্যাকূল থাকে; তাদের ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য সংযম সাধন করি কিন্তু তা তারা বুঝতেই চায় না। তার কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন, তুমি যা বললে তা যদি যথার্থ হয়, তাহলে তো তাদেরকে বিপদাপদ গ্রাস করে ফেলবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য সর্বদা সাহায্যকারী নিয়োগ করা হবে, যদি তুমি তোমার এ অভ্যাস যথারীতি পালন কর'।[৯২৫]

সম্পর্কছিন্নকারীর পাপের গভীরতা নির্দেশ করতে এবং কিভাবে তা জান্নাতের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়, সে দিকে ইঙ্গিত করতে হযরত যুবাইর ইবনে মুতঈম রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত উক্তি বাণীবদ্ধ করেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো বেহেশতে যাবে না।'[৯২৬]

শৃংখলা ও শিষ্টাচার

আমরা বিশ্বাস করি যে, চারিত্রিক সুষমার পূর্ণতাদানের জন্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ কারণেই আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁকে উত্তম রূপে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। রসূলের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ঃ ১. সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে তিনি সদ্ভাব রক্ষা করেন, ২. যে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করে, তাঁকে তিনি দান করেন, ৩. অত্যাচারী জুলুমবাজকে তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন, ৪. যে খারাপ ব্যবহার করে, তার সাথে তিনি উত্তম আচরণ করেন, ৫. বয়স্ক ও মুরুব্বীদেরকে সম্মান করেন, ৬. ছোটদেরকে স্নেহ করেন এবং ৭. যথাসম্ভব ক্রোধ সংবরণ করেন, তবে আল্লাহর জন্য অবশ্যই তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

আল্লাহ তাঁর নবীর প্রশংসা করে বর্ণনা করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ○

'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত'।[৯২৭] মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস

---

৯২৫. সহীহ মুসলিম

৯২৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, باب صلة الرحم, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৮১, হাদীস নং ২৫৫৬

৯২৭. সূরা আন নূন ৪

করলে তিনি উত্তরে বলেন, 'তাঁর চরিত্র হলো সাক্ষাত কুরআন।'[৯২৮] এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, পবিত্র কুরআনে সচ্চরিত্র ও পূত-পবিত্র আখলাকের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, রসূল ﷺ এর জীবনে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ـ

'নবী করীম ﷺ চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যাদের চরিত্র উত্তম।'[৯২৯] হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا، وَلاَ فَحَّاشًا، وَلاَ لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ: مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ ـ

'রসূল ﷺ কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করতে হলে শুধু এতটুকু বলতেন, তার কি হয়েছে। তার কপাল ধূলি-ধুসরিত হোক।'[৯৩০] হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আরো বলেন,

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ، وَلاَ: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلاَ: أَلَّا صَنَعْتَ

'আমি দীর্ঘ দশ বছর রসূল ﷺ এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো 'উহ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। এমনকি তিনি কখনো বলেননি-তুমি এটা কেন করেছ? বা এটা কেন করনি?'[৯৩১]

আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

---

৯২৮. সহীহ মুসলিম

৯২৯. সহীহ বুখারী, বাবু ছিফাতুন নাবিয়্যি স., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৩৫৫৯ ও মুসলিম

৯৩০. সহীহ বুখারী, باب لم يكن النبى صلى, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩, হাদীস নং ৬০৩১

৯৩১. সহীহ বুখারী, حسن الخلق والسخاء, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪, হাদীস নং ৬০৩৮ ও মুসলিম

'আপনি উদারতা ও ক্ষমার নীতি প্রয়োগ করুন এবং সৎ কাজের আদেশ করুন। আর মূর্খদের থেকে দূরে থাকুন।'[৯৩২]

ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 'একদা উয়াইনা ইবনে হাসান ইবনে হুযায়ফা বেড়াতে এসে তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। তিনি উমরের খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শসভার নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উয়াইনা তখন ভ্রাতৃষ্পুত্রকে বললেন, হে আমার ভ্রাতৃষ্পুত্র! আমীরুল মুমিনীনের সভায় তোমার একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। তুমি তাঁর কাছে আমার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা কর। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করব। ইবনে আব্বাস বলেন, এরপর হুর উয়াইনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত উমর তা মঞ্জুর করেন। উমরের দরবারে গিয়ে তিনি বললেন, হে উমর ইবনে খাত্তাব! আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদেরকে অমুক ভূখণ্ড ভাগ করে দেননি এবং এভাবে আপনি আমাদের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তার কথা শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এতই রাগান্বিত হলেন যে, তিনি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর আরয করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর নবীকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, আপনি তাদের প্রতি উদারতা ও ক্ষমার নীতি প্রদর্শন করুন, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং অজ্ঞদের থেকে দূরে থাকুন। আর আমার চাচা তো অজ্ঞ ব্যক্তিদের একজন। তার মুখে কুরআনের এ অমোঘ বাণী শুনার পর উমর আর সামনে অগ্রসর হননি এবং এভাবেই তিনি আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত মনে করতেন।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ۗ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝ وَ مَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

'ভালো-মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট পন্থায় তোমরা একটি মন্দ ব্যবহারের জবাব দাও। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার চরম শত্রুতা রয়েছে, সেও পরম বন্ধু হিসেবেই আবির্ভূত হবে। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যশীল এবং তারাই এ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হয়, যারা ভাগ্যবান।'[৯৩৩]

---

৯৩২. সূরা আল আরাফ ১৯৯

৯৩৩. সূরা হা মিম সাজদা ফুসসিলাত ৩৪, ৩৫

এ আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে ক্রোধ সংবরণ করতে, কটু কথায় সহনশীলতা অবলম্বন করতে এবং অসদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদারতা ও ক্ষমার নীতি গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। চরিত্রে এ গুণগুলো ফুটিয়ে তুললে তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মানুষকে রক্ষা করবেন-বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাথে সাথে এ উত্তম আচরণের বদৌলতে ঘোরতর শত্রুকেও তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত করবেন বলেন ও আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

'যারা সচ্ছলতা এবং অভাবের সময় ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ এমন চরিত্রের ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন।'[৯৩৪]

এ আয়াতের ভাবার্থ হলো, মুমিনের হৃদয়ে ক্রোধের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠলে তারা তা নির্বাপিত করে দেয় এবং অসদাচরণকারীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। ক্রোধের বহি:প্রকাশে সক্ষম ব্যক্তি তা অবদমিত করলে আল্লাহ্ তার হৃদয়ে প্রশান্তি আর বিশ্বাসের দ্যুতি ছড়িয়ে দেন। ক্রোধের সময় কেউ তা সংবরণ করলে, আল্লাহ্ তাকে এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করেন। যে জান্নাতে তার জন্য নির্মিত ভবন দেখে মুগ্ধ হতে চায় এবং আপন মর্যাদা বুলন্দ দেখতে চায়, তার উচিত অত্যাচারীকে ক্ষমা করা, বঞ্চনাকারীকে দান করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদেরকে স্নেহ করার বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা রসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। একদা কিছু লোক ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হলে এবং ছোটরা বড়দের আগে কথা বলতে শুরু করলো। তখন রসূল ﷺ বললেন, 'বড়দেরকে সম্মান কর।' বর্ণনাকারী এর ব্যাখ্যায় বলেন, বড়দের পরে তোমরা কথা বল।[৯৩৫]

রসূল ﷺ আরো বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا ۔

৯৩৪. সূরা আলে ইমরান ১৩৪

৯৩৫. সহীহ বুখারী

'যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবনের চেষ্টা করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৯৩৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বড় তারা আগে আমার কাছে আসবে এবং এরপর তাদের ছোটরা আসবে।'[৯৩৭]

আদব-কায়দা ও শৃংখলাবোধের বিষয়টির প্রতি সাহাবায়ে কেরাম খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। তারা বড়দের অধিকার সবচেয়ে বেশি রক্ষা করতেন। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় আমি ছোট ছিলাম। আমি যথাসম্ভব তাঁর বাণী কণ্ঠস্থ করতাম। তিনি আমাকে কখনো তা করতে নিষেধ করতেন না। তবে যদি সেখানে আমার চেয়ে কোন বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন, তখন তিনি আমাকে বারণ করতেন।'[৯৩৮]

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেছেন,

أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلاَ تَحُتُّ وَرَقَهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا، لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ ـ

'তোমরা আমাকে এমন একটা গাছের নাম বল, যাকে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে প্রতি বছর স্বীয় প্রভুর নির্দেশে ফলদান করে এবং যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না। ইবনে উমর বলেন, তৎক্ষণাৎ আমার মনে হলো এটি সম্ভবত খেজুর গাছ। কিন্তু যেহেতু সেখানে আবু বকর ও উমর উপস্থিত ছিলেন, তাই কথা বলা আমার কাছে শোভনীয় মনে হলো না। যখন তাঁদের কেউই কোন উত্তর করলেন না, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বললেন, এটি খেজুর গাছ। এরপর

---

৯৩৬. আবু দাউদ, তিরমিজী, বাবু মা জাআ ফি রহমাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২, হাদীস নং ১৯২০

৯৩৭. সহীহ মুসলিম

৯৩৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

সভাশেষে যখন আমরা বেরিয়ে গেলাম, তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বু! এর উত্তর যে খেজুর গাছ, তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার পিতা তখন বললেন, তুমি তাহলে কোন কথা বলনি কেন? তুমি যদি কথা বলতে তাহলে খুব মজা হতো এবং আমার কাছে তা খুবই ভালো লাগতো। তিনি বললেন, আব্বু, তুমি ও আবু বকর যখন কোন কথা বললে না, তখন আমি কথা বলা উচিত মনে করিনি।'[৯৩৯]

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করে এরশাদ-করেন,

وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝

'যারা কবীরা গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধের মুহূর্তে তা ক্ষমা করে।'[৯৪০] মানুষের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ক্ষমা ও সহনশীলতার জন্য আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রশংসা করেছেন। আর রসূল ﷺ ও এ নীতিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় ছাড়া ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে তিনি কখনো ক্রোধান্বিত হতেন না। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ۔

'শত্রুকে ধরাশায়ী করলে কেউ বীর হয় না। প্রকৃত বীর সেই যে ক্রোধের মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করতে পারে।'[৯৪১] তিনি আরো বলেন, ' একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, 'কখনো ক্রোধ করো না। লোকটি পুনরায় তার প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, কখনো ক্রোধ করো না।'[৯৪২] এখানে ক্রোধ বলতে 'পার্থিব বিষয়ে ক্রোধ' নির্দেশ করা হয়েছে। তবে আল্লাহর জন্য যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তা প্রশংসনীয় এবং এমন ক্রোধের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারও রয়েছে। রসূল ﷺ ব্যক্তিগত বিষয়ে সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ

---

৯৩৯. সহীহ বুখারী, বাবু ইকরামু কাবিরা ওয়া ইয়াবদাউ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪, হাদীস নং ৬১৪৪

৯৪০. সূরা আশ শূরা ৩৭

৯৪১. সহীহ বুখারী, باب الحذر ومن الغضب, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৬১১৪ ও মুসলিম

৯৪২. সহীহ বুখারী

করতেন। আর আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর গৃহে আগমন করে তিনি ছবিযুক্ত পর্দার কাপড় দেখে ক্রোধান্বিত হন। এমিনভাবে একবার এক ব্যক্তি সালাতকে এত দীর্ঘ করে আদায় করলেন, যাতে অন্যরা খুবই বিরক্তি বোধ করলো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগে ফেটে পড়লেন। একদা মসজিদের সামনে এক ব্যক্তি কফ ফেললেও তিনি ক্ষেপে যান। এ সকল বিষয়গুলো সহী বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী এর জন্য একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে ক্রোধ ও কঠোরতার বৈধতা প্রসংগ'। ক্রোধের চরম মুহূর্তে তা সংবরণের উপায় হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম' পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত সুলায়মান ইবনে সারদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, 'একদা আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় দুব্যক্তি পরস্পর পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজন অপরজনকে ক্রোধবশত এমনভাবে গালি দিতে লাগল যে, তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

'আমি একটি দোয়ার কথা জানি, যা উচ্চারণ করলে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ক্রোধ দূরীভূত হয়ে যায়। সেটা হলো, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম।'[৯৪৩] উপরি উক্ত দোয়া পাঠ করার পর ক্রোধ অবদমিত হওয়ার কারণ হিসেবে জ্ঞানীগণ উল্লেখ করেছেন যে, ক্রোধের মুহূর্তে কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন অবশ্যই সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সকলকার্য সম্পাদনকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সে ক্রোধান্বিত না হয়েও থাকতে পারতো এবং এ অনুভূতি ও বিশ্বাসের গভীরতাই তাকে ক্রোধ দমনে সাহায্য করে। আর এ অবস্থায় ক্রোধ উৎপন্ন হলে তাতো মহাপ্রভুর উপরই আপতিত হওয়ার কথা, যা দাসত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

---

৯৪৩. সহীহ বুখারী, باب الحذر من الغضب, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৬১১৫

পবিত্র জিনিসের বৈধতা এবং নোংরা বিষয়ের অবৈধতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন। তাদের উপর যে কঠোর ও কঠিন বিধি নিষেধ ছিল, তাও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র সেসব জিনিস হারাম করেছেন, যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনিষ্ট ও ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিভাবে সেই সব বিষয়কে তিনি হালাল করেছেন, যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কল্যাণ ও উপকার রয়েছে।

পবিত্র জিনিসকে হালাল করা এবং অপবিত্র বিষয়কে হারাম করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۟

'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত ও ইনজীল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে তাদেরকে মুক্ত করে সেই গুরুভার ও শৃংখল হতে, যা তাদের উপর ছিল।'[৯৪৪] এখানে অপবিত্র বা খাবাইছ বলতে আল্লাহ ও রসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ সকল কথা, কাজ, অনুমোদন এবং আল্লাহ ও রসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল বিষয় বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'বলে দাও, অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র বিষয়ের প্রাচুর্য ও সমাহার তোমাকে বিস্মিত করে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এতেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।'[৯৪৫] হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

لَيْسَ بَعْدَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ.

---

৯৪৪. সূরা আল আরাফ ১৫৭

৯৪৫. সূরা আল মায়িদা ১০০

'পবিত্র হালাল বস্তুর বাইরে যা কিছু আছে, তা সবই হারাম ও অপবিত্র।'[৯৪৬] দ্বীনের ব্যাপারে সকল দুঃখ ও কষ্টকর অবস্থা দূর করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত করে বলেছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ

'দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের প্রতি কোন জটিলতা সৃষ্টি করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের এই দ্বীনের প্রতি অবিচল থাক।'[৯৪৭]

এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কোন দুঃখ-কষ্ট, অকল্যাণের অবস্থা আল্লাহর কাম্য নয়, বরং সহজ-সুন্দর করে দ্বীনের সকল বিধি-বিধান পালন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে তোমাদের প্রতি সেই বিধি-বিধানই ওয়াজিব করা হয়েছে, যা তোমরা খুব সহজেই পালন করতে সক্ষম। অতঃপর যখনি কোন বিধি-বিধান পুনরায় সহজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তখনি তা পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অপসারণের মাধ্যমে সহজতর করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে কুরআন ব্যাখার মূলনীতির ব্যাপারে যে সব নিয়ম-কানুন রচিত হয়েছে, তা হলো : 'অসাধ্যতাই সহজ পথের উৎস' এবং 'প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ করে দেয়।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহর এ উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি কোন কিছু কঠিন করতে চান না।'[৯৪৮]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথকে সহজ সাধ্য করতে চান এবং এ কারণেই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন, তা মূলত সবই সোজা। এক্ষেত্রে কখনো কোন কাজ কঠিন মনে হলে পরে তিনি তা অন্য কোনভাবে সহজ করে দিয়েছেন, কখনো সেই মূল বিধানটি স্থগিত বা রহিত করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

'আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধান সহজ করতে চান। আর মানুষকে তো দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৯৪৯] অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন, শরীয়ত,

---

৯৪৬. সহীহ বুখারী, باب الباذق ومن نهى عن, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৭, হাদীস নং ৫৫৯৮
৯৪৭. সূরা আল হজ্জ ৭৮
৯৪৮. সূরা আল বাকারা ১৮৫

আদেশ- নিষেধ এবং সর্বোপরি তাঁর অন্যান্য বিধি-বিধানকে তিনি সহজ পন্থায় উপস্থাপন করতে চান। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরারা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্ন লিখিত বাণীটি উল্লেখ করা যায়,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

'দ্বীন হলো সহজ। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে পরাভূত ও অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ দ্বীনকে কঠিন করে না। তোমরা মানুষকে সহজ-সরল পথ দেখাও, তাদেরকে কাছে টেনে নাও, তাদেরকে সুসংবাদ দাও এবং সকালে, সন্ধ্যায় ও রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।'[৯৫০]

মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ পেতেন, তখন অপেক্ষাকৃত সহজটিকে নির্বাচন করতেন, যদি তাতে পাপের কোন সম্ভাবনা না থাকত। আর পাপের বিষয় হতে তিনি সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করতেন।'[৯৫১]

হযরত সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তাঁর দাদার সূত্রে পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এবং মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন,

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا.

দ্বীনকে সহজভাবে উপস্থাপন করবে এবং কখনে তা কঠিন ও জটিল করে তুলবে না। মানুষকে সুসংবাদ দিতে থাকবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে কখনো তাদের মাঝে বিরক্তির সৃষ্টি করবে না এবং সর্বোপরি, তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করবে।'[৯৫২] এমনিভাবে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'দ্বীনকে সহজ করে উপস্থাপন

---

৯৪৯. সূরা আন নিসা ২৮

৯৫০. সহীহ বুখারী, باب الدين يسر, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬, হাদীস নং ৩৯

৯৫১. সহীহ বুখারী, বাবা ছিফাতুন নাবিয়্যি সা., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৩৫৬০ ও মুসলিম

৯৫২. সহীহ বুখারী

করবে। তা কখনো কঠিন করে তুলবে না। তাদেরকে সুখ-শান্তিও স্বস্তি ময়তার পেলব-পরশ উপহার দিবে এবং কখনো তাদেরকে দূরে ঠেলে দিবে না।'[৯৫৩]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে নিম্নে বর্ণিত একটি চমৎকার হাদীস রেওয়াত করা হয়েছে, 'একদা এক বেদুঈন মসজিদে নববীর ভেতরে প্রস্রাব করলে সে গণরোষের শিকার হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করে ফেল। কেননা, তোমাদেরকে তো সহজভাবে দ্বীন উপস্থাপনার জন্য পাঠানো হয়েছে, তা কঠিন করার জন্য নয়।'[৯৫৪]

দ্বীনকে সহজভাবে উপস্থাপন করার বিষয়ে উপরে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অনর্থক বাড়াবাড়ি করা বা সীমালংঘন করা খুবই নিন্দনীয় কাজ এবং এক্ষেত্রে গর্ব-অহংকার মুক্ত হয়ে নিয়মিতভাবে ও বিরতিহীনভাবে ইবাদতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা উচিত।

সুদ নিষিদ্ধকরণ এবং সুদখোরের বিরুদ্ধে আলাহ ও তাঁর রসূলের যুদ্ধ ঘোষণা আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন, তা কম হোক বা বেশি হোক। সুদখোরকে চিরন্তন শাস্তি প্রদান ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের গচ্ছিত আমানতের অধিক যা কিছু প্রদান করে অথবা প্রদত্ত ঋণের চেয়ে বেশি যা গ্রহণ করে, তা সুদ হিসেবেই বিবেচিত হবে। যার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আলাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

সুদের নিষিদ্ধতা এবং সুদখোরের বিরুদ্ধে ইহকাল ও পরকালে যে ভীষণ শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ

---

৯৫৩. সহীহ বুখারী

৯৫৪. সহীহ বুখারী

اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আলাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তাঁর ব্যাপার এবং তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।'[৯৫৫]

তিনি সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং অসহায় ঋণগ্রস্ত দেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সময় দান বা তাদের ঋণের কিয়দাংশ সদকা হিসেবে বিবেচনা করে তা মওকুফ করতে উৎসাহিত করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহর উক্তি প্রণিধানযোগ্য

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ○ وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৯৫৫. সূরা আল বাকারা ২৭৫

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও তবে তো খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।'[৯৫৬]

সুদ যে অন্যতম ধ্বংসাত্মক বিষয়, এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বক্তব্য পাওয়া যায়,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ـ

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় পরিহার কর। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, সে সাতটি বিষয় কি কি, হে আল্লাহর রসূল? তিনি উত্তরে বললেন, সেগুলো হলো ঃ ১. আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা, ২. যাদু চর্চা ৩. বৈধ কারণ ছাড়া অন্যান্য যে হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, এমন হত্যাযজ্ঞ, ৪. সুদ ভক্ষণ ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৬. যুদ্ধের ময়দান হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ৭. ঈমানদার সতী-সাধ্বী নারীদের চরিত্রে কলংক লেপন করা।'[৯৫৭]

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের সাথে জড়িত সকলেই অভিশপ্ত। কাজেই সুদ দাতা ও সুদ গ্রহিতা, সুদের হিসাব রক্ষক অথবা সুদের ব্যাপারে সাক্ষী-এ সকলের উপরই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অভিশপ রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ,

---

৯৫৬. সূরা আল বাকারা ২৭৮-২৮১

৯৫৭. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, বাবু বয়ানুল কাবাইরি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২, হাদীস নং ৮৯

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ـ

'রসূল ﷺ সুদদাতা, সুদগ্রহিতা, এর হিসাব-রক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং সাক্ষী সকলের প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এরা সকলেই সমান।'[৯৫৮]

পরকালে সুদখোরের জন্য যে শাস্তি অবধারিত, এ বিষয়ে হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে বর্ণনা এসেছে। তিনি রসূল ﷺ এর নিম্নে বর্ণিত বক্তব্য রেওয়াত করেছেন,

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا ـ

'মিরাজ রজনীতে আমি দেখলাম যে, দু'ব্যক্তি এসে আমাকে কোন পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে আমরা এক রক্তের নদীর তীরে উপনীত হলাম। নদীতে একজন লোক দণ্ডায়মান ছিল এবং নদীর ঠিক মাঝখানে আর একটি লোক পাথর হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। নদীতে দণ্ডায়মান লোকটি যখন নদী থেকে বের হতে উদ্যত হচ্ছে তখনি দ্বিতীয় লোকটি তাকে প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। আর অমনি সে ছিটকে তার পূর্বের জায়গায় চলে যাচ্ছে। এভাবে যতবার সে নদী থেকে বের হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে, ততবারই তাকে পাথর মেরে পূর্বের স্থানে হটিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমি জানতে চাইলাম, কে এ লোকটি? তখন প্রত্যুত্তরে আমাকে বলা হলো, নদীর মাঝে যাকে তুমি দেখছ সে একজন সুদখোর।'[৯৫৯]

---

৯৫৮. সহীহ মুসলিম, বাবু লাআন আকলির রিবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২১৯, হাদীস নং ১৫৯৮

৯৫৯. সহীহ বুখারী, বাবু আকলির রিবা ওয়া শাহিদিহি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯, হাদীস নং ২০৮৫

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ এবং তার ব্যবহার কবীরা গুণাহ

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ তায়ালা মাদকদ্রব্য হারাম করেছেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন ঃ ১. রস নিঃসরণকারী, ২. মদ তৈরিকারী, ৩. মদ্যপানকারী, ৪. মাদকদ্রব্য বহনকারী, ৫. যার কাছে মাদকদ্রব্য নিয়ে যাওয়া হয়, ৬. মদ পরিবেশনকারী, ৭. মদ বিক্রেতা, ৮. মাদকদ্রব্য হতে লব্ধ মূল্য গ্রহণকারী, ৯. মাদকদ্রব্য ক্রেতা, ১০. যার জন্য মাদকদ্রব্য ক্রয় করা হয়।

মাদকদ্রব্যের নিষিদ্ধতা এবং এর কারণ বর্ণনাপূর্বক আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ○

'হে মুমিনগণ! এই মদ, জুয়া প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ- এসবতো শয়তানের অপবিত্র কার্য। অতএব এগুলো থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনো কি নিবৃত্ত হবে না?'[৯৬০] রসূল ﷺ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মদ্যপান এবং ঈমান এক সাথে থাকতে পারে না। তাঁর বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য,

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔

'মদ্যপানের মুহূর্তে মদ্যপানকারী মুমিন থাকে না।'[৯৬১]

এ প্রসঙ্গে অবৈধতার মাপকাঠি সম্পর্কে ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

---

৯৬০. সূরা আল মায়িদা ৯০, ৯১

৯৬১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ۔

'যা কিছু নেশাচ্ছন্ন করে তাই মদ এবং সব ধরনের মাদকদ্রব্যই হারাম।'[৯৬২] হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মধুর তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা সবই হারাম।'[৯৬৩] হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেন, 'নেশা জাতীয় সবই মদ এবং প্রত্যেক নেশাই হারাম। পৃথিবীতে মদপানে অভ্যস্ত হওয়ার পর তওবা ছাড়া কারো মৃত্যু হলে পরকালে তাকে পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হবে।'[৯৬৪]

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে পূর্বোক্ত মাপকাঠির পুনরুল্লেখ করে মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষমান লাঞ্ছনাকর পরিণতির বিবরণী পেশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'ইয়েমেনের জায়শান এলাকা থেকে জনৈক ব্যক্তি মদীনায় আসলেন। আগন্তুক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাদের দেশে ভুট্টার তৈরি 'মাযার' নামক মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কি নেশার সৃষ্টি হয়? লোকটি বললো জ্বী হ্যাঁ। তখন নবীজী বললেন, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। মদপানকারীর ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাকে 'তিনাতুল খাবাল' পান করতে দিবেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করলো, 'তিনাতুল খাবাল' কি? হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনাতুল খাবাল হলো, দোজখবাসীদের অগ্নিদগ্ধ শরীর হতে বিচ্ছুরিত ঘাম ও নির্গত পুঁজ।'[৯৬৫]

আবু জুয়ায়রা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বাজিক নামক মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আগেই এ সম্পর্কে সমাধান দিয়েছেন। যা কিছু মাদকতা ও নেশার সৃষ্টি করে তা হারাম।'[৯৬৬] এখানে স্মর্তব্য, বাজিক নামক মদের প্রচলন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ছিল না। কিন্তু সকল মাদকদ্রব্য ও নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম করার প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এটাকেও নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে নামের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য মদ তৈরি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

৯৬২. সহীহ মুসলিম, باب بيان ان كم مسكر, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮৮, হাদীস নং ২০০৩
৯৬৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম
৯৬৪. সহীহ মুসলিম
৯৬৫. সহীহ মুসলিম
৯৬৬. সহীহ বুখারী

'এটা তো ঔষধ হতেই পারে না; বরং তা আরো রোগ বৃদ্ধি করে।' ইমাম মুসলিম তারেক ইবনে সুয়াঈদ আল জাফী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিষেধ করলেন অথবা মদ তৈরি করা তিনি অপছন্দ করলেন। তখন সুয়াঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ঔষধ হিসেবেও কি তা তৈরি করা যাবে না? তিনি উত্তরে বললেন, এটা তো নিজেই একটি রোগ, তা ঔষধ হবে কিভাবে?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যবসা করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যা পান করা অবৈধ, তার ব্যবসাও অবৈধ। ইমাম মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا ـ

'জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একপাত্র মদ উপহার দিলে তিনি বললেন, 'তুমি কি জান না, আল্লাহ মাদকদ্রব্য হারাম করেছেন? তিনি বললেন, আমি এটা জানি না। ইবনে আব্বাস বললেন যে, এরপর লোকটি আর এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বললে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কানে কানে কি বলাবলি করছ? লোকটি বলল, আমি তাকে এ মদ বিক্রয় করতে বলেছি। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা পান করা হারাম, তা বিক্রয় করাও হারাম। ইবনে আব্বাস বলেন, এ কথা শোনার পর লোকটি পাত্রের মুখ খুলে সব মাটিতে ফেলে দিল।'[৯৬৭] মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সূরা বাকারার শেষাংশে মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে বললেন, আজ থেকে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা হলো।'[৯৬৮]

ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খবর পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি মদ বিক্রয় করছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। সে কি জানে না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

---

৯৬৭. সহীহ মুসলিম, বাবু তাহরিমু বাইউল খামার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০৬, হাদীস নং ১৫৭৯
৯৬৮. সহীহ বুখারী

ব্যাপারে কি বলেছেন? এরপর তিনি রসূল ﷺ এর নিম্নের উক্তি বর্ণনা করলেন,

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ، فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا ـ

'আল্লাহ ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন। কেননা, চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলেও তারা তা বিগলিত করে বিক্রয় করেছে।'[৯৬৯]

মৃত হারাম এবং যবেহ সম্পর্কিত বিধান

আমরা বিশ্বাস করি. মৃত রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যা যবেহ করা হয়েছে তা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কোন প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত করা ছাড়া তার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল নয়। এ জন্য যাদের গলায় ছুরি চালানো যায় তাদের গলায় বা কণ্ঠনালীতে ছুরিবিদ্ধ করে শাহরগ কেটে ফেলে রক্তপাত করতে হবে। আর যাদের গলায় ছুরি চালানো যাবে না? যেমন ভীত বা ক্ষিপ্ত উট, তাদের শরীরের যে কোনো স্থানে ছুরি বসাতে হবে, যা শরীরে প্রবেশ করে অস্থিমজ্জা ভেদ করে রক্ত প্রবাহিত করবে। পশুর গোশ্‌ত হালাল হওয়ার জন্য যবেহকারীকে মুসলিম বা কিতাবী হতে হবে। যবেহকৃত পশুকে যবেহ করার সময় জেনে বুঝে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকা যাবে না । আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা পশুর গোশ্‌ত হালাল হবে না। পশুকে ভালো ভাবে ও যত্নসহকারে যবেহ করা মুসলমানের দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ সবার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ○

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত, শুকরের গোশ্‌ত আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনের মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র

---

৯৬৯. সহীহ বুখারী, باب لا يذاب شحم الميتة, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২, হাদীস নং ২২২৩ ও সহীহ মুসলিম

পশুকে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়।'[৯৭০] শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে সব পশুর রক্তপাত করা হয় না, সেগুলো আসলে মৃত হিসাবে গণ্য। আর এ কারণে গোশ্‌ত ও যৌনাঙ্গের ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সবই হারাম।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ

'বলো, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না- মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত ছাড়া। কেননা, এটা অবশ্যই অপবিত্র অথবা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে।'[৯৭১]

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় অবস্থান কালে রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, মৃত পশুর গোশ্‌ত, শূকর ও মূর্তির কেনাবেচা হারাম করে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মৃত পশুর চর্বির ব্যাপারে আপনি কি বলেন? কারণ এর সাহায্যে খসখসে চামড়াকে মসৃণ ও চামড়াকে তৈলাক্ত করা হয় এবং লোকেরা এর সাহায্যে আলো জ্বালে। তিনি জবাব দিলেন, না, তা হারাম। তারপর রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুণ! যখনই আল্লাহ মৃতের চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তাকে গলানো শুরু করলো এবং গলানো চর্বি বিক্রি করে তার অর্থ নিজেদের জীবিকা হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো।'[৯৭২]

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ পশু-পাখির গলায় এবং উটের বুকে যবেহ করার জায়গায় যবেহ করা

---

৯৭০. সূরা আল আল মায়েদা ৩

৯৭১. সূরা আল আনআম ১৪৫

৯৭২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

ছাড়া যবেহ গৃহীত হবেনা। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, হুলকুম ও কণ্ঠনালী থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে হবে। ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, মাথা কাটা হয়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'কা'ব ইবনে মালেকের একটি বাঁদী ছিল। সে তাঁর বকরী চরাতো। একদিন তার একটি ছাগল আহত হলো। সে তাকে পাথর দিয়ে যবেহ করলো। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তার গোশ্ত খাও।

যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

'তোমরা তাঁর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা আহার করো।'[৯৭৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ○

'যাতে আল্লার নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না, তা অবশ্যই পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিরোধ করার প্ররোচনা দেয়, যদি তোমরা তাদের কথামত চলো তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।'[৯৭৪] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জেনে বুঝে 'বিসমিল্লাহ' বলা পরিত্যাগ না করা এবং আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারোর নাম নিয়ে যবেহ না করা।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদল লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমাদের কাছে কিছু লোক এমন গোশ্ত এনেছে যার ওপর আমরা জানিনা আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছিল কিনা। তিনি বললেন, তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম নাও এবং তা খাও। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এটা এমন এক সময়ের কথা যখন কাফেরদের সাথে আমাদের সন্ধি চুক্তি চলছিল।

---

৯৭৩. সূরা আল আনআম ১১৮

৯৭৪. সূরা আল আনআম ১২১

আহলে কিতাবদের যবেহ্ করা পশু পাখি হালাল হবার সপক্ষে আল্লাহর এ বাণীতে ইশারা করা হয়েছে,

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ؗ

'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।'[৯৭৫]

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারী গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বলেছেন, 'তাদের খাদ্যদ্রব্য অর্থ তাদের যবেহ্ করা খাদ্যদ্রব্যাদি।'

ইমাম বুখারী ইমাম যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আরবদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের যবেহ্ করা জানোয়ারে কোনো ক্ষতি নেই। তবে যদি তুমি তাদের কোনো পশু পাখি মারার আগে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর নাম উচ্চারণ করতে শুনে থাকো তাহলে তার গোশ্‌ত খেয়ো না। আর যদি না শুনে থাকো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা হালাল করে দিয়েছেন। তিনি তাদের কুফরী সম্পর্কে জানেন। তারপর বুখারী বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও একই কথা উল্লেখিত আছে।

যবেহর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া ছাড়া সাধারণভাবে গোশ্‌তের মধ্যে আসল হচ্ছে হারাম হওয়া। যবেহ্ করা পশু পাখিকে মৃতের সাথে মিশিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে হারামের বিধান দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তোমার কুকুর পাঠাও ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং সে হত্যা করে, তাহলে তা খাও, যদি সে (শিকার করার পর) নিজে কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে তা খেয়ো না। কারণ সেটাকে সে নিজের জন্য ধরেছিল। যদি বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হয়নি এমন সব কুকুরের সাথে কুকুর মিশে যায় এবং সে শিকার করে আনে তাহলে তা খেয়ো না। কারণ তুমি জানো না ওটা কার শিকার? যদি তুমি শিকারকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে দাও এবং একদিন বা দুদিন পরে শিকার তোমার হাতে আসে, তখন তার গায়ে তোমার তীর ছাড়া অন্য কোনো তীর দেখতে না পাও, তাহলে তা খাও। আর যদি তা পানিতে পড়ে থাকে তাহলে খেয়ো না।'[৯৭৬]

---

৯৭৫. সূরা আল মায়েদা ৫

৯৭৬. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উল্লেখিত সাহাবী থেকে আরো রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কুকুর পাঠালাম এবং তার ওপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়লাম। তারপর সে যা মুখে করে আনলো সেটা কি আমার শিকার? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, যখন তুমি তোমার কুকুর ছাড়লে এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বললে, তারপর সে শিকার পাকড়াও করে তাকে হত্যা করলো এবং খেলো তখন তা খেয়ো না। কারণ এ শিকারটি সে নিজের জন্য করেছিল। আমি বললাম, আমি আমার কুকুরটি পাঠালাম এবং তার সঙ্গে অন্য একটি কুকুর পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম না তাদের মধ্য থেকে কে শিকারটি করেছে? তিনি বললেন, তা খেয়োনা। কারণ তুমি তোমার নিজের কুকরের ওপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছিল, অন্যের কুকুরের ওপর নয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, পালক বিহীন তীর নিক্ষেপ করে শিকার করা শিকার সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন, যখন তুমি তার গায়ে তীরের সূচাগ্র ডগা বিদ্ধ হবার মত ক্ষতচিহ্ন পাও তখন তা খেয়ে ফেলো। আর যখন তার গায়ে পাও চওড়া ক্ষতচিহ্ন পাও তখন তা খেয়ে ফেলো। আর যখন তার গায়ে পাও চওড়া ক্ষতচিহ্ন এবং তা মরে গিয়ে থাকে তখন তা পাথর বা কাঠের আঘাতে মৃত, কাজেই তা খেয়ো না।'

যত্ন সহকারে যবেহ করার প্রতি শাদ্দাদ ইবনে আওসের হাদীসটি ইশারা করছে। তিনি বলেন, 'দুটি কথা আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সংরক্ষণ করেছি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেকের সাথে সদাচার করার বিধান দিয়েছেন। কাজেই যখন তোমরা (প্রাণী হত্যা করো তখন সুন্দর ও সুচারুরূপে হত্যাকার্য সম্পাদন করো। আর যখন যবেহ করো তখন সুচারুরূপে যবেহ করো। ছুরি ভালোভাবে শানিত করো এবং পশুকে আরাম দাও।'[৯৭৭]

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, ছলনা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করা, মিথ্যা খরিদদার সেজে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিকরা ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গুদামজাত করা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয় যা মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করা হারাম করে দিয়েছেন।

---

৯৭৭. সহীহ মুসলিম

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধনসম্পদ গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।'[৯৭৮] আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সুদ, ঘুষ, জুয়া, ইত্যাদি যে কোনো প্রকার অন্যায় অর্থোপার্জনের মাধ্যমে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۟

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে বুঝে পাপ পন্থায় আত্মসাত করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ো না।'[৯৭৯] এর মধ্যে ঘুষ হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রতারণা হারাম হওয়ার বিষয়টি হাদীস থেকে প্রমাণিত। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্তূপাকারে সাজানো খাদ্য শস্যের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এটা কি? সে জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল! আকাশের আকস্মিক বর্ষণে এটা ঘটে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো তুমি শস্যস্তূপের উপরিভাগে রাখতে পারোনি কেন? এভাবে রাখলে তা দেখা যেতো। যে প্রতারণা করে সে আমার সাথে নেই।'[৯৮০]

নাগরিকদের সাথে শাসনের প্রতারণা করা হারাম। এ প্রসঙ্গে মাকাল ইবনে ইয়াসার আলমুযানী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'তিনি রসূলুল্লাহ

---

৯৭৮. সূরা আন নিসা ২৯

৯৭৯. সূরা আল বাকারা ১৮৮

৯৮০. সহীহ মুসলিম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে নাগরিকদের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন, সে তাদের সাথে প্রতারণা করলে মৃত্যুর পরে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেবেন।'[৯৮১]

অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদুর কারবারও অনিশ্চয়তার কারবার নিষিদ্ধ করেছেন।

অনিশ্চয়তার কারবার নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ব্যবসায়ের একটি মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ থেকে বহুবিধ সমস্যার জন্ম হয়েছে। যেমন মা'দুম (বিলুপ্ত) ব্যবসা, মাজহুল (অজানা) ব্যবসা এবং এমন ব্যবসা যা মেনে নেবার কোনো ক্ষমতাই নেই। আর এমন ব্যবসা যেখানে বিক্রেতার মালিকানাই পুরো হয় না। প্রয়োজনের খাতিরে কখনো ব্যবসায়ের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যেমন গৃহের বুনিয়াদ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা গর্ভবর্তী ছাগী বিক্রি করা। এই বিক্রয় বৈধ। কারণ বুনিয়াদ গৃহের আয়ত্বাধীন এবং গর্ভ ছাগীর আয়ত্বাধীন। আর প্রয়োজন এদিকে আহ্বান করে এবং চোখে এটা দেখা সম্ভব নয়।

মিথ্যা খরিদদার সেজে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীসে বলা হয়েছে, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা দর হাকতে নিষেধ করেছেন।'[৯৮২] ইবনে আবু আওফা বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা দর হাঁকে সে সুদখোর খেয়ানতকারী। আর মিথ্যা দর হাঁকাটা হচ্ছে, পণ্যের দাম বাড়ানো অথচ তা কেনা তার উদ্দেশ্য নয়। অন্যে যাতে সে দামে ফেসে যায় সেটাই উদ্দেশ্য।

একজনের দামের ওপর অন্যজনের দাম বলা হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এক হাদীসে বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনের দরদামের ওপর অন্যজনের দরদাম করতে নিষেধ করেছেন।'[৯৮৩] অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দরের ওপর দর না কষে এবং কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের

---

৯৮১. সহীহ মুসলিম

৯৮২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৯৮৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

বিয়ের পয়গামের ওপর নিজের পয়গাম না দেয়, তাবে হ্যাঁ তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে।'[৯৮৪]

গুদামজাতকরণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পাপিষ্ট ছাড়া কেউ কৃত্রিম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গুদামজাত করে না।'[৯৮৫] আর গুদামজাত অর্থ হচ্ছে, বাজারের সস্তা দরের সময় পণ্য কিনে তা গুদামে আটকে রাখা। ফলে তার দাম বেড়ে যায়। লোকদের প্রয়োজন থাকলেও তা বাজারে ছাড়া হয় না। এ ক্ষেত্রে গুদামজাত করা নিষিদ্ধ করার কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো।

অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার বিরুদ্ধে আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হলফের মাধ্যমে অন্য মুসলমানের হক মারলো, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত এবং জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি তা সামান্যও হয়? জবাব দিলেন, যদিও তা একটি ছোট গাছের শাখাও হয়।'

ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'কোনো হক না থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হলফ করে মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে আল্লাহ ক্রুদ্ধ অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাত করবেন।'

শেষ কথা

বিশ্ব মানবতার প্রতি আহ্বান এবং গভীর আন্তরিকতা সহকারে তাদের সৎপথ দেখানো

আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যেকটি মুসলমান এই সত্যের প্রতি আহ্বান কারীর দায়িত্ব বহন করছে। বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য তার মধ্যে রয়েছে সত্যিকার আগ্রহ ও নিষ্ঠা। এ ব্যাপারে জাতি, ধর্ম, ভূখণ্ডের কারণে সে কাউকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখে না।

---

৯৮৪. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৯৮৫. সহীহ মুসলিম

মহান আল্লাহ্ বলেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

'মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করো সদ্ভাবে।'[৯৮৬]

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে তাঁর পথের দিকে আহ্বান জানাতে বলেছেন হিকমত সহকারে। এই হিকমত হচ্ছে এমন সব দলিল-প্রমাণ যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে এবং সংশয় দূরীভূত করবে। আর সদুপদেশ বলতে বুঝানো হয়েছে, লাভজনক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য। প্রথম পর্যায়ে দাওয়াত দিতে হবে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দিতে হবে সাধারণ গণ মানুষকে। এরপর বিষয়টি যদি বিতর্কের ময়দানে চলে যায় তাহলে বিতর্ক হতে হবে সুন্দর, শালীন ও সুস্থ, অর্থাৎ কথাবার্তার মাধুর্য ও নমনীয়তা সৃষ্টি করতে হবে ফলে ভিন্ন পক্ষের উচ্ছৃংখল আচরণকে সংযত করতে এবং তাদের ক্রোধের আগুনে পানি ঢেলে দিতে সক্ষম হবে। যেমন ফেরাউনের কাছে পাঠাবার সময় হযরত মূসা ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা দু'জন তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।'[৯৮৭] মহান আল্লাহ্ বলেন

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِىْ

'বলো এটাই আমার পথ। আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে এবং আমার অনুসারীগণও।'[৯৮৮] এখানে আল্লাহ্ মানুষকে একথা জানাতে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি দাওয়াত সজ্ঞানে ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে দিতে হবে এবং এই দাওয়াত দানকারী ও তার অনুসারীদের দাওয়াতের প্রতি থাকতে হবে অবিচল প্রত্যয় এবং দলিল প্রমাণ সহকারে তারা দাওয়াত উপস্থাপন করবেন।

মানুষকে সত্য সরল পথ দেখাবার জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাকুলতা এবং সত্য থেকে তাদের বিমুখ থাকার কারণে তাঁর প্রচণ্ড দুঃখবোধ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

---

৯৮৬. সূরা আন নাহ্ল ১২৫
৯৮৭. সূরা আত ত্বা-হা ৪৪
৯৮৮. সূরা ইউসুফ ১০৮

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا۝

'তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।'[৯৮৯]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۝

'তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।'[৯৯০] অর্থাৎ তাদের জন্য দুঃখে-শোকে তিনি নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দেবেন। তাই আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'কাফের ও মুশরিকদের জন্য আফসোস করে নিজের ক্ষতি করো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলেন, 'আল্লাহ যদি তোমার সাহায্যে একজন লোককেও সৎ পথে আনেন, তাহলে লাল উটের চেয়েও তা মূল্যবান।'[৯৯১]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসটি পরিশেষে তুলে ধরতে চাই। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔

'কেউ যদি কাউকে সৎপথ দেখায়, তাহলে সে নতুন অনুসারীর ন্যায় পুরস্কার পাবে এবং এজন্য তাদের কারো পুরস্কার থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর কেউ কাউকে বিপথগামী করলে, নতুন বিপথগামীর ন্যায় সেও পাপী হবে এবং এজন্য তাদের কারো পাপ হ্রাস করা হবে না।'[৯৯২]

---

৯৮৯. সূরা আল কাহ্ফ ৬

৯৯০. সূরা আশ শুআরা ৩

৯৯১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৯৯২. সহীহ মুসলিম, باب من سن سنة حسنة, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৬০, হাদীস নং ২৬৭৪
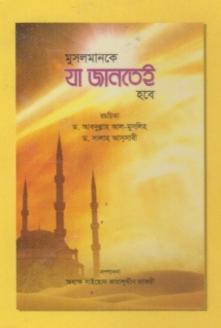
প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৩১ ০১০৭৪০, ০১৯১৮ ৮০০৮৪৯
E-mail: kashfulprokashoni@gmail.com
/kashfulprokashoni